প্রথম অধ্যায়।

—৩৯৩—

বিদেশ যাত্রা।

পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত ঘটনার পরে কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে লেডি ইশাবেল্ আরও দুইটি সন্তানের জননী হইয়াছেন। সর্ব্বসমেত এখন তাঁহার এক কন্যা, ইশাবেল ; এবং দুই পুত্র, উইলিয়ম্ ও আর্কিবল্ড ; ছোটটির এখন প্রায় এক বৎসর বয়স হইবে। মাস দুই হইবে, ইশাবেলের গুরুতর অসুখ হইয়াছিল ; এখন তিনি অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু শরীর তাঁহার একেবারে ভীষণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মিঃ ওয়েইন্‌রাইট্ অনেক চেষ্টা করিয়াছেন—ঔষধের পর ঔষধ বদ্‌লাইয়াছেন, কিন্তু ইশাবেলের শরীর ভালর দিকে না আসিয়া ক্রমশঃই বরং মন্দর দিকে যাইতেছে। তাই কার্‌লাইল্ লীন্‌বরো হইতে ডাক্তার মার্টিন্‌কে আনিয়াছেন ; ইনি পরামর্শ দিয়াছেন কিছু দিনের জন্য স্থান-পরিবর্ত্তন করান আবশ্যক। তখন ঠিক হইল, ফরাসী উপকূলস্থ কোন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া লেডি ইশাবেল্ কিছু দিন বাস করিবেন। কিন্তু তিনি ইহাতে সম্পূর্ণ আপত্তি করিতে লাগিলেন ; বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেই তাঁহার বিশেষ আপত্তি—তাহাতে আবার এতদূরে, সেই কোন্ ফরাসী উপকূলে! তবে সৌভাগ্যক্রমে এমন একটি ঘটনা হঠাৎ ঘটিয়া বসিল যে, তাহাতে আর লেডি ইশাবেলের যাইতে বিশেষ আপত্তি থাকিলনা। মিসেস্ ভিউসীর কথা বোধ হয়, পাঠক পাঠিকাদের মনে আছে। তিনি, মেয়েদের

লইয়া এখন ফরাসী রাজধানী প্যারিস সহরে আছেন; মধ্যে মধ্যে লেডি ইশাবেল্কে পত্র লিখিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাহার যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছুদিনের জন্য তাহারা যাইয়া বুলন্ সহরে বাস করিবেন। বিদেশে যাইয়া একাকিনী থাকিতে হইবে ভয়েই লেডি ইশাবেলের যাইতে বিশেষ আপত্তি ছিল! কিন্তু এখানে গেলে আর সেই ভয়ের কোনই কারণ নাই। এ জায়গাটা লোকবহুল এবং নিতান্তই গ্রাম্যগোছের বলিয়া কার্লাইলের তেমন মনঃপুত হইলনা—বিশেষতঃ তিনি নিজে যাইয়া থাকিতে পারিবেননা। কিন্তু ডাক্তার মার্টিন্ বলিলেন "না, এখানেই ভাল হইবে; এখানে বহুলোকসমাগমে, ও নিত্যনূতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে লেডি ইশাবেল্ বেশী ভাল বোধ করিবেন।" তখন, অগত্যা, যাওয়াই ঠিক হইল; এবং তদনুসারে বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

বাস্তবিকই ইশাবেল্কে বড়ই রুগ্ন দেখাইতেছে। সমস্ত শরীর যেন সাদা হইয়া গিয়াছে; হস্তপদ কাঠি কাঠি হইয়াছে; তাঁহার সেই উদাস-মধুরভাবাপন্ন নেত্রদ্বয় এখন আরো বড় দেখাইতেছে—চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়িয়াছে। হস্তদ্বয় সর্ব্বদাই উষ্ণভাবাপন্ন, শীর্ণ বিবর্ণ! বেশ গরম পড়িয়া থাকিলেও, তিনি গায়ে সর্ব্বদাই একটা শাল জড়াইয়া রাখেন; এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মানুষ যেমন করে, তিনিও তেমন নড়নচড়নরহিত হইয়া এক জায়গায় বসিয়াই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন!

এইরূপ শারীরিক দুর্ব্বলতা ও আনুষঙ্গিক মানসিক অবসাদের সময় আবার তাঁহার মনে স্বামী ও বার্বারার সংক্রান্ত সেই মর্ম্মপেষী ভাবনাটি আসিয়া স্থান লইয়াছে। তেমন কিছু না ঘটাতে এই অসুখকর ভাবনাটা গত কয়েক বৎসর একপ্রকার অনুপলব্ধ অবস্থায় ছিল; কিন্তু এখন

আবার ইহা নূতন তেজে, নূতন শক্তিতে কোজ্ ক্‌রিতে আরম্ভ করিয়াছে। বসিয়া বসিয়া, শুইয়া শুইয়া এখন প্রায়ই তিনি ভাবিতে থাকেন, 'কার্-লাইল্ কি আমাকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছেন?—না, ভাল বার্-বারাকেই বাসিয়াছেন, কেবল বংশমর্য্যাদায় ও সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছেন!' এ দিকে, বিবাহের প্রথম কয়েকটা মাস কার্-লাইলের ভালবাসা কেবলই বহির্ম্মুখী ছিল,—কথায়, কার্য্যকলাপে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিলেই যেন তাহা চরিতার্থ হইত। কিন্তু এখন সেই ভালবাসা হৃদয়ের প্রতিকন্দর পূর্ণ করিয়া সমগ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিয়া, নীরব মন্দ গতিতে গম্ভীর ভাবে চলিয়াছে। স্বামী মাত্রেরই বোধ হয় এইরূপ অবস্থান্তর হইয়া থাকে।—ইহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্রও দোষ নাই; প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা যে কমিয়া যায় তাহা নহে; ভালবাসা গভীর হইতে থাকে বলিয়া, ও সংসারে প্রবেশ করিবার পরে যৌবনের উন্মাদিনী কল্পনা মন্দীভূত হইয়া আসে বলিয়াই, এমন হইয়া থাকে।

ইশাবেল কিন্তু স্বামীর হৃদয়ের অনুদ্দামগতিতে প্রবাহিত, প্রশান্ত প্রণয়স্রোত যথার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন না; কল্পনাপ্রিয় হিংসা ও ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি মনে করিলেন, স্বামীর স্মৃতির উপর এখনো বার্‌বারার আধিপত্য সম্পূর্ণ বিদ্যমান আছে বলিয়াই তিনি এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। এখন প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্যেই তিনি স্বামীর ভালবাসাহীনতার পরিচয় পাইতে থাকেন!—কৈ এখন ত তিনি গান করিতে বসিলে স্বামী আসিয়া চেয়ার ধরিয়া সন্নতগ্রীবায় স্মিতপ্রফুল্ল মুখে, প্রেমময় চক্ষুতে চাহিয়া থাকেন না? যখন তখন তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলেন না? প্রথমটায় আমরা দেখিয়াছি ইশাবেল্ কার্‌লাইল্‌কে ভালবাসেন নাই; কিন্তু তাহার স্নেহকোমল হৃদয় ও পত্নীর সুখস্বচ্ছন্দতা-

সাধনে সততসতর্ক যত্নশীল চেষ্টা দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় ইশাবেলের হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠে—তিনি তাহাকে ভালবাসিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন।—হায়, ভালবাসার আবার চেষ্টা! এরূপ চেষ্টা নিস্ফল, সর্ব্বেব নিস্ফল হইয়া থাকে। চেষ্টায় কখনো ভালবাসা জন্মে না; ভালবাসা তর্ক শুনে না, যুক্তি মানে না; অনেকসময়ই কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। সমস্ত প্রাণের, সমস্ত হৃদয়ের, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি অর্পণ করিয়া, ইশাবেল হয়ত মনেও করিয়াছিলেন যে, স্বামীকে তিনি যথার্থই ভালবাসিতে সমর্থ হইয়াছেন। যখন তিনি অপর পুরুষের সঙ্গে তুলনা করিতে বসিয়া স্বামীর দেবত্ব ও অতুল্য মহত্ত্ব এবং তাহাদের দীনতা ও হীনতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেন, তখন তাহার স্ত্রী হইয়াছেন ভাবিয়া গর্ব্বে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকিত। বেশ বুঝিতেন যে, এমন আর্কিবল্ড কার্‌লাইলের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে, এমন কি রাজকুমারীরাও আপনাদিগকে পরম-সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন।—না, এমন স্বামীর হৃদয়ের কোণেও যে বার্‌বারার মূর্ত্তি প্রতিষ্টিত থাকিবে ইশাবেল্ তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না।

যে দিন তাঁহার যাওয়া একবারে ঠিক হইয়া গেল, সেইদিন ইশাবেল্, বৈঠকখানার ঘরে, আপনার সন্তান তিনটি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ইশাবেল্ এখন পাঁচবৎসরের ক্ষীণাঙ্গী রূপবতী বালিকা; উইলিয়ম ঠিক যেন মায়ের প্রতিমূর্ত্তি; আর বালক আর্কি, অনেকটা মিঃ কার্‌লাইলেরই অনুরূপ।

লেডি ইশাবেল্ ডাকিলেন "এসো, আমার সোনার চাঁদেরা, আমার কাছে এসো।"

বালিকা ইশাবেল্ ও উইলিয়ম দৌড়িয়া মায়ের নিকট আসিল, আর গালিচার উপর বসিয়া খোকা আর্কি পা আছাড়িতে লাগিল। কন্যা ও

জ্যেষ্ঠপুত্রের স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া স্নেহগদগদ স্বরে জননী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি ত অনেক দূরে বেড়াইতে চলিলাম। তোরাও কি আমার সঙ্গে যাইবি?—জাহাজ চড়িয়া সমুদ্র পার হইয়া যাইতে হইবে।"

মায়ের মত বালিকা ইশাবেলের হৃদয়টুকুও সুমার্জ্জিত আত্মসম্মানে পরিপূর্ণ। সে সুধু প্রোজ্জ্বল মুখে নীরব হাসিতে উত্তর প্রদান করিল; কিন্তু উইলিয়ম্ আহ্লাদে আটখানা হইয়া করতালি করিয়া উঠিল জাহাজ চড়িয়া?—যাবো মা যাবো! আর্কিও যাবে মা?"

জননী উত্তর করিলেন "হাঁ, আর্কি যাবে, সকলেই যাবে; যয়েশ এবং উইল্‌সন্ ও যাবে, আর——"

এই ঘরেই একটা জানালার ধারে বসিয়া মিস্‌কর্ণি সেলাই করিতেছিলেন। স্থান পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে যদিও তিনি মুখে কোনই আপত্তি করেন নাই, অন্তরে অন্তরে তিনি ইহাতে ভারি অসন্তুষ্টি বোধ করিতেছিলেন। "লোকের আবার বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় কেন! কৈ, তাহার ত কখনই এসবের প্রয়োজন হয় নাই! ডাক্তারদের মাথায় কি একটা নূতন ধরণের ধারণাই না ঢুকিয়াছে!—পেট বেদনায় বায়ু পরিবর্ত্তন, মাথা ধরায় হাওয়া পরিবর্ত্তন, আঙ্গুল কাটিলে ও সেই ব্যবস্থা! মরি, মরি, আরও কত কি না হইবে। যত ফ্যাসনদুরস্ত লোকের জন্য ফ্যাসনদুরস্ত ব্যবস্থা। একুটু গা ঝাড়া দিলেই লেডি ইশাবেল ঘরে বসিয়াই কি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন না!' তাই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগুলির আনন্দ কোলাহল তাহার বড় ভাল লাগিল না। সকল স্ফুর্ত্তি মাটি করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "না এদের আর সেই সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইতে হইবে না। এদের জন্যত' আর ডাক্তার সেরূপ কোন ব্যবস্থা করে নাই।"

লেডি ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন, "না, আমার সঙ্গে ইহারা যাইবেই। অবশ্যই ইহাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই—কিন্তু তাই বলিয়া, আমি যখন যাইতেছি, তখন ইহারাও যাইবে না কেন?"

কর্ণি তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন "হাঁ, ইহারাও যাইবে না কেন?—যাইবে না, কতক গুলি নাহ'ক খরচের আবশ্যক নাই বলিয়া। শুন, লেডি ইশাবেল, আমি তোমায় ঠিক বলিয়া রাখিতেছি, এ খরচ, সে খরচ, নানা খরচে পড়িয়া স্বামীটি তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইলেন বলিয়া। গাড়ী-গাড়ী ছেলে পেলে ও আয়া ধাই লইয়া না গেলেও এক তোমার এবং য়েশ ও পিটারের খরচই বড় কম পড়িবে না।"

লেডি ইশাবেলের হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল।—তাঁহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া মিস্‌ আবার বলিয়া যাইতে লাগিলেন "বিশেষতঃ স্বাস্থ্য লাভের জন্য হইল তোমার যাওয়া। যদি ছেলে পেলে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিবে, তবে আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? উদ্বেগ ও ভাবনার বস্তু সঙ্গে লইয়া গেলে স্বাস্থ্যের জন্যই যাও, আর স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়াইবার জন্যই যাও, এ দুই এর কোনটিই বড় সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে না।"

কি করিবেন কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া, ও মনের অশান্তিতে, লেডি ইশাবেল যাইয়া ভূতলোপবিষ্ট খোকাটিকে হাঁটুর উপর উঠাইয়া লইয়া, তাহার গণ্ডদেশ আপনার গণ্ডদেশের উপর চাপিয়া ধরিয়া সোহাগ করিতে লাগিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন "ফেলিয়া গেলে, আমার এই খোকা বাবুটিরই মনে কতই না লাগিবে!"—ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া তাঁহার অশ্রু ইহার কুঞ্চিত কেশরাজির উপর ঝরিতে লাগিল। শেষে মিস্‌ কর্ণির উপর দীন দৃষ্টিপাত করিয়া সকাতর ভিক্ষার স্বরে বলিলেন "না, না কিছুতেই আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। আমায় যদি একা পাঠাও,

তবে কিছুতেই আমার শরীর ভাল হইবে না।—সর্ব্বদাই ইহাদের জন্ম প্রাণ আমার হাঁদাইতে থাকিবে।"

"একা। সে কি কথা! কেন, স্বামী বুঝি কিছু নয়?"

"কিন্তু তিনিত' সুধু দিয়াই আসিবেন। সেখানে ত' আর থাকিবেন না।"

মিস্ কর্ণি তখন আবার সুর বদ্‌লাইয়া বলিলেন "বেশ করিবে। তবে কি তুমি চাও যে, স্বামীটি তোমার একেবারে গোল্লায় যান্? কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া কেমন করিয়া সে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে পারে?—বিশেষতঃ যখন মধ্যে মধ্যেই এইরূপ গুরুতর ব্যয়ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে, তখন বরং বেশি করিয়া তাহার কাজে লাগিয়া থাকা আবশ্যক। ছেলে পেলে গুলিকে এই সখের সমুদ্র যাত্রায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, কি খরচ পত্র লাগিতে পারে, একবার খতাইয়া দেখিলে মন্দ হইত না।—আমিত' সুধু বলিতেই পারি; স্বভাবের দোষ, তাই না বলিয়া পারি না। কিন্তু তুমি হইলে আর্কিবল্ডের স্ত্রী—এই সংসারের এক মাত্র কর্ত্রী—যাহা খুসী করিতে পার।"

'যাহা খুসী করিতে পারেন!'—কিন্তু কৈ লেডি ইশাবেল্ ত' কখনো তাহা করেন নাই। এখনও তিনি দৃঢ়তা সহকারে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না—সুধু সন্তানের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অবনত মস্তকে উপায়হীনার মত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে! এই সময় যয়েশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; কর্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া তাহার ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না।

সন্ধ্যাবেলায় যখন বালিকা ইশাবেল্‌কে স্কন্ধে করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ যাইয়া ধাত্রীখানায় উপস্থিত হইলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া সে বলিতে

লাগিল "আজ্ঞে, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ইচ্ছা যে খোকা খুকীদেরও সঙ্গে করিয়া ফরাসী দেশে লইয়া যা'ন।"

"তাই কি ?"

"আজ্ঞে, না লইয়া গেলে বোধ হয় ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি বেশি অসুস্থ হইয়া পড়িবেন।"

"কেন, তবে তাহারাও যাইবে; না যাইবার ত' কোনোই কারণ নাই।" বলিয়াই কার্লাইল্ বৈঠকখানা ঘরে চলিয়া গেলেন; লেডি ইশাবেল্ এখানে একাকিনী বসিয়াছিলেন। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইশাবেল্ তোমার কি ইচ্ছা যে, ছেলে পেলেরাও তোমার সঙ্গে যায় ?"

আশার স্ফুলিঙ্গে তাঁহার বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় কতকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তিনি উত্তর করিলেন "কেমন করিয়া তোমায় জানাইব যে, কত ইচ্ছা হইতেছে ? আঃ! যদি তা'দের সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম, আর্কিবল্ড !"

"বেশ, তাহারাও যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও হাওয়া পরিবর্ত্তনের কাজ হইয়া যাইবে।—আচ্ছা, ইশাবেল্, আমায় একথা বলিতে তুমি এত 'কিন্তু কিন্তু' করিতেছ কেন ?"

তাঁহার গণ্ডদ্বয় আরো আরক্তিম হইয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে অতি অস্ফুচ্চ স্বরে তিনি উত্তর করিলেন "অনেকটা খরচ লাগিবে, তাই।"

মৃদু মধুর হাসির সঙ্গে পত্নীর চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া স্বামী কহিলেন, "খরচের ভাবনাটা তুমি না করিলেও পার, ইশাবেল্! যতদিন না আমি বলি যে, 'আর পারি না', ততদিন খরচের কথাটা লইয়া আর তোমাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।"

তখন প্রাণের আনন্দে লেডি ইশাবেলের চক্ষু দুইটি পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিল। তিনি উৎসাহের সঙ্গে প্রত্যুত্তর করিলেন "না, খরচও যে

তেমন বেশি লাগিবে তা' নয়।—আর,—আর—ওরা সঙ্গে গেলে আমার শরীর ও বেশি তাড়াতাড়িই সারিয়া উঠিবে।"

তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য ঐকান্তিকতার স্বরে কার্‌লাইল্ আবার বলিলেন "তাই যদি হয়, তবে ফরাসী দেশ ত' দূরের কথা, পৃথিবীর আর এক প্রান্তে কেন তুমি ইহাদিগকে লইয়া যাও না। দেখ, ইশাবেল্, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনের, এবং বাসনা চরিতার্থ করিবার, কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা ভাবিবার তোমার আবশ্যক নাই —কখনো ভাবিও না।—কখনো ভাবিও না।"

তাহার প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি অক্ষরে, কোমলতা ও স্নেহ যেন উছলিয়া উঠিয়াছে : ইশাবেলের সকল সন্দেহ, সকল আশঙ্কা মুহূর্ত্তের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাণের আবেগে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "না, না আর্কিবল্ড, এখনো তুমি আমার জন্য আগেরই মত ভাব, আগেরই মত আমার সুখ স্বচ্ছন্দতা সাধনের জন্য ব্যস্ত !"

কার্‌লাইল্ এই কথার একটি অক্ষরও বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু নিজেরই প্রাণের আবেগে বিভোর হইয়া, ইশাবেল্‌কে পূর্ব্বেরই মত আগ্রহ ও আদরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, চুম্বনের পর চুম্বন দিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে, এখন তুমি আমার নিকট আরো প্রিয়, আরো আদরনীয় হইয়াছ !"

যখন মিস্ কর্ণি ভ্রাতার সিদ্ধান্তের কথা শুনিলেন, তখন তিনি যেন একেবারে 'তেলে বেগুণে' জ্বলিয়া উঠিলেন—বলিলেন 'হাঁ, ইশাবেলের আরোগ্য লাভ করিবার যা' সম্ভাবনা ছিল, ছেলে পেলেদের পাঠাইয়া তাহাও মাটি করিবে!'—কার্‌লাইলের মনে আশঙ্কা ও অনুতাপ দুইটিই তীব্র ভাবে জাগিয়া উঠিল। ইশাবেলের ইচ্ছা ও মঙ্গলের মাঝখানে

পড়িয়া তিনি আর কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছার পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁহার শরীরও ভাল হইয়া উঠে, তবেত' কথাই নাই: সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি এই দুইটির সমাধান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যদি তাহা না হয়, যদি ইচ্ছার পরিতৃপ্তি করিতে যাইয়া স্বাস্থ্য লাভের বিঘ্ন ঘটে, তবে——? নিজের বিচার বুদ্ধির উপর তাহার আস্থা হইল না।—স্ত্রীর বিচার বুদ্ধির উপরও আস্থা হইল না—তাই তিনি ডাক্তারদের অভিমত জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কিন্তু এখানেও মিস্ কর্ণি তাহার আগে যাইয়া আপনার কার্য্য হাঁসিল করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। চিকিৎসকদিগকে বেশ বুঝাইয়া রাখিয়াছেন যে, এই সব ছোট ছোট ছেলে পেলে লইয়া গেলে, চব্বিশ ঘণ্টা ইহাদের চেঁচামেচি ও ঝঞ্ঝাটে লেডি ইশাবেল্ বরং অধিকতর খারাপ হইয়া পড়িবেন। তাই কারলাইলের প্রশ্নের উত্তরে তাহারাও ছেলেপেলেদের যাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বসিলেন।—কাজেই অবশেষে লেডি ইশাবেল্‌কে বাধ্য হইয়া নীরবে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

অবশেষে যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিলে এক দিন লেডি, যয়েশকে বলিলেন,—"তোমাকে বাড়ী রাখিয়া যাইতে চাই, যয়েশ। উইল্‌সন্‌কেই বরং সঙ্গে লইয়া যাইব।"

"কেন, ঠাকুরাণি, আমি আবার কি অপরাধ করিলাম?"

"না, যয়েশ, তোমার কোন অপরাধ নাই—তুমি বরং তোমার কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবেই প্রতিপালন করিয়াছ।—ছেলে পেলেদের নিকট তোমাকে থাকিতে হইবে। আমি যখন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলাম না, তখন তোমার নিকট রাখিয়া যাইতে পারিলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।" তার পর গলার স্বর অনেকটা নামাইয়া কহিলেন "মিস্ কর্ণি

তত্ত্বাবধানে কিছুতেই রাখিয়া যাইতে পারি না। উইল্সনকে রাখিয়া তোমাকে লইয়া গেলে সেটি হইবে না, যয়েশ।"

"আজ্ঞে, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। —তবে, যদি আপনারও সেবা করিতে পারিতাম আর ইহাদেরও সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, তবেই আমার প্রাণে বড় সুখ হইত!—কিন্তু তাহাত' আর হইবার নহে!"

"আমার শরীর ভাল হইবে, গায় জোর হইবে বলিয়া আমাকে পাঠান হইতেছে। কিন্তু এমনো হইতে পারে, য়য়েশ যে, আমি মারাও পড়িতে পারি। আচ্ছা, যদি আর আমি ফিরিয়া না আসি, প্রতিজ্ঞা কর, তবে তুমি আমার ছেলে পেলেদের ফেলিয়া কখনো যাইবে না।"

যয়েশের প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠিল: দুঃখে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল—কিন্তু বলপূর্ব্বক হৃদয়ের ভাব চাপা দিয়া, কণ্ঠস্বর প্রশমিত করিয়া বলিল "না, না ঠাকুরাণি, নিশ্চয়ই আপনি আবার আগের মত সুস্থ সবল হইয়া ফিরিয়া আসিবেন। কোন রূপ সন্দেহ ও আশঙ্কার বশবর্ত্তী না হইয়া, আপনি ও যেন এই বিশ্বাসই মনে স্থান দেন।"

আগ্রহের সঙ্গে লেডি ইশাবেল্ কহিলেন "অবশ্যই আমার আন্তরিক আশা ও বিশ্বাস আছে যে, আমি আবার ফিরিয়া আসিব। কিন্তু তবু দৃঢ়তার সঙ্গে ত' আর কিছু বলা যায় না—আমার শরীর যে বড় অসুস্থ! তাই বলি, যদিই আর ফিরিয়া না আসি, বল, তবে তুমি আমার ছেলে পেলেদের লইয়া থাকিবে?"

"যতদিন আমাকে তাড়াইয়া না দিবে, ততদিন নিশ্চয়ই আমি থাকিব ঠাকুরাণি।"

মিস্ কার্লাইলের কথাই তখন শুধু ইশাবেলের মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল—তাই বলিলেন "বল, তাহাদিগকে তুমি স্নেহ করিবে, ভাল

বাসিবে, আর—আর সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট হইতে তাহাদিগকে আবরিয়া রাখিবে ?—আর, তা'দের হতভাগিনী মায়ের কথাটা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে মনে করাইয়া দিবে ?"

"করিব—এ সবই আমি করিব ঠাকুরাণি।"

ইশাবেল্‌ তখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ; আর মাটিতে বসিয়া পড়িয়া যয়েশ দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—๑৩৩৩—

ফ্রান্সিস লেভিসন্।

উইল্‌সন্ এবং পিটারকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া বুলনে পৌছিয়াছেন। পৌছিয়াই, যে হোটেলে মিসেস্ ডিউসির থাকিবার কথা, সোজাসুজি সেখানে চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ডিউসী এখনো আইসেন নাই; তবে তাহার প্রেরিত একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাহাতে জানা গেল যে, তাহার আর বুলনে আসা হইবে না।

জনসমাকীর্ণ হোটেলে থাকিতে লেডি ইশাবেলের আদৌ ইচ্ছা নাই। তাই, বন্দরের অনতিদূরে সুন্দর একটি বাসা ভাড়া করিয়া কার্‌লাইল্ প্রভৃতি সেখানে চলিয়া গেলেন। ইতি মধ্যেই লেডি ইশাবেলের চেহারাটা অনেকটা ভালর দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল; তিনি নিজেও বলিলেন যে এখন শরীরে একটু বল হইয়াছে। যদিও একদিনের কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তথাপি মিঃ কার্‌লাইল্ সেখানে তিন দিন থাকিলেন।

একদিন নদীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া কথায় কথায় লেডি ইশাবেল্ বলিলেন, "এখানে আর কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিব না।"

মিঃ কার্‌লাইল্ বলিলেন "না, যা'র তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা বড় যুক্তিসঙ্গতও হইবে না।—তবে, পূর্ব্বপরিচিত দুই চারিজনের সঙ্গে এখানে দেখা হইলেও হইতে পারে। নানা রকমের লোক নানা ভাবে, নানা উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া থাকে। এই যে সব লোকজন

দেখিতেছ, ইহাদের অধিকাংশই বিলাতে ঘিএর বাতি জ্বালাইয়া আসিয়াছে! এ দিকে দেখ, এখানে আসিয়া কি বড়মানুষিই না ফলাইতেছে! মধ্যে মধ্যে এদের সঙ্গে একটু আধটু মিলিয়া মিশিয়া এই কৌতুক নাট্যের দুই একটা অভিনয় দেখা বড় মন্দ লাগিবে না। ওকি! তুমি কি ক্লান্ত বোধ করিতেছ ইশাবেল্‌?"

"একটু। এখন ফিরিয়া গেলে হয় না!"

কার্‌লাইল্‌ উঠিয়া দাঁড়াইলেন: ইশাবেল্‌ তাহার বাহু অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। স্বামীর দীর্ঘ মহিমমণ্ডিত গঠন, ও পত্নীর নবীন সৌন্দর্য্যের দিকে একবার চক্ষু না ফিরাইয়া প্রায় কেহই থাকিতে পারিলেন না।

পরদিবস সকল বেলায় ৮টার সময় জোয়ার আসিল; তাড়াতাড়ি প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ যাইয়া বিদায় লইবার জন্য পত্নীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সন্নত গ্রীবায় ইশাবেল্‌কে চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন "তবে প্রিয়তমে আমি এখন যাই? খুব সাবধানে থাকিও।"

ভার কণ্ঠে পত্নী কহিলেন "আর্কিবল্ড, আমার আদরের ছেলেপেলে-দিগকে আমার ভালবাসা জানাইও। আর—আর—" আর বলিতে পারিলেন না, গলার স্বর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "বল না আর কি?—আমি যে আর দেরী করিতে পারি না, ইশাবেল্‌।"

"আমি কাছে নাই বলিয়া আবার বার্‌বারা হেয়ারের সঙ্গে প্রেম করিতে যাইও না।"

কতকটা পরিহাস ও কতকটা আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন। হায়! মিঃ কার্‌লাইল্‌ যদি একটি বারও দেখিতে পাইতেন,

এ সময়ে ইশাবেলের হৃদ্‌-পিণ্ড কেমন সজোরে স্পন্দিত হইতেছিল!—কিন্তু তিনি পাইলেন না। সম্পূর্ণই পরিহাস মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া ইশাবেল প্রাতঃর্ভোজন সমাধা করিলেন। স্বামীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে বড় ভাবনা হইয়াছে, কেমন করিয়া এখানকার দিনগুলি কাটাইবেন। আসার পরে দুই দিন সমুদ্র স্নান করিয়া ছিলেন কিন্তু ফল বড় ভাল বোধ করেন নাই। স্নানের পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরটা বড় নিস্তেজ বোধ হয়, এবং শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। তাই আর স্নান করা বড় সমীচিন বলিয়া মনে হইল না। প্রাতঃকালটি বড় মনোরম হইয়াছে। ইশাবেল্ মনে করিলেন, এখনই একবার গতকল্য স্বামীর সঙ্গে যেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে বেড়াইয়া আসিবেন।

পিটারকে সঙ্গে করিয়া তিনি যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন; এবং তাহাকে ঘণ্টা খানেক পরে আসিতে বলিয়া, এক খানা আসনে বসিয়া পড়িলেন।

দুই একজন করিয়া বিলাসী বিলাসিনীরা বেড়াইতে আসিতেছিলেন। বসিয়া বসিয়া ইশাবেল্ তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে একটী দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ, ভদ্রলোকের মত চেহারার মানুষ সেই দিকে আসিতেছে, দেখিলেন। একি, তাঁহার সমগ্র দেহযষ্টি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল কেন? তাঁহার সকল গুলি ধমনী টন্ টন্ করিতেছে কেন? কে এ সুপুরুষ এমন ভাবে আসিয়া লেডি ইশাবেলের একঘেঁয়ে জীবন এই ভীষণ কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে?—আগন্তুক যে সে লোক নহেন; শীঘ্রই ইশাবেল্ বুঝিতে পারিবেন. এত দিনের অদর্শনেও এ মূর্ত্তি তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।——স্বয়ং কাপ্তান্ লেভিসন্।

যেখানে ইশাবেল্ বসিয়া ছিলেন, আগন্তুক ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুস্পষ্ট প্রশংসাত্মক বিস্ময়ের সঙ্গে ঘন ঘন লেডি ইশাবেলের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "বাঃ কি চমৎকার সুন্দরী! কে এ, কেন এমন একাকিনী বসিয়া রহিয়াছে?" আর একটু অগ্রসর হইলেই, এই শীর্ণ বিবর্ণ চেহারার সকল স্মৃতি বিজলীর মত তাহার হৃদয়-গগনের উপর চমক দিয়া উঠিল; অমনি বাম হস্তে টুপী তুলিয়া ও দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া, তাহার সেই মন-চোরা হাসি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমার ভুল হইতে পারে না। আবার—উঃ, কত, কত দিন পরে, আবার লেডি ইশাবেল্ ভেনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমার জীবন ধন্য হইল!"

লেভিসন্ তাঁহার হাত ধরিলেন,—ইশাবেল্ কোন আপত্তি করিলেন না। তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে—কয়েকটি মাত্র বিক্ষিপ্ত কথা বলিয়া তিনি কাপ্তান্‌কে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই লেভিসন্ কহিলেন "ক্ষমা করুন, লেডি-ইশাবেল্ ভেন্ বলিয়া ফেলিয়াছি!—আপনি যে এখন লেডি ইশাবেল্ কার্‌লাইল্! একেত অনেক দিনের কথা; তাতে আবার এতদিন পরে এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে এতটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, এই এত বড় একটা কথা আমার একদম মনেই নাই!"

ইশাবেল্ উঠিয়া দাঁড়ান নাই; বসিয়াই রহিলেন। প্রথম দর্শনের নবীন আবেগে তাঁহার গণ্ডদ্বয়ের উপর যে উজ্জ্বল আভা ঝল্‌সাইয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহা অনেকটা মলিন হইয়া আসিয়াছে। লেভিসন্ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "সেই যে শেষ দেখা, তার পরে এমন দেবদুর্লভ মুখ আর দেখি নাই!'—তারপর সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আবার কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ?"

ইশাবেল্ কহিলেন,—"বড় অসুখ করিয়াছিল ; সমুদ্রের হাওয়া খাইবার জন্য চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়াছেন। মিসেস ডিউসীর এখানে আসিবার কথা ছিল বলিয়াই এখানে আসিয়াছি। মিঃ কার্লাইল্ আজ সকালে মাত্র বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন।"

"মিসেস্ ডিউসীরা এম্‌স্ সহরে গিয়াছেন ; মধ্যে মধ্যে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়।" তার পর তাড়াতাড়ি কহিলেন "বাস্তবিকই তোমাকে ভারি আশঙ্কাজনকরূপে—রুগ্ন দেখাচ্ছে! আমি কি তোমার কোন কাজে লাগিতে পারি ?"

এইরূপ লোকের সঙ্গে এইরূপ আকস্মিক দর্শনজনিত বিস্ময় ও মানসিক আলোড়নে প্রথমটায় যে স্বাস্থ্যব্যঞ্জক দীপ্তি তাহার মুখমণ্ডলে খেলিয়াছিল, এখন তাহা ধীরে ধীরে ভস্মবৎ মলিনতায় পরিণত হইতেছিল। ইশাবেল্ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন—আপনার উপর তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ ও বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে—'কেন ইহাকে দেখিয়া আমার হৃদয় এমন আলোড়িত হইয়া উঠিল ?'—এতদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ইহার কথা তিনি একদম বিস্মৃতই হইয়াছেন—ইহার জন্য মনে তাঁহার কোনই ভাবের আবির্ভাব হয় না।—কিন্তু আজ আবার এ কি হইল ?

তাঁহাকে রুগ্ন দেখাইতেছিল বলিয়া যেন কতই অপরাধ করা হইয়াছে, এইরূপ স্বরে লেডি ইশাবেল্ কহিলেন "বোধ হয় একটু বেশি সকাল সকাল বাহির হওয়াতে এমন হইয়াছে। এখন আমার ফিরিয়া যাওয়াই উচিত—পথেই বোধহয় চাকরের সঙ্গে দেখা হইবে। বিদায়, কাপ্তান্ লেভিসন্।"—তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাপ্তান্ কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—আপত্তি করিয়া বলিলেন "আমার কিছুতেই মনে হয় না যে, তুমি একা যাইতে পারিবে! তোমাকে

নিরাপদে বাড়ী রাখিয়া আসা আমার কর্ত্তব্য—তুমি আর ইহাতে আপত্তি করিও না, লেডি ইশাবেল্‌।”

পূর্ব্বে যেমন নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন, এবারও তেমন সরল সহজ ভাবে লেডি ইশাবেলের হাত আপনার বাহু মধ্যে টানিয়া লইয়া, কাপ্তান্‌ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। আপনার মনের ভাব লেডি ইশাবেলের অপরিজ্ঞাত ছিল না; তিনি বেশ বুঝিলেন, এমন ঘনিষ্টভাবে ইহার সঙ্গে হাঁটিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু কি করিবেন? ইহার সঙ্গে যে কুটুম্বিতা, অন্ততঃ একটু দূরসম্পর্ক আছে; এরূপ অবস্থায় কেমন করিয়া আর আপত্তি করা যাইতে পারে?

যাইতে যাইতে কাপ্তান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন “সম্প্রতি লেডি মাউণ্ট সেভার্ণের সঙ্গে দেখা হইয়াছে কি?”

“গেল বসন্তকালে আমি আর মিঃ কার্‌লাইল্‌ যখন লণ্ডনে ছিলাম, তখন একবার দেখা হইয়াছিল বটে।—আমার বিবাহ হইয়া এই প্রথম দেখা। আমাদের মধ্যে চিঠি-পত্র লেখালেখিও চলেনা। তবে কয়েকবার ইষ্টলীনে আসিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ আমাদিগকে দেখিয়া গিয়াছেন। এখনো, বোধ হয়, তাঁহারা লণ্ডনেই আছেন?”

“আমি যতদূর জানি, তাহাতে আছেন বলিয়াই মনে হয়। আজ দশমাস হইবে যে আমার সঙ্গে তাঁহাদের, এমন কি ইংলণ্ডের, ও দেখাসাক্ষাৎ নাই। এতদিন প্যারিসে ছিলাম, কাল মাত্র এখানে আসিয়াছি।”

“অনেকদিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছ বুঝি?”

“আর ছুটি!—একেবারে কাজই ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। না, দিয়া আসিয়াছিই বা বলি কেমন করিয়া? আমাকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইয়াছে। আসল কথাটা, ইশাবেল্‌,—তোমায় বলিতে আর আমার শঙ্কা লজ্জা কি?—অবস্থা আমার বড়ই খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কাকা

আমার নিতান্ত বেহায়ার মত কার্য্য করিয়াছেন—এই বুড়ো বয়সে আবার বিবাহ করিয়াছেন !”

“স্যার পিটারের বিবাহের কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি।”

“তা’র ভীমরতি ঘটিয়াছে, তা’না হইলে, এই তিয়াত্তর বৎসর বয়সে আবার কেউ বিবাহ করিতে যায়!—ইহাতে আমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে—এই বয়সেও ত’ তাহার নিজেরই ছেলে হইতে পারে,—তাই আমার পাওনাদারেরা আমাকে একেবারে পাড়িয়া ধরিয়াছিল। ব্যাটারা কি ধৃষ্ট, কি নির্লজ্জ ! যতদিন স্যার পিটারের উপাধি ও সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া আমি পরিগণিত ছিলাম, ততদিন ডাকিয়া ব্যাটারা আমায় টাকা কর্জ্জ দিয়াছে ! কিন্তু যাই তা’র বিবাহের কথাটা খবরের কাগজে বাহির হইয়া পড়িল, অমনি আমার মূল্য যেন একেবারে শতকরা শতই কমিয়া গেল। তখন কেউ আর দেখা দেয় না—বরং চব্বিশঘণ্টা ‘টাকা, দাও, টাকা দাও’ শব্দে আমার কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিল ! তাই আমি এখানে চম্পট দিয়াছি !”

“মহাজনদের শোধ না করিয়াই ?”

“কি আর করিব ? কাকা দেনাও শুধিবেনা, আমার মাসোহারাও বাড়াইয়া দিবে না।”

ইশাবেল্‌ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে, তোমার ভবিষ্যতের আশা ভরসা কি ?”

“কি ?—ঐ যে ছোঁড়াটা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলে ঢিল ছুঁড়িতেছে, উহাকে গিয়া একবার জিজ্ঞাসা করুন যে উহার আশা ভরসা কি।—ওর অবস্থা আর আমার অবস্থা ঠিক একই, লেডি ইশাবেল্‌ !”

“এখনও ত’ তুমি স্যার পিটারের সম্পত্তি পাইতে পার ?”

“তা পারি, নাও পারি ! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হইলে—”

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তাঁর সঙ্গে তুমি আবার ঝগড়া করিয়াছ নাকি ?"

"উচিত ছিল বটে ; আর যদি কোন ফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত তবে করিতামও। কিন্তু মাসোহারা বন্ধ হইবার ভয়ে সে সব কাজের মধ্যে যাই নাই। স্বার্থসাধনাই, লেডি ইশাবেল্, আমাদের অনেকের কার্য্যের গতিও প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে।"

"বুলনে কি তুমি অনেকদিন থাকিবে ?"

"বলিতে পারি না ; শ্রেরকমের স্ফূর্ত্তি পাইব, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। বড় বেশি তাড়াতাড়ি হাটা হইতেছে কি ?"

"স্যার পিটারের বিবাহের কথাটা বলিবার সময় বড়ই তাড়াতাড়ি হাটিতে আরম্ভ করিয়াছিলে।—কিন্তু তাহাতে আমি বরং সন্তুষ্টই বোধ করিয়াছি—বুঝিতে পারিয়াছি আমার গায়ের জোর কেমন বাড়িতেছে। একসপ্তাহ পূর্ব্বে আমি এত তাড়াতাড়ি হাটিতে পারিতাম না।"

তাহারা আসিয়া লেডি ইশাবেলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অনাহূত হইয়াও, কাপ্তান্ তাঁহার সঙ্গেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন—হয়তঃ মনে করিয়াছেন যে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এতটা শিষ্টাচার প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। প্রায় পনের মিনিট পর্য্যন্ত নানা প্রকার গল্পে স্বল্পে ইশা-বেল্‌কে আমোদিত করিয়া উঠিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন "অপরাহ্ণে তুমি কি করিবে ?"

"কি আর করিব ?—বিছানায় পড়িয়া গড়াইব। এখন আর সারাদিন বসিয়া থাকিতে পারি না।"

"কিন্তু যদি কখনো বেড়াইতে যাও, তবে আমাকে সঙ্গে না লইয়া কিন্তু যাইও না। তোমার শরীর যে দুর্ব্বল, একা যাইতে দিতে সাহস হয়

না। শুধু চাকরবাকরদের উপর নির্ভর করিয়া এসময়ে তোমার একা বাহির হওয়া ঠিক নয়। কি শুভাদৃষ্ট যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি! মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া এই কষ্টস্বীকারের জন্য নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ দিবেন।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাহার এই সদয় প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিবার মত লেডি ইশাবেলের কোনই কারণ নাই। তাই আমরাও ধরিয়া লইতে পারি যে, অন্য কোন পরিচিত লোক এরূপ অবস্থায়, লেডি ইশাবেলের উপকার করিবার নিঃস্বার্থ ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যেরূপ সরল সহজ ভাবে তাঁহার নিকট আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিত, কাপ্তান্ লেভিসনও ঠিক তেমনি ভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।—লেডি ইশাবেল্ আপনাকে আপনি খুব তিরস্কার করিলেন—সঙ্কল্প করিলেন,—সেই পুরাতন মনোভাব যদি এখনও না সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া থাকে, তবে এমনি ভাবে চাপিয়া রাখিবেন যে, তাহা যেন নির্জ্জীবই থাকিয়া যায়। এখনও যে তাহাকে দেখিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠে, এজন্য আপনার নিকটই তিনি ভারি লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলেন; তাঁহার গণ্ডদ্বয় ও কপালদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল।—মনে করিলেন, 'কেন, কি ভয়? আমার মনের কি এতটুকুও জোর নাই? যাহার সঙ্গে সম্পর্কের লেশও নাই, যাহার জন্য হৃদয়ের কোণেও স্থান নাই, তাহার সঙ্গে যেমন নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে মেশা যাইতে পারে, ইহার সঙ্গেও তেমনই ভাবে মিশিব। ভয় কি? ছি, ছি, আমি এমন দুর্ব্বল!"

বুঝিলেন না যে এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ঠিক ভুল পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কাপ্তানের সঙ্গ ও সাহচর্য্যে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে বিধেয় ছিল।

দিনের দিন ইশাবেলের শরীর অভাবনীয় রূপে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সকাল বেলায় হাটিয়া সমুদ্রতীরে যাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ সেখানকার স্নিগ্ধ সমীরণ উপভোগ করিয়া ও সমুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে চিত্ত বিনোদন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। বুলনে কাহারও সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় নাই—কাপ্তান লেভিসনই তাঁহার একমাত্র সঙ্গী। প্রায় সর্ব্বদাই ইনি সমুদ্রোপকুলে যাইয়া ইশাবেলের সঙ্গে মিলিত হইতেন; কখনো কখনো বা বাড়ী হইতে বাহু অবলম্বন দিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহার সঙ্গে মিশিতে কি ইহার সঙ্গে যাইতে ইশাবেলের কোন আপত্তি নাই: তবে ইহার বাহু অবলম্বন করিয়া যাইতে তাঁহার কিঞ্চিৎ বিতৃষ্ণা আছে। বিবেক যেন বলিতে থাকে, কাজটা ঠিক হইতেছে না। শেষে বাস্তবিকই একদিন তিনি, পরিহাসের স্বরে—অন্য স্বরে বলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না—বলিয়া ফেলিলেন যে এখন যখন তিনি বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আর কাপ্তান্ লেভিসন আসিয়া অত কষ্ট করিয়া তাহাকে লইয়া না গেলেও চলিবে। কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে কাপ্তান্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, এমন কি অপরাধ হইয়াছে যে, মিঃ কার্লাইলের অনুপস্থিতিতে আমি তোমার এই কাজটুকুও করিতে পারি না? সে উপস্থিত থাকিলে কি তোমাকে কখনো বাহু আশ্রয় না দিয়া একাকিনী যাইতে দিত? তুমি আমায় এত পর মনে কর, ইশাবেল্?" ইশাবেল্ কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কোন ওজর দেখাইতে পারিলেন না; কাজেই পূর্ব্বের মত তাহার বাহু অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যহই তাহারা সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে সমুদ্র তীরস্থ বাঁধের উপর যাইয়া বসিতেন—কিন্তু যেখানে বেশি লোকের সমাগম, সেখান হইতে দূরে সরিয়া।

এই সময়ে কাপ্তান তাহার অনন্যসাধারণ মন-চোরা ভাবে বিনাইয়া-বিনাইয়া কত কি বলিতে থাকিতেন। তাহার প্রত্যেকটি কথায়, প্রত্যেকটি শব্দে এমনি যাদুমন্ত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিত যে, এই নীরব স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় তাহার মোহ অতি অল্প যুবতীই এড়াইয়া উঠিতে পারিতেন। বেড়ান শেষ হইলে আবার কাপ্তান তাঁহাকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতেন, তবে এ সময়ে আর লেডি ইশাবেল্ ডাকিয়া না নিলে ভিতরে যাইতেন না।

কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতা জানিয়া শুনিয়াও ইশাবেল্ কেন তাহার সঙ্গে এরূপ ভাবে মেশামিশি করে? কেন তাহার সঙ্গে সাক্ষাতালাপ করা একেবারে বন্ধ করেন না?—কিন্তু কেমন করিয়া ইহা করা যাইতে পারে? এক, ঘরে বন্ধ হইয়া থাকিলে পারেন, বটে; কিন্তু তাহাতে যে আবার যে স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বামীপুত্র ছাড়িয়া এত দূর দেশে আসিতে হইয়াছে, তাহা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে?—আপনার সুখের সংসারের ভাবনায়, আপনার স্বামী পুত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া, ইশাবেল্ বরং চাহিতেছেন যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারেন।

যাইবার সময় মিঃ কার্‌লাইল্ বলিয়া গিয়াছেন যে, একপক্ষ পরেই আবার আসিয়া তিনি ইশাবেল্‌কে দেখিয়া যাইবেন। সেই একপক্ষ কাল পূর্ণ হইয়াছে: এখন যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন। এ দিকে, এই এক পক্ষের মধ্যেই লেডি ইশাবেলের দেহে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়া গিয়াছে!—আবার যেন যৌবনের নবীন জোয়ার ফিরিয়া আসিয়া লাবণ্যের জলে, সৌন্দর্য্যের ফেন-মালায় তাঁহাকে দৈবমহিমায় সাজাইয়া দিয়াছে! তবে চিত্তের কথা কিছু বলিতে পারি না; ইশাবেল্ স্বয়ংও তাহা বিশ্লেষণ করিতে সাহস করেন না। কিন্তু

এটুকু তিনি বেশ বুঝিতেছেন যে, আবার যৌবনের সেই নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, ভাব ও প্রভাবে, তাঁহার হৃদয়-কন্দর ভরপূর হইয়া উঠিয়াছে। এখন আবার তাঁহার চক্ষুর নিকট নীল আকাশ, সুনীল সবুজপুষ্পসমাচ্ছাদিত মাঠ ও তরঙ্গায়িতশীর্ষ শ্যামলতরুরাজি দৈব লাবণ্যে স্নাত, বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এখন আবার তাঁহার নাসিকায় পুষ্পের সুঘ্রাণ আরও স্নিগ্ধ, আরও মধুর বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও তাঁহার বেশ জানা আছে যে, আকাশ, মাঠ, তরু, পুষ্প,— আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে : এত যে আনন্দ-উল্লাস, প্রকৃতির এত যে সৌন্দর্য্যসম্ভার, সে কেবল তাঁহার নিজের মনে!—এত সব জানিয়া শুনিয়া যে আত্মপরীক্ষায় তিনি সঙ্কুচিত বোধ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?

মনের স্ফূর্ত্তিহীন অবসাদ দূরে যাইয়া, এত স্ফূর্ত্তি, এত প্রফুল্লতা হইয়াছে বলিয়াই লেডি ইশাবেলের সর্ব্বাঙ্গে এত শীঘ্র স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দেহে এতই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে যে, সন্ধ্যাবেলায় যখন কাপ্তান্ লেভিসন্‌কে সঙ্গে করিয়া তিনি যাইয়া সমুদ্রোপকূলে দাঁড়াইয়াছেন, তখন জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমবার মিঃ কার্‌লাইল্ তাঁহাকে আদপেই চিনিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা চিনিবেন? যাঁহার গণ্ডদ্বয় তিনি শীর্ণ ও বিবর্ণ দেখিয়া গিয়াছেন, পক্ষ পূর্ব্বে যাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার ছিল, আজ তাঁহার দেহে লাবণ্য ধরে না, তাঁহার গণ্ডে বসোরা গোলাপ প্রস্ফুটিত! ইহার উপর আবার, বিরহান্তে, তাঁহার মনোমোহন নেত্রদ্বয় হাসিতে ঢল-ঢল।

মুহূর্ত্ত পরেই যখন চিনিলেন, তখন আনন্দাতিশয্যে তাঁহার হাত ধরিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "তুমি কি জান প্রিয়তমে! এই কয় দিনেই যে প্রায় ঠিক হইয়া আসিয়াছ!"

"হাঁ, আর্কিবল্ড, আমি অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছি: তবে এই সময় যে আমায় এতটা লাল দেখাইতেছে, সে সুধু আমার শরীরটা গরম হইয়াছে বলিয়া। অনেকক্ষণ এখানে আসিয়াছি; অস্তগামী সূর্য্যের সমস্তটা কিরণ আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িয়াছিল। নৌকাটা বড় দেরী করিয়া আসিয়াছে নয়?"

পত্নীর পার্শ্ববর্ত্তী সুপুরুষটি কে, সবিস্ময়ে তাহা ভাবিতে ভাবিতে মিঃ কার্‌লাইল্ বলিলেন "বাতাসটা বড় প্রতিকূল ছিল।" বলিয়া একবার কাপ্তান্ লেভিসনের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন—যেন চিনি চিনি বোধ হইতেছে।

বুঝিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "তোমার বোধ হয় মনে আছে, এক পত্রে তোমায় আমি লিখিয়াছিলাম যে, কাপ্তান লেভিসন্ এখানে আছেন? ইনিই সেই কাপ্তান লেভিসন্।"

—কার্‌লাইলের কিন্তু এ সব কিছুই মনে ছিল না।

ইশাবেলের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই লেভিসন্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এরূপ সময়ে যে আমিও এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সে জন্য আমি বড়ই সন্তুষ্ট বোধ করিতেছি। মধ্যে মধ্যে লেডি ইশাবেলের সঙ্গে আমিও বেড়াইতে গিয়াছি; এখন ইনি অনেকটা সুস্থ ও সবল হইয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তখন ইহাকে একা বাহির হইতে দিতে সাহসে কুলাইত না।"

আন্তরিক ধন্যবাদের স্বরে কারলাইল্ বলিলেন "এ জন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

তখন লেডি ইশাবেল্ স্বামীর হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, আর লেভিসন্ কার্‌লাইলের পাশে হাটিয়া যাইতে লাগিলেন। তারপর খুব আস্তে আস্তে—যেন লেডি ইশাবেলের কাণে না যায়,—বলিতে লাগিলেন

"সত্য কথা বলিতে কি, লেডি ইশাবেল্‌কে দেখিয়া আমি একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। আমার ভয়ই হইয়াছিল যে, তাঁহার দিন বুঝি বা ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই মনে করিলাম, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যদি তাঁ'র বিন্দুমাত্রও উপকার করিতে পারি, আমার তবে তাহা সর্ব্বথা করা উচিত।"

তেমনি স্বরে কার্‌লাইল্ কহিলেন "এতটা করিয়াছেন বলিয়া লেডি ইশাবেল্‌ও নিশ্চয়ই আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁ'র এই যে উন্নতি দেখিতেছি, এ ভোজবাজীর ক্রিয়ার চাইতে বড় কম মনে হয় না! তাঁ'র পত্র পড়িয়া আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন; কিন্তু এ যে দেখিতেছি তা'র চাইতেও ভাল! একেবারে যেন সম্পূর্ণ নীরোগ বলিয়া বোধ হইতেছে! শুনিলে কি ইশাবেল্?—যাদুমন্ত্র ব্যতীত এই চৌদ্দটি দিনের মধ্যে কি আর তোমার এ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারিত!"

শুনিয়া ইশাবেলের সেই সৌন্দর্য্য-রাগ আরও বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি বেশ জানেন—শত চেষ্টা করিয়াও এই জ্ঞানটি তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না—যে, এই স্থানের কি সমুদ্রের হাওয়ার গুণে তাঁ'র এ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। স্বামীর বাহু তিনি আরও আকড়িয়া ধরিলেন এবং মনে মনে ভগবানের নিকট, এই যে ভীষণ শত্রু ভাল মানুষের আবরণে তাঁহার হৃদয়-রাজ্য তিল তিল করিয়া অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ইহার বিরুদ্ধে বল ও শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বাসার সম্মুখে আসিয়াই লেভিসন্ বিদায় হইয়া গেলেন—দম্পতির কেহই তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন না। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই লেডি ইশাবেল বলিয়া উঠিলেন "কৈ, ছেলেপেলেদের কথা যে তুমি

আমায় কিছুই বলিলে না!—তাহারা আমাকে ভালবাসা জানাইয়াছে কি? আর্কিও জানাইয়াছে?"

কার্লাইল্ হাসিয়া উঠিলেন; তিনি ত' আর মা নহেন, সুধুই জন্মদাতা। বলিলেন,—"কি পাগল! আর্কি আবার তা'র এ বয়সে ভালবাসা জানাইবে!"

একটু দুঃখিত স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "আমার মত তুমি যদি যাইয়া বিদেশে থাকিতে, সে তবে নিশ্চয়ই তোমায় ভালবাসা জানাইত। তাহার নিকট হইতে সহস্র সহস্র চুম্বন আদায় করিয়া আমি বলিতাম যে, এ সকল তা'র বাবার জন্য।"

প্রেমের আতিশয্যে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া স্বামী কহিলেন "তোমার নিকট হইতে না হয় সহস্র চুম্বন লইয়া যাইয়া তাহাকে দিব, তবেত' হইবে?"

পর দিবস—রবিবারে—ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান হইল—এ বাড়ীতে এই তাহার প্রথম নিমন্ত্রণ খাওয়া।

যথাসময়ে লেভিসন্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোজনান্তে লেডি ইশাবেল্ কক্ষের বাহিরে গেলে, কার্লাইল্‌কে তিনি আপনার পরম বিশ্বাসের পাত্র করিয়া তুলিলেন। তাহার নিকট আপনার জটিল ব্যাপার-বিধান ও জাহাজ-ভরা বিপদের রাশি, সকলই ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। অবশেষে "এই অনন্যোপায় নির্ব্বাসন ক্রমেই যেন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। প্যারিসে থাকিতে গেলে মানুষের মনুষ্যত্ব যাইয়া পিশাচত্ব প্রাপ্তি ঘটে! আমার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার কোন উপায় আপনি আমায় বলিয়া দিতে পারেন না কি?" বলিয়া তিনি এই সুদীর্ঘ কাহিনীর উপসংহার করিলেন।

সরল পরিষ্কার উত্তর হইল "একেবারেই না। যে সকল দেনার কথা আমায় বলিলেন, সে গুলি, অন্ততঃ তা'র অর্দ্ধেকও, পরিশোধ না

করিয়া আপনি কিছুতেই ইংলণ্ডে যাইতে পারেন না। স্যার পিটার কি আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহেন ?"

"অবস্থাটা ঠিক ঠিক ভাবে তাহাকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে, বোধ হয় করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু আমার যে তাহার নিকট যাইবার উপায় নাই। তাহাকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়াছিলাম; অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনই উত্তর পাই নাই; শেষে একদিন তাহার নববিবাহিতা স্ত্রীর নিকট হইতে একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র পাই,—সংক্ষিপ্ত মধুর নহে, সংক্ষিপ্ত কটু! তাহার মর্ম্ম এই যে, স্যার পিটার অসুস্থ, এ সময়ে তাহাকে বিষয় কর্ম্মের কোন কথাই বলা যাইতে পারে না।"

মন্তব্যের ভাবে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "না, তিনি তেমন কিছু অসুস্থ হইতে পারেন না। সপ্তাহ খানেকের বেশি হইবে না যে, তিনি খোলা গাড়ী করিয়া ওয়েষ্টলীনে বেড়াইয়া গিয়াছেন।"

বিরক্ত স্বরে লেভিসন্‌ কহিলেন "তাহার ত' সাহায্য করা একশ বার কর্ত্তব্য; যতদিন এই নূতন লেডি লেভিসনের কোন সন্তানাদি না হয়, তত দিন ত' আমিই তাহার উত্তরাধিকারী। আর তাহারও যে কোন সন্তান সম্ভাবনা আছে, এমনও ত' শুনি নাই।"

"যেমন করিয়াই হউক, একবার আপনার তাঁহার সঙ্গে দেখা করা উচিত।"

"উচিত যে, তা' বুঝি, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যে ইহা সম্পূর্ণ ই অসম্ভব। আমার মাথার উপর যে বজ্রগর্ত্ত মেঘ সাজিয়া রহিয়াছে, তাহাতে করিয়া ইংলণ্ডে পদার্পণ করিতেও আমার সাহসে কুলায় না।—কে আবার কোথা হইতে আসিয়া টিপ্‌ করিয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া পড়িবে! অনেক অনেক বিপদ্‌ আমি অকাতরে সহ্য করিতে পারি—কিন্তু, বাবা!—জেলের নামেই আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত

কাঁপিয়া উঠে! এ বোধ হয় আমার কোন মস্তিষ্ক বিকারের ফল—কারণ যাহারা জেলে গিয়াছে, তাহারাত' বলে যে, একবার অভ্যাস হইয়া গেলে জেলে আর শ্বশুর বাড়ীতে বড় তফাৎ থাকে না!"

"আপনার পক্ষ হইয়া কি কেহ যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারে না?"

"কেহ! কে করিবে? আমার যারা উকীল ছিল, সেই ষ্টিল্‌দের সঙ্গেওত' আমার ঝগড়া হইয়াছে।"

"ভারি তীক্ষ্ণ লোক তা'রা।"

"আমার প্রতি আবার অতিরিক্ত তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করিয়াছে। পারিলে আমি তা'দের গলা টিপিয়া মারিতাম। আমার এই খুড়ার বিবাহ হইয়াছে অবধি তা'রা আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা বড়ই ঘৃণার্হ। যদি কখনও আমি এই লেভিসনের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, তবে এই নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্য তখন তাহাদিগকে নিজেদের কাণ কামড়াইতে হইবে। একটা কাণ দিয়াও যদি এ রকম একটা ঘর হাতে রাখা যায়, তবে বোধ হয় তাহারা তাহা করিতেও পশ্চাৎ-পদ হইবে না।"

"আপনার হইয়া আমি এক বার পিটার লেভিসনের সঙ্গে দেখা করিব কি?"

তাহার কৃষ্ণতার চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল—বলিলেন, "আপনি?"

"আপনার ইচ্ছা হইলে আমি রাজি আছি—কিন্তু আপনার বন্ধুভাবে, উকীল ভাবে নহে। আমার বাবার সঙ্গে তাঁ'র বেশ জানা শুনা ছিল—আমার সঙ্গে তত বেশী নাই। তবু, আমার স্ত্রীর জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ আপনার জন্য কিছু করিতে পারি

কি না, তাহা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত আছি।—তবে এই দুই তিন সপ্তাহ আমাকে সময় দিতে হইবে। এখন আমাদের অত্যন্ত কাজের ভিড়—নতুবা আমার স্ত্রীর সঙ্গে এখানে আমি কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাইতাম।”

কাপ্তান্ লেভিসন্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।—যতই সে দিন দূরবর্ত্তী হউক না কেন, আবার যে একদিন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, সেই প্রত্যাশায় তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা বসিয়া আরও কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন। এদিকে, লেডি ইশাবেল পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠের এক গবাক্ষের নিকট বসিয়া সমুদ্রতীরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বন্দর হইতে দলে দলে যে সকল লোক ফিরিয়া যাইতেছে, কি দলে দলে যাহারা বন্দর অভিমুখে চলিয়াছে, তাহাদিগের উপর তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার ইন্দ্রিয়, তাঁহার মন তখন সেখানে নাই; ইহাদিগকে লইয়া তিনি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফল বড় সন্তোষজনক হইতেছেনা। তিনি বেশ বুঝিলেন, ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে দেখিলে তাঁহার প্রাণে কেমন একটা অন্যায়-রূপে উষ্ণভাব জাগ্রত হইয়া উঠে; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কেমন একটা আসক্তির ভাব কাপ্তান্ লেভিসনের দিকে প্রধাবিত হয়। আসক্তিটি আবার ক্রমেই এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে এখন আর কখনো তিনি ইহা চাপিয়া রাখিতে পারেন না—তাঁহার নিজের সত্ত্বাজ্ঞানের সঙ্গেই যেন মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু একি!—এই ভাব, এই আসক্তির জোয়ার,— তবু হৃদয় আর আগের মত নাচিয়া উঠে না কেন?—ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবেকের বজ্র-কঠোর ধ্বনি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহাকে আপদমস্তক কাঁপাইয়া তুলে!—তখন এই লোকটাকে ও তাঁহার স্মৃতি একবারে, চিরজীবনের মত, বিস্মৃত

হইতে পারিলে, ইশাবেল জীবনের একার্দ্ধও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠেন।

লেডি ইশাবেল্ আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠেন, সত্য ; কিন্তু সে, নিজের চরিত্রস্খলনের ভয়ে নহে। জগতে বোধ হয়, তাঁহার অপেক্ষা, নৈতিক জীবনের পবিত্রতা ও চরিত্রের মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে, অধিকতর সতর্ক লোক অতি অল্পই আছে। পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠা সম্ভবপর হইলেও তিনি যে কখনো ধর্ম্মপত্নীত্ব হইতে, রমণীর রমণীত্ব হইতে ভ্রষ্টা হইবেন, কখনো যে তিনি ধর্ম্মের শাসন অমান্য করিয়া চলিবেন, একথা কিছুতেই তাঁহার মনে সম্ভবপর বলিয়া স্থান পাইত না। না, এমন ধারা ভয়ে তিনি বিচলিত হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছে যে, লেভিসনের সঙ্গে আরও মেশামিশি করিলে—বিশেষতঃ তাহার সহিত নির্জ্জনে মেশামিশি করিতে গেলে,—তাঁহার প্রাণের আসক্তি এতই বাড়িয়া যাইতে পারে যে, হয়ত, অনেক বৎসর, পর্য্যন্ত আর তাঁহার হৃদয়ে, শান্তি ও সুখ থাকিবেনা—অতৃপ্ত বাসনার জ্বালায় তাঁহাকে পুড়িয়া খাক্ হইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা, যখন তাঁহার প্রেমময়, পূজার্হ স্বামীর কথা মনে হয়, যখন মনে হয় যে, হৃদয়ে এরূপ ভাবের স্থান দিলেও সেই স্বামীর সঙ্গে গর্হিত ব্যবহার করা হয়, তখনই তিনি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন—তখনই তিনি সংকল্প করেন যে, নিজের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয় হউক,—লেভিসনের সঙ্গ তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে ত্যাগ করিবেন।

কাপ্তান্ চলিয়া গেলে, তিনি আসিয়া ভয়ে ভয়ে স্বামীর পর্শ্বে দাঁড়াইলেন—বলিলেন "আমার একটি অনুগ্রহ চাইবার আছে, আর্কিবল্ড ; বল মঞ্জুর করিবে!"

"আগে বল কি ?"

"শুনিলে কি আর দিবে ?"

"প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার সাধ্য হইলে, নিশ্চয় দিব।"

"আমার বড় ইচ্ছা যে, আর যে কয়দিন আমাকে এখানে থাকিতে হইবে, সে কয়দিন তুমিও এখানে থাকিবে।"

তাঁহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "কেমন করিয়া এমন একটা অসম্ভব জিনিষের উপর তোমার খেয়াল গেল, প্রিয়তমে?—এখন যে আমাদের কাজের মর্‌সুম্।"

"তা' হউক, কিছুতেই আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

"আমার ও বড় ইচ্ছা হয় যে তোমার সঙ্গে থাকিয়াই যাই। কিন্তু কি করিব! তুমি ও যে একেবারে না বুঝিতে পার, তা' নয়। আর কয়েকটা সপ্তাহ পরে হইলে আর কথা ছিল না। এখন এমনি ভিড়ই পড়িয়াছে যে, এই দুই তিন দিনের জন্য আসিতেই আমাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে।"

"তবে, কালই তুমি যাইতেছ?"

"প্রয়োজন যে কোন আইন-কানুন মানে না, প্রিয়তমে!"

"তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে—আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

কার্‌লাইল্ মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন "না, সেটি হইতেছে না, ইশ্যাবেল্—আমি বেশ দেখিতেছি যে, এই পরিবর্ত্তনে তোমার শরীর বেশ সারিয়া উঠিতেছে। দেড় মাসের জন্য এই বাড়ী ভাড়া করিয়াছি—অন্ততঃ ততটা দিনত' তোমাকে এখানে থাকিতেই হইবে।"

নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় লেডি ইশাবেলের গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল;—কাতরস্বরে বলিলেন "না, আর্কিবল্ড, কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।"

কার্‌লাইল্ ভাবিলেন, পত্নী বড় বিরহ-বিধুরা হইয়া পড়িয়াছেন; হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বল আগে, কেন পারিবে না?"

সর্ব্বনাশ !—এ কথা যে বলিবার নয়! ইশাবেল্ মহা ফাপড়ে পড়িলেন। "তোমাকে ছাড়িয়া ভাল লাগেনা" সুধু এই কথাটি বলিলেন ; আর যে বলিবার মত কিছুই নাই !—কিন্তু বুঝিলেন, এ আপত্তি কার্‌লাইল্ কিছুতেই আমলে আনিবেন না।

বাস্তবিকও তিনি আনিলেন না ; বরং যে ভয়ে লেডি ইশাবেল্ পলাইতে চাহেন, পর দিবস প্রস্থান কালে তিনি সেই ভয়ের কারণই বাড়াইয়া দিয়া গেলেন ! কাপ্তান লেভিসন্‌কে বলিলেন, "আপনি আমার স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট করিতেছেন—অনুগ্রহ করিয়া আরও একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। আপনার উপর ভার দিয়াই আমি চলিলাম।" ইহার ফল যে বিষময় হইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়াটি পর্য্যন্ত তাহার মনের উপর পড়িলনা। কেমন করিয়াই বা পড়িবে? নিজে এমন সচ্চরিত্র ও সম্মানার্হ হইয়া তিনি কখনই মনে করিতে পারেন নাই যে কাপ্তান লেভিসন্‌ও তদ্রূপ নহেন। আর স্ত্রীর সম্বন্ধে ত কথাই নাই ;—ইহার উপর তাহার এতই অগাধ বিশ্বাস যে, কাপ্তান ত' কাপ্তান, যে কোন লোকের সঙ্গে তিনি তাঁহাকে বিজন প্রদেশেও নিঃসঙ্কোচে নিঃসন্দেহচিত্তে রাখিয়া আসিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—•::○—

বিপদ হইতে পলায়ন।

সহর মধ্যস্থ একটা প্রমোদ-উদ্যানের একখানা কাষ্ঠাসনের উপর লেডি ইশাবেল্ বসিয়া রহিয়াছেন। সপ্তাহ খানেক, কি বড় জোর দিন দশেক হইবে যে কার্লাইল্ ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছেন! কিন্তু ইতি মধ্যেই তাঁহার শরীর এত সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়াছে যে, নিরুদ্বেগে নির্ভয়ে মাইল দুই তিন বেড়াইয়া আসিয়া এইখানে বসিয়া তিনি একটু বিশ্রাম করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার অপরিহার্য্য ভ্রমণসঙ্গী কাপ্তান্ লেভিসন্। ইহার হাত হইতে কিছুতেই তিনি অব্যাহতি পাইতেছেন না; অনেক চালাকী করিয়া দেখিয়াছেন—যখন—কেহ বেড়াইতে বাহির হয় না, সে সময় বাহির হইয়া গিয়াছেন, যে রাস্তায় সচরাচর কেহ চলেনা, সেই রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছেন—কিন্তু লোকটা সর্ব্বদাই তাঁহার পদানুসরণ করিয়া করিয়া তাঁহাকে যাইয়াই ধরিয়াছে! তখন নিরুপায় হইয়া ইশাবেল্ ভাবিলেন, "এ হয়তঃ সর্ব্বদাই আমার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া থাকে" এবং খুবই সম্ভব যে সে তাহাই করিত। কিন্তু আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্যই তিনি, সঙ্গ পরিহারের ইচ্ছা সত্ত্বেও, তাহাকে খোলাখুলি বলিতে পারিলেন না "না, আর তুমি আমার নিকট আসিওনা"; ভাবিলেন তাহা হইলেইত সে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে।—ও বাবা, আর যা হউক, তা' হউক, সে কথা আমি কিছুতেই তাহাকে বলিতে পারিব না। তারপর এই বলিয়া আপনার দুর্ব্বল মনকে প্রবোধ

দিতেন 'থাক্ কয়দিন আর এমন করিবে! সত্বরইত চলিয়া যাইব— আর হয়তঃ এ জন্ম তাহার সঙ্গে দেখাই হইবেনা।' এদিকে কিন্তু তিনি বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, তাহার সঙ্গে এত ঘন ঘন মেশা-মিশির ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লেভিসনের আগমনে তাঁহার গণ্ডদ্বয় জ্বলিতে থাকে, আর আনন্দাতিশয্যেরই মত কেমন একটা আবেগে যেন তাঁহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে।—অবশ্যই তিনি এভাব চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন—তা' ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি স্রোতোস্বতীর স্রোতোবেগ রোধ করিতে যাইতেন, সেও বোধ হয় ইহার অপেক্ষা দুষ্কর হইত না।

—তখন; সায়ংকাল প্রকৃতি শান্ত, নীরব; আর জুলাই মাসের হিসাবে দিনটিও বেশ একটু ঠাণ্ডা। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই— কেবল ঝিঁঝিপোকাপ্রভৃতির ঝিঁঝি রব যা একটু শান্তি ভঙ্গ করিতেছে। চতুর্দ্দিকের এই নিস্তব্ধতার সুরে সুর মিলাইয়া ইহারা দুই জনেও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। লেডি ইশাবেলের বারণ না মানিয়া তাঁহার বিদ্রোহী হৃদয় আপনার সুখে বিভোর হইয়া একটু একটু নাচিয়া উঠিতেছে। যদি না বিবেকের দংশন থাকিত, যদি না তাঁহার ন্যায়ান্যায় বোধ থাকিত, যদি না বাহ্যজগতের সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকিত অর্থাৎ এক কথায়, তিনি এক জনের ধর্ম্মপত্নী, যদি এই কথা টুকু না তাঁহার মনে থাকিত. তবে লেডি ইশাবেল্ এইরূপ ভাবে লেভিসনের সঙ্গে বসিয়া জন্ম জন্ম কাটাইয়া দিতেও কাতর বোধ করিতেন না। বরং এতটুকুও নড়িয়া, কি একটিও কথা কহিয়া, এই বিরাট্ মধুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে মর্ম্মে ব্যাথা অনুভব করিতেন!—কাপ্তান কি তাহার পার্শ্ববর্ত্তিণীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন?—বলিতে পারিনা। তবে কয়েকমাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, তখন তিনি ইশাবেলের মনের প্রত্যেক

ভাব-রেখাই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। কে বলিবে যে, তিনি বৃথা গর্ব্ব করেন নাই!

—হঠাৎ কাপ্তান্ জিজ্ঞাসা করিলেন "মনে পড়ে কি ইশাবেল্ ঠিক এমনি একটি সন্ধ্যা আমরা রিচ্‌মণ্ডেও কাটাইয়াছিলাম! —তুমি, আমি, তোমার বাবা, আরও কত কে।"

"হাঁ, বেশ মনে পড়ে। দিনটা ভারি আমোদেই গিয়াছিল; শেষে বাড়ী যাইবার সময় আমি বাবার সঙ্গে গাড়ীতে গেলাম, আর তুমি মিসেস্ ভেন্‌কে লইয়া গাড়ীতে গেলে। তুমি ভারি অসতর্কভাবে গাড়ী হাঁকাইয়াছিলে, আমার মনে আছে। বাড়ী যাইয়া মিসেস্ ভেনের কি রাগ! সে আর কখনো তোমার সঙ্গে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইবে না!"

"তার মানে, এই যতক্ষণ না আবার আমি গাড়ী লইয়া বাহির হইব, ততক্ষণ যাইবে না। ঢের ঢের অব্যবস্থিতচিত্তা গর্ব্বিতা, আত্মপ্রাধান্য-প্রয়াসী স্ত্রীলোক দেখিয়াছি; কিন্তু এম্মা ভেন্ সকলের উপরে টেক্কা দিয়াছে। লেডি মাউণ্টসেভার্ণ হইবার পরও তাহার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। সে একটি দস্তুর মত ইয়ার—কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে! সে দিন ইচ্ছা করিয়াই আমি অমন ভাবে গাড়ী চালাইয়াছিলাম, যেন ভয় পাইয়া সে আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দেয়।"

"কেন সে তোমায় এমন কি করিয়াছিল?" "আমাকে ভারি উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন আমি আর একজনকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র, আর সে কি না আসিয়া আমার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল!"

"কে? চ্যালোনার বুঝি?"

ব্যঙ্গস্বরে কাপ্তান বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ, চ্যালোনার নয়ত' কি? উঃ, তার জন্যত আমার ভারি আসিয়া যাইত!"

ইশাবেলের কিন্তু মনে পড়িয়া গেল যে, তখন এই সপ্তদশবর্ষীয়া অনুপম

লাবণ্যবতী যুবতীর জন্য লেভিসনের কিছু "আসিয়া যাইত" ; অনেকেরই এইরূপ সন্দেহ ছিল। তাই, একটু জোরেই বলিলেন "কিন্তু মিসেস্ ভেন ত' এরূপ বলিলেন যে, এই মেয়েটার উপর তোমার কিছু অতিরিক্ত আসক্তি হইয়াছে ?"

তখন একটু অর্থসূচক ভাবে কাপ্তান্ কহিলেন "কিন্তু ইহার চাইতেও অন্য কোন যুবতীর কথাই বরং মিসেস্ ভেন্ বেশী করিয়া বলিতেন।—আর একেবারে নিতান্ত নিরর্থক দোষারোপও করিয়াছিলেন না। না, লেডি ইশাবেল্, চ্যালোনার ট্যালোনারকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার আমার ইচ্ছা ছিল না।" তারপর তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন" কেন, লেডি ইশাবেল্, ইহার চাইতে কোন ভাল অনুমান কি ? তখন তোমার মনে আসে নাই !

তাহার কণ্ঠস্বর ও কটাক্ষের অর্থ বুঝিতে আর কি ভুল হইতে পারে ! একটা উষ্ণ রক্তস্রোত যেন আসিয়া লেডি ইশাবেলের সমগ্র মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; তাড়াতাড়ি তিনি ফিরিয়া বসিলেন।

ধূর্ত্ত কাপ্তান্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন "যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে ; এখন আর তাহার প্রত্যাহার নাই। কিন্তু আজ বুঝিতেছি, ইশাবেল্, যে আমরা নিতান্তই আহাম্মকের মত হাতের তাস ফেলিয়াছি। যদি পরস্পরকে ভালবাসিবার জন্য কোন দুইটি প্রাণ বিশেষ ভাবে সৃষ্ট ও গঠিত হইয়া থাকে, সে তবে তুমি আর আমি। কখনো কখনো আমার মনে হইয়াছে যে, তুমি আমার মনের অবস্থা সবই বুঝিতে পারিয়াছ—

বিস্ময়ে লেডি ইশাবেল্ প্রথমটায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন ; কিন্তু এখন বেশ উত্তেজিত ভাবেই, তাহাকে বাধা দিলেন।

কিন্তু কাপ্তান্ কি আর লজ্জিত হইবার বা নিষেধ বাধা মানিবার

পাত্র! তিনি আরও দৃঢ় ভাবে বলিতে লাগিলেন "না, ইশাবেল্‌ আজ আর আমায় বারণ করিও না। বাঁধ যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন আজ একবার আমায় দুটো প্রাণের ব্যাথার কথা বলিয়া জন্মের মত চুপ করিতে দাও। সাহসে কুলাইলে নিশ্চয়ই আমি সময় থাকিতেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতাম; কিন্তু আমার নিজের অবস্থার অনিশ্চয়তা, আমার দেনাপত্র, স্ত্রী প্রতিপালনের অক্ষমতা—এই সব এক সঙ্গে হইয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিল। এমন কি যাহাতে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের মেয়ের পানি-প্রার্থী হইতে পারি, আমার অবস্থাটি তেমন করিয়া দিবার জন্য স্যার পিটার্‌কেও ধরিতে পারিলাম না—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়েই দলিত, নিস্পেশিত করিয়া ফেলিলাম!—আর তোমাকেও পরের হাতে সঁপিয়া—"

ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ইশাবেল বলিলেন, "না, কাপ্তান লেভিসন্‌, আমি এ সকল কথা শুনিতে চাইনা।"

তাঁহাকে আবার বসাইবার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁহার বাহু ধরিয়া লেভিসন্‌ বলিলেন "দোহাই, ইশাবেল, একটি, আর একটি মাত্র মুহূর্ত্ত আমায় ভিক্ষা দাও। তোমাকে হারাইয়া জীবন আমার বৃথা হইয়া গিয়াছে কিন্তু কেন যে এমন কাজ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে বলিবার জন্য আজ এই কত বৎসর ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। হায়, ইশাবেল্‌, যে মূর্খতা করিয়াছি, এখন আমি তাহার তীব্র প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেছি। তুমি হাতছাড়া হইবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই যে, তোমায় আমি এত ভাল বাসিতাম। হায় ইশাবেল্‌ এখনো, এখনো, আমি তোমায় সমস্ত খানি প্রাণ দিয়া ভালবাসি!"

"কোন্‌ সাহসে তুমি আমায় এমন করিয়া কথা বলিতেছ?"—অবশ্য, যেরূপ উদ্ধত স্বরে, আহত গরিমার সঙ্গে, তাঁহার এই কথা বলা উচিত,

তেমনি স্বরে, তেমনি ভাবে, লেডি ইশাবেল্ এই কথা কয়টি বলিলেন; কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝিলেন যে, অন্য অবস্থায় হইলে, এই স্বীকারোক্তিতে প্রাণে তাঁহার অপার আনন্দের সঞ্চার হইত।

কাপ্তান্ লেভিসন্ এতটুকুও অপ্রতিভ না হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এখন আর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই—অনেক দিন হইল, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আর তুমি কি আমি, কেহই এ কথা ভুলিতে পারি না যে, তুমি অপরের স্ত্রী হইয়া বসিয়াছ। আমাদের জীবনের গতি যখন আমরা স্বেচ্ছায়ই বাছিয়া লইয়াছি, তখন তাহাই আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে। যে নদীর দুই কূলে আমরা পড়িয়াছি, আহা দুর্লঙ্ঘ্য!—কিন্তু আমাদের এই যে মনস্তাপ, এই যে যন্ত্রণা ভোগ,— এ সকলেরই জন্য দায়ী আমি। আমারই মন খুলিয়া সকল কথা তোমার নিকট বলা উচিত ছিল—এমন করিয়া মিঃ কার্লাইলের হাতে যাইয়া তোমাকে পড়িতে দেওয়া ঠিক হয় নাই।"

প্রতিবাদ করিতে উত্তেজিত হইয়া ক্রুদ্ধ ঘৃণার স্বরে লেডি ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "কার্লাইলের হাতে পড়িতে দেওয়া!—তোমার জানা উচিত যে, মিঃ কার্লাইল্ আমার আপনার মনোনীত স্বামী—তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, ভালবাসি। ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আমি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এবং কখনো সে জন্য আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। আরও শুন, যতই দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার উপর আমার আসক্তি বাড়িতেছে। একবার তাঁহার সেই উন্নত মহান্ হৃদয়, সেই মহিমান্বিত আকৃতির দিকে চাহিয়া দেখ। তাঁহার তুলনায় তুমি কি? আপনার কথা বিস্মৃত হইওনা, ফ্রান্সিস্ লেভিসন্!"

ঠোঁট কামড়াইয়া কাপ্তান্ বলিলেন "না, আমি বিস্মৃত হই নাই।"

ইশাবেলের হৃদয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; তাই তিনি অপ্রতিহত ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "তুমি যে ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলিতেছ, সে ভাবে কথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। তুমি ব্যতীত এমন নরাধম আর কে আছে যে আমাকে এমন ভাবে অপমান করিতে পারিত, কি আমার এই সাময়িক নিরুপায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাকে এমন ব্যথা দিতে পারিত? আমার স্বামী নিকটে থাকিলে কি আজ তুমিও এমন ভাবে কথা বলিতে সাহস করিতে? যাক্, যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ। আর তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নাই।" বলিয়া তাঁহার এই দুর্ব্বল ক্লান্ত দেহে যতটা সম্ভবপর, ততটা ক্ষিপ্রপদে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কাপ্তান্ও দ্রুতপদক্ষেপে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই যাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার হাত আপনার বাহুমধ্যে পুরিয়া লইলেন।

"দোহাই ইশাবেল্, আমার অনিচ্ছায় যে কথাগুলি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া তোমাকে এমন ব্যথা দিয়াছে, সেই কথাগুলি ভুলিয়া যাও, আমায় ক্ষমা কর। মিঃ কার্লাইল্ যত দিন না আসেন, ততদিন আবার আমাকে সদয় বন্ধুভাবে, উদ্বিগ্ন ভ্রাতৃভাবে, তোমার পরিচর্য্যা করিতে দাও।"

তাহার স্পর্শ হইতে হস্ত বিমুক্ত করিয়া, ভার ভার কণ্ঠে ইশাবেল্ কহিলেন "এই ভাবেইত'—যেন আত্মীয়ই, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই এতদিন আমি তোমাকে আমার সঙ্গে মেলা মেশা করিতে দিয়াছি। আর আজ তুমি তা'র এই প্রতিদান দিলে! আমাকে যত্ন আদর করিতে দেখিয়া স্বামী আমার তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তোমার প্রতারণাময় মনে কি ছিল, তাহা যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, তোমাকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের ধন্যবাদ দিয়া যাইতেন।"

"আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, লেডি ইশাবেল্। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করিয়াছি,; আর কি করিব, বল। নিশ্চয়ই আর কখনো তোমাকে এমন ভাবে অসন্তুষ্ট করিব না; কিন্তু তুমিও একথা বিস্মৃত হইওনা যে, সকলেরই জীবনে এমন দুই এক মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় যখন তাহার ধীর গম্ভীর বিবেচনা-শক্তি উপেক্ষা করিয়া, সমাজ-শাসন, নৈতিক নিয়ম সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, প্রাণের কথা, মর্ম্মের বেদনা শতমুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে! ইহাতে তাহার নিজের বড় দোষ থাকে না।" এমন সময় তাঁহারা আসিয়া যে পর্ব্বতের উপর উদ্যানটি সংস্থাপিত, তাহার প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়াছেন। কাপ্তান্ পূর্ব্বপ্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাগ্রহে, কিন্তু মর্ম্মপীড়িত ভাবে, বলিলেন "এখন একবার আমায়, এই খাড়া পাহাড় হইতে অবতরণ কালে, তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে দাও. সন্ধ্যা বেলায় এতটা বেড়াইয়া তুমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তাই একেলা যাইতে দিতে বড় ভয় হইতেছে।"

কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গস্বরে ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "এ কথা তোমার আগেই মনে করা উচিত ছিল। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, এখন আর সে সব হইবে না।"

কাজেই লেভিসন্‌কে বাধ্য হইয়া হাত ফিরাইয়া লইতে হইল। নিরবলম্বনেই লেডি যথাসাধ্য হাটিয়া চলিলেন; কাপ্তান্ কিছুতেই অপ্রতিভ হইবার নহেন—তিনিও সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন। বাড়ীর দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া ভার ভার মুখে ইশাবেল্ তাহার নিকট বিদায় লইলেন, তখন লেভিসন্ আপনার হোটেলের দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

ইশাবেল্ একেবারে দৌড়িয়া দোতলায় চলিয়া গেলেন; চাকর-বাকর, দাস-দাসী; বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর

হাতের দস্তানা, মাথার টুপী, গায়ের শাল, একপ্রকার ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে উইল্‌সন্‌কে বলিলেন "শীঘ্র আমার লিখিবার সরঞ্জাম ইত্যাদি লইয়া আস। আর পিটারকে বলিয়া রাখ যে এখনি, বিলাতের ডাক বন্ধ হইবার আগেই, একখানা পত্র তাহাকে দিয়া আসিতে হইবে; সে যেন প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি যাইতে না পারিলে আজ এর ডাকে আর পত্র যাইবে না।"

কাপ্তান্‌ লেভিসনের কথাগুলি শুনিয়া মুখে তিনি যাহাই বলিয়া থাকুন না কেন, হৃদয়ের অন্তস্থলে তাঁহার বেশ একটু সুখানুভব হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার দিব্যজ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিবেক বলিয়া দিল, এই সুখানুভব তাঁহার পক্ষে পাপের, অন্যায়ের, অধর্ম্মের কাজ হইয়াছে; এই লোকের সংস্রব, ইহার আপাতমধুর হৃদয়স্পর্শী কুতর্ক-জাল হইতে পলায়ন করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মধ্যে সমুদ্রকে ব্যবধান করিয়া, তিনি একেবারে ইংলণ্ড চলিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন,। তাই তখনি স্বামীকে লিখিয়া পাঠাইলেন "কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া আর আমি দূরে থাকিতে পারিব না। পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। বাসাভাড়া ইত্যাদি দিয়া হাতে বোধ হয় যথেষ্ট টাকা থাকিবে না, নতুবা আর তোমার অপেক্ষা না করিয়া আমি আপনিই চলিয়া যাইতাম।"

পত্র পড়িয়াও ইহার মধ্যে লেখিকার আন্তরিক দৃঢ়তার ভাব অনুভব করিয়া কার্‌লাইল্‌ অনেকটা বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্নীকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আগামী শনিবার যাইয়া অবশ্য তোমার নিকট পৌঁছিব; তখন তোমাকে আনা কি না-আনা ঠিক করা যাইবে।" এদিকে কাপ্তান্‌ লেভিসনের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ করিবেন না সংকল্প করিয়া লেডি ইশাবেল্‌ এই কয় দিন গাড়ী ছাড়া আর বেড়াইতে বাহির হইলেন না। একদিন লেভিসন্‌ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু

নীচে নামিয়া না আসিয়া তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "না, এখন আর কাহারও সঙ্গে দেখা করিবেন না।"

রবিবার প্রাতে মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাড়ার ছয়টি সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পত্নীর ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তণ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন—একরকম বলিয়াই বসিলেন যে, না, এখন কিছুতেই তাহাকে লইয়া যাইবেন না। ইশাবেল্‌ও ভারি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, জেদ করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি যাইবেনই।

তখন স্বামী বলিলেন, এরূপ জেদ করিবার নিশ্চয়ই তোমার কোন উদ্দেশ্য আছে। আগে আমায় সেই উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বল। এখানে আসিয়া তুমি বেশ ভাল আছ। তোমার মন ভাল লাগেনা যে বলিতেছ, সে কোন কাজেরই কথা নয়। তোমার অন্য যা' উদ্দেশ্য আছে তা বল"। একবার ইশাবেলের মনে দারুণ ইচ্ছা হইল যে, স্বামীকে সত্য কথাই বলিবেন; অবশ্য তিনি যে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে ভালবাসেন, কি লেভিসন্ যাহা বলিয়াছেন সে সব কথা নহে।—এমন স্বামীর প্রাণে আঘাত দিতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইতে পারেন না। তাঁহার নিকট সুধু এই টুকু স্বীকার করিবেন যে, একদিন ফ্রান্সিস লেভিসনের প্রতি তিনি একটা অস্থায়ী আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, তাই এখন আর তাহার সংসর্গে থাকা ভাল মনে করিতেছেন না। হায় হতভাগিনী ইশাবেল, এমন দয়ালু, এমন স্নেহপরায়ণ, এখন সুবিবেচক স্বামী তোমার, কেন তুমি একবার মুখ ফুটিয়া এ কথাটি বলিলেনা! কেন চুপ করিয়া রহিলে! বলিতে যদি, তিনি তবে তোমাকে আরও যত্নে, আরও সোহাগে বুকে করিয়া রাখিতেন, এবং সকল বিঘ্ন, সকল আপদ্ হইতে তোমাকে আপনার সযত্ন সোহাগের অন্তরালে আবরিয়া রাখিতেন! কিন্তু বলিবে কেন? তুমি যে হতভাগিনী।

কেন ইশাবেল্ বলিতে যাইয়াও বলিলেন না? —প্রাণের আবেগে তিনি বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় মিঃ কার্‌লাইল্ পকেট বই হইতে এক খানা পত্র বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। হায়! এমনি স্নচিক্কণ, সূত্রে আমাদের জীবনের বৃহৎ বৃহৎ ঘটনাবলী অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সামান্য ঘটনায় ইশাবেলের চিন্তাস্রোত অন্য খাতে প্রবাহিত হইয়া গেল—নীরবে পত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতেই তিনি তাহা খুলিতে লাগিলেন। পত্রখানা মিস্ কার্‌লাইল্ লিখিয়াছেন—ঠিক আপনি যেমন কঠোর, নীরস, তেমনি কাঠখোট্টা ভাবে ও ভাষায়। তিন পৃষ্ঠা ভরিয়া লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে, ছেলেপেলেরা ভাল আছে, বাড়ীর কাজ কর্ম্ম বেশ চলিতেছে, আর তাহার বিশ্বাস যে ইশাবেল্ও বেশ ভাল হইয়া উঠিতেছেন, এই কয়টি কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। উপসংহারে লিখিয়াছেন "আরও লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদের সঙ্গে দিনটি কাটাইবার জন্য এইমাত্র মিস্ বার্‌বারা আসিয়া হাজির হইল। তাই আর বেশি কিছু লিখিতে পারিলাম না।

বার্‌বারা হেয়ার ইষ্ট্‌লীনে! আর চাই কি! এই একটি সংবাদই ইশাবেলের পক্ষে যথেষ্ট হইল। আর তিনি স্বামীর নিকট হৃদয়-কবাট উন্মুক্ত করিতে পারিলেন না—বিশ্বাস করিয়া আপনার দুর্ব্বলতার কথা তাহাকে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণে আবার ঈর্ষ্যার আগুনও তীব্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনি জেদ করিতে লাগিলেন "না, আমি বাড়ী যাইবই—আমার সন্তানদের ছাড়িয়া আর আমি থাকিতে পারি না"; অবশেষে একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন।"

তখন স্নেহবিগলিত হৃদয়ে কার্‌লাইল্ কহিলেন "না, ইশাবেল, তোমার যদি এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে চল, তোমাকে সঙ্গে লইয়াই যাইব"।

তখন আর ইশাবেল্‌কে কে পায়! স্কুলের শাসনবিমুক্ত বালিকার মত তিনি যেন আনন্দে আট্‌খানা হইয়া পড়িলেন, এই হাসেন, এই নাচেন; আর তৃপ্ত প্রাণের কৃতজ্ঞতায় থাকিয়া থাকিয়া যাইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে চোখে চুম্বন বর্ষণ করিতে থাকেন! কার্‌লাইল্‌ ভাবিলেন, এই সমস্তই তাহার প্রতি অগাধ ভালবাসাপ্রসূত; প্রাণের অন্তস্তল হইতেই প্রেমবিহ্বলা ইশাবেল্‌ বলিয়াছেন যে তিনি আর তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না!

পত্নীর দিকে চাহিয়া স্নেহ-মধুর হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন "মনে পড়ে কি ইশাবেল্‌ যে আমাদের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তুমি বলিয়াছিলে, তুমি আমায় ভালবাসনা, তবে আশা কর যে, এক দিন ভাল বাসিতে পারিবে! আমার মনে হয়, আজ সেই দিন—আমার পরম সৌভাগ্যের দিন—উপস্থিত হইয়াছে।

শুনিয়া লজ্জায় ও সঙ্কোচে আত্মজ্ঞা ইশাবেলের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—নেত্রদ্বয় প্রায় জলে ভরিয়া আসিল! কার্‌লাইল্‌ অন্যভাবে তাঁহার এই ভাবান্তর গ্রহণ করিলেন এবং দৃঢ় আলিঙ্গনে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

আর মাত্র একটি দিন; এই একটি দিন গেলেইত ইশাবেল্‌ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারেন! তখন তাহারও সেই লোকটার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র ব্যবধান হইয়া পড়িবে। ইহা ভাবিয়া নিষ্কৃতির সুখাস্বাদে তাঁহার হৃদয় মাতিয়া উঠিয়াছে। তিনি বেশ জানেন যে, এই লোকটাকে ছাড়িয়া যাওয়া অর্থ, জীবনের সুখ-সূর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়া। তিনি আরও জানেন যে, ইহাতে অন্ততঃ কিছু দিন পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন কিয়ৎ পরিমাণে নিরানন্দ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে! তবু আজ তিনি প্রাণ খুলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছেন। পাঠক বাস্তবিকই ইশাবেলের নৈতিক জীব-

নের মূলমন্ত্র বড় উচ্চ অঙ্গের—বাস্তবিকই তাঁহার মন যথার্থই পবিত্র! সৎপথে চলিবার ইচ্ছা ও উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়; অন্যায় অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকৃতই গভীর ও আন্তরিক। আত্মা তাঁহার, সৎ ও রিপুবিমুক্ত; উদ্দেশ্য মহৎ ও পবিত্র। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহার বড়ই মন্দ! নিয়তি তাঁহার বড়ই কঠিন!

—লেভিসন্ আসিয়া কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতে আসিয়াছেন, কার্‌লাইল্ এ পর্য্যন্ত স্যার্ পিটারের সঙ্গে দেখা করিতে পারিয়াছেন কি না। কার্‌লাইল্ তাহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এখনো তিনি পারেন নাই, তবে শীঘ্রই পারিবেন বলিয়া ভরসা আছে। এবং সময় পাইলেই তিনি তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অপরাহ্ণে বুলন্ সহরের নিকট বিদায় লইয়া সস্ত্রীক মিঃ কার্‌লাইল যাইয়া জাহাজে চড়িলেন। তাহারা জাহাজে উঠিতেছিলেন এমন সময়ে মিঃ লেভিসন্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে জাহাজ খুলিয়া দিল; ইশাবেল যাইয়া ডেকের উপর বসিলেন! কার্‌লাইল আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইলেন! আর তীরে দাঁড়াইয়া লেভিসন তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। লোকটা কি ধৃষ্ট, কি নির্ল্লজ্জ! ন্যায় ধর্ম্মের লেশ ও যদি থাকে! ইশাবেলের বিবাহের পূর্ব্বে, কি বিবাহের পরে, এই যে সে এতটা সুমার্জ্জিত ধরণের প্রেম জানাইয়াছে, তহার অন্তরালেও কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল!—কিন্তু এবার তাহার সমুচিত শিক্ষাই হইয়াছে!

জাহাজ ক্রমেই অধিক দূরে যাইতে লাগিল; অবশেষে যথন আর তাহাকে দেখা গেলনা, ;তথন ইশাবেলের সমগ্র দেহ-যষ্টি কম্পিত করিয়া একটা নিষ্কৃতির হাঁফ্ প্রবাহিত হইল; এবং ইচ্ছা করিয়া নহে, আপনা হইতেই যেন, তিনি যাইয়া মিঃ কার্‌লাইলের হস্ত ধারণ করিলেন।

তাঁহার চেয়ারে ভর দিয়া কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার শীত

করিতেছেনাত ইশাবেল?" "না না—আমার বেশ আরাম বোধ হইতেছে; আমি বেশ ভাল বোধ করিতেছি।"

"কিন্তু এই যে তুমি কাঁপিয়া উঠিলে?"

আবেগাকুল ভাবে চুপি চুপি ইশাবেল্ কহিলেন "আমায় ওখানে একাকিনী ফেলিয়া তুমি যদি চলিয়া আসিতে, তবে আমার কি অবস্থা হইত, তাহা ভাবিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। আর আর্কিবল্ড, কখনো আমাকে তোমার কাছছাড়া করিও না—সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিও।"

তাঁহার কাতর দীন দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া কার্লাইল্ বলিলেন "সর্ব্বদা—সর্ব্বদাই তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিব, ইশাবেল। তুমি কাছে না থাকিলে, তোমার চাইতে আমারই বরং বেশি কষ্ট হয়।"

তাহার স্বরে স্নেহ, প্রেম ও কোমলতা যেন দিব্য ঝলক দিয়া উঠিল।—ইশাবেল অপার শান্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভগ্নপদ।

বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লেডি ইশাবেল্, প্রথমটায় বেশ স্বাস্থ্য-সুলভ স্ফূর্ত্তি, সন্তানদর্শনজনিত আনন্দ এবং নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন ভাবিয়া বেশ একটু আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েকটি মাত্র দিন যাইতে না যাইতেই, একটা যন্ত্রণাপদ অবসাদের ভাব আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়টিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। কেমন যেন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, যাহাদিগকে তিনি ভাল বাসিয়াছেন, তাহারা সকলেই যেন মরিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর তিনি যেন জীবন্ত, একাকিনী পড়িয়া রহিয়াছেন! তাঁহার হৃদয় বড় অবসন্ন হইয়া পড়িল; যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার মনের এই কিছুনাই-কিছুনাই ভাব পরিমাণ ও তীব্রতায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিলেন, চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে সেই দুষ্ট লোকটার কথা আর না মনে হয়; কিন্তু অদৃষ্টের এমনই লিখন যে, ভুলিতে চেষ্টা করিতে গেলে তাঁহার মূর্ত্তি আরও প্রকট হইয়া উঠে, চিন্তা আর তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। সময় সময় এমন ও হইয়াছে যে, কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি যেন কোন গর্হিত কাজ করিতেছেন, এমন ভাবে চমকিয়া উঠিয়াছেন—তাঁহার মনে হইতেছে যে, সামান্য একটু সময়ের, একদিন কি অগত্যা একটি ঘণ্টার, জন্যও যদি লেভিসন্‌কে তিনি একবার দেখিতে পাইতেন, তবে বোধ হয় তৎপরে আপনার মনকে তিনি সায়েস্তা

করিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু কথনও তিনি জ্ঞাতসারে এরূপ আকাঙ্খার প্রশ্রয় দেন নাই; তাঁহার প্রকৃতি যতটা জানিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় আপনারাও ইহাই বিশ্বাস করিতেছেন।—কিন্তু ইশা-বেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লেভিসনের ভাবনা, লেভিসন্‌কে দেখিবার আকাঙ্খা তাঁহার মনে আপনা হইতেই আসিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া থাকে! অনবরত ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে; দিনে, জাগ্রত অবস্থায়, এমন একটি মুহূর্ত্ত ও যায় না, যখন ইহার ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় না; রাত্রে, স্বপ্নাবস্থায়ও, ইনিই তাঁহার অপরিত্যাজ্য সঙ্গী!—কিন্তু সে স্বপ্ন আবার ভাঙ্গে কেন? ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে এমন যন্ত্রণা দেয় কেন? কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে যে ইহাদের বিষম বৈসাদৃশ্য!—স্বপ্নে যে বিবেকের শাসন নাই; জাগ্রতে যে প্রাণ তাঁহার, বিবেকের শাসন, ন্যায়ের পথ, অমান্য করিয়া চলিতে সাহসী হয় না!—বরং শত কষ্ট, সহস্র যন্ত্রণার মধ্যেও মানিয়াই চলিতে চাহে। তাই, জীবন স্বপ্নেই কাটে না বলিয়া, ইশাবেল্‌ এই সুখের স্বপ্নও দেখিতে রাজী নহেন—স্বধু তাহাই নহে, এই স্বপ্নদেখা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি অনেক ত্যাগস্বীকার করিতেও প্রস্তুত আছেন। কিন্তু কেমন করিয়া এ নিষ্কৃতি ঘটিতে পারে?—না, কোনই উপায় নাই। যখন মন-কল্পনা বলিলেই যেন ভাল হয়—ইত্যাকার কোন বিষয়ে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া যায়,—সেই বিষয়ের সঙ্গে যদি আবার অসুখ ও অশান্তির ভাব জড়িত থাকে, তবে—তখন জাগ্রত ভাবনার অনুরূপ স্বপ্নও নিদ্রার ঘোরে মানুষকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করিতে থাকে। হতভাগিনী ইশা-বেলেরও সেই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে চিত্ত তাঁহার অরজ অসহিষ্ণুতায় অস্থির হইয়া উঠে—আত্মভৎর্সিত হইয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিসে এই ভীষণ ব্যাধির হাত হইতে সমূলে অব্যাহতি লাভ করিতে

পারিবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ তাঁহার অস্থির হইয়া উঠে। হায়! বুঝিতে পারেন না তিনি যে, একমাত্র সেই সর্ব্বদুঃখনাশন, সর্ব্বসন্তাপ-হারক সময়ই তাঁহার মনের কালি বিস্মৃতির বন্যায় ধুইয়া ফেলিতে পারে। নতুবা আর উপায় নাই।

এদিকে, কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট্ একটু কমিয়া গেলে, কৃতজ্ঞ কার্লাইল যাইয়া একদিন স্যার পিটার লেভিসনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। স্যার পিটার তখন বাড়ীতে ছিলেন না। রূপসী যুবতী জাঁকালোভূষণ-পরিহিতা মিসেস্ লেভিসনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। যুবতী আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে, কার্লাইল্ কহিলেন "স্যারপিটারের নিকট আমার একটু আবশ্যক আছে।"

"তাঁহার শারীরিক অবস্থা আজকাল তেমন ভাল নহে। বিষয় কর্ম্মে কান দিতে গেলে তিনি এখন একেবারে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়েন।"

"কিন্তু তিনি নিজেই আমাকে আসিতে লিখিয়া ছিলেন। তিনি বারোটার সময় আসিতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু এখনো বোধ হয় বারোটা বাজে নাই।"

শ্রীমতী আর কি করেন; ঠোঁট্ কামড়াইয়া, অবনত মস্তকে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন পরিচারক আসিয়া মিঃ কার্লাইল্‌কে স্যার পিটারের বসিবার ঘরে লইয়া গেল; তিনি ইহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তখনই মিঃ কার্লাইলের আগমনের কারণ—ফ্রান্সিস্ লেভিসনের দেনা পত্র ও অসন্তোষজনক আচরণের কথা—পারা হইল। বৃদ্ধ শেষোক্ত বিষয়টির কথাই সবিশেষ বলিয়া, উপসংহারে বিরক্ত ভাবে কহিলেন "তাহাকে সকল ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া, আবার যাহাতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা করিতে অদ্য—এই দণ্ডেই—প্রস্তুত

আছি। কিন্তু জানি যে, আগে আগে যেমন করিতে হইয়াছে, এখনও তেমন, তাহার এই কলঙ্কিত জীবনের শেষ অধ্যায়ে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমাকে বার বারই এরূপ করিতে হইবে! তাহার পিতামহই আমার একমাত্র সহোদর ছিলেন; আর তাহার পিতা আমার বড় আদরের, বড় কর্ত্তব্যপরায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—আর সে কিনা ঠিক বীপরীত দাঁড়াইয়াছে! তা'দের চরিত্র যেমনি প্রশংসনীয় ছিল, ইহার চরিত্র তেমনি ঘৃণিত, তেমনি মন্দ! না, মি কার্‌লাইল্, তাহার এত টুকুও পদার্থ নাই!"

প্রত্যুত্তরে কার্‌লাইল্ কহিলেন "তাহার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া আমার মনে বড় লাগিয়াছে, তাই বলিয়াছিলাম যে, একবার আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পক্ষে কিছু বলিয়া দেখিব। ব্যক্তিগত ভাবে তাহার দোষ-গুণ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা।"

বিরক্ত ভাবে, পরুষ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন "মহাশয়, এ সম্বন্ধে যত না জানিয়া পারেন, তাই ভাল। সে বোধ হয় এখন চাহিতেছে যে, তাহার দেনা পত্র সব পরিশোধ করিয়া আবার আমি তাহাকে খাড়া করিয়া দিই?"

"হাঁ, এমন ধারাই একটা কিছু।"

"কিন্তু কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে। আমি বাড়ীতে, আর সে, সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে! সে নিজে না বুঝাইয়া দিলে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারে—এমনই সব গোল-মেলে! কতকগুলি দেনার টাকা আমি একবার দিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন শুনিতে পাই কি, পাওনাদারেরা নাকি একটি পয়সাও পায় নাই! যদি কিছু করিতে হয়, তবে তাহাকে একবার এখানে আসিতে হইবে।"

"কোথায় সে আসিবে? পলাইয়া ছাড়া যে তাহার ইংলণ্ডে পদার্পণ করিবার সাধ্য নাই!"

তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ লেভিসন্ কহিয়া উঠিলেন “কিন্তু এখানে তাহার কিছুতেই আসা হইতে পারে না। লেডি লেভিসন্ একদিনও তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিবেন না।”

তখন অমায়িক ভাবে কার্‌লাইল্ মন্তব্য করিলেন “সে আসিয়া ইষ্টলীনে থাকিতে পারে। আর তাহাতে একটু নির্ব্বিঘ্নেও থাকিতে পারিবে; কেহ স্বপ্নেও মনে করিবে না যে সে আসিয়া আবার ইষ্টলীনে থাকিতে যাইবে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াও আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন না।”

“যতটা বিবেচনার সে যোগ্য, আপনি তাহার চাইতে অনেক বেশি খাতির তাহাকে করিতেছেন, মিঃ কারলাইল্! মনে কিছু করিবেন না, কিন্তু উকিল ভাবে কি আপনি তাহার কাজ করিতে যাইতেছেন?”

“না, মহাশয়!”

আর কয়েকটি কথার পরে অবধারিত হইল যে, আসিবার জন্য কাপ্তান্ লেভিসনকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠান হইবে। স্যার পিটারের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিতে না আসিতেই লেডি লেভিসনের সঙ্গে তাহার সাক্ষৎ হইল।

লেডি বলিলেন “আমার বুঝিতে বাকি নাই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার নাতির সম্বন্ধে কথা বলিতে আপনি আসিয়াছেন?”

“আজ্ঞে”।

“দেখুন মিঃ কারলাইল্, তাহার সম্বন্ধে আমার ধারণা বড় খারাপ। কিন্তু তাই বলিয়া আমার সম্বন্ধে যে আপনি একটা মিথ্যা ধারণা করিবেন, তাহাও আমি হইতে দিতে পারি না। ফ্রান্সিস্ আমার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র—সম্ভবতঃ তাঁহার সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী। এরূপ অবস্থায় আমি যে তাহার বিরুদ্ধে এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি, ইহাতে আপনি

বিস্ময় বোধ করিতে পারেন বটে। কাজেই আমার আচরণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা আপনাকে বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমার বিবাহ হয় নাই, এমন কি যখন আমি স্যার পিটারকে জানিতামও না, আমি যাইয়া ফ্রান্সিস্ লেভিসনের সংশ্রবে পতিত হই। আমার কয়েক জন আত্মীয় বান্ধবের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল; তা'দেরই বাড়ীতে ইহার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। বলিতে লজ্জা হয়, এমন ঘৃণিত ভাবে সেখানে সে ব্যবহার করিয়াছিল— তাহাদের আতিথেয়তার পুরস্কারস্বরূপ জঘন্য অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল। ক্রমে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই আমার কাণে আসিয়াছে। মোট কথা, এখন আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, এই উভয়েই, সে একজন দস্তুরমত নীচাশয়, ঘৃণার্হ মানুষ আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এরূপই থাকিবে।"

মন্তব্যের ভাবে কারলাইল্ বলিলেন "তাহার সম্বন্ধে আমি বড় বেশি কোন সংবাদ রাখিনা। আপত্তি না থাকিলে, তাহার যে দুরাচারের কথা আপনি এই মাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহা আমায় একবার সবিশেষ বলিবেন কি ?"

"উঃ! লেভিসন তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, মিঃ কার্লাইল্, একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়াছে! সরলস্বভাব, অসন্দিগ্ধচিত্ত গ্রাম্যলোক, জুচ্চুরি কি অন্য কোন দুষ্কার্য্য সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণই অজ্ঞ:— এই দুর্নীত সংসারের গতিবিধিও তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহার চক্রান্তে পড়িয়া সরল বিশ্বাসে তাহারা কয়েকটা দলিলে সাক্ষর করে এবং তাহার ফলে যেটুকু জমিজমা তাহাদের ছিল, সকলই গিয়াছে। তাহারা একেবারে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে! তাহার ঘৃণিত চরিত্রের আর কত কথা আপনাকে বলিব, মিঃ কারলাইল্! আমার স্বামীর নিকট বোধ

হয় আপনি শুনিয়াছেন যে, তাহার এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। বাস্তবিকই আছে। আমার এই যে আপত্তি, সে স্বধু তাহারই জন্য, তাহার চরিত্রের জন্য—লোকে যে বলে যে, সে আমার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া আমি তাহাকে হিংসার চোখে দেখি, সে কথা সম্পূর্ণই মিথ্যা। যতদিন, যতক্ষণ, আমার আত্মসম্মান বোধ থাকিবে, ততদিন, ততক্ষণ, কিছুতেই আমি তাহাকে আমার বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে দিতে পারিব না। যত ইচ্ছা, স্যার পিটার্ তাহাকে আদর করুন, তাহার দেনা পত্র পরিশোধ করুন, বিপদ হইতে তাহাকে পরিত্রাণ করুন, আমার তাহাতে এতটুকুও আপত্তি নাই।—কিন্তু এখানে তাহাকে আমি প্রাণান্তেও আসিতে দিব না।"

"স্যার পিটার্ও আমাকে এ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যদি তাহাকে আবার খাড়া করিতে হয়, তবে তাহার একবার ইংলণ্ডে আসা ও আপনার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।"

লেডি লেভিসন্ বাধা দিয়া বলিলেন "ইংলণ্ডে আসিবে! বর্ত্তমান অবস্থায় কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে?—একমাত্র যদি জেলে পা দিয়া আসে, তবেই।"

কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "তা'ছাড়া আর উপায়ও নাই। তবে আমি সম্মত হইয়াছি যে সে আসিয়া ইষ্ট্লীনে থাকিবে। আপনি হয়তঃ জানেন যে, লেডি ইশাবেলের সঙ্গে তা'র আবার একটু সম্পর্কও আছে।"

অত্যন্ত আবেগ সহকারে লেডি লেভিসন্ কহিলেন "দেখিবেন আবার যেন অকৃতজ্ঞতা দ্বারা আপনার এই আতিথেয়তার পুরস্কার না দেয়! তার যা স্বভাব, তা'তে ইহা ছাড়া আর বেশি কিছু আশাও করিতে পারা যায় না।"

মিঃ কার্লাইল্ হাসিয়া উঠিলেন "ইচ্ছা থাকিলেও সে আমার আর

কি অনিষ্ট করিবে? আমার মকেল আর ভাগাইয়া দিতে পারিবেনা, আমার ছেলেপেলেদিগকেও মারিতে পারিবে না। আর টাকাপয়সা, সে বিষয়েও আমি বেশ পোক্তই আছি। আর অল্প কয়েকদিনত মাত্র তাহার আমার এখানে থাকিবার মুদ্দত।"

লেডি লেভিসন্‌ও মুচ্‌কিয়া হাসিলেন এবং কারলাইলের সঙ্গে বিদায়-করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন "আপনার বাড়ীতে তাহার বদ্‌মায়েসি করিবার সুযোগ নাও হইতে পারে, কিন্তু ঠিক জানিয়া রাখিবেন, এতটুকু সুযোগ পাইলেও সে কিছু না কিছু অনিষ্ট করিয়া বসিবেই বসিবে।"

শুক্রবার প্রাতে এই সব ঘটিল; অফিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই মিঃ কারলাইল্ লেভিসন্‌কে চলিয়া আসিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যাহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যস্ত, সময় সময় তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কেমন যেন ভুল হইয়া যায়। কারলাইলেরও তাহাই ঘটিল। লেভিসনের আসিয়া ইষ্ট্‌লীনে বাস করিবার কথা লেডি ইশাবেল্‌কে বলিতে তিনি একদম ভুলিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী দিবস অর্থাৎ শনিবার রাত্রে তাহারা কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন। এইখানে কথায় কথায় ডিউসীদের আর্থিক কষ্টের প্রসঙ্গ উত্থিত হইল এবং ভাবনার অদৃশ্য যোগ-বলে কারলাইলের মনে প্রথমটায় বুলন্ সহরের কথা ও তৎপরমুহূর্ত্তেই লেভিসনের ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর্থিক অসুবিধার কথা জাগিয়া উঠিল। এবং তখনই তাহার মনে পড়িয়া গেল যে, লেভিসনের ভাবী আগমনের কথাত ইশাবেল্‌কে বলা হয় নাই। তাই, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় গাড়ীতে পত্নীকে কহিলেন "আমাদের অতিথি থাকিবার ঘরগুলি বোধ হয় ঠিকই আছে, ইশাবেল্—শীঘ্রই একজন আসিতেছেন।" "নিশ্চয়ই আছে; আর যদি নাইবা থাকে, তবে ঠিক করিতে আর কতক্ষণ লাগিবে?"

"তা বটে, কিন্তু কাল রবিবার; আমার বোধ হইতেছে এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া কালই সে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ভুলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া তোমায় আগে কথাটা বলিতে পারি নাই ইশাবেল্।"

"কে আসিতেছে ?"

"কাপ্তান্ লেভিসন"।

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে ইশাবেল্ আবার জিজ্ঞসা করিলেন—যেন স্বামীর কথাটা তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই—"কে ?"

"কাপ্তান্ লেভিসন। তা'র দেনা পত্র সম্বন্ধে যাহয় একটা মীমাংসা করিতে স্যার পিটার্ রাজী হইয়াছেন; কিন্তু লেডি লেভিসন্ কিছুতেই ইহাকে তাঁহাদের ওখানে থাকিতে দিতে প্রস্তুত নহেন। তাই, তাহাকে কয়েকটা দিন অগত্যা ইষ্ট্‌লীনেই বাস করিতে হইবে"।

বার্‌বারা হেয়ারের যেমন একবার হইয়াছিল, এবার ইশাবেলের বুক্‌খানাও ঠিক তেমনই লাফাইয়া মুখে উঠিল। তাঁহার প্রাণ ওষ্টাগত হইল। কথাটা শুনিয়া তাঁহার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল: তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিও যেন স্ব স্ব কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল! প্রথমটায় তাঁহার মনে হইল, যেন নিরানন্দ পৃথিবী দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একেবারে স্বর্গের পথ খুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে একটা তীব্র সচেতন বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল যে, লেভিসন্‌কে তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। মিঃ কার্‌লাইল্, স্যার পিটারের সঙ্গে কি কি কথা হইয়াছে, লেভিসনের অভাব অসুবিধার পরিমাণ, লেডি লেভিসনের সঙ্গে যে কথা হইয়াছে, তাহা—সবিস্তার বলিতে লাগিলেন; কিন্তু ইশাবেল্ যেন কিছু শুনিতেছেন বলিয়া বোধ হইল না। কেমন করিয়া তাহার আসাটা বন্ধ করা যাইতে পারে, মনে মনে তিনি সেই বিষয়েই তোলপাড় করিতেছিলেন।

একটু পরেই তিনি বলিলেন "আর্কিবল্ড, আমার ইচ্ছা নয় যে সে ইষ্ট্‌লীনে আসে।"

"মোটেই অল্প কয়েকটা দিনের জন্য, হয়তঃ একদিন কি বড় জোর দুই দিন। ইহাতে তোমার আর তেমন কি অসুবিধা হইবে ইশাবেল্‌? স্যার পিটার সম্ভবতঃ তাহার দেনা শুধিবেন: তখন ত' আর কোন ভয় থাকিবে না—স্বাধীন ভাবেই সে ইংলণ্ডের যত্র তত্র বিচরণ করিতে পারিবে।"

কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতার স্বরে ইশাবেল্‌ প্রতিবাদ করিলেন "তা' হউক, কিন্তু আমাদের ওখানে আবার আসা কেন?"

"আমি নিজেই এ প্রস্তাব করিয়াছি। তা'র আসা যে তুমি না-পছন্দ করিবে ইহা আমি কখনো মনে করি নাই। কেন তুমি আপত্তি করিতেছ, প্রিয়তমে?"

কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে পত্নী কহিলেন "ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনকে আমি পছন্দ করি না—অর্থাৎ সে যে ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া থাকে, সেটা আমার ইচ্ছা নয়।"

"কিন্তু এখন যে আর কোন উপায় নাই, প্রিয়ে! খুব সম্ভবতঃ সে রওনা হইয়া আসিয়াছে, এবং আগামী কল্যই আসিয়া পৌঁছিবে। স্বেচ্ছায় আসিতে লিখিয়া এখন আর কেমন করিয়া তাহাকে আমি বাহির করিয়া দিতে পারি? আগে যদি জানিতাম যে, তুমি এতটা বিরক্ত বোধ করিবে তবে আর কখনো এ প্রস্তাব করিতাম না।"

গভীর আবেগে ইশাবেল্‌ বলিয়া উঠিলেন "কালই!—কালই সে আসিতেছে?"—মিঃ কারলাইলের অতগুলি কথার মধ্যে মাত্র এই কথাটুকুই তাঁহার কাণে গিয়াছে।

"জানই ত' আমাদের আইনে রবিবারে ধড়্‌পাকড়্‌ নিষিদ্ধ; তাই মনে হয় যে ইংলণ্ডে আসিবার এ সুযোগ সে উপেক্ষা করিবে না।

আচ্ছা, তাহার আসায় হঠাৎ তোমার এমন আপত্তি হইল কেন? কৈ, বুলনে ত' তুমি কখনই বল নাই যে, তাহাকে তুমি না-পছন্দ কর?"

ইশাবেল্ বুঝিলেন যে, আপত্তির কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ তিনি দেখাইতে পারিবেন না; তাই কতকটা সঙ্কোচের স্বরে কহিলেন "না, এমন সে কিছুই করে নাই, যার জন্য আমি তাকে না-পছন্দ করিতেছি।"

কারলাইল্ আবার বলিতে লাগিলেন "লেডি লেভিসনের কিন্তু তা'র সম্বন্ধে বড় ভাল ধারণা নাই। তিনি বলেন যে, অনেক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তা'কে জানিতেন। লেডি দু'একটা কথা এমনও বলিয়াছেন যাহা সত্য হইলে, বড়ই মন্দ কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি রজ্জুতে সর্পভ্রম কি তিলে তাল করিয়াছেন!"

ইশাবেল্ বলিলেন "নিশ্চয়ই তাঁহার ভুল ধারণা হইয়াছে—অন্ততঃ বুলনে থাকিতে লেভিসন্ ত' এরূপই বলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বোধ হয় কোন মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল।"

"তা' যাই হউক—ইহা ঠিক যে, যে কয়টা দিন সে ইষ্ট্‌লীনে থাকিতে চাহিতেছে, তাহাতে আর তাহার ভাল কাজ কি মন্দ কাজ আমাদিগকে বড় বেশী পাইবে না। তোমার মনেও বোধ হয় তাহার সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা স্থান পাইয়াছে ইশাবেল্?"

স্বামীর বিশ্বাস অপনোদন করিতে তিনি কোনই চেষ্টা করিলেন না। মনে মনে ঠিক বুঝিলেন যে, অদৃষ্ট নিতান্তই তাঁহার প্রতিকূল! তাই, নিতান্ত দীন অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া করে কর পেষণ করিতে লাগিলেন। হায়, তাঁহার সকল চেষ্টা, সকল সঙ্কল্পই বুঝি পণ্ড হইতে বসিল! অদৃষ্ট যদি এমন করিয়া বাধ সাধিতে লাগিল, তবে আর কেমন করিয়া তিনি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাকে বিস্মৃত হইতে পারেন?—হঠাৎ স্বামীর দিকে

ফিরিয়া বসিয়া নিতান্ত উপায়হীনার মত তিনি তাহার স্কন্ধে দক্ষিণ গণ্ড স্থাপন করিলেন।

স্বামী মনে করিলেন, তাহার প্রেমময়ী পত্নী বোধ হয় বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই, বাহুপাশে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, ও আরও একটু আরামজনক ভাবে তাঁহার মুখ-মণ্ডল নিকটে টানিয়া আনিয়া ঈষদানত মুখে প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে, তাঁহার দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন। কত স্নেহ, কত প্রেম তাহার চক্ষুর ভাষায় নিঃশব্দ অনাড়ম্বরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। পাঠক, তোমার বোধ হয় মনে আছে যে, একদিন ইশাবেল্ স্বামীর নিকট কতকটা হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতে চাহিয়াছিলেন। আজও তাঁহার মনে সেই ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। ক্লান্ত দেহ ও মনে যাঁহার স্কন্ধে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তিনি এখন এত বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন, যাঁহার বাহু তাঁহাকে এমন করিয়া আশ্রয় দান করিয়াছে, যে স্বামী তাঁহার পক্ষে সুবিধা, বল ও রক্ষাস্তম্ভস্বরূপ, বালকসুলভ সরল বিশ্বাসে তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলা ভাল নয় কি?—নিশ্চয়ই ভাল। তবে সাহসে কুলাইতেছে না যে! একবার, না, দুই দুইবার ইশাবেলের মুখে কথা ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না। আর অব্যবহিত পরেই গাড়ী আসিয়া ইষ্ট্‌লীনের দরজায় দাঁড়াইল। আর বলা হইল না। সুযোগ একবার আসিয়া উপেক্ষিত হইলে, আর বড় আসিতে চাহেনা। ইহার পরে কত কত বার অনু-তাপের বৃশ্চিক-দংশনে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে—হায়, কেন সেই নীরব নিশীথে, অর্দ্ধালোকিত গাড়ীতে বসিয়া, বলি-বলি করিয়াও, এই ভীষণচরিত্র লোকটার সম্বন্ধে স্বামীর চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া ছিলাম না! কিন্তু তখন যে হতভাগিনীর কপাল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

পর দিবস অপরাহ্ণে তাহারা উপাসনা-মন্দির হইতে গাড়ী করিয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতেই, বালিকা ইশাবেল্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। কার্লাইল্ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন ও কন্যার দিকে দৌড়িয়া গেলেন।

পিতাকে দেখিয়া বালিকা চিৎকার করিয়া উঠিল "বাবা, বাবা, শীগ্গির এস, শীগ্গির এস। মরিয়াই গিয়াছে বুঝি!"

সান্ত্বনা দিবার জন্য বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মিঃ কার্লাইল্ কহিলেন "চুপ, চুপ, লক্ষ্মী আমার, তোমার মা ভয় পাইবেন যে! অমন করিয়া কাঁপিতেছ কেন? ভয় কি? কি হইয়াছে, আমায় বল না।"

তখন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কন্যা আপনার বক্তব্য বলিল—বলিল যে, সে নিজে ভারি দুষ্ট মেয়ে কিনা, তাই দুপুরবেলায় যখন বৃষ্টি হয়, তখন যয়েশ্ তাহাকে বারণ করে নাই বলিয়া সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া প্রমোদ-উদ্যানের ভিজা ঘাসের উপর দৌড়াইতে ছিল, আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাইয়া ঢালু জায়গাটার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য যয়েশও পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া যায়। কিন্তু ঢালু জায়গাটার কাছে আসিয়াই পা পিছ্লাইয়া পড়িয়া যায়, আর এখন পর্য্যন্তও সেখানেই বিবর্ণ মুখে নিস্পন্দ দেহে পড়িয়া রহিয়াছে।

শোকার্ত্ত ও অনুতপ্ত দুহিতাকে তাহার জননীর সান্নিধ্যে বসাইয়া রাখিয়া মিঃ কার্লাইল্ বলিলেন "ওকে দেখিও, প্রিয়তমে।—

—বলিতেছে যে, যয়েশ নাকি ঢালু জায়গাটার ওখানে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে!—না, না, তোমাকে আর যাইতে হইবে না। আগে আমিই যাইয়া দেখিয়া আসি, ব্যাপার কি।"

যয়েশ্ যেমন ভাবে পড়িয়াছিল, এখনো তেমনি ভাবেই পড়িয়া

রহিয়াছে ; কিন্তু এখন আর নেত্রদ্বয় নিমীলিত নহে। বালিকার কথায় বোধ হইয়াছিল যে, সে অজ্ঞান হইয়াছিল—কিন্তু এখন তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের সঞ্চার দেখা যাইতেছে।

একাকী তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে অসমর্থ হইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ পরিচারকদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং ইহারা আসিলে, ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া যাইয়া বিছানায় শোওয়াইলেন। ডাক্তার ওয়েইন্ রাইট্ আসিয়া, পটি বাঁধিয়া দিলেন। মিঃ কার্‌লাইল্, লেডি ইশাবেল্ ও মিস্ কর্ণি সকলেই তাহার নিকট বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় বালিকা ইশাবেল্ আসিয়া মাকে একটু দূরে লইয়া যাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "গাড়ী ক'রে কে একজন নতুন লোক এসেছে মা ; তা'র সঙ্গে আবার একটা তোরঙ্গও আছে। আসিয়াই বাবার কথা ও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে"।

উদ্বেগ ও আশঙ্কায় লেডি ইশাবেল্ বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন, তবে কি সেই আসিয়াছে!—বেশ বুঝিয়াছেন, কে আসিয়াছে, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকটা কে ইশাবেল্!"

"আমি চিনি না। লোকটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে নাই মা। আমায় যখন হাত ধরিয়া লইয়া বসাইল, তখন তা'র দৃষ্টিটা বড়ই কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইল"।

"যাও, তোমার বাবাকে যাইয়া বল যে কে একজন দেখা করিতে আসিয়াছে"।

আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইবার পূর্ব্বে বালিকা একবার কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "যয়েশ ত' মারা যাইবে না, মা ?"

"না, বাছা, আমার ত' বিশ্বাস যে যাইবে না।—যাও, তোমার বাবাকে যাইয়া বল"।

"যয়েশ আমায় ক্ষমা করিবে ত' মা!" "আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, সে আগেই তোমাকে ক্ষমা করিয়াছে; কিন্তু ভবিষ্যতে তা'র আরো বেশী বাধ্য হইয়া চলিবে।—যাও আমার কথা মত তোমার বাবাকে বলিয়া আস যাইয়া"।

—আগন্তুক অন্য কেহ নহেন, কাপ্তান্ লেভিসন্ স্বয়ং। কার্‌লাইল্ নীচে নামিয়া যাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরিচারিকা যয়েশের পদে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া লেডি ইশাবেল্ আর তাহাকে ফেলিয়া নীচে গেলেন না।

ভাল করিয়া দেখিয়া ডাঃ ওয়েইন্ রাইট্ বলিলেন যে, আঘাতটি নিতান্তই সামান্য, কোন ভয়ের কারণ নাই; তবে যয়েশকে তিন চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিছানায়ই থাকিতে হইবে।

শুনিয়া বালিকা ইশাবেল্ আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল "যয়েশ, সর্ব্বদা—সর্ব্বদাই—আসিয়া আমি তোমাকে বাইবেলের গল্প শুনাইব। আবার পৈরির গল্পের যে নতুন বইটা আনিয়াছি, তার থেকেও পড়িয়া পড়িয়া তোমাকে গল্প শুনাইব।—ভারি মজার গল্প সব আছে। তবে আর তোমার তেমন একেলাটি বোধ হইবে না, কেমন?"

ক্ষীণ শুষ্ক হাসি হাসিয়া যয়েশ বালিকার কোমল করদ্বয় আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল ও সস্নেহে তাহার মুখ চুম্বন করিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালিকা ও উইলিয়মকে সঙ্গে করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ যাইয়া লেভিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কাপ্তান্ কহিলেন "বা, ভারি চমৎকার ছেলে মেয়ে! আঃ কি সুন্দর মুখ!"

মিঃ কার্‌লাইল্ সুধু বলিলেন "এরা বোধ হয় দেখিতে মায়ের মত হইয়াছে। ছেলে বেলায় লেডি ইশাবেল্ও চমৎকার সুন্দরী ছিলেন।"

কিঞ্চিৎ বিস্মিত ভাবে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলে-বেলায় আপনি তাঁহাকে জানিতেন?"

"অনেক সময়ই তাঁহাকে দেখিতাম—লেডি মাউণ্টসেভার্ণের সঙ্গে তিনি তখন এখানে বাস করিতেন।"

"হাঁ, হাঁ, তখন এ সম্পত্তিটা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের ছিল বটে। উঃ, লোকটা কি ভয়ানক বে-হিসাবীই না ছিলেন।" তারপর হস্ত প্রসারিত করিয়া বালিকা ইশাবেল্‌কে আপনার নিকট টানিয়া আনিয়া কহিলেন "এবার ত' খুকি, তোমায় ধরিয়াছি। আর ছাড়িব না। তখন তুমি আমাকে কিছুতেই তোমার নাম বলিলে না, বরং দৌড়িয়া চলিয়া গেলে!"

"মা তখন যয়েশের ওখানে ছিলেন, তাই আপনি যে আসিয়াছেন সেই কথা তাঁহাকে জানাইবার জন্যই দৌড়িয়া গিয়াছিলাম।"

"যয়েশ! কে সে?"

কন্যার হইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "লেডি ইশাবেলের পরিচারিকা—ইহার দুর্ঘটনার কথাই আপনাকে বলিয়াছিলাম। যয়েশ আমাদের বড় কাজের লোক।"

কাপ্তান লেভিসন্ মন্তব্যের ভাবে কহিলেন "[illegible] বড় [illegible]ভুত-কিমাকার! যয়েশ—যয়েশ! এমনধারা নাম আর কখনো শুনি নাই।"

"না, নামটা তেমন অসাধারণ নয়। পুরো নাম যয়েশ হ্যালিজান। এই কয়েক বৎসরই সে আমাদের পরিবারে আছে।"

এতক্ষণ মিঃ লেভিসনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বালিকা ইশাবেল্ এখন একেবারে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কার্‌লাইল্ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মনে আবার কি হইল?"

বালিকা শিষ্টাচারের ধারধারে না, সোজাসুজি বলিয়া ফেলিল "ইনি যে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছেন. তা' আমার মোটেই ভাল লাগিতেছে না।" ফলে, উচ্চ হাসি হাসিয়া কাপ্তান্ লেভিসন্ তাহাকে আরও দৃঢ় ভাবে

আকড়িয়া ধরিলেন। কিন্তু মিঃ কার্‌লাইল্‌ উঠিয়া নীরব কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে বালিকাকে লইয়া যাইয়া আপনার হাঁটুর উপর উপবেশন করাইলেন। পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া, ইশাবেল্‌ তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইটি দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল ও তাহার কাণে কাণে বলিল "বাবা, লোকটাকে আমার ভাল লাগে না। ওকে আমার বড্ড ভয় করে, আর যেন আমায় ধরিতে দিও না।"

উত্তরে কন্যাকে দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ লেভিসনের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব'ললেন "ছোট ছোট ছেলেপেলে রাখার ত' আপনার অভ্যাস নাই—এরা ঠিক চারা গাছের মত। ভারি সতর্ক যত্নের সঙ্গে রাখিতে হয় নতুবা সহজেই বিগ্‌ড়াইয়া যায়।"

উত্তর হইল "ইহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদাই বড় বিব্রত থাকিতে হয়, দেখিতেছি।—আপনার পরিচারিকার আঘাতটি বুঝি সাংঘাতিক হইয়াছে; তাহাকে কি কিছু দিন ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে?"

"ডাক্তাররা ত' বলিতেছেন যে কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহই। তা'দের কথায় ত' বোধ হয় যে আর খাড়া হইয়া উঠিবে কিনা সেই সন্দেহ।"

পঞ্চম অধ্যায়।

—০:::০—

মিসেস্ হেয়ারের স্বপ্ন।

মিসেস্ হেয়ারের শরীর বড় ভাল নাই। তাহার সেই জ্বর-জ্বর ভাবটা কখনই তাহাকে একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই—আজ বরং একটু বেশিই বোধ হইতেছে। প্রাতর্ভোজন করিতে আর তিনি নীচে অবতরণ করিলেন না—না, একেবারে শয্যা হইতেই নামিলেন না। অসন্তুষ্ট স্বামীকে বলিয়া দিলেন "বার্‌বারাকে দিয়া আমাকে একপেয়ালা চা ও একটুক্‌রা শুক্‌নো ভাজা রুটি পাঠাইয়া দিও।"

মিনিট্ দুই তিন পরে প্রভাতকালীন আকাশের মত উজ্জ্বল ও মোহিনী মূর্ত্তিতে বার্‌বারা আসিয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পাটলবর্ণের পরিধেয় তাহাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

বিগত কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রকৃতি নম্র, দৃষ্টি কোমল হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়-যন্ত্রণার সেই মর্ম্মান্তিক তীব্রতা অন্তর্হিত হইয়া তাহার চিত্তের সৎবৃত্তিগুলিকে সতেজ ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; বিরহ ও দুঃখের আগুনে তাহার চরিত্রের বর্ণ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু অথচ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কি অসুখ করেছে মা? কিন্তু এই কত দিন ত' তুমি খুব ভাল ছিলে, কালরাত্রে ও যখন তুমি শুইতে যাও, তখনো ত' তোমার অসুখের নাম-গন্ধ ছিল না। বাবা বলিতেছেন—"

মিসেস্‌ হেয়ার আর তাহার কথা সমাপ্ত করিতে দিলেন না ঃ কক্ষের চতুর্দ্দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "মা বার্‌বারা, আবার আমি সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি"।

বিরক্তির সঙ্গে চমকিয়া উঠিয়া যুবতী বলিলেন "কি বল মা!—সামান্য অর্থহীন একটা স্বপ্ন দেখিয়া কেন তুমি এমন অসুস্থ ও কাতর হইয়া পড়! অন্য সকল বিষয়েই ত' তোমার বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি। কিন্তু এ বেলা যেন তোমার একেবারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়।"

কন্যার হাত ধরিয়া ও তাহাকে নিকটে টানিয়া আনিয়া মা কহিলেন "বলনা, বাছা, কেমন করিয়া আমি এ স্বপ্ন না দেখিয়া পারি?—ইচ্ছা করে আমি এসব স্বপ্ন দেখিনা, ইচ্ছা করেও আমি আমার এই জ্বর-জ্বর অবসন্ন ভাব ও দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারিনা। কাল সমস্তদিনই আমার শরীরটা বেশ ছিল, শুইতে যাই যখন, তখন ত মনের চমৎকার অবস্থা। আর কাল সারাটি দিনের মধ্যে আমি একটিবার ও ত রিচার্ডের কথা ভাবি নাই—তবু ত স্বপ্ন দেখিলাম। বলনা তবে কেমন করিয়া আমি এই স্বপ্নের হাত এড়াইব?"

"হ্যা মা এইবার অনেক দিন তুমি এই সব স্বপ্ন দেখ নাই; কতদিন হইবে মা!"

ঠিক দিন গুনিয়া বলিতে পারি না—তবে অনেকটা সময় যে গিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এসব কথা আমি একপ্রকার ভুলিয়াই যাইতে ছিলাম। সেই যে রিচার্ড পালিয়ে দেখা করে যায়—সে আজ কত বৎসরের কথা—তার পরে আর দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না।"

"বড় খারাপ স্বপ্ন কি মা?"

"বড়ই খারাপ, বাছা, বড়ই খারাপ! প্রকৃত খুণী যেন ওয়েষ্ট লীনে আসিয়াছে—না, যেন আমাদেরই সঙ্গে আছে; আমরা যেন—"

"রিচার্ডের সম্বন্ধে কি কিছু দেখিয়াছ ?"

"না তেমন কিছুই নয়। স্বধু সে যে এখানে নাই—আর যে এখানে আসিবে না, এই যন্ত্রণা বোধটা আগাগোড়াই ছিল। তোমার মনে আছে কি বারবারা, যে, সেই রাত্রের সেই ক্ষণিক সাক্ষাতের সময় সে বলিয়াছিল যে খুনটা সে করে নাই—অন্য কেহ করিয়াছে ?"

"হাঁ, মনে আছে !"

"আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, বারবারা, যে, সে নিখুঁত সত্যই বলিয়াছে।"

"আমারও সেই দৃঢ় বিশ্বাস, মা"।

"আমি আগে বীথেলকেই সন্দেহ করিতাম ; কিন্তু সে বলিয়াছিল যে, বীথেল নহে, একজন বিদেশী এই কাজ করিয়াছে। বলিব কি, বার্‌বারা, স্বপ্নে আমিও একজন বিদেশীকেই দেখিয়াছি। সে যেন এখানেই আসিয়াছিল—খুন সম্বন্ধেই যেন কথাবার্তা হইল। সেই যে খুন করিয়াছে, আমরা যেন তাহাও জানি কিন্তু সে যেন রিচার্ডের ঘাড়েই সব চাপাইতে চাহিল। উঃ তখন আমার, তোমার ও, কি ভয়টাই না হইয়াছিল ! বোধ হয় সেই আশঙ্কা, উদ্বেগ ও ভয়েই আমি জাগিয়া পড়িয়াছিলাম।"

মৃদুস্বরে কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বিদেশী দেখিতে কেমন ?"

"না, তা' ঠিক বলিতে পারিব না ; স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার আকৃতি ও ভুলিয়া গিয়াছি।—তবে এটুকু মনে আছে যে, তাহার বেশভূষা ভদ্রলোকের মতই ছিল, আর সমকক্ষ ভাবেই আমরা তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম।"

বার্‌বারার মনে কাপ্তান থর্ণের কথা উদিত হইল,—মিসেস্ হেয়ারকে পূর্ব্বেও এই নাম বলা হয় নাই, এখনও হইল না। যুবতী অনন্য মনে

তাহারই কথা ভাবিতে লাগিলেন। মা দুইবার ডাকিলে পর তাহার যেন চৈতন্য সঞ্চার হইল।

তখন জননী কহিতে লাগিলেন "আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, বার্‌বারা, যে, এই অপ্রার্থিত, অচিন্তিতপূর্ব্ব স্বপ্ন নূতন কোন অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে! তুমি ঠিক জানিও যে, সেই শোচনীয় খুন সম্বন্ধে শীঘ্রই আবার কিছু নাড়া চাড়া হইবে।"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "তুমি জানইত' মা যে স্বপ্ন টপ্ন আমি বড় একটা আমলে আনিনা। লোকে যখন বলে 'অমুক স্বপ্ন অমুক বিষয়ের সূচনা করিতেছে' আমি তখন মনে মনে ভাবি, কি অযৌক্তিক, কি অসঙ্গত বিশ্বাস! আঃ, তোমার এই স্বপ্নদৃষ্ট লোকটার চেহারা যদি তোমার মনে থাকিত!"

"আমিওত তাই ভাবিতেছি।—আমার সুধু এ টুকুই মনে আছে যে, তা'কে ভদ্রলোক বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।"

"খুব লম্বা? মাথায় কালো-কালো চুল?"

মস্তক নাড়িয়া জননী কহিলেন "না, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নাই। আচ্ছা, এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন!"

বার্‌বারা একটা এড়ানো গোছের উত্তর করিলেন।—প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মিসেস্ হেয়ার যে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

দ্বিপ্রহরের পর হইতেই মিসেস্ হেয়ার অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। বহিঃপ্রকৃতির স্নিগ্ধ মধুর ভাব তাহার অন্তরেও অনেকটা শান্তি ও সজীবতা আনয়ন করিয়াছে। অপরাহ্ণে তিনি যাইয়া কন্যা ও স্বামীর সঙ্গে ডিনার ভোজনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় কথায় কথায় যাষ্টিশ্ যয়েশ সম্বন্ধীয় দৈবদুর্ব্বিপাকের কথা উত্থাপন করিলেন। মিসেস্ হেয়ার পূর্ব্বে ইহা জানিতে পারেন নাই—এখন একেবারে চমকিয়া

উঠিলেন। চরিত্রের গুণে, য্যাফাইর ভগিনী হইয়াও, যয়েশ্ সকলেরই প্রীতির পাত্র হইয়াছিল।

ভোজনান্তে যাষ্টিশ বাহির হইয়া গেলে, হাঁফ্ ছাড়িয়া কন্যা একটা গান ধরিল ও হাসিতে হাসিতে বলিল "এখন মা, তুমি যতবার ইচ্ছা চা খাইতে পারিবে—বাবা সাতটার সময় আসিবেন বলিয়া আজ আর আমাদের বসিয়া থাকিতে হইবেনা। আঃ বাঁচা গেল!"

মা বলিলেন "যয়েশের বিপদের কথাটা শুনিয়া মনটা বড়ই খারাপ্ হইয়াছে, বার্বারা। বড় ইচ্ছা হইতেছে যে, হাটিয়াই ইষ্ট্লীনে যাইয়া, তাহার খোঁজ লইয়া আসি, আর সম্ভব হইলে, নিজের চক্ষুতে দেখিয়াও আসি।"

শুনিয়া যুবতীর বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। তাহার প্রেম বাস্তবিকই প্রকৃত ও স্থায়ী প্রেম; সময়ের আবর্ত্তনে, অবস্থা-চক্রের পরিবর্ত্তনে, ইহার কিছুই আসিয়া যায় নাই, কখনো যাইবে না। পরন্তু বহিঃ প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধার অভাবে ইহা বোধ হয় শক্তি ও গভীরতায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্টই হইতেছে। কিন্তু তাহার সেই কখনো আবেগহীন, কখনো উল্লাসকোলাহলময়, বাহ্যিক ব্যবহার দেখিয়া কাহার সাধ্য মনে করিবে যে, ইহার অন্তরদেশপরিপ্লাবিত করিয়া এই প্রেমের স্বচ্ছ, কুলুকুলুধ্বনিরহিত ফল্গু অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে?—কার্লাইল্ না চাহিলে কি হইবে? তিনি ত চাহেন—তাই, তাহাকে আবার দেখিতে পাইবেন সম্ভাবনায় তাহার সকলগুলি ধমনী দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল; তাড়াতাড়ি কহিলেন "কি বলিলে? হাটিয়া যাইবে? হাটিয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে ঠিক হইবে?"

"হাঁ, হইবে। আমি খুব হাটিয়া যাইতে পারিব। হায়, হতভাগিনী যয়েশ কতই না কষ্ট পাইতেছে।" কখন যাইতে চাও বার্বারা?"

"ধর, যদি—সাতটার মধ্যে আমরা সেখানে যাই, তবে ততক্ষণ বোধ হয় তাদের ডিনার খাওয়া শেষ হইয়া যাইবে। "হাঁ তা হইয়া যাইবে বই কি, তবে চা টা খাইয়া গেলেই যেন ভাল হইত না?"

তখন তাড়াতাড়ি চা পান শেষ করিয়া কন্যা ও জননী ইষ্ট্‌লীন্ অভিমুখে রওনা হইলেন। সন্ধ্যাটি বড়ই মনোরম হইয়াছে; ধীরে ধীরে স্নিগ্ধশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সকল গ্লানি, সকল অবসাদ যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কোথায় উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। প্রথমটায় মিসেস্ হেয়ারও ভারি স্ফুর্ত্তি বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু একটু হাটিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, এতটা সাহস করা আজ তাহার পক্ষে বড় সমীচিন হয় নাই। ইষ্ট্‌লীনের বহির্ব্বাটিস্থ প্রমোদ-উদ্যানের লৌহ-ফটকের সম্মুখে আসিয়া তিনি এতটাই ক্লান্ত বোধ করিতে লাগিলেন যে, ইহার উপর হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আর স্থির হইয়া না দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন "এতটা আসিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি বারবারা।"

"আমার উপর ভর করিয়া চলিতে থাক মা। ঐ বেঞ্চিগুলার নিকট যাইয়া নাহয় খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লওয়া যাইবে। ভারি গরম কিনা, তাই বোধ হয় তুমি এতটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ।"

তাহারা আসিয়া উপবেশন করিতে না করিতেই মিঃ কার্‌লাইল্, লেডি ইশাবেল্, মিস্ কর্ণি ও অভ্যাগত কাপ্তান্ লেভিসন্ আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। ইহারা পুষ্পোদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতে ছিলেন। ছোট ছেলেটি ছাড়া অন্যান্য শিশু সন্তানগুলিও এই দলভুক্ত ছিল। ক্ষীণাঙ্গী রুগ্না মিসেস্ হেয়ারের প্রতি লেডি ইশাবেলের হৃদয়ে অনেক দিন হইতেই বেশ একটা আসক্তি জন্মিয়াছিল; তিনি তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

মিঃ কার্‌লাইল্‌ও আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন। হাসিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "দেখ দেখি কি চমৎকার মানুষ আমি—নিজে এতটা দুর্ব্বল যে, দুই পা হাটিয়াই বিশ্রাম না করিয়া থাকিতে পারি না তবু আর এক জন রুগ্নাকে দেখিতে আসিয়াছি! হতভাগিনী যয়েশের দুরবস্থার কথা শুনিয়া বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি।"

লেডি ইশাবেল্ কহিলেন "আসিয়াছেন, তা বেশ করিয়াছেন। কিন্তু সন্ধ্যাটা এখানে কাটাইয়া যাইতে হইবে। তাহ'লে কতকটা বিশ্রামও করা হবে, আর, চা খাইলে কতকটা আরাম ও বোধ করিবেন এখন।"

"আপনার এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।—কিন্তু আমরা যে চা খাইয়া বাহির হইয়াছি।"

হাসিয়া মিসেস্ কার্‌লাইল্ বলিলেন "কিন্তু তাই বলিয়া কি আর চা খাইতে নাই! বাস্তবিকই আপনি এতটা ক্লান্ত হইয়াছেন যে দুই এক ঘণ্টা ত' বাধ্য হইয়াই আপনাকে আমাদের সঙ্গে কাটাইতে হইবে।"

"বাস্তবিকই ভারি দুর্ব্বল বোধ করিতেছি।"

ইহারা যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, কাপ্তান্ লেভিসন্ তখন দূরে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলেন "এরা আবার কারা! যেই হউক, মেয়েটা কিন্তু পরমা সুন্দরী। যাইব নাকি একবার!" তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। রীত্যনুযায়ী আগন্তুকাদের সঙ্গে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল।

শিষ্টাচারানুমোদিত কয়েকটি কথাবার্ত্তার পরে কাপ্তান্ আবার বালক উইলিয়মকে দৌড়ের প্রতিযোগীতায় আহ্বান করিয়া তাহাকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন।

মিসেস্ হেয়ার লেডি ইশাবেল্ ও মিস্ কর্ণির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একটু দূরে যাইয়া, যেন মিসেস্ হেয়ারের কানে না

যার এমন স্বরে, কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারাকে বলিলেন উঃ, তোমার মাকে কি অসুস্থটাই না দেখাইতেছে! কিন্তু সম্প্রতিক ত' তার শরীরটা খুব সারিয়া উঠিতে ছিল; তিনি ঠিক যেন আগের মত হইয়া উঠিতেছিলেন। এখন আবার এমন হইল কেন?"

"এই হাটিয়া আসাতেই তিনি এতটা ক্লান্ত দেখাইতেছেন। আচ্ছা তাঁহার এই অসুস্থতার কি কারণ তোমার মনে হইতেছে!"

অনুসন্ধিৎসু চক্ষুতে মিঃ কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারার্‌ দিকে চাহিলেন।

তখন বার্‌বারা জননীর স্বপ্ন দর্শন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

কার্‌লাইল্‌ মন্তব্য করিলেন "আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, স্বপ্নের ভয় তিনি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন এবং সুবুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বপ্নমাত্রই অলীক,—যদিও সময় সময় তাহার স্বপ্নগুলি সেই অসুখকর রহস্য উদ্ঘাটন করিবার মত হইয়া দাঁড়াইতে চাহে।"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়া মা যখন যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে বুঝাইতে যাওয়াও যা, একটা গাছকে বুঝাইতে যাওয়াও তা। এই আজ সকালেই আমি একটু বুঝাইতে গিয়াছিলাম! তিনি উত্তর করিলেন 'আমি কি করিব বল। রিচার্ডের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া কি অন্য কোন প্রকারে ত' আর আমি এ সকল স্বপ্নের উৎপত্তি করাইনা—আপনা হইতেই ইহারা আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিকই কার্‌লাইল্‌, মার এমন সাধ্য নাই যে, এই স্বপ্ন দেখা তিনি বন্ধ করিতে পারেন।"

কার্‌লাইল্‌ হঠাৎ কোন উত্তর করিলেন না। তাহার সম্মুখে ছেলেদের খেলিবার একটা বল পড়িয়া রহিয়াছিল; তুলিয়া লইয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিলেন "আশ্চর্য্যের কথা যে, আমরা রিচার্ডের আর কোন সংবাদ পাইতেছিনা।"

"অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা সন্দেহ নাই ; আর ইহার জন্যও মার কষ্ট ও যন্ত্রণা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ সকালে তাঁ'র একটা কথাতেই আমি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি। যদিও আমি নিজে স্বপ্ন বিশ্বাস করিনা, তবুও একথা অস্বীকার করিতে পারিনা যে, মার এই সকল স্বপ্নের, বিশেষতঃ গত রাত্রেরটির, সঙ্গে সেই দুর্ঘটনার কেমন যেন একটু সম্বন্ধ আছে।"

"কেন, গত রাত্রে আবার কি দেখিয়াছেন ?"

তখন বার্‌বারা জননীর নিকট যেমন যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমন বিবৃত করিলেন ও স্পষ্ট বলিলেন "কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাঁ'র সকল স্বপ্নেই বীথেল্ কোন না কোন ভাবে উপস্থিত থাকিবেই। রিচার্ড সেই যে চুরি করিয়া দেখা করিয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেত আমরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারি নাই যে, খুনের সময় বীথেল্‌ও এই স্থানের সন্নিকটেই ছিল। কিন্তু তখনকার স্বপ্নেও ত' প্রতিনিয়তই মা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি ? আবার দেখ, আর্কিবল্ড, মার বিশ্বাস যে, রিচার্ডের সেই আগমন অবধি তিনি আর কখনো এ সকল স্বপ্ন দেখেন নাই ! কিন্তু এত বৎসর পরে যাই আজ আবার দেখিলেন, অমনি আবার বীথেল আসিয়া হাজির !" তা'রপর তাহার সেই সুনীল নেত্রদ্বয় উত্তোলিত করিয়া কার্‌লাইলের মুখের উপর নিতান্ত ব্যগ্রদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন এও আর একটা আশ্চর্য্য কথা আর্কিবল্ড !"

বিষয়টিতে আত্মহারা হইয়া যুবতী অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই আজ আবাব মিঃ কার্‌লাইল্‌কে পূর্ব্বের সেই ঘনিষ্ট ভাবে সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছেন।—যখন বুঝিলেন তখন তাহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল, তিনি দাঁতে জিভ্ কাটিলেন।

উপহাসাতীত বিষয়ে যেমন গাম্ভীর্য্যের স্বরে মানুষ কথা বলিয়া থাকে তেমন স্বরে কার্‌লাইল্‌, জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বপ্নে তোমার মা কাহাকে খুনী বলিয়া দেখিয়াছেন ?"

"তা' তাঁহার মনে নাই ; কিন্তু এই টুকু মনে আছে যে, সে এক জন ভদ্রলোক, এবং ভদ্রলোক ভাবেই আমরা তাঁহার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়াছিলাম। এও আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয়। যাকে আমরা কাপ্তান্‌ থর্ণের সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই ; রিচার্ডও সুধু বলিয়া ছিল যে আর একজন ইহা করিয়াছে—কিন্তু সেই আর একজনের চেহারা সম্বন্ধে কি তাহার অবস্থা ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে সে বিন্দুবিসর্গও বলে নাই। আমার বিবেচনায় মা'র বরং তা'কে একটা সাধারণ লোক বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক ছিল ! সাধারণতঃ আমরা কোন ভদ্র লোককে খুনী বলিয়া মনে করিতে যাই না—কিন্তু মা যে ঠিক ইহার বিপরীত স্বপ্ন দেখিয়া বসিলেন !"

ঈষৎ হাসিয়া কারলাইল্‌ বলিলেন "তোমার ব্যগ্রতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমিও স্বপ্নে আস্থা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছ বার্‌বারা ?"

"না, স্বপ্নের সত্যতায় আমার বিশ্বাস জন্মে নাই—তবে আমার যা ব্যগ্রতা দেখিতেছ, সে সুধু আমার প্রাণপ্রিয় সহোদর রিচার্ডের জন্য। এই রহস্যোদ্ঘাটন করিবার মত শক্তি যদি আমার থাকিত, তবে তাহা করিতে আমি কষ্টকে কষ্ট বলিয়া আমি গ্রাহ্য করিতাম না। প্রকৃত তথ্য বাহির করিতে পারিলে আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাটিয়া যাইতে, এমন কি আগুনে ঝাঁপ দিতে ও প্রস্তুত আছি। আবার যদি কখনো সেই থর্ণ ওয়েষ্টলীনে আসিত, তবে আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিতাম, তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতে পারিতাম কিনা।"

"কিন্তু এত সব ঝুঁকি মাথায় লইয়া সে যে আবার ওয়েষ্টলীনকে অনুগ্রহ করিতে যাইবে এমন ত'—

কার্‌লাইল্ হঠাৎ বিরত হইলেন—নিষেধার্থক ইঙ্গিত সহকারে বার্‌বারা তাড়াতাড়ি অঙ্গুলী দ্বারা তাহার বাহু স্পর্শ করিলেন। কথায় কথায় উদ্যানটি পার হইয়া তাহারা ইহার কারুকার্য্যখচিত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন তাহাদের রাস্তাটি একটি নির্জ্জন নীরব স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; উভয় পার্শ্বে কৃত্রিম পাহাড়শ্রেণী উঠিয়া রাস্তাটিকে যেন একেবারে আবরিয়া রহিয়াছে। এই পাহাড়-শ্রেণীর উচ্চতম শিখরদেশে, ঠিক মিঃ কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা মাথার উপরে, ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এবং, বোধ হইল, অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে যেন, একটা চাবুকের রশি বাঁটের উপর জড়াইতেছেন। ইহাদিগের পদ-শব্দ তাহার কাণে যাইয়া থাকুক কি না থাকুক, তিনি একটিবার ও ফিরিয়া চাহিলেন না। কিন্তু ইহারা ত্রস্তপদে ইশাবেল্ মিসেস্ হেয়ার ও মিস্ কর্ণির দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

মৃদু স্বরে ভীত কণ্ঠে বার্‌বারা বলিলেন "আমাদের কথা আবার শুনিতে পায় নাই ত?"

ঈষৎ হাসিয়া কার্‌লাইল্ তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। উদ্বেগে বার্‌বারার গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের জীবনে যে একটা অবান্তর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, সেইটা না ঘটিলে বোধ হয় কার্‌লাইল্ তাহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন। এখন সুধু বলিলেন "বোধ হয়, কিছু কিছু শুনিয়াছে; তবে যদি তাহার নিজের মন কোন বিষয়ে নিতান্ত ব্যাপৃত থাকিয়া থাকে, তবে নাও শুনিতে পারে। আর শুনিলেই বা কি? তেমন ত' কিছু বলা হয় নাই।

"কেন, আমি ত' কাপ্তান্ থর্ণের কথা—তাহার খুন করিবার কথা, বলিতেছিলাম।"

"তা হউক না রিচার্ডের কথা; তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কথা ত' আর বলিতে ছিলে না। খুন সম্বন্ধে লেভিসন্ বিন্দুবিসর্গও জানে না। থর্ণের নাম ও যদি সে শুনিয়া থাকে, এমন কি আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আভাসও যদি সে পাইয়া থাকে, তা' হইলেই বা কি! তা'র ইহাতে কোন স্বার্থ বা প্রয়োজন নাই। নিশ্চয়ই এক কাণ দিয়া শুনিয়াছে, আর কাণ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি অত অস্থির হইওনা বার্‌বারা।"

বলিবার সময় বাস্তবিকই তিনি বার্‌বারার দিকে কতকটা স্নেহকোমল দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা এই সময়ে আবার তাহারা ইশাবেলের এতটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার এই ভাবান্তরটুকু ইশাবেলের চক্ষু এড়াইতে পারিল না। কেন, ইহাতে ভয়ের কথা কি? কার্‌লাইল্ ত' তাঁহার সঙ্গে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই;—ইশাবেলের সন্দেহ করিবার ত' কোনই কারণ নাই!—নাই সত্য, কিন্তু তিনি এই ভাবান্তরটুকু বেশ করিয়া লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে ইহারা দল ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছিলেন। আর কি রক্ষা আছে? অমনি ধা করিয়া তাঁহার মনে এই মন্তব্য উত্থিত হইল, নিশ্চয়ই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বন্দোবস্ত অনুসারে ইহারা তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া চুপি চুপি কয়েকটা মুহূর্ত্ত পরস্পরের সহবাসে আমোদপ্রমোদে কাটাইয়া আসিতে গিয়াছিলেন।—এদিকে বার্‌বারাকে আবার সেই দিন এতই সুন্দর ও মনোমোহিনী দেখাইতেছিল যে, কার্‌লাইল্ কি অন্য কেহ যে চুপি চুপি তাহার সঙ্গসুখ ভোগের জন্য লালায়িত হইবেন, সে বড় আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া বোধ হইল না। শোভন দিন

ফিনে পোষাকে, সুনীল চক্ষুতে মনোমোহন অঙ্গসৌষ্ঠবে, অতুলন লাবণ্য ও বর্ণে—বাস্তবিকই বার্‌বারা আজ দৈব সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা। এত তে ইশাবেলের সন্দেহের মাত্রা যে আজ বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?—তার উপর আবার স্নায়বিক উত্তেজনার অপেক্ষাও চিন্তাভারেই অধিকতর বিব্রত হইয়া যুবতী যখন স্বকীয় শ্বেতবর্ণ শিরোভূষার বন্ধন রজ্জুগুলি লইয়া খেলিতেছিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

কন্যা নিকটে আসিলে জননী কহিলেন "বার্‌বারা আমার, বল ত' এখন কেমন করিয়া বাড়ী যাই। হাটিয়া যে যাইতে পারিব, এমন ত' বোধ হয় না। বেন্ জামিন্‌কে গাড়ী লইয়া আসিতে বলাই উচিত ছিল।"

কার্‌লাইল্ কহিলেন "তাহার কাছে লোক পাঠাইব কি?"

মিসেস্ হেয়ার বলিলেন "এইরূপ অকস্মাৎ আসিয়া তোমাদিগের উপর পড়া এবং তোমাদের চাকরবাকরদিগকে বিরক্ত করা বাস্তবিকই আমার পক্ষে ভারি অন্যায় কাজ হইয়াছে।

পরিহাস-গম্ভীর স্বরে কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "অন্যায় বলিয়া অন্যায়! যে চাকরটাকে পাঠাইতে হইবে, সে যে এই খাটুনীর হাত হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারিবে, সে সম্ভাবনা নাই! চিরকালই আপনি নিজের চাইতে পরের জন্য বেশি ভাবিয়া থাকেন। এখন বরং সেটা একটু ত্যাগ করুন।"

"আর তুমিও আর্কিবল্ড, চিরকালই বড় দয়ালু; পরের অসুবিধা দূর করিতে, পরের তুচ্ছ অসুবিধাটুকুতেও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে, চিরকালই অভ্যস্ত। দেখ কি লেডি ইশাবেল্, বয়স থাকিলে আমিও তোমার স্বামীর জন্য তোমাকে একবার হিংসা করিয়া লইতাম;—ইহার মত মানুষ বড় বেশী দেখা যায় না।"

——হয়তঃ কথাটায় লেডি ইশাবেলের মনে হইয়াছে যে, আর একজন যে, তা'র ত' যৌবন কাল ; তার প্রাণে ত' হিংসা জাগিয়া উঠিতে পারে। তাঁহার গণ্ডদ্বয় বড় লাল হইয়া উঠিল।

মিঃ কার্‌লাইল্‌ অগ্রসর হইয়া মিসেস্‌ হেয়ারকে বাহু অবলম্বন দিয়া বলিলেন "আমার উপর সবটা ভার রাখিয়া চলিলে বোধ হয় আপনি ঘরে যাইয়া সোফার উপর বসিয়া বেশ একটু আরাম বোধ করিতে পারিবেন। চলুন, আমার হাত ধরিয়া ঘরে চলুন।"

মিসেস্‌ হেয়ারের অপর পার্শ্বে যাইয়া দীর্ঘাকৃতি মিস্‌ কর্ণি তাড়াতাড়ি বলিলেন "আর একহাতে আমার উপর ভর করিয়া চলুন। আমরা তুজনে আপনাকে বেশ স্বচ্ছন্দে লইয়া যাইতে পারিব। মাটিতে ও আপনার পা লাগিতে পারিবে না।"

উচ্চ হাসিয়া মিসেস্‌ হেয়ার বলিলেন "না, না আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, এক কার্‌লাইলের হাত ধরিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে।" বলিতে বলিতে তিনি কার্‌লাইলের বাহু অবলম্বন করিয়া চলিলেন এবং হঠাৎ কাহার উপর তাহার নজর পড়িলে বলিলেন "যাও, যাও বার্‌বারা, ঐ যে টম্‌ হারবার্ট যাইতেছে। তাহাকে যাইয়া বল যে, আমাদের জন্য যেন গাড়ী পাঠাইতে বলিয়া যায়।"

বার্‌বারা ত্রস্তপদে চলিয়া গেলেন এবং উদ্দিষ্ট লোকটিকে দশটার সময় গাড়ী পাঠাইতে বলিয়া দিয়া ফিরিতেছিলেন এমন সময় পশ্চাৎদিকে কাহার পদ-শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিলেন—দেখিলেন হাতে হাত ধরিয়া তুইজন লোক তাহারই দিকে আসিতেছে। একজনকে চিনিলেন, টম্‌হারবার্টের জ্যেষ্ঠ সহোদর, মেজর হারবার্ট। অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতে দিতে হারবার্ট বলিলেন "আজ অনেক দিন পরে

দেখা হইল বার্‌বারা!—তখন নিতান্ত ছেলে মানুষটি ছিলে, আর আজ দেখিতেছি, একেবারে দিব্যি যুবতী হইয়া উঠিয়াছ!"

বার্‌বারা হাসিয়া উঠিলেন—কি উত্তর করিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু স্বর কণ্ঠেই আট্‌কাইয়া গেল। মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। কে এ তাহার সম্মুখে, জন হার্‌বার্টের পার্শ্বে, দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? ইতিপূর্ব্বে একটিবার—হাঁ মাত্র একটিবার—তিনি এই মুখখানা দেখিয়াছিলেন; কিন্তু একেবারে যে তাহার হৃদয়-পটে আগুনের অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে! টম্‌হারবার্ট কথা বলিয়া যাইতেছেন—কিন্তু, এই একবারের মতন, আত্মসংযমভ্রষ্ট হইয়া বার্‌বারা তাহার কথার একটি অক্ষরও শুনিতে পাইতেছেন না; কাজেই কোন উত্তর ও করিতে পারিতেছেন না, কেবল মন্ত্রমুগ্ধার মত নূতন লোকটির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাহার দৃষ্টিতে স্থধু উদ্বেগ ও অস্থিরতা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় ভস্মবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে ঠিক যেন জড়ভরতের মত দেখাইতেছে! বিস্ময়ের, কুসংস্কারের, কেমন একটা অভিনব ভাব যেন, ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়টিকে পাইয়া বসিতেছে। এই যে তাহার সম্মুখে সশরীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এ কি বাস্তবিকই রক্তমাংসের মানুষ, না, কি জননীর স্বপ্নসংশ্রবোদ্ভূত মস্তিষ্কবিকারের ফল? না, কি ক্ষণপূর্ব্বে মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল, তাহারই ফলে এই মূর্ত্তি মানস চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে!

মেজর হারবার্ট দেখিলেন যে, বারবারা তাহার কথায় মনোযোগ করিতেছেন না; সঙ্গীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। ভাবিলেন, যুবতী হয়তঃ লোকটি কে, তাহা জানিতে চাহিতেছেন; তাই বলিলেন "কাপ্তান থর্ণ—মিস্ বার্‌বারা।"

তখন যুবতীর কতকটা খেয়াল হইল—ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল, বুঝিলেন নিশ্চয়ই ইহারা তাহার আচরণ যুবতীর পক্ষে অনুচিত ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন।—তাই থতমত খাইয়া কৈফিয়ৎ দিবার ভাবে বলিলেন "আমার—আমার মনে হইতেছিল, কাপ্তান্ থর্ণকে যেন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি।"

কাপ্তান্ বলিয়া উঠিলেন "ত', দেখিতেও পারেন—বছর পাঁচেক পূর্ব্বে একবার ওয়েষ্টলীনে আসিয়া আমি দিন দুই তিন ছিলাম।"

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "হাঁ, তা হইবে। আপনি কি এবার এখানে কিছুদিন থাকিতে যাইতেছেন ?"

"কয়েক সপ্তাহেরই ছুটি আছে; তবে কতদিন যে এখানে থাকিব, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।"

আর বেশি কিছু না বলিয়া বার্‌বারা ফিরিয়া চলিলেন,—এত ত্রস্ত যে, ঠিক যেন উড়িয়া চলিয়াছেন। চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া তাহার মস্তিষ্কটিকে তিব্রত করিয়া তুলিল। ইষ্টলীনে পৌছিয়াই দৌড়িয়া সীঁড়ি বাহিয়া একেবারে উপরে যাইয়া উঠিলেন, এবং যেখানে জননী, মিস্ কর্ণি, মিঃ কার্‌লাইল্ ও বালিকা ইশাবেল্ বসিয়া ছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাময়িক উত্তেজনায় সকল আদব কায়দা ভুলিয়া যুবতী যাইয়া চুপি চুপি কার্‌লাইলের বাহু টিপিতে লাগিলেন। বুঝিতে পারিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া আসিলেন। দূরস্থ একটা অভ্যর্থনা কক্ষের নিকটে যাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "আর্কিবল্ড, নির্জ্জনে তোমার একটা কথা বলিবার আছে। আর একবার আমার সঙ্গে বাহিরে আসিতে পার না কি ?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া কারলাইল্ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও প্রকাশ্য ভাবেই তাহার পাশাপাশি হাটিয়া চলিলেন। কেন গোপন

করিতে যাইবেন? তাহার মনে ত আর কোন পাপ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইশাবেল বেশ দেখিতে পাইলেন যে উত্তেজিত ভাবে বার্‌বারা যাইয়া চুপি চুপি তাঁহার স্বামীর বাহু স্পর্শ করিলেন; এবং উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহাও পরিষ্কার শুনিতে পাইলেন। ইহারা বাহির হইয়া আসিলে, তিনিও তাড়াতাড়ি যাইয়া একটা জানালার অন্তরালে দাঁড়াইয়া, লুকাইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহারা বাগানের অধিকতর নির্জ্জন প্রান্তের দিকে হাঁটিয়া গেলেন; আরও দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী বালিকা ইশাবেল্‌কে ও ফিরাইয়া দিলেন! এত সব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আজ যেরূপ সন্দেহাগ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিল, বিবাহের পরে কখনো আর তেমনটি হয় নাই।

হাতে কপাল চাপিয়া ধরিয়া, ঘুমের ঘোরে লোকে যেমন করিয়া কথা বলে তেমনি স্বরে, বার্‌বারা বলিলেন "আমার—আমার বোধ হইতেছে—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমি জাগিয়া আছি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।—নিতান্ত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ভাবে তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছি; আমায় ক্ষমা করিও আর্কিবল্ড।"

পরিহাসের স্বরে মিঃ কার্‌লাইল্ কহিলেন "কোন্ রাজনৈতিক রহস্য তুমি আমায় বলিতে যাইতেছ, বার্‌বারা?"

"রাজনৈতিক রহস্য না হইলেও, বিষয়টি বড় তুচ্ছ নহে—অন্ততঃ আমার কাছে। আমরা মার স্বপ্নের কথা বলিতেছিলাম, কেমন নাকি? খুনী ওয়েষ্টলীনেই আছে, স্বপ্ন দেখিয়া এই ধারণাটা তাঁর মনে এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, শত চেষ্টা করিয়া ও এই অযৌক্তিক বিশ্বাসটা তিনি কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছেন না! আর এদিকে এই মাত্র আমি—"

কার্‌লাইল্ বুঝিতে পারিলেন যে উদ্বেগ ও উত্তেজনা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে বার্‌বারা কিছুতেই বক্তব্য বিষয় বলিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যপার কি বার্‌বারা যে, এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছ ?"

যুবতী ত্রস্ত বলিয়া ফেলিলেন,—"এই মাত্র তাহাকে আমি দেখিয়া আসিলাম।"

বার্‌বারা ঠিক প্রকৃতিস্থ আছেন কিনা এইরূপ সন্দেহে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া, কার্‌লাইল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন,—"তাহাকে দেখিয়া আসিলে ?"

"মনে পড়ে কি গতবার আমি তোমায় বলিয়াছিলাম যে, সে যদি আবার ওয়েষ্ট্‌লীনে আসে, তবে তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন করিতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কিন্তু আবার ত সে এখানে আসিয়াছে। এই মাত্র আমি মেজর হারবার্টের সঙ্গে কাপ্তান থর্ণকে দেখিয়া আসিলাম—বীথেল যে, সে ও সেখানেই ছিল। তাই, বলিতেছি আর্কিবল্ড যে আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, জাগ্রত আছি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।—কয়েক সপ্তাহের ছুটি লইয়া আসিয়াছে, আর সমস্তটা ছুটিই নাকি এখানে কাটাইবে।"

বিস্মিত হইয়া কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "কি আশ্চর্য্য—তোমার মার্ স্বপ্নের সঙ্গে যে অদ্ভুত রকমে মিলিয়া যাইতেছে।"

বার্‌বারা এতই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, বেশ জোরে জোরেই বলিতে লাগিলেন,—"থর্ণই যে খুন করিয়াছে, এ বিষয়ে যদি আমার কোন অবিশ্বাস থাকিত, তবে এ ঘটনায় তাহা সম্পূর্ণই দূর হইয়া যাইত। মার সেই স্বপ্ন, আর যে লোকটা হ্যালিজনকে খুন করিয়াছিল, সে যে ওয়েষ্ট-লীনেই আসিয়াছে সেই স্বপ্নের ফলে তাঁহার মনে এই যে দৃঢ় ধারণা —"

এমন সময়ে পত্রাচ্ছাদিত পথটির মোড় ফিরিতে যাইয়া তাহারা একেবারে কাপ্তান্ লেভিসনের উপর আসিয়া পড়িলেন। পকেটে হাত দিয়া কাপ্তান দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কি পদ চারণা করিতেছেন—ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। হয়তঃ লোকটা তাহাদের কত কথাই না শুনিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিয়া বার্‌বারা মনে মনে ভারি বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন, আর ধীরে ধীরে তাহার মনে কাপ্তানের উপর কেমন একটা বিরক্তির ভাব জন্মিতে লাগিল। কাপ্তান্ আসিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে ইহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যেন ইহাদিগের সঙ্গেই যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু এম্‌নিতে যতই শান্ত, যতই শিষ্টাচারসম্পন্ন হউন্ না কেন, ধৃষ্টতা দমন করিতে কার্‌লাইল্ বড়ই সিদ্ধহস্ত; কাপ্তানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "এই আপনার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেছি আর কি!" বলিতে বলিতে বার্‌বারাকে লইয়া তিনি উদ্যানের উন্মুক্ত অংশের দিকে চলিয়া গেলেন।

কাপ্তানের শ্রুতি-সীমার বাহিরে যাইয়া হঠাৎ বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই কাপ্তান্ লেভিসন্‌কে কি তোমার ভাল লাগে?"

উত্তর হইল,—"না, লাগে যে এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া কোন সুখ হয় না।"

"আমার বোধ হইতেছে কি যে আমাদের কথা শুনিবার জন্যই যেন সে ওখানে আসিয়া আমাদের পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

"না, বার্‌বারা, তা নয়। ওর তা'তে লাভ কি?"

এ সম্বন্ধে বার্‌বারা আর কোন তর্ক বিতর্ক করিলেন না। যে প্রসঙ্গটি তাহার মনের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, সেইটি উত্থাপন করিলেন "থর্ণের সম্বন্ধে এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?" কার্‌লাইল উত্তর করিলেন,—"সে বলা

আমার সাধ্যাতীত। সোজাসুজি যাইয়া তাহাকে বলিতে পারা যায় না যে, সে ই হ্যালিজনকে খুন করিয়াছে।—প্রথমতঃ, বার্‌বারা, রিচার্ড যে লোকের কথা বলিয়াছে, এ যে সেই থর্ণ, সে বিষয়ে এখনো আমরা তেমন নিশ্চিত হইতে পারি নাই।"

"কি বল, আর্কিবল্ড! এখনো কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? ঠিক এই সময়ে যে সে এখানে আসিয়াছে, এবং মা ও স্বপ্নটি দেখিয়াছেন, ইহাতে করিয়াই আমরা নিশ্চিত হইতে পারি।"

হাসিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ কহিলেন,—"না, বার্‌বারা, একেবারে নিশ্চিত হইতে পারি না। এখন বরং ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে আমাদের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এবং এই লোকই সেই লোক কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত।"

কাতর স্বরে যুবতী কহিলেন "কিন্তু তুমি বই আর কে তা করিবে? আমাদের মেয়ে মানুষের বড়াই স্থধু বৃথা বাগাড়ম্বর ব্যতীত আর কিছুই নয়! এই না সে দিন আমি বলিয়াছিলাম যে, সে আবার ওয়েষ্ট্‌লীনে আসিলে আমি তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিবই; কিন্তু কৈ, আমার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই ত সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আমি তার কি করিতে পারিতেছি?—কিছুই না, আর্কিবল্ড, কিছুই না।"

আর বলিবার বিশেষ কিছু নাই—তাহারা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। কাপ্তান লেভিসন্ তাহাদের পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; লেডি ইশাবেল্ তখন গবাক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া, কল্পিত স্বামীকৃত অপরাধের কথা লইয়া মনে মনে তোল্‌পাড় করিতেছিলেন। মিঃ কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারার মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা যেন তাহার বড় ভাল বোধ হইতেছেনা, এইরূপ মনোগতভাবপ্রকাশক স্বরে লেভিসন্ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বার্‌বারাটি কে?

ইহাদের দুজনের মধ্যে যেন বেশ একটা জানাশুনার ভাব আছে বলিয়া বোধ হইতেছে—এই আজ এক বৈকালেইত দুই দুই বার ইহাদিগকে আমি নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলিতে দেখিলাম!"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধত ভাবে, তীব্র স্বরে লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমায় কিছু বলিতে আসিয়াছ কি?"

ধীরে ধীরে লেভিসন্ উত্তর করিলেন "তুমি যে অসন্তুষ্ট হইবে তা' বুঝিতে পারি নাই। আমি মিঃ কার্লাইল্ ও কুমারী বার্বারার কথা বলিতেছিলাম।"—কিন্তু ধূর্ত্ত বেশ বুঝিতে পারিল যে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকিলেও, ইশাবেল্ তাহার প্রথমকার মন্তব্যটুকু নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কাপ্তান্ থর্ণের বিপদ।
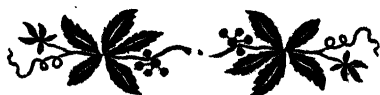
কোন দুর্য্যোগ কি অসুবিধার কারণ নিরাকরণ করিতে না পারিলে, অনেক সময়ই আমরা বলিয়া থাকি "ঘটনা-চক্রে পড়িয়া এমন হইয়াছে।" বাস্তবিকই অনেক সময় দেখা যায়, যেন সমগ্র ঘটনা ও কার্য্যাবলী কোন এক নিগূঢ় ষড়যন্ত্রের অঙ্গুলিসংকেতে, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড়াইয়া, এবং আপনাদের সমস্ত শক্তি লইয়া, আমাদের সকল যত্ন, সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া, আমাদিগকে নির্য্যাতিত ও দুরবস্থ করিয়া থাকে। লেডি ইশাবেলের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল।

যে কাপ্তান্ লেভিসনের ভয়ে তিনি বুলন্ হইতে এত চেষ্টা করিয়া পলাইয়া আসিলেন, তাঁহারই স্বামীর ইচ্ছায় সেই কাপ্তান্ আসিয়া আবার ইষ্ট্‌লীনে অতিথি হইয়া বসিল! আর সঙ্গে সঙ্গে চিরনির্দ্দোষ স্বামী ও বারবারা হেয়ার সংক্রান্ত সন্দেহাগ্নি তাঁহার প্রাণে আবার জ্বলিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। সুধুইকি জ্বলিয়া উঠিল?—না, পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রচণ্ডবেগে অধিকতর দাহাত্মিকা শক্তি লইয়া জ্বলিয়া উঠিল! এবং, না জানিয়া, নিরপরাধিনী বারবারা আবার তাহাতে ঘৃতাহুতি করিলেন। খুনী কাপ্তান্ ওয়েষ্টলীনে আসিয়া মহাসুখে বিচরণ করিতেছে, আর তাহার নিরপরাধ সহোদর প্রাণ-দণ্ডের ভয়ে কত কষ্টে, কি ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে—কি দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া জীবন

কাটাইতেছে! ভাবিয়া ভাবিয়া সহোদর-গতপ্রাণা যুবতী একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় প্রতিনিয়তই তিনি হারবার্টদের বাড়ী যাতায়াত করিতেছেন; এবং কথায় কথায় কাপ্তান্ থর্ণের অতীত জীবন সম্বন্ধে যখনই কোন কিছু কুড়াইয়া পাইতেছেন, তখনই তাহা আনিয়া কার্‌লাইলের নিকট উপস্থিত করিতেছেন—কিন্তু আফিসে নহে, বাড়ীতে!—লেডি ইশাবেলের চক্ষুরই উপর! যে সংবাদ তিনি লইয়া আসিতেন তাহা যে বিশেষ কোন কাজে লাগিবার উপযুক্ত, তাহা নহে। বিশেষতঃ, মিঃ কার্‌লাইল্ আবার পূর্ব্বেই এগুলি জানিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই বার্‌বারাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। একদিন ভারি উত্তেজিত ভাবে বার্‌বারা আসিয়া লেডি ইশাবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; এবং কথায় কথায় কার্‌লাইল্‌কে বুঝিতে দিলেন যে, তাহার সঙ্গে একবার নির্জ্জনে আলাপ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বার্‌বারা আসিবার সময় কার্‌লাইল্‌ও সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানের ফটক পর্য্যন্ত আসিলেন। লেডি ইশাবেলের সন্দেহকলুষিত চক্ষু দেখিতে পাইল যে, নির্জ্জনে দাঁড়াইয়া দুইজনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কত কি বলাবলি করিতেছে!—তাঁহার মনের আগুন আরো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।—কিন্তু পাঠক জানেন, কার্‌লাইলের মনে কোন পাপ ছিলনা। কর্ণেলিয়ার সঙ্গে হেয়ার্‌-পরিবারের সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্কে উভয় পরিবারের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা অনেকদিন যাবৎই চলিয়া আসিতেছে। কাজেই রিচার্ডকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, কার্‌লাইলের প্রাণেও বার্‌বারার অপেক্ষা বড় কম আনন্দ হইবার কথা নহে। বিশেষতঃ রিচার্ডের নিরপরাধত্ব সম্বন্ধে এখন আর তাহার মনে এতটুকুও সন্দেহ নাই, এ দিকে ক্রমেই কাপ্তান থর্ণের অপরাধ সম্বন্ধে তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাতে করিয়া তিনি যে বার্বার্ জন্য এতটা করিতে যাইবেন. তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি?—

কিন্তু একবার সেই কাপ্তান্ লেভিসনের বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা ভাবিয়া দেখুন। স্বামীর ও বার্বারার মধ্যে যে কয়টা নির্জ্জন সাক্ষাৎকার ইশাবেল্ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রাণে ক্রোধ হিংসা ও সন্দেহ এতটা উদ্বোধিত করিতে পারিত যে, তাহাতেই তাঁহার সমগ্র জীবনের সুখ শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু ইহার উপর আবার কাপ্তান্ লেভিসন্. যে সকল সাক্ষাৎকার ইশাবেল্ স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই, সেই গুলির কথাও আসিয়া তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানাইত। জানিনা, তাহার উদ্দেশ্য কি—কিন্তু মিঃ কারলাইল্ ও বার্বারার্ গতি বিধির উপর গোপন লক্ষ্য রাখিতে সে যেন বেশ একটু সুখই বোধ করিত। ইষ্ট্লীন হইতে আফিসে যাইবার সময় এবং আফিস হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় কার্লাইল্ বার্বারাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতেন। মধ্যে মধ্যেই বার্বারার্ সঙ্গে এখানে তাহার সাক্ষাৎ হইত, এবং মধ্যে মধ্যেই তিনি কুঞ্জে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এই রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে বেড়া দেওয়া ছিল, কাজেই বেড়ার অপর পার্শ্বে কোন লোক থাকিলেও রাস্তা হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। নিষ্পাপ, সুতরাং নিসন্দিগ্ধ-চিত্ত কার্লাইল্ যখন এই রাস্তা ধরিয়া আফিসে বাহির হইতেন, তখন সর্পবৃত্তি লেভিসন্ সর্পগতিতে বেড়ার অপর পার্শ্ব দিয়া তাহার অনুগমন করিতে থাকিত, এবং বার্বারার্ সঙ্গে তাহার যে সকল সাক্ষাতকার ঘটিত, নিতান্ত জঘন্যভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া তাহাই আসিয়া লেডি ইশাবেলের কলুষিত কর্ণে ঢালিতে থাকিত; আর, ইহার স্বাভাবিক ফলে, লেডি ইশাবেলের হিংসা ও সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে থাকিত।

একথা বোধ হয় আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে. বার্‌বারা ঘুণাক্ষরেও লেডি ইশাবেলের অন্তর্দ্দাহী এই হিংসার কথা জানিতে পারেন নাই—তাহাকে দিয়াই যে লেডি ইশাবেল্ আপনার স্বামীকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপ কোন সন্দেহ ত' দূরের কথা, সন্দেহের ছায়াটুকু পর্য্যন্তও কখনো বার্‌বার্ মনের উপর পতিত হয় নাই। এমন কি, কেহ যদি যাইয়া তাহার নিকট এই তথ্য প্রকাশও করিত, তবেও তিনি সংবাদবাহকের মুখের উপরই ঘৃণা ও বিদ্রূপে হাসিয়া উঠিয়া বলিতেন—"কি, মিঃ কার্‌লাইলের সোহাগিনী স্ত্রী, তাহার পত্নী ও হৃদয়ের রাণীরূপে সগৌরবে স্বাধিষ্ঠিত হইয়াও আমায়—যে কখনো কার্‌লাইলের মুখে একটি ভালবাসার কথা শুনিতে পায় নাই, কখনো কার্‌লাইল্ যাহার দিকে একটিবারও মুগ্ধদৃষ্টিপাত করে নাই, সেই আমাকে—হিংসার চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন! পাগল তুমি!" কিছুতেই বার্‌বারাকে একথা বিশ্বাস করান যাইত না।—কিন্তু ইশাবেল্ যাহাই মনে করিয়া থাকুন, লেভিসন্ তাহাকে যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকুক, আমরা জানি, প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণই ভিন্ন প্রকৃতির। এই সকল সাক্ষাতের সময় কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা কখনো প্রেমের অভিনয়, কি, সোহাগ-প্রেমসিক্ত মধুর সম্ভাষণ করেন নাই – সাক্ষাতালাপের বিষয়টি বরং যন্ত্রণাপ্রদই ছিল। মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে সাক্ষাতে তিরস্করণীয় কোনরূপ আনন্দ উপলব্ধি না করিয়া, বার্‌বারা বরং সঙ্কুচিতই হইয়া পড়িতেন। কঠিন প্রয়োজনে, একমাত্র হতভাগ্য রিচার্ডের মঙ্গলের জন্য না হইলে, তিনি কখনই এরূপভাবে সাক্ষাৎ আলাপ করিতেন না। একথা ঠিক যে, বার্‌বারা একবার—সে আজ অনেক বৎসরের কথা—আত্মবিস্মরণশীল উত্তেজনায় কার্‌লাইল্‌কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইলেও হতভাগিনী, সম্ভ্রান্ত মহিলা বটেন, এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারই উপযুক্ত মনোবৃত্তি

ও মনোভাবের অধিকারিণী ; এরূপ অবস্থায়,—সেই অভিব্যক্তির কথা মনে রাখিলে,—কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে, আবার কথনো তিনি এতটা আত্মসন্মান ও আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতে পারেন যে আবার কার্‌লাইলের সঙ্গে 'গায় পড়িয়া' এরূপভাবে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, যাহাতে লোকে বলিবে তিনি কার্‌লাইলের সঙ্গে গুপ্তভাবে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। সুধু ভ্রাতৃস্নেহের আকর্ষণেই, আপনার সুনামদুর্ণাম উপেক্ষা করিয়া, এখন তিনি কার্‌লাইলের সঙ্গে আবার এত ঘনিষ্ঠতা করিতেছেন।

একদিন আফিসে মিঃ কার্‌লাইল্‌ আপনার খাস্‌কামড়ায় বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় কেরাণী, মিঃ ডিল, আসিয়া উপস্থিত হইলেন "একটি ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে ; মিঃ আর্কিবল্ড।"

"তুমি ত' জান মিঃ ডিল যে আমি এখন এত ব্যস্ত আছি যে আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে পারিব না।"

"একথা আমি বলিয়াছিলাম—কিন্তু আগন্তুক অপেক্ষা করিতে রাজী আছেন। এ সেই কাপ্তান থর্ণ।"

মিঃ কার্‌লাইল্‌ চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন ; চারি চক্ষুর মিলন হইল ; উভয়ের মুখেই কেমন এক রকম ভাব। কার্‌লাইল্‌ আবার কাগজ পত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন—যেন সময়ের হিসাব করিয়া লইতেছেন। কিয়ৎকাল পরে আবার চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন "আমি এখনই দেখা করিব—যাও, তাহাকে যাইয়া পাঠাইয়া দাও।"

সাক্ষাতের বিষয়টি নিতান্ত সহজ—একটা 'বিল' লইয়া কাপ্তান্‌ থর্ণ একটু গোলযোগ ও অসুবিধায় পড়িয়াছেন ; তাই মিঃ কার্‌লাইলের পরামর্শ লইতে আসিয়াছেন।

পরামর্শ দেওয়া সঙ্গত কি না, কার্‌লাইলের মনে সেই সন্দেহ উপস্থিত

হইল। কাপ্তান্ থর্ণ বেশ একজন সদানন্দ চিত্তাকর্ষক পুরুষ—প্রথম আলাপেই বেশ মন ভুলাইয়া বসেন। তিনি এমন একজন লোক যে, ব্যবসায়ের স্বার্থবাদ দিয়াও, বন্ধুভাবেই কার্‌লাইল তাহার উপকার করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু অমনি আবার মনে হইল যে, লোকটা, রিচার্ড যা বলিয়াছে যদি তাই হয়—যদি নররক্তে তাহার হস্ত রঞ্জিত হইয়া থাকে?—না, কিছুতেই তবে কার্‌লাইল্ তাহার উপকার করিতে পারেন না, বরং তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ও প্রস্তুত হইবেন।

কার্‌লাইল্‌কে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা কি আপনি আমায় বলিয়া দিতে পারেন না?"

"তা পারি বটে—কিন্তু, আমায় মাফ্ করিবেন। যাহারা আমাকে উকীল নিযুক্ত করিতে আসেন, তাহাদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ রূপে না জানিয়া তাহাদের কার্য্যভার আমি কখনো গ্রহণ করি না, বা কখনো তাহাদিগকে মক্কেল বলিয়া স্বীকার করি না।"

কাপ্তান্ থর্ণ উত্তর করিলেন "আপনার প্রাপ্য আমি দিতে পারিব; নগদ টাকার আমার অভাব হয় নাই; সুধু এই বিল্‌টা—"

বিরক্ত ভাবে ঠোঁট্ কামড়াইয়া কার্‌লাইল্ হাসিয়া উঠিলেন "আপনি যে অনুমান করিয়াছেন, অবশ্য তাহা অপ্রাসঙ্গিক নহে। তবে জানেন কি, আমি আপনার টাকার কথা ভাবিতেছি না। অপরিচিত লোকের মোকদ্দমার ভার লইতে আমার পিতা কখনও সম্মত হইতেন না—এমন কি, লোকটি নিজে সচ্চরিত্র না হইলে এবং মাম্‌লার বিষয়টিও ন্যায্য এবং সৎ না হইলে কখনও তিনি তাহাকে মক্কেল বলিয়াই গ্রহণ করিতেন না। আমিও সেই নিয়মেরই অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছি। সেই জন্যই আমাদের এতটা সুনাম হইয়াছে যে তাহা কম উকীলের ভাগ্যেই

ঘটিয়া থাকে। আপনি আমার নিকট অজ্ঞাতকুলশীল—কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে আমি কোন প্রকার সন্দেহ করিতেছি বলিয়া কখনও মনে করিবেন না; সাধারণতঃ আমি যে ভাবে ওকালতী ব্যবসায়টি চালাইয়া আসিতেছি, এক্ষেত্রে ও তাহাই অনুসরণ করিতেছি মাত্র।”

কাপ্তান্‌ থর্ণ আর এক হাত খেলিলেন “আমার বংশের অনেক সৎ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে।”

“ক্ষমা করিবেন; কিন্তু বংশের সঙ্গে এব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নাই। দরিদ্রতম মজুর যে, সেও যদি আমার নিকট পরামর্শের জন্য আসে,—এমন কি যাহার দু’বেলা দু’মুটো অন্ন জোটেনা, সেও পরামর্শ চাহিতে আসিলে, আমি তাহাকে ও বঞ্চিত করি না—যদি সে সচ্চরিত্র হয়, যদি সে দশ জনের সম্মুখে বুক উঁচু করিয়া চলিতে পারে। আমার কথায় আপনি কোন প্রকার অসন্তুষ্টি বোধ করিবেন না—আপনার চরিত্র সম্বন্ধে আমি কোন প্রকার বক্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি না। সুধু এই টুকু বলিতেছি যে, আপনি ও আপনার স্বভাব আমার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত।”

মক্কেলের প্রতি, বিশেষতঃ যাহার নিকট হইতে বেশ দু’পয়সা পাইবার আশা আছে তাহার প্রতি, এমন বাক্য প্রয়োগ বড়ই অদ্ভুত ব্যপার। কাপ্তান্‌ থর্ণও বড় বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্‌লাইলের স্বর এমন ভদ্রতাব্যঞ্জক, ব্যবহার এমন অমায়িক, প্রকৃত পক্ষে, তিনি এতটাই ভদ্র যে, তাহার কথায় অসন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব।

কাপ্তান থর্ণ নিরুপায় ভাবে বলিলেন “কি বিপদ্‌! কেমন করিয়া আপনাকে বুঝাইব যে, আমি একজন সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত লোক? ষোল বৎসর বয়সের সময় আমি সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করি, এবং তদবধি সুনামের সঙ্গেই দেশের সেবা করিয়া আসিতেছি। আমার সঙ্গীয় কর্ম্মচারীগণ কখনো আমার বিরুদ্ধে বলিবার মত কোনই কারণ পান নাই।

আমি একজন ভদ্রলোক, তাহাতে আবার সৈনিক বিভাগের একজন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী। ইহাই কি আমার সততা ও সাধুতা সম্বন্ধে যথেষ্ট গ্যারান্টি (প্রমাণ) নহে? জন্ হার্‌বার্টের নিকট অনুসন্ধান করিলেই ত' আপনি আমার সম্বন্ধে সব জানিতে পারেন। তারা ত' আপনারও বন্ধু; কিন্তু আমায় ও ত' তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যেই স্থান দান করিয়াছেন।"

আর বেশি আপত্তি করা, ঠিক নয়, এবং দোষী সাব্যস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকে ও আসাধু মনে করা উচিত নহে—এই ভাবিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ বলিলেন "হাঁ, সে কথা ঠিক! তাই, আমি, আপনার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, যথাসাধ্য পরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই মোকদ্দমা যদি ইহার পরে ও চলিতে থাকে, তবে আমি আপনার কাজ লইতে পারিব কিনা, সে কথা আমি এখন ঠিক করিয়া আপনাকে বলিতে পারিতেছি না—আমার হাতে এখন অনেক কাজ।"

তখন কাপ্তান থর্ণ আপনার সমস্যার কথা কার্‌লাইলের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন; কার্‌লাইল্ ও তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিলেন। উপসংহারে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন "বছর দশেক বৎসর পূর্ব্বে আপনি কি একবার ওয়েষ্ট্-লীনে আসিয়াছিলেন না? একবার আমার বাড়ীতে বসিয়া অবশ্য আপনি এ কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু কথায় কথায় তখন এমন একটা মন্তব্য আপনার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাতে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে আপনি এখানে ছিলেন।"

বিশ্বস্ত ভাবে, গোপনীয় স্বরে কাপ্তান্ উত্তর করিলেন "হাঁ, আসিয়াছিলাম বটে; গোপনে আপনার নিকট একথা বলিতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু কথাটা যে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এমন আমার ইচ্ছা নয়। আমি

তখন ঠিক ওয়েষ্ট্‌লীনে থাকিতাম না—নিকটেই কোন এক স্থানে ছিলাম, আসল কথাটা হইতেছে এই যে, যখন আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য যুবাপুরুষ, তখন একবার এখানে আসিয়া মাইল কয়েক দূরে অবস্থান করিতে-ছিলাম, এবং কোন—কোন—এই, এক প্রকার, প্রেমের অভিনয় করিতে যাইয়া, বেশ একটু বিপদেই পড়িয়াছিলাম! তখন আমি বড় সুভাবে আপনার পরিচয় দিয়া যাইতে পারি নাই, তাই আমার ইচ্ছা নয় যে, এখানকার লোকে জানে যে সেই আমিই আবার এখানে আসিয়াছি।"

রিচার্ড হেয়ারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিঃ কার্‌লাইলের শিরাসমূহ দ্রুততর স্পন্দিত হইতে লাগিল। "এক প্রকার প্রেমের অভিনয়" এই একটি কথায়ই যে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়া বসিল।

তিনি সোজাসুজি বলিয়া বসিলেন "হাঁ, আমি তা, জানি—মেয়েটার নাম য়্যাফাই হ্যালিজন ত'?"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় মিঃ কার্‌লাইলের উপর নিবদ্ধ করিয়া কাপ্তান্ বলিয়া উঠিলেন "য়্যাফাই—কি?"

"য়্যাফাই হ্যালিজন।"

কাপ্তান্ থর্ণ বিস্ময়বিমুগ্ধভাবে মিঃ কার্‌লাইলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, শেষে কহিলেন "আপনি ভুল করিয়াছেন। য়্যাফাই হ্যালিজন? এ নাম জীবনে আর আমি কখনো শুনি নাই।"

অনুচ্চ অর্থসূচক স্বরে কার্‌লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি কখনো শোনেন নাই, আপনি কি জানেন না যে, সেই সময়ে এখানে একটা ভীষণ লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল? আপনি কি জানেন না যে য়্যাফাই হ্যালিজনের পিতাকে——"

ত্রস্ত বাধা দিয়া কাপ্তান বলিয়া উঠিলেন "দাঁড়ান্, দাঁড়ান্। আমি মিথ্যা বলিয়াছি যে, ঐ নাম আমি কখনো শুনি নাই। য়্যাফাই হ্যালিজন?

হাঁ, হাঁ, এই মেয়েটার কথাইত' সে দিন টম্ হার্বার্ট আমায় বলিতেছিল। এই না বাপ খুন হইলে পর, খুনীর সঙ্গে চম্পট দিয়াছিল ?"

"উঃ, কি ভীষণ খুন! নিজেরই বাড়ীতে, এক প্রকার নিজের মেয়ের চোখের উপরই খুন!—কে এ খুন করিয়া ছিল জানেন ?—' কার্লাইল্ আত্মসংবরণ করিলেন, আবেগের বশে তিনি আর কখনো এতটা আত্মসংযমভ্রষ্ট হয়েন নাই। শেষে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে উপসংহার করিলেন "অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই হ্যালিজন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার পিতার মুহুরীর কার্য্য করিয়াছিল।"

"আর যাষ্টিশ্ হেয়ারের পুত্র, মনোমোহিনী যুবতী বার্বারার সহোদর, রিচার্ড হেয়ারই ত' এই খুনটা করিয়াছিল ? আপনার কথা শুনিয়া হার্বার্টদের নিকট আমি যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, সকলই আমার মনে পড়িয়া গিয়াছে। উঃ, হেয়ার পরিবারের উপর কি ভীষণ বিপৎপাতই না হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় বার্বারা এখনো কুমারী রহিয়াছেন; নতুবা তার মত রূপবতী অর্থশালিনীর কি আর এত দিনেও বিবাহ হয় না!"

কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "না সে কারণে নয়।"

"তবে আবার কোন কারণে ?"

রক্তের একটা অস্পষ্ট ঝাপ্টা আসিয়া কার্লাইলের ভ্রূযুগ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "আমি এমন অনেকের কথা জানি, যারা এই খুনের কলঙ্ক সত্ত্বেও কুমারী বার্বারাকে বিবাহ করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন।—বার্বারাকে বড় তুচ্ছ মনে করিবেন না।"

কাপ্তান্ থর্ণ উত্তর করিলেন "কে, আমি তুচ্ছ মনে করিব ?—না, না

আমি বরং তা'কে অতিরিক্ত পছন্দ করিতেছি।—তদবধি য়্যাফাই হ্যালিজনের বোধ হয় আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?"

কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "না, কখনো না।" তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ত' তা'কে বেশ ভাল রকমই জানিতেন!"

"হ্যালিজনের কথা যদি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, তবে বলিতেছি যে, তা'কে আমি একেবারেই জানিতাম না। জানি বলিয়া আপনার ধারণা হইয়াছে কেন?—টম্হারবাট্ গল্পচ্ছলে তা'র সম্বন্ধে যা বলিয়াছে, তার বেশি আমি কিছুই জানি না।"

সম্মুখোপবিষ্ট লোকটি সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে তাহা জানিবার জন্য কার্লাইলের প্রাণে একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "য়্যাফাইর অনুগ্রহ—অর্থাৎ হাসি, কুটীল-কটাক্ষ ও প্রেমালাপ—মুক্তহস্তে বিতরিত হইত; তা'র সৌন্দর্য্য ও যৌবন-গর্ব্বের মাত্রা বড় বেশি হইয়াছিল—হিতাহিতজ্ঞান, পরিণাম-চিন্তা, আত্মসম্মান বোধ তাহার আদৌ ছিল না। তাহার কৃপা-কণা কুড়াইয়া যাহারা পরিপুষ্ট ও উৎফুল্ল হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে থর্ণনামের ও কে একজন ছিল। মহশয়ই কি সেই থর্ণ নহেন?"

যেন যথার্থই তিনি এরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্তির গর্ব্ব করিতে পারেন—এই-রূপ ভাবে গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে মুচ্কি হাসি হাসিয়া কাপ্তান্ থর্ণ বলিলেন "বিশ্বাস করুন, আমার কপালে এতটা সম্মান লেখা ছিল না! মিস্ য়্যাফাইর অনুগ্রহ ভোগ করিয়াছি, একথা স্বীকার করিবার মত সৌভাগ্য আমার হয় নাই!"

তখন প্রত্যেকটি স্বর-ভঙ্গী, প্রত্যেকটি মুখভঙ্গী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য, তাহার উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মিঃ কার্লাইল্ কহিলেন "তবে যে যুবতী আপনাকে এখান হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল

—জানিনা আপনার কথায় ঠিক এই মর্ম্ম কিনা—এ যুবতী তবে সে যুবতী নয়?"

"বাস্তবিকই নয়। এ কুমারী, সে বিবাহিতা—সেইটাই আরও দুঃখের কথা। তবে, ঠিক ইহারই মত সুন্দরী, যুবতী, গর্ব্বিতা ও অপরিণামদর্শী। প্রথমটায় কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল; শেষে সব ঠিক হইয়া আসিল—স্বামী একটা মূর্খ গ্রাম্যলোক; উভয়ের মধ্যে শেষে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজটার জন্য চিরকালই আমি আপনাকে ধিক্কার দিয়া আসিতেছি। আগের চাইতে আমার মতি গতিও ভালর দিকে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এ কুৎসিৎ অভিনয়ের নায়ক বলিয়া কে কখন আমায় চিনিয়া ফেলিবে, সেই ভয়ে নিজের নিকটই আমি সর্ব্বদা লজ্জিত।"

বলিতে বলিতে কাপ্তান্ থর্ণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকটা তাড়াতাড়ি করিয়াই যেন বিদায় হইয়া গেলেন। এ ই সেই লোক কিনা, এ সম্বন্ধে মিঃ কার্‌লাইল্ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। থর্ণের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ডিল কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং মুনিবের নিকট অগ্রসর হইয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "মিঃ আর্কিবল্ড, তুমি লক্ষ্য করিয়াছ কিনা বলিতে পারি না—যে লোকটা এইমাত্র চলিয়া গেল, আমার বোধ হয়, এই তোমার সেই লেফ্‌টেনাণ্ট থর্ণ।"

"খুব লক্ষ্য করিয়াছি, মিঃ ডিল্। এ লোকটাই সেই থর্ণ কিনা ইহা ঠিক জানিতে পারিলে, আমার নিজের পকেট হইতে এই মুহূর্ত্তে আমি পাঁচ হাজার টাকা দিতেও প্রস্তুত আছি।"

তখন মিঃ ডিল্ বলিতে লাগিলেন "ইতিমধ্যেই লোকটাকে আমি আরও দুই তিনবার দেখিয়াছি। তার উপর, এই সে দিন সোয়েইন্‌সনের ডাক্তার বেজাণ্ট্ এখানে আসিয়াছিল। আমরা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া হাটিতেছি এমন সময়ে কাপ্তান্ থর্ণকে দেখিতে পাইলাম।

বেজাণ্টের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম, হ্যালিজন যে সময়ে খুন হয়, তার কাছাকাছি সময়ে এই লোকটা সোয়েইন্‌সনেই ছিল—ঘোড়া দৌড়াইয়া প্রেম করিতে আসিত—দুই একবার সেই উপলক্ষ্যে বিপদেও পড়িয়াছিল। এখন তোমার কি মনে হয় মিঃ আর্কিবল্ড ?"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "মনে হয় ? এ লোকই যে সেই লোক, ইহা ছাড়া আর কি মনে হইতে পারে ? এখন আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে।" এবং সম্মুখস্থ দলিল দস্তাবেজের রাশির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, চেয়ারে হেলান দিয়া তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এক টুক্‌রা গুপ্ত কাগজ।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল; কিন্তু কাপ্তান্ লেভিসনের অবস্থা ভালর দিকে পরিবর্ত্তন হইবার আর কোন আশা পাওয়া গেল না। স্যার পিটার এতটাই বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন যে, তিনি আর কিছুতেই ইহার দেনা-পত্র শুধিতে প্রস্তুত হইলেন না। কেবল শেষ বারে হতাশ ভাবে কাপ্তান্ যখন তাহার নিকট হইতে ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন বৃদ্ধ বলিয়া দিলেন "যাও, মাসোহারাটা নিয়ম মতই পাইবে।" এবং "এই তোমার খাওয়ার খরচ" বলিয়া হাজার টাকার একখানা নোট ফেলিয়া দিলেন।

কাপ্তান্ আবার ইষ্টলীনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ডিনারে বসিয়া কারলাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ স্যার পিটারের নিকট কিছু করিতে পারিয়াছেন কি?"

ফ্রান্সিস্ উত্তর করিলেন "মাঝামাঝি রকম।—বিশেষ কিছু এখনো করিয়া উঠিতে পারি নাই। জগৎ-রঙ্গ মঞ্চের এই সব বৃদ্ধ অভিনেতারা একটু ঘুরাঘুরি না করিয়া প্রায়ই কোন কাজ করেন না।"

—ঠিক্ যেমন মিথ্যাচারী, উত্তরটাও তেমনই হইল। তাহার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট কাপ্তান্ কেমন করিয়া এমন মিথ্যা বলিল?—কারণ আছে: এখনই ইষ্টলীন্ ছাড়িয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা নাই;

কিন্তু সত্য কথা বলিলে যে সেখানে আরও কিছু দিন কাটাইয়া যাইবার মত কোনই কারণ দেখাইতে পারেন না।

আর একটি বিষয়ও ক্রমশঃ উন্নতির দিকে না যাইয়া, ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছে। সেটি ইশাবেলের স্বামীর উপর সন্দেহ ও অবিশ্বাস। আর কেমন করিয়াই বা ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে? কার্‌লাইলের সঙ্গে বার্‌বারার পৌনঃপুনিক সাক্ষাৎ রূপ, ও এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কাপ্তান্ লেভিসনের মন্তব্য ও মিথ্যা সঙ্কেত রূপ, বারিসিঞ্চনে সন্দেহের অঙ্কুর ক্রমশঃই পরিপুষ্ট ও শাখাপ্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। আপনাকে লইয়া আপনার সুখ নাই—পার্শ্ববর্ত্তী কাহাকেও লইয়া সুখশান্তি নাই। এই ভাবে প্রতিনিয়ত ইশাবেল্ এক মহা অশান্ত উত্তেজনাময় জীবন যাপন করিতেছেন; স্বামীর প্রতি একটা মহা বিপদসঙ্কুল ক্রোধ ও দ্বেষের ভাব তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রলয় রঙ্গে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

ঠিক সেই দিনই—যে দিন কাপ্তান্ লেভিসন্ স্যার পিটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, ঠিক সেই দিনই—ওয়েষ্টলীনের মধ্য দিয়া গাড়ী করিয়া আসিতে আসিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার স্বামী যুবতী বার্‌বারার সঙ্গে নির্জ্জনে কি গুপ্ত পরামর্শ করিতেছেন! গাড়ী অতি নিকট দিয়া চলিয়া গেলেও ইহাদের কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। ইশাবেল্ জ্বলিয়া উঠিলেন "এত আত্মহারা!"

—এদিকে, ইহার পরবর্ত্তী দিবস সকাল বেলায় হেয়ার পরিবার যখন প্রাতর্ভোজন করিতে বসিয়াছে, তখন ডাক পিয়ন আসিয়া উপস্থিত হইল। বার্‌বারা তাড়াতাড়ি জানালার নিকট উঠিয়া আসিলেন। "মাত্র একখানা আপনার নামে" বলিয়া পিয়ন যুবতীর হাতে পত্র দিয়া চলিয়া গেল।

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "বার্‌বারা, রিচার্ডের যদি টাকার আবশ্যক হয়, এবং তোমার মা যদি এত হঠাৎ টাকাটা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে আগের বারের মত এবারও আমায় জানাইও।"

কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক দৃষ্টির সঙ্গে কার্‌লাইলের চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া যুবতী কহিলেন "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানাইব, আর্কিবল্ড।" যে কঠোর সংযম-শাসনের মধ্য দিয়া আপনাকে তিনি চালাইয়া আসিতেছিলেন, তাহাদেরই গুণে আজ তাহার মনের অন্য—গভীরতর—আবেগ চক্ষুর মধ্য দিয়া তেমন প্রকট হইয়া উঠিল না। তখন মধুর ভাবে অভিবাদন করিয়া কার্‌লাইল্‌ ক্ষিপ্র পদে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই তিনি যাইয়া ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আজ ডিনার-ভোজনের সময়, অনেক ক্ষণ হইল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাই, অপরাধ প্রক্ষালনের ভাবে তিনি বলিলেন যে, লিনবড়ো হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই বিশেষ কোন কাজের জন্য তাহাকে একবার অফিসে যাইতে হইয়াছিল। লেডি ইশাবেল্‌ ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া, গম্ভীরভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। বিশেষ কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কার্‌লাইলের মনে নাই—তাই ইশাবেলের এই ভাব একেবারেই তাহার চক্ষুতে পড়িল না।

সকলে ভোজনে উপবেশন করিলেন। কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বরে কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন "বার্‌বারা আসিয়াছিল কেন?"

স্পষ্ট বিরক্তির স্বরে কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "কোন দরকারী কাজে।" তারপর ইশাবেলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর একটু মাছ লাগিবে কি, প্রিয়তমে?"

নাছোড়বান্দা মিস্‌ কর্ণি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তুমি কি পড়িতেছিলে?—যেন কোন পত্র বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

হাসিয়া বিষয়টা উড়াইয়া দিবার জন্য কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "উঃ, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে! যুবতীরা যদি বিশ্বাস করিয়া তাহাদের প্রেম পত্র আমাকে দেখাইতে আসে, তবে কি তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার উচিত হইবে?"

ভগিনী আবার বলিলেন "কি কলা দেখাইয়াই তুমি ছেলে ভুলাইতে চাহিতেছ!—যেন বার্‌বারা কেন আসিয়াছিল, তাহা আর রহস্যে বিজড়িত না করিয়া তুমি সোজাসুজি আমাদিগকে বলিতে পার না!—ব্যাপারখানা কি বুঝিতে পারিতেছি না; এখন ত দেখিতেছি, সর্ব্বদাই সে তোমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়!"

তাড়াতাড়ি কার্‌লাইল্ তাহার দিকে কেমন এক রকম কটাক্ষ পাত করিলেন—তাহাতে বিরক্তি ও সতর্কীকরণ এই উভয়ই মিশ্রিত ছিল। অমনি আপনা হইতেই যেন কর্ণির ভাবনা—কর্ণির আশঙ্কা ও ভয়, অতীতের দিকে ছুটিয়া চলিল। তিনি রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আর্কিবল্ড—আর্কিবল্ড!" ভয়ে যেন কথাগুলি তাহার গলায় আটকাইয়া যাইতেছে—"আবার—আবারো কি সেই পুরাণো ব্যাপারটা লইয়া নাড়া-চাড়া হইতেছে?"

মিস্ কার্‌লাইল্ যে পুরাণো ব্যাপারের কথা বলিয়াছেন, তাহার একমাত্র অর্থ, রিচার্ডের শোচনীয় দুরদৃষ্ট; কার্‌লাইল্‌ও ইহাই বুঝিলেন। কিন্তু লেডি ইশাবেল বুঝিলেন, 'পুরাণো ব্যাপার' অর্থ, পূর্ব্বে তাঁহার স্বামীর ও বার্‌বারার মধ্যে যে প্রেমাভিনয় হইয়াছিল, তাহা।

গম্ভীর ভাবে, গম্ভীর স্বরে কার্‌লাইল্ বলিলেন "এখন যদি একটু চুপ করিয়া থাকিতে, তবেই আমি বড় অনুগৃহীত হইতাম কর্ণেলিয়া।" তার পর অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল ভাবে কহিলেন "উকীল বলিয়া যুবতীরা তাহাদের যে সকল গোপনীয় বিষয় আমাকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়া

থাকে, সেই সকল আমি খুলিয়া বলিতে যাইব, এরূপ আশা করা নিতান্তই অন্যায় ও অযৌক্তিক। কেমন, কাপ্তান্ লেভিসন্, নয় কি?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া কাপ্তান্ সায় দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিল। ইশাবেল্ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন—এ হাসি বিদ্রূপের হাসি।

সেই দিন সন্ধ্যার পরে যখন ইশাবেল্ স্বামীকে একক পাইলেন, তখন তিনি আপনার ক্রোধকলুষিত বিদ্রোহী হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বসিলেন।—ভাবিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে তাহাকে কিছুই বলিবেন না, বলিতে অপমান বোধ করিতেছিলেন,—কিন্তু আর না বলিয়া পারিলেন না।

"সে—বার্‌বারা হেয়ার্‌টা—রোজ রোজ তোমার কাছে এত কি চায়?"

"কোন গুপ্ত পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে সে দেখা করিতে আসে? ইশাবেল। তার মার নিকট হইতে সে আমার নিকট সংবাদ লইয়া আসে।"

"কি বিষয়ে, তাহা কি আমিও শুনিতে পারি না?"

তাঁহাকে সকলখানি বলিতে পারেন কি না, মুহূর্ত্ত কাল নীরবে কার্‌লাইল্ তাহা চিন্তা করিয়া লইলেন। বুঝিলেন, কাপ্তান্ থর্ণকে তাহারা যে সন্দেহ করিতেছেন, একথা কিছুতেই পত্নীরও নিকটে বলা যাইতে পারে না;—বলা অন্যায় ও অসঙ্গত হইবে। আর রিচার্ডের গোপনে আসার যে কথা আছে, তাহাও কিছুতেই বলা যাইতে পারে না—এক, কর্ণি যদি না প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া একথা বাহির করে, তবে আর কাহারও নিকট এ বিষয়ে মুখব্যাদানও করা যায় না। তার পর বলিলেন "শুনিয়া তোমার বড় বেশি সুখ হইবে না, ইশাবেল্। তোমার অজানা নাই যে হেয়ার্ পরিবারের সঙ্গে একটা শোচনীয় গুপ্ত ঘটনা বিজড়িত আছে। বর্ত্তমান ব্যাপারটি সেই সংক্রান্তই।"

তাহার এই উত্তরের একটি কথাও ইশাবেল্ বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, সত্য কথা বলিলে পত্নী-হিসাবে তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগিবে বলিয়াই কার্‌লাইল্ সত্য কথা বলিতে পারিতেছেন না। ইহা ভাবিয়া ইশাবেলের মনে দারুণ কাণ্ডজ্ঞানহীন ক্রোধের সঞ্চার হইল। এদিকে, একটি মুহূর্ত্তের জন্যও কার্‌লাইলের ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না যে ইশাবেলের প্রাণে হিংসা ও সন্দেহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে—অনেক বৎসর পূর্ব্বেই ইহা অঙ্কুরেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। তাহার নিজের চরিত্রে কথনো কলঙ্কের দাগও পড়িতে পায় নাই; একটি মুহূর্ত্তও তিনি ইশাবেলের প্রতি অবিশ্বাসের এমন কোন কাজ করেন নাই, যাহাতে তিনি তাহাকে কোন প্রকারে সন্দেহ করিতে পারেন; এতদ্ব্যতীত, তিনি নিজে একজন ভাবুকতাবর্জ্জিত কঠিন কর্ম্মজগতের লোক। কেমন করিয়া তিনি বুঝিবেন যে, ইশাবেলের মনে প্রলয়ের মেঘ সাজিয়া আসিতেছে? ইশাবেল্ও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না।—অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল বই কোনরূপে এতটুকুও তিরোহিত হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকাল বেলায় ইশাবেল্ একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন; তাহার মন ভার, শরীর ম্যাজমেজে। মিঃ কার্‌লাইল্ যখন আফিসে রওনা হইলেন, তখন নিতান্ত বন্ধুভাবে উদ্যানের ফটক পর্য্যন্ত কাপ্তান্ লেভিসন তাহার সহগমন করিলেন, এবং শেষে চোরের মত নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে বেড়ার অপর পার্শ্বস্থ রাস্তা বাহিয়া তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কাপ্তান্ ফিরিয়া আসিলেন, এবং ইশাবেল্‌কে যাইয়া বলিলেন "মিঃ কার্‌লাইলের প্রতীক্ষায় বার্‌বারা পথিপার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয়ই প্রেমে বিভোর,—আঃ, একেবারে তন্ময়!"—ইশাবেল্ কিছুই বলিলেন না—বসিয়া

বসিয়া কেবল এই মিলনের কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একখানা পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। খুলিয়া দেখিলেন, আগামী মঙ্গলবার একজন প্রতিবেশীর বাড়ীতে তাঁহার, মিঃ কার্লাইলের ও মিস্ কর্ণির নিমন্ত্রণ।

তৎক্ষণাৎই উত্তর দিবার জন্য ক্ষিপ্র বিরক্তির সঙ্গে তিনি ডেস্কটি টানিয়া লইলেন, কিন্তু আগে একবার মিস্ কর্ণির নিকট পত্রখানা ফেলিয়া দিলেন।

পড়িয়া দেখিয়া কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যাইবে কি ?"

লেডি উত্তর করিলেন "হাঁ।" তারপর কতকটা বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন "মিঃ কার্লাইলের এবং আমার, উভয়েরই একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে—অন্ততঃ একরাত্রির জন্য হইলেই বা ক্ষতি কি ?" বাস্তবিকই, এই অশুভকর সন্দেহ ও হিংসায়, স্বামীর প্রতি এই অবিশ্বাসে, তাঁহার প্রকৃতিরই যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মিস্ কার্লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি কাপ্তান্ লেভিসন্ একাই বাড়ী থাকিবেন ?"

কোনই উত্তর না করিয়া ইশাবেল্ ডেস্কের উপর আনত হইলেন।

মিস্ কার্লাইল্ একটু দৃঢ়তা সহকারে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "জিজ্ঞাসা করিতেছি কি যে ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে ?"

"কেন বাড়ী থাকিবে। আপনিও কি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন ?"

"না, আমি যাইব না।"

তখন ঠাণ্ডা ভাবে ইশাবেল্ কহিলেন "তবে ত' আর কাপ্তান্ লেভিসন্কে লইয়া কোনই অসুবিধার কথা নাই।"

বিরক্ত ভাবে মিস্ কহিয়া উঠিলেন "না, তাহার সঙ্গ আমি চাই না—আমার মোটেই ভাল লাগে না। নূতন একটা পোষাক লাগিবে, নতুবা আমি নিমন্ত্রণেই যাইতাম।"

"ওঃ সে আর কত বড় কথা! আমারও ত' একটা লাগিবে।"

মিস্‌ কর্ণি যেন একেবারে চমকিয়া উঠিলেন "কি, তোমার আবার নূতন পোষাক চাই!—কেন, ডজন কয়েকত' মজুতই রহিয়াছে!"

মন্তব্যটিতে. ও প্রতিপদেই তাঁহাকে বাধা দিতে মিস্‌ কর্ণি যাহা করিতেছেন, তাহাতে, কতকটা বিরক্ত হইয়া লেডি কহিলেন "কৈ, আমার ত মনে হয় না যে, সকলগুলি একসঙ্গে করিলেও পূরো একটি ডজন হইতে পারে।" সম্প্রতিক মিস্‌ কর্ণির মুরুব্বিয়ানা যেন ক্রমেই ইশাবেলের পক্ষে অসহনীয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পত্রখানা লিখিয়া ও মোড়কে পুরিয়া লেডি ইশাবেল্‌ লোক মারফত পাঠাইয়া দিলেন; পরিচারিকা উইল্‌সন্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজই না দরজী আসিয়া খুকীর পোষাকটা গায় পরাইয়া পরীক্ষা করিয়া যাইবে?" উইল্‌সন্‌ বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল এবং তাহার কর্ত্রীর উপর হইতে মিস্‌ কর্ণির দিকে চক্ষু ফিরাইল। মিস্‌ চক্ষু তুলিয়া চাইলেন।

ত্রস্ত বলিলেন "না দরজী আর আসিতেছে না।" ফ্রকের ইশাবেলের এখন আর কোনই আবশ্যক নাই দেখিয়া আমি তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছি।"

অতিমাত্র অসন্তুষ্ট স্বরে—বোধ হয় মিস্‌ কর্ণিকে এরূপভাবে ইশাবেল আর কখনো কথা বলেন নাই—লেডি কহিয়া উঠিলেন "কেন, খুবই আবশ্যক আছে। আমার ছেলেপেলের কি লাগিবে না লাগিবে, তা, বোধ হয়, আমিই বেশি ভাল বুঝি।"

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মিস্‌ কর্ণি কহিলেন হাঁঃ, তার যদি আর একটা ফ্রক্‌ লাগে, তবে এই টেবিলটারও লাগিতে পারে! —এই যেমন তোমারও একটা নূতন সুটের আবশ্যক হইয়াছে, তেমনি তারও

হইয়াছে আর কি! কেন, তারত' অনেকগুলি এম্‌নিতেই পড়িয়া রহিয়াছে। আর এই যে নূতন সিল্কের একটা হইতেছে, এটাইত চমৎকার হইবে।"

এক পা দুই পা করিয়া পিছনে সরিতে সরিতে উইল্‌সন্‌ একেবারে ঘরের বাহির হইয়া পড়িল এবং আস্তে আস্তে দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু যাইবার সময় কর্ত্রীর প্রতি একটা সকরুণ কটাক্ষপাত করিতে ভুলিয়া গেল না। লেডি ইশাবেল্‌ পরিচারিকার এই অনুকম্পার ভাব-টুকু বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া ক্রোধ ঘৃণা ও নৈরাশ্যে তাঁহার বুক যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! কোন দিকেই এমন কিছু নাই, যাহা ভাবিয়া মনকে তিনি শান্ত করিতে পারেন। 'উঃ কি দুঃখ ও পরিতাপের কথা যে দাসী-বাঁদীও তাঁহাকে কৃপাকটাক্ষ করিতে আসিবে!'

তখন উদ্ধত গরিমা ও তেজের সঙ্গে দরজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে সে যেন পত্রপাঠ তাহার সহকারীকে ইষ্টলীনে পাঠাইয়া দেয়, এবং তৎক্ষণাৎ পত্রখানা পাঠাইয়া দিবার জন্য হুকুমজারি করিলেন।

ক্রোধে মিস্‌ কর্ণি গস্‌গস্‌ করিতে লাগিলেন, "এক দিন তোমাকে ইহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে, লেডি ইশাবেল্‌! তোমার স্বামীত ভিখারী হইল বলিয়া! দেখিতেছ না যে সে এখন দিনরাত্রি গাধার মত খাটিতেছে। কিন্তু তাহাতেও টায়-টায় আয়ব্যয় কুলায় কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহই আছে।"

চিরকালই লেডি ইশাবেল্‌ বড় সহজেই বিচলিত হইয়া পড়েন। ননদিনীর সমালোচনাটি শুনিয়া হতভাগিনীর মর্ম্মে আজিও বড় আঘাত লাগিল—যদিও বিবাহের পর হইতেই এরূপ সমালোচনা প্রতি নিয়তই তাঁহার কানের নিকট ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, হয়ত বাস্তবিকই তাঁহার এ খরচ—সে খরচ

কুলাইতে যাইয়া কার্‌লাইল বা তাহার আয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিতেছেন।— তিনি নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে, খুকীর জন্য কি তাঁহার নিজের জন্য এখন আর পোষাক তৈয়ার করাইতে হইবে না। —কিন্তু এ অধীনতার তীব্রতা, স্বামীর পক্ষে তিনি একটি ভার বিশেষ হইয়া উঠিতেছেন, এই ভাবনার বিষদিগ্ধতা, তাঁহাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিল।

অষ্টম অধ্যায়।

মিঃ ডিলের গবাক্ষসমীপে রিচার্ড হেয়ার।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরবর্ত্তী সোমবার রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশে চন্দ্রদেব, নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া, স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণসম্পাতে ধরণীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। এমন সময়ে ওয়েষ্টলীনের রাজপথ দিয়া একজন পথিক পদব্রজে ইষ্টলীন হইতে ওয়েষ্টলীনের দিকে চলিয়াছেন। অবনত মস্তকে, রাস্তার যে দিকটা কম আলোকিত, সেই দিক বাহিয়া, তিনি চলিয়াছেন, —কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, এ যেন তাহার ইচ্ছা নয়। বেশভূষা দেখিয়া মনে হয়, পথিক একজন শ্রমজীবী; খুব মোটা কালো গোঁফ তাহার মুখের নিম্নাংশ একপ্রকার ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আর মাথার টুপীটি একেবারে ভ্রূযুগ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়া, ঊর্দ্ধাংশও একপ্রকার দৃষ্টিবহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছে। যাষ্টীস্ হেয়ারের বাটীর সম্মুখভাগে আসিয়া পথিক মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন; তার পর ত্রস্ত বামে দক্ষিণে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া একেবারে যাইয়া যাষ্টিসের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

এদিকে, ছয়মাসের মধ্যে একদিনও যে যাষ্টিস্ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী রহেন না, আজ তিনিও, যেন কোন মনুষ্যচেষ্টাব্যর্থকারিণী শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, বাড়ীতেই রহিয়া গিয়াছেন। সে ও আবার কোথায়?—ঠিক উদ্যান ও তরুকুঞ্জের সম্মুখবর্ত্তী জানালাটির নিকটে বসিয়া, সুদীর্ঘ একটি নল মুখে দিয়া তিনি ধূমপান করিতেছেন। কবে কখন্ হতভাগ্য

রিচার্ড আসিয়া পড়িবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই: তাই পিতার এরূপ অবস্থানে বার্‌বারা প্রাণান্তকর যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। মিসেস্‌ হেয়ারেরও সেই ভয়। একবার সাহস করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি বেড়াইতে যাইবে না প্রিয়তম?"

"না"।

তখন নিরুপায় হইয়া বারবারা কহিলেন "মা, জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কাহাকেও ডাকিব কি?"

যাষ্টিস্‌ আশ্চর্য্য ভাবে বলিয়া উঠিলেন "কি, জানালা বন্ধ করিবার জন্য! এমন সুন্দর চন্দ্র উঠিয়াছে, তাতে কে জানালা বন্ধ করিবে? ঐ ত ঐ কোণে একটা আলো জ্বলিতেছে, ইচ্ছা হয়, তুমি যাইয়া ওখানে বসিতে পার।"

তখন হতভাগিনী যুবতী যথাসাধ্য আত্ম-সংবরণ করিয়া ও মনে মনে ভগবানের নিকট রিচার্ডের কুশল প্রার্থনা করিয়া, গবাক্ষপথে কুঞ্জের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ তাহার তীক্ষ্ণ চক্ষু প্রত্যাশিত সংকেতটি দেখিতে পাইল—কে যেন তরুরাজির অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহাদিগের অভ্যন্তরে মিলাইয়া গেল। যুবতীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হইয়া পড়িল।

কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া বাহিরে যাইবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "উঃ আমার ভারি গরম বোধ হইতেছে। যাই বাগানে একটু বেড়াইয়া আসি গে।"

বলিতে বলিতে একটা কালো রংএর শাল গায় জড়াইয়া বার্‌বারা বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং ক্ষিপ্রপাদসঞ্চারে বৃক্ষশ্রেণীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইতে কি বৃক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, কিছুতেই তাহার সাহসে কুলাইতেছে না।

হঠাৎ রিচার্ডকে দেখিতে পাইয়া ও চিনিতে পারিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "আজ যে তোমার নিকট দাঁড়াইয়া দুটি কথা বলিবারও সাহস আমার নাই। ঐ দেখিতেছ না, বৎসরের সকল দিনের মধ্যে বাছিয়া বাবা আজই বাড়ীতে রহিয়াছেন।"

"মাকে দেখিতে পাইব না কি?"

"আজ আর কেমন করিয়া পাইবে? কাল রাত্রি পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"না, কাল পর্য্যন্ত থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই, বার্‌বারা! এ জায়গার আশে-পাশের জমির প্রত্যেক ইঙ্গিতেই বিপদের বীজ নিহিত আছে।"

"কিন্তু তোমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে, রিচার্ড—অন্য কোন কারণও আছে। যে লোকটা এই সব অনর্থের মূল, সেই—

যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন "নিপাত যাউক্ সে, নিপাত যাউক্।"

"সে এখন ওয়েষ্টলীনেই আছে।—অন্ততঃ এই নামের এমন একটা লোক এখানে আসিয়াছে, যাহাকে আমরা—মিঃ কার্‌লাইল্ ও আমি—সেই লোক বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি। তাই তোমার একবার তাহাকে দেখা বড় বেশী আবশ্যক।"

সংবাদটিতে হতভাগ্য যুবক অতিমাত্র বিচলিত হইয়া পড়িলেন; সজোরে শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন" হাঁ, হাঁ, একবার আমাকে তার কাছে লইয়া চল, বার্‌বারা—"

ইতিমধ্যে যুবতী কতকদূর হাটিয়া গিয়াছিলেন। অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন,'লোকটা খুব লম্বা, সুপুরুষ, বিলাসী; আর হীরা জহরৎ পরিয়া বেড়াইতে যেন ভালবাসে বলিয়া বোধ হয়।"

ব্যগ্রভাবে রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন, "এই সে, এই সে!"

ইহার একটু পরেই বজ্রস্বরে পিতা ডাকিয়া কহিলেন, "ঠাণ্ডা লাগাইবার জন্য ওখানে বেড়িয়া বেড়াইতেছ নাকি বার্‌বারা? কৈ, ঘরে ফিরিয়া আসিলে?"

তখনো যাই-যাচ্ছি-ভাবে চলিতে চলিতে ভগিনী কহিলেন "এখন আর আমার থাকিবার সাধ্য নাই রিচার্ড। কিন্তু কাল আর বাবা কিছুতেই বাড়ী থাকিবেন না। কাল আসিও।"

এখন আর কোন ক্রমেই সময় নষ্ট করা যাইতে পারে না। তাই পর দিবস প্রত্যূষেই গ্রাম্যসমালোচকদিগের সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বার্‌বারা যাইয়া মিঃ কার্‌লাইলের আফিস বাড়ীতেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এখানেও যেন অদৃষ্ট তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। মিঃ কার্‌লাইল্ আফিসে নাই, তিনি কখন আসিবেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না।—অদৃষ্টের যেমন বিড়ম্বনা, ঠিক সেই সময়ে বালিকা ইশাবেলকে লইয়া লেডি ইশাবেল্‌ও সেইখান দিয়া গাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন! বার্‌বারাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আগুণ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—"আর্কিবল্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া না থাকিলে কেন বার্‌বারা এখানে আসিবে?" কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না—মস্তক অবনত করিয়া সুধু একটা উদ্ধত অবজ্ঞাপূর্ণ অভিবাদন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।—বার্‌বারার এবার এই টুকুই লাভ হইল।

চারিটার সময় কার্‌লাইলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল; তিনি তাহাকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন।

কারলাইল্ দেখিলেন আজই আবার তাহাদিগের সেই নিমন্ত্রণে যাইবার দিন।—যাওয়া তিনি বন্ধ করিলেন। তার পর কি উপায়ে ধর্ণের

সঙ্গে রিচার্ডের সাক্ষাৎ সংঘটিত হইতে পারে তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে বসিলেন। ছলনা প্রতারণা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ আর তিনি তাহা অবলম্বন না করিয়া পারিলেন না। বার্বারাকে বলিয়া দিলেন "সন্ধ্যার পরেই রিচার্ডকে আমার আফিসে পাঠাইয়া দিও। সে যেন সোজাসুজি চলিয়া আসে, কেহই তাহাকে চিনিতে পারিবে না।" তার পর বিশেষ কোন সংবাদ দিবার জন্য থর্ণকে রাত্রি ৮টার সময় তাহার আপিসে আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। একেবারে মিথ্যাও লেখা হইল না, থর্ণের বিষয়সংক্রান্ত একটা গুরুতর সংবাদ সেই দিনই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পাঁচটার সময় কার্লাইল্ ইষ্টলীনে ফিরিয়া আসিলেন,—ইশাবেল্‌কে বলিতে যে, তিনি আজ নিমন্ত্রণে যাইতে পারিবেন না। বন্ধুত্বের অনুরোধে কি কর্ম্মের খাতিরে কার্লাইল্ চিরকালই আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত।

গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বেশভূষা সমাধা করিয়া ইশাবেল্ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। কার্লাইল্ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তিনি কহিয়া উঠিলেন "৬টার সময় যে নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে, তা' কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?" অন্য কোন প্রকার অভিবাদন আর করা হইল না।

স্বামী উত্তর করিলেন "না, ইশাবেল, আমি ভুলি নাই। কম্ভু করিব কি?—কাজের ভিড়ে আর আগে আসিতে পারি নাই। আর আমি যে যাইতে পারিব না, সুধু এই কথাটি বলিবার জন্য না হইলে আমি এখনো আসিতে পারিতাম না।"

ইশাবেল্ কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন— কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন যাইতে পারিবে না?"

"এমন একটা কাজ হাতে পড়িয়াছে যে, আজ রাত্রে তাহা না করিলেই নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ীতেই যা'হয় কিছু খাইয়া আমাকে আবার এখনই আফিসে যাইতে হইবে।"

লেডি ইশাবেলের দৃঢ় ধারণা হইল যে, তাঁহার অনুপস্থিতির এই কয়টি ঘণ্টা বার্‌বারার সঙ্গে কাটাইবার জন্যই সুধু মিঃ কার্‌লাইল্‌ এই ওজর উত্থাপন করিতেছেন। মনের নানা ভাবের, বিশেষতঃ ক্রোধ ও দ্বেষের পরিষ্কার ছায়া তাঁহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। কার্‌লাইল্‌ তাহা লক্ষ্য করিলেন—বুঝাইয়া বলিলেন "রাগ করিও না, ইশাবেল্‌। বাস্তবিক বলিতেছি, ত্রুটিটি আমার স্বেচ্ছাকৃত নহে। কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় গোপনীয় কাজ উপস্থিত হইয়াছে—কাজটি আবার এমন যে একদিনও ফেলিয়া রাখা যায় না, কি, ডিলের উপর ভার দিয়াও যাওয়া যায় না। আমায় বিশ্বাস কর, ইশাবেল্‌, আজ এই কাজটা উপস্থিত হওয়াতে বাস্তবিকই আমি দুঃখিত হইয়াছি।"

লেডি ইশাবেলের ওষ্ঠদ্বয় বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তিনি সুধু জিজ্ঞাসা করিলেন "কিন্তু কৈ, কখনোত তুমি সন্ধ্যার পরে আফিসে যাও না!"

"যাই না বটে। তখন যে সব কাজ থাকে ডিলই তাহা করিতে পারে। কিন্তু আজিকার কাজটি আমার নিজেরই করিতে হইবে।"

আবার সব নিস্তব্ধ হইল। কতক্ষণ পরে আবার লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন "একটু অধিক রাত্রেও ত তুমি যাইয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইতে পার?"

"বোধ হয় না যে, পারিব।"

তখন আর কিছুই না বলিয়া সালটি গায় জড়াইয়া ধপ্‌ ধপ্‌ করিয়া ইশাবেল্‌ নীচে নামিয়া গেলেন; মিঃ কার্‌লাইলও তাঁহার অনুগমন করিলেন। যখন তিনি বিদায় চাহিলেন, তখন লেডি কোনই উত্তর

প্রত্যুত্তর করিলেন না— কেবল বিস্ফারিত নেত্রে স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পৌঁছিয়া কোচ্‌ম্যান্‌ জিজ্ঞাসা করিল "আবার কখন গাড়ী লইয়া আসিব, ঠাকুরাণি!"

"খুব সকালে—৯॥ টার সময়ই।"

এ দিকে তাড়াতাড়ি ডিনার খাইয়া কার্‌লাইল্‌ তাহার আফিসে ফিরিয়া গেলেন। আটটা বাজিতে না বাজিতেই রিচার্ড আসিয়া বাহিরের দরজায় ঘা মারিল। মিঃ কার্‌লাইল্‌ নিজেই যাইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

আগন্তুকের হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, "এস, রিচার্ড, ভিতরে এস, তোমায় চিনিতে পারে, এমন বড় বেশি লোকের সঙ্গে কি রাস্তায় দেখা হইয়াছে?"

"কে আবার চিনিয়া ফেলিবে, ভয়ে কাহারও দিকে ত' আর আমি তাকাই নাই। একেবারে সোজা চলিয়া আসিয়াছি।"

"কেমন ছিলে?"

"বড় কষ্টে, বড় যন্ত্রণায়। এমন একটা মিথ্যা অপবাদ ঘাড়ে লইয়া এমন ঘৃণিত গোলামের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়া আমি আর কেমন থাকিতে পারি, মিঃ কার্‌লাইল্‌?

"এখানে কেহই নাই—তোমার ঐ কিম্ভূত কিমাকার টুপীটা এখন খুলিয়া ফেল না, রিচার্ড।"

তখন যুবক তাহার ছদ্মবেশের প্রধান উপকরণটি সরাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনই আবার চমকিয়া উঠিয়া দরজার দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া বলিলেন "যদি কেহ আসিয়া পড়ে?"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন, "অসম্ভব। বাহিরের দরজা বন্ধ বিশেষতঃ এ সময়ে আফিসে কেহ থাকে না বলিয়াই সকলে জানে।"

তখন থর্ণের সম্বন্ধে যতদূর যাহা জানা গিয়াছে, কার্‌লাইল্ সে সকলই বলিলেন। শুনিয়া রিচার্ড বলিলেন, "লোকটা কি আহাম্মক যে সে আবার সাহস করিয়া এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে! সংসারে কি তা'র আর জায়গা মিলিল না!"

কার্‌লাইল্ বলিলেন "হয়তঃ কেহ তাহাকে চিনিবেনা সেই ভরসায়ই সে আসিয়াছে। আর বাস্তবিকই যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে তুমি এবং য়্যাফাই ছাড়া আর কেহ তাহাকে জানে বলিয়াও বোধ হয় না। মিঃ ডিলের কামরায় তুমি থাকিবে—তার সেই জানালাটার কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে। আর আফিস ঘরে থর্ণ থাকিবে। সেখান হইতে তুমি তাহাকে বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাইবে। এত দিন পরে তাহাকে আবার চিনিতে পারিবে ত?"

"পারিব না? পঞ্চাশ বৎসর পরে হইলেও, আমার মত ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলেও, আমি তা'কে চিনিতে পারিতাম।" তার পর অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ স্বরে কহিলেন "যে আমাদের উন্মত্ত হিংসার পাত্র তা'কে কি আমরা সহজে ভুলিতে পারি!"

"তুমি আবার ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছ কেন? বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে কি?"

রিচার্ড উত্তর করিলেন, "প্রাণের মধ্যে কেমনই একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে কিছুতেই আর তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। অসুখের পর হইতেই মাকে ও বার্‌বারাকে দেখিবার ইচ্ছা বড় বলবতী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই ভাবটা তার চাইতেও বলবান। কিছুতেই আমি ইহা দমন করিতে পারিলাম না—তাই মাত্র একটি দিনের জন্য নিজকে এমন বিপন্ন করিয়াও আমি আসিয়াছি।"

"আমি মনে করিয়াছিলাম যে তোমায় হয়তঃ আবার টাকার আবশ্যক হইয়াছে।"

"হাঁ, তাও হইয়াছে বটে। তবে তেমন বেশী নয়।" অসুখটার জন্যই কিছু দেনা হইয়াছে, মা কিছু দিতে পারিলে খুবই উপকার হইবে।

"নিশ্চয়ই তিনি দিবেন। আজ রাত্রেই আমার নিকট হইতে তুমি পাইবে। তোমার কি অসুখ হইয়াছিল?"

"প্রথমে একটা ঘোড়ার লাথি খাই; তাহাতে সপ্তাহ ছয় শয্যাগত ছিলাম। তার পর একটু ভাল হইয়া উঠিতে না উঠিতেই জ্বরে পড়িলাম। তাহাতেও প্রায় ছয় সপ্তাহই বিছানায় ছিলাম। তার পরে আর কখনো ঠিক ভাল হইয়া উঠি নাই।"

এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন, "ঐ থর্ণ আসিয়াছে। এসো রিচার্ড, তোমার টুপীটা তুলিয়া লইয়া আমার সঙ্গে এসো।"

তার পর তাহাকে মিঃ ডিলের ঘরে রাখিয়া কার্‌লাইল্ বাহির হইয়া আসিলেন, এবং বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া রাখিলেন। কেন, তাহা তিনিই জানেন।

শেষে দরজা খুলিয়া কাপ্তান্ থর্ণকে লইয়া আসিলেন। কেরাণীদের ঘরে যাইয়া "বুড়ো ডিলের উঁকি মারিবার ছিদ্রটির" কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কতক্ষণ কি বলিলেন, শেষে উভয়ে উপবেশন করিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের কথাবার্ত্তা হইয়া গেল, কাপ্তান্ থর্ণও বিদায় হইলেন।

তখন দরজা বন্ধ করিয়া কার্‌লাইল্ আসিয়া রিচার্ডকে বাহির করিলেন, "কেমন রিচার্ড, এই সেই লোক?"

"না, মোটেই না—তার সঙ্গে ইহার কোনই সাদৃশ্য নাই।"

কার্‌লাইল্ যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কাপ্তান্ থর্ণের উপর

তাঁহার বেশ একটু শ্রদ্ধা হইয়াছিল—তাহার মত লোক যে নরহত্যার মত গর্হিত কার্য্য করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। তাই এখন তিনি বেশ একটু শান্তি বোধ করিলেন—এখন তিনি নিঃসঙ্কোচে, নিরুদ্বেগে তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন।

রিচার্ড বলিতে লাগিলেন "দুই জনেই বেশ লম্বা আর উভয়ের চুলের রং প্রায় একই রকমের, ইহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্যই নাই। আলো ও আঁধারে যে পার্থক্য, ইহাদের শারীরগঠনে, মুখে, চক্ষুতেও সেই পার্থক্য; সেই থর্ণের মুখখানা সুন্দর হইলেও, সময়ে সময়ে তাহাতে কেমন যেন একটা পৈশাচিক ভাব খেলিয়া উঠে; কিন্তু ইহার মুখের উপরে মনের ভাবের যে ছাপ পড়ে, তাহাতেই ইহাকে অধিক সুন্দর দেখায়। হ্যালিজনকে যে খুন করিয়াছিল, তার এ জায়গার ভাবটি বড়ই অদ্ভুত ধরণের।"

রিচার্ড সমস্ত মুখ দেখাইয়াই কথাটা বলিয়াছে কি না তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথাকার ভাবটা?"

"তা ঠিক বলিতে পারিব না। চক্ষু কি ভ্রূ এই দুইটির কোন একটিতে। বার্‌বারার নিকট যখন শুনিলাম যে সে আবার ওয়েষ্টলীনে আসিয়াছে, তখনই আমার মনে হইয়াছিল "অসম্ভব" কখনই আবার এখানে সাহস করিয়া আসিবে না।"

তখন কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "তবে এখন যাওয়া যাইতে পারে। তোমার মা তোমাকে দেখিবার জন্য নিশ্চয়ই বড় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। কত টাকা তোমার চাই!"

"শ তিনেক টাকা হইলেই চলিবে।"

তৎক্ষণাৎ তিন শত টাকার নোট গুণিয়া দিয়া কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি একাই যাইবে, না, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব' ?"

রিচার্ড একা যাওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন,—হয়ত রাস্তায় যত লোকের সঙ্গে দেখা হইবে সকলেই কার্‌লাইলের সঙ্গে কথা বলিতে চাহিবে।—কিন্তু কার্‌লাইল্‌ও সঙ্গেই চলিলেন। কুঞ্জের ফটকের সম্মুখে আসিয়া রিচার্ড তাড়াতাড়ি বৈঠকখানার মধ্য দিয়া তাহার জননীর নিকট চলিয়া গেলেন; আর ত্রস্তপদে বাহিরে আসিয়া বার্‌বারা, গাড়ী বারেন্দার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান কার্‌লাইলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "একই লোক ? সেই থর্ণ ?"

"না, রিচার্ড বলিতেছে ইহাদের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই।"

বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে যুবতী বলিয়া উঠিলেন "অ্যাঁ! এক লোক নয়! তবে রিচার্ড তার এই মূল্যবান সময়টুকুর বেশির ভাগই অনর্থক কাটাইয়া আসিল!"

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "না, একেবারে অনর্থক নয়। এখন ত' বিষয়টার যা'হ'ক্‌ একটা মীমাংসা হইয়া গেল।"

বার্‌বারা পুনরুক্তি করিয়া উঠিলেন "মীমাংসা হইয়া গেল!—আমিত দেখিতেছি, বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া গেল!"

"আমি বলিতেছি যে কাপ্তান্‌ থর্ণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ দিকে শুধু তাহাকে ধরিয়া আমরা অন্য দিকে আর কোন অনুসন্ধানই করি নাই।"

যখন তাঁহারা গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মা ও ছেলে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া একের অশ্রু-সাগরে অপরে ভাসিয়া যাইতে

ছিলেন! কার্লাইল্কে দেখিবামাত্র তাহার হাত ধরিয়া মিসেস্ হেয়ার বলিয়া উঠিলেন "উঃ, তোমার কত দয়া আর্কিবল্ড! তোমায় না পাইলে আমরা যে কি করিতাম, তাহা ত' ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। কিন্তু তোমার দয়ার উপর আরও একটু বেশি দাবী করিতে চাই। বার্বারা কি তোমায় কিছু বলে নাই?"

যুবতী বলিয়া উঠিলেন "চাকরদের শুনিবার ভয়ে ওখানে আমি কিছু বলি নাই মা।"

তখন জননী কহিলেন "আজ কর্ত্তার শরীর কিছু অসুস্থ, তাই ভয় হইতেছে আজ বা দশটার আগেই তিনি আড্ডা হইতে চলিয়া আসেন! উঃ, ভাবিতে গেলেও আমার জ্বর আসে! তবে, তুমি একটা কাজ করিলে আমরা কতকটা স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ হইতে পারি। তুমি বাগানের ফটকের কাছে থাকিবে; কর্ত্তা আসিলে কথায় কথায় তুমি তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিবে, আর এ দিকে বার্বারা—সে ও তোমার সঙ্গেই থাকিবে কিনা—দৌড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে খবর দিবে। আমার জন্য তুমি এতটা কষ্ট স্বীকার করিবে কি, আর্কিবল্ড?"

"নিশ্চয়ই করিব।"

তখন মিসেস্ হেয়ারের অভিপ্রায়ানুযায়ী মিঃ কার্লাইল্ ও বার্বারা যাইয়া ফটকের কাছে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্লাইল্ যুবতীর হাত ধরিয়া লইয়াছেন—যুবতীও বোধ হয় সেই ভাবেই তাঁহাকে হাত ধরিতে দিয়াছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—কিন্তু যাষ্টিশ্ হেয়ার আর আসিয়া পৌঁছিলেন না।

এ দিকে, আদেশানুযায়ী ঠিক্ সাড়ে নয়টার সময়ই লেডি ইশাবেলের গাড়ী যাইয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইল। 'মাথা ধরিয়াছে' ভাণ

করিয়া তখনি লেডি বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। এখান হইতে ইষ্টলীন্ মাত্র মাইল দুই হইবে। মাঠের মধ্য দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে, আবার একটু ঘুরিয়া গেলে বড় রাস্তা দিয়াও যাওয়া যাইতে পারে। ইঁহারা মাঠের রাস্তা ধরিয়াই চলিলেন। হঠাৎ একটা লোক ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া গাড়ী থামাইবার জন্য কোচ্ম্যানকে হস্ত সঞ্চালন করিয়া সংকেত করিল। ইশাবেল্ জানালা তুলিয়া দেখিলেন কিন্তু আগন্তুকের মুখটা টুপীতে এত ঢাকা ছিল যে প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু গাড়ীর নিকটে আসিয়া লোকটা যখন টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, তখন চিনিলেন—কাপ্তান্ লেভিসন্।

লেভিসন্ বলিলেন "গাড়ী দেখিয়াই চিনিয়াছি, তোমার গাড়ী। এত শীঘ্রই ফিরিলে? আমোদ আহ্লাদ বুঝি ভাল লাগিল না?"

কোচ্ম্যান্ বিস্মিত হইল—ভাবিতে লাগিল "কি মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক! লেডি কখন ফিরিবেন তাহা না আমারই কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল!"

লেভিসন্ আবার বলিতে লাগিলেন,—"একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম।—হাটিতে হাটিতে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি!—গাড়ীতে আমায় একটু জায়গা দিবে কি?"

লেডি ইশাবেল্ সম্মত হইলেন—না হইয়া আর কেমন করিয়া পারেন? তখন কাপ্তান গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন ও জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিলেন,—"বড়-রাস্তা ধরিয়া চল।" গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। এখন ইহাদিগকে যাষ্টিস্ হেয়ারের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতে হইবে।

সমান হইয়া বসিতে বসিতে লেডি ইশাবেল্ কহিলেন,—"প্রথমটায় আমি তোমাকে চিনিতেই পারি নাই! ছদ্মবেশের মত ওটা কি একটা মাথায় দিয়াছ?"—টুপিটা মাথা হইতে খুলিয়া লইয়া, হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কাপ্তান্ উত্তর করিলেন,—"ছদ্মবেশ?—না তা'নয়।

এখানে আমার কোন মহাজনের ভয় নাই।" চিরকালই মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক!

লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিঃ কার্‌লাইল্‌ বাড়ীতে আছেন কি?"

"না"—তার পর একটু থামিয়া বলিল,—"বোধ হয় তার চাইতে বেশি সুখভোগই করিতেছেন।"

ইহার স্বর শুনিয়াই লেডি ইশাবেলের মুখমণ্ডল রক্তাতিশয্যে লাল হইয়া উঠিল—সমস্তগুলি শিরা টন্‌ টন্‌ করিতে লাগিল। প্রথমটায় তিনি সগরিম গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিলেন—দুই চারি মিনিট সক্ষমও হইলেন। কিন্তু শেষে হিংসার জ্বালা আপনা হইতেই যেন ফাটিয়া বাহির হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রকমের সুখভোগ?"

"এইমাত্র যাষ্টিশ হেয়ারের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিবার সময় দেখিলাম, একজন যুবক ও একজন যুবতী পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিলাম—ইহারা অন্য কেহ নহে, তোমার স্বামী ও যুবতী বার্‌বারা!"

লেডি ইশাবেলের দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল। এই এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সন্দেহের বিষদিগ্ধ যন্ত্রণায় তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ছটফট করিতেছিলেন, তাহা যে সত্যসত্যই সত্যে পরিণত হইল! উঃ কি জ্বালা! যে লোকটাকে তিনি অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করেন—এখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বাস্তবিকই কার্‌লাইল্‌কে তিনি ঘৃণা করেন—সেই লোকটাই কিনা জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যার উপর মিথ্যা বলিয়া, বার্‌বারা হেয়ারের সঙ্গে সুখভোগ করিবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে যায় নাই তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে! গাড়ীতে একাকিনী থাকিলে, ঘৃণা ও অভিমানে, ক্রোধে ও দুঃখে হয়ত তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াই ফেলিতেন। তাহাই যেন ভাল হইত।

তিনি হেলান দিয়া বসিলেন; আবেগাতিশয্যে তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাপ্তান্ লেভিসনের দিক্ হইতে তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। গাড়ী যখন আসিয়া হেয়ার্‌দের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি উদ্‌গ্রীবভাবে জানালার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া, সোৎসুকনেত্রে উদ্যানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন।

অতিমাত্র উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ চন্দ্রালোকে তিনি দেখিলেন, বাহুতে বাহু জড়াইয়া, পরস্পরের দেহে দেহ লাগাইয়া ধীরমন্থর গতিতে তাঁহার স্বামী ও বার্‌বারা পাদচারণা করিতেছেন। আর তাঁহার আত্মসম্মানবোধ কি আত্মসংযমের শক্তি থাকিল না—একটা স্পষ্টশ্রুত রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি অবসন্ন ভাবে আসনে বসিয়া পড়িলেন।

এই সুযোগে, ধূর্ত্ত, দুঃসাহসিক, বিশ্বাসঘাতক কাপ্তান্, সাহস করিয়া কোমরে হাত দিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট টানিয়া লইল, বলিল, "তা'র ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া থাকিলেও, এখনো আমার অগাধ প্রেম তোমার জন্যই রহিয়াছে!"

নিশ্চয়ই সেই দিন হতভাগিনীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, নতুবা কি আর তিনি ইহার কথা কানে তুলিতেন—ইহাকে নিকটে বসিতে দিতেন?

হিংসায় স্ত্রীলোক পাগল হইয়া উঠে; আর যখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া, তাহার স্বামী অন্যের প্রেম ভিক্ষা করিতেছে, তখন সে একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। মন্দভাগিনী ইশাবেলেরও আজ সেই অবস্থা হইল। তিনি ভাবিলেন, স্বামীস্ত্রীর বন্ধনের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, পবিত্র, মহৎ, কার্‌লাইল্ সে সকলই সবলে ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন! হায়, হতভাগিনী!

সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত্ত সয়তান সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—"এই ঘৃণিত অবিশ্বাসী কুকুরের কাজের প্রতিশোধ দাও, ইশাবেল্। কখনই সে তোমার

স্বামীত্বের উপযোগী ছিল না। এই দুঃখের জীবন ত্যাগ করিয়া, এখনই আমার সঙ্গে সুখের, শান্তির রাজ্যে চল।"

তীব্র যন্ত্রণায় ও প্রচণ্ড ক্রোধে ইশাবেল্‌ ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কে জানে, তাঁহার এই অশ্রুবর্ষণ স্বামীর ব্যবহারপ্রসূত, কি, এই ধৃষ্ট নির্লজ্জ উক্তিসম্ভূত!—নিজের মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না।

নানাপ্রকার বিপজ্জনক মিষ্ট কথায় কাপ্তান্‌ তাঁহাকে প্রযুদ্ধ করিতে লাগিল! হায়, এম্‌নি করিয়াই মানুষ মরণের পথে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে, এম্‌নি করিয়াই অমৃত-বোধে বিষপান করিয়া থাকে!

নবম অধ্যায়।

—— •⁘• ——

পতিতা।

মিনিটের পর মিনিট যাইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে পৌনে দশটা, দশটা, সওয়া দশটা হইল—কিন্তু এখনো রিচার্ড বাহির হইয়া আসিতেছে না। এখনো কার্‌লাইল্ এবং বার্‌বারা উদ্যানেই পাদচারণা করিতেছেন। ক্রমে সাড়ে দশটা বাজিল, রিচার্ডও বাহির হইয়া আসিলেন। তখন অশ্রুপূর্ণনেত্রে বার্‌বারা সহোদরকে বিদায় দিলেন এবং কার্‌লাইলের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া রিচার্ড তরুকুঞ্জের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কার্‌লাইল্ও বার্‌বারার নিকট বিদায় চাহিলেন, যুবতী কহিলেন,—"মার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে না ?"

"না, আজ আর নয় ; অনেক দেরি হইয়া গিয়াছে। তাঁকে বলিও যে, সব নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট বোধ করিতেছি।" বলিয়া তিনি ত্রস্তপদে গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

ফটকের উপর আনত হইয়া বার্‌বারা দরবিগলিতধারে ভ্রাতার উদ্দেশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ তিনি এই ভাবে রহিয়াছেন ঠিক নাই ; অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, চাহিয়া দেখিলেন, মিঃ কার্‌লাইল্।

আসিতে আসিতে কার্‌লাইল্ বলিলেন,—"কথায়ই বলে, বার্‌বারা, যে শীঘ্র যাইবে ত' ঘুরিয়া যাও। বড় তাড়াতাড়ি করিয়াছিলাম কিনা;

তাই মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে! উপরের ঘরে একটা কাগজের পুলিন্দা ফেলিয়া আসিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া লইয়া আসিবে কি?”

দৌড়িয়া যাইয়া বার্‌বারা পুলিন্দাটি লইয়া আসিয়া কার্‌লাইলের হাতে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়া ত্রস্তপদে আবার কার্‌লাইল্ গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন।

আবারও হতভাগ্য সহোদরের কথা ভাবিতে ভাবিতে শোকভিন্ন হৃদয়ে যুবতী ফটকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাত্রিটী নীরব, শান্ত—কোন প্রকারের সাড়াশব্দ নাই। সহসা যুবতী চমকিয়া উঠিলেন। ওকি! অদূরবর্ত্তী ঐ ঝোপের আড়ালে সংকুচিত ভাবে লুকাইয়া থাকিয়া কে যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে না! বার্‌বারার বক্ষঃস্থল ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল; তিনি চক্ষু যথাসাধ্য টান্ করিয়া দেখিতে লাগিলেন—ওমা! এযে রিচার্ড! এ কি? আবার কেন সে এ বিপদের স্থানে আসিয়াছে?

এখনো ভগিনীকে সেখানে অবস্থান করিতে দেখিয়া রিচার্ড আশ্বস্ত হইলেন যে তাহার পিতা বাড়ী আসেন নাই; তাই সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাহাকে বড় ব্যস্ত-সমস্ত বোধ হইল, অতি কষ্টে যেন শ্বাস পড়িতেছে, আর সমস্ত শরীর যেন কাঁপিতেছে।

“বার্‌বারা! বার্‌বারা! থর্ণকে দেখিয়াছি।” যুবতী মনে করিলেন, সহোদর ক্ষিপ্ত হইয়াছেন; ধীরে ধীরে বলিলেন,—“তুমি ত' তাহাকে দেখিয়াছিলেই; কিন্তু সে ত' আসল থর্ণ নয়।”

শ্বাস ফেলিয়া রিচার্ড বলিলেন,—“না, যাকে কার্‌লাইলের আফিসে দেখিয়াছিলাম, সে থর্ণ নয়। এবার আসল থর্ণকেই দেখিয়াছি।—ওকি আমার দিকে অমন 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া রহিয়াছ কেন, বার্‌বারা?”

বাস্তবিকই যুবতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। রিচার্ড প্রকৃতিস্থ আছেন কি না, সে বিষয়েই তাঁহার সন্দেহ হইতেছিল।

রিচার্ড আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই রাস্তাটার চাইতে বীন্ লেনটা অধিকতর নির্জ্জন বলিয়া আমি সেই গলির মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। ঝোপটার কাছে যখন পৌঁছিলাম, তখন দেখি, কে একজন দূর হইতে আমারই দিকে আসিতেছে। ছদ্মবেশ থাকিলে কি হয়? কে আবার দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে আমি গাছগুলির আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইলাম। লোকটা ওয়েষ্টলীনের দিকে যাইতেছিল—নিকটে আসিলেই চিনিয়া ফেলিলাম—সেই থর্ণ।"

বার্বারা উচ্চবাচ্য কিছুই করিলেন না—মনে মনে সংবাদটি তিনি পরিপাক করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত স্বরে রিচার্ড বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমার প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু যেন টন্ টন্ করিতে লাগিল। মনে প্রবল ইচ্ছা হইল যে তখনি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া হ্যালিজনের খুনের জন্য তাহাকে চাপিয়া ধরি! কিন্তু পরক্ষণেই আবার চাপিয়া গেলাম—এও সম্ভব যে আমার সাহসেই কুলাইল না। একটা ছুড়াহুড়ি হইলে কিছুতেই আমি তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না—আমার চাইতে তা'র গায় জোর বেশি—সে হয়তঃ আমাকে মারিয়াই ফেলিত। একবার যে খুন করিতে পারে, দ্বিতীয়বার খুন করিতে কি আর সে পশ্চাৎপদ হয়?"

তখন ধীরে ধীরে বার্বারা কহিলেন "আচ্ছা, রিচার্ড তুমি কি ধাঁধাঁ দেখিতে পার না? তার আগেই থর্ণের সম্বন্ধে এত কথা হইয়াছিল, তখনো হয়ত তুমি তা'র কথাই ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলে। কল্পনা—"

যন্ত্রণাসূচক স্বরে, বাধা দিয়া রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর, বার্‌বারা, চুপ কর। হাঁ, কল্পনাই বটে! বলি নাই কি তোমায় যে, সে এখানে (বক্ষঃস্থল দেখাইয়া) খোদিত হইয়া রহিয়াছে? আমি কি কচি খোকা না জড়দগব যে, যেখানে সেখানেই থর্ণকে দেখিয়া বেড়াই? ঠিক তেমনি ভাবে সে কপালের উপর হইতে হাত দিয়া চুল সরাইয়া দিতেছিল; ঠিক সেই সাদা ধপ্‌ধবে হাত, আর হাতে ঠিক সেই হীরার আংটি! সবই সেই রকম, শুধু গাল দুইটা এখন একটু বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস না করিলেও পার বার্‌বারা! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি থর্ণকে দেখিয়াছি।"

তাহার কথার ভঙ্গী ও স্বরে ঐকান্তিকতা যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল; তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বার্‌বারার মনে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। পরন্তু তিনিও ভ্রাতারই মত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; ভাব ও আবেগ যুক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিল—যে কার্য্য করিতে সংকল্প করিলেন, তাহার দোষগুণ বিচার করিবার অপেক্ষাটুকুও তিনি আর করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "রিচার্ড, কার্‌লাইলকে কথাটা জানান বিশেষ আবশ্যক। সে এইমাত্র গিয়াছে। বোধ হয় খুব হাঁটিয়া গেলে আমরা তাহাকে রাস্তায়ই ধরিতে পারিব।"

অত রাত্রে তাহাকে অমন ভাবে যাইতে দেখিলে লোকে কি বিসদৃশ মনে করিবে; পিতা যদি বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পান, তবে কি বিষম অনর্থই না ঘটিবে—এই সকলই বিস্মৃত হইয়া যুবতী দ্রুত গতিতে কার্‌লাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। এবং অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে, চতুর্দ্দিকে সশঙ্ক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রিচার্ডও তাহার অনুগমন করিলেন। কার্‌লাইল্ আসিয়া নিজ গৃহের উদ্যানে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাহারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন

অতিমাত্র বিস্ময়ে তিনি উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ও কে বার্‌বারা যে!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বার্‌বারা কহিলেন "আর্কিবল্ড, আর্কিবল্ড! মনে করিও না যে আমি উন্মনা হইয়াছি? একবার এদিক পানে আসিয়া রিচার্ডের কথাগুলি শুনিয়া যাও। সে প্রকৃত থর্ণকে দেখিতে পাইয়াছে।"

বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কার্‌লাইল্ আবার ফিরিয়া চলিলেন; একটু আসিয়াই একটা ঝোপের অভ্যন্তরে রিচার্ডের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। সকল শুনিলেন। বার্‌বারা প্রথমতঃ যেমন সন্দেহ করিয়াছেন তিনি কিন্তু সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ লইল না।

কতক্ষণ মৌন চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য কথা। এই আমার আফিসে তুমি যাহাকে দেখিয়ছিলে সে ছাড়া থুর্ণ নামের ত' অন্য কেহ এ জায়গার আশে পাশেও নাই।"

রিচার্ড কহিলেন, "হয়ত কোন ছদ্ম নাম ধরিয়া সে এখানে আছে। সে যেমনই হউক, এইমাত্র যে আমি থর্ণকে দেখিয়া আসিলাম, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

নীরবে কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কার্‌লাইল্ কহিলেন "আমার পরামর্শে, এখানে দুই একদিন থাকিয়া তোমার লোকটাকে ধরিবার চেষ্টা করা উচিত। লোকটা যে কে, তার প্রকৃত নাম যে কি, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক।"

কিন্তু রিচার্ডের ধরা পড়িবার এতই ভয় যে, কিছুতেই তাহাকে দুই দিন থাকিয়া যাইতে সম্মত করান গেল না। বিশেষ কষ্টে কার্‌লাইল্ তাহার নিকট হইতে সুধু তাহার লণ্ডনের ঠিকানাটি বাহির করিয়া লইলেন। রিচার্ড আবার আপনার পথ দেখিলেন।

তখন যুবতীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন, "এখন আবার তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতে হয়।"

"না, না, অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তার উপর তুমি আবার বড় বেশি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। আমি একাই যাইতে পারিব।"

"পাগল কোথাকার! এই রাত্রি এগারোটার সময় তিনি একলা যাইবেন! তুমি ভাবিতেছ কি বার্‌বারা?" বলিয়া বার্‌বারার বাহু জড়াইয়া ধরিয়া কার্‌লাইল্‌ তাহাকে লইয়া আবার ওয়েষ্ট্‌লীনে ফিরিয়া চলিলেন।

যাইতে যাইতে বারবারা কহিলেন "তোমার এত দেরী দেখিয়া লেডি ইশাবেল্‌ কি বলিবেন?"

"বোধ হয় তিনি এখনো বাড়ীই ফিরিয়া আসেন নাই। আর কদাচিৎ একদিন একটু দেরী হইলে আর বিশেষ কিই বা মনে করিবেন?"

বিশেষ আর কোন কথা হইল না—যে যাহার চিন্তায় ব্যস্ত। কতক্ষণ পরে যাষ্টিস্‌ হেয়ারের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কার্‌লাইল্‌ বিদায় হইলেন: যুবতীও গৃহে প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তাহার পিতা তখনো প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

যখন কার্‌লাইল্‌ আসিয়া গৃহে পৌঁছিলেন, তখন লেডি ইশাবেল বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। কার্‌লাইল্‌ নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই এক কথায় লেডি তাহার উত্তর দিলেন। তখন স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "শুইতে যাইবে না?"

"একটু পরে—এখনো ঘুম পায় নাই।"

"আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া আসিতেছে—আমি শুইতে গেলাম ইশাবেল্‌।"

"হাঁ, তুমি যাইতে পার।"

তখন চুম্বন করিবার জন্য স্বামী মুখ অবনত করিলেন; সুকৌশলে

পত্নী সেই দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কার্‌লাইল্ মনে করিলেন, নিমন্ত্রণে না যাওয়াতে ইশাবেল্ রাগ করিয়াছেন; তাই তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আঃ মূর্খ কোথাকার! এমন তুচ্ছ বিষয় লইয়া এত অসন্তুষ্ট হইয়াছ? ইচ্ছা করিয়া আমি এ অপরাধ করি নাই, প্রিয়তমে। কাল তোমাকে সব খুলিয়া বলিব—আজ বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।—একটু সকাল সকালই আসিও।"

আবার অবনত হইয়া ইশাবেল্ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; স্বামীর কথার তিনি কোন উত্তরই করিলেন না।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কার্‌লাইল দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে ইশাবেল্ ধীরে ধীরে উপর তলে উঠিয়া যয়েশের কক্ষে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। পরিচারিকার সবে ঘুম আসিয়াছিল; পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া বসিল—দেখিল, মোমবাতি হাতে করিয়া স্বয়ং কর্ত্রী সম্মুখে দণ্ডায়মান। বিশ্বাস হইল না; চক্ষু রগড়াইয়া আবার চাহিল, দেখিল—তাই।

"ওকি ঠাকুরাণি! আপনার কি অসুখ করিয়াছে?"

বাস্তবিকই ইশাবেলকে অসুস্থ দেখাইতেছিল—তিনি উত্তর করিলেন, "অসুখ? হাঁ অসুস্থ ও মর্ম্মপীড়িতা, উভয়ই। যয়েশ, আমার নিকট তোমার একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—বল, যদি আমার ভাল মন্দ কিছু হয়, তুমি ইষ্ট্‌লীন ছাড়িয়া যাইবে না?"

স্তম্ভিত হইয়া পরিচারিকা চাহিয়া রহিল—তাহার মুখে বাক্য সরিল না।

কর্ত্রী আবার বলিতে লাগিলেন, "যয়েশ, একবার তুমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে; আবারও কর। যাহাই কেন না হয়, আমি গেলে পরও তুমি আমার ছেলেপেলেদের লইয়া থাকিবে?"

"হাঁ, থাকিব। কিন্তু, ঠাকুরাণি, দোহাই আপনার, আমাকে খুলিয়া বলুন, আপনার কি হইয়াছে? হঠাৎ আপনার কি অসুখ করিল?"

যেমন মৃদুপাদসঞ্চারে তিনি কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি মৃদু পদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে লেডি অস্পষ্ট ক্ষিপ্রকণ্ঠে সুধু কহিলেন, "তবে এখন যাই, যয়েশ।" বিস্মিতার মত কতক্ষণ তাঁহার পিছনে চাহিয়া থাকিয়া শেষে যয়েশ্‌ ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে কার্‌লাইলের নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন, স্ত্রী তখনো আসিয়া শয়ন করেন নাই। বিস্মিত হইয়া, ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, সওয়া তিনটা!

তখন যে গৃহে বসিয়া ইশাবেল্‌ পত্র লিখিতেছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে উপস্থিত, হইলেন। ঘরে কোন আলো জ্বলিতেছিল না এবং কোন প্রকার সাড়াশব্দও না পাওয়াতে বুঝিলেন, সেখানে কোন লোকই নাই। তখন উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া ডাকিলেন "ইশাবেল্‌?"

নীরব রজনীতে আপনারই আহ্বানের প্রতিধ্বনি ব্যতীত তিনি কোন উত্তরই পাইলেন না।

তখন দেশলাই ধরাইয়া আলোক প্রজ্জ্বালিত করিলেন এবং কিছু কাপড় চোপড় গায়ে জড়াইয়া লইয়া, স্ত্রীর খোঁজে বাহিরে আসিলেন। তাহার ভয় হইল যে, ইশাবেলের হয়তঃ হঠাৎ কোন অসুখ করিয়াছে, অথবা কোন এক ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু সকলগুলি ঘর তন্ন তন্ন করিয়াও যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া তিনি যাইয়া ভগিনীর ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন।

কর্ণির ঘুম বড় পাতলা—তখনি তিনি উঠিয়া শয্যায় বসিলেন এবং উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" "আমি, কর্ণোলিয়া।"

বিস্মিত হইয়া মিস্ কহিলেন, "তুমি! কেন, তোমার আবার কি চাই! এসো, ভিতরে এসো।"

কার্‌লাইল্ যাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্যূন ত্রৈকফুট উচ্চ একটা উল্লেখযোগ্য নৈশ টুপী মাথায় দিয়া ভগিনী তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাহারও অসুখ হইয়াছে নাকি?

"বোধ হয় ইশাবেলের করিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

মিস্ কর্ণি যেন প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না! কেন, কয়টা বাজিয়াছে? সে কি শুইতে যায় নাই?"

"তিনটা বাজিয়া গিয়াছে, সে আজ বিছানায় যায় নাই। বসিবার ঘরেও তাহাকে পাইলাম না। ছেলেদের ঘরেও ত' দেখিলাম না!"

"তবে বোধ হয় আর্কিবল্ড, সে যয়েশের ওখানে গিয়াছে। তা'র যন্ত্রণা বোধ হয় বাড়িয়াছে।"

কার্‌লাইল্ দৌড়িয়া যয়েশের ঘরের দিকে চলিলেন। সেখানে যাইয়া দরজা খুলিয়াই তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। কৈ, ঘরে ত কোন আলো জ্বলিতেছে না—স্ত্রীর কণ্ঠস্বরও ত' শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না।

তখন কক্ষের অভ্যন্তরে যাইয়া তিনি পরিচারিকাকে ডাকিলেন। ভয়ে চমকিয়া যয়েশ একেবারে লাফাইয়া উঠিল এবং প্রভুকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পড়িল। কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইশাবেল্ সেখানে আসিয়াছিলেন কি না। প্রথমটায় যয়েশ কোন উত্তর করিতে পারিল না। সে ইশাবেলেরই স্বপ্ন দেখিতেছিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিলেন! কর্ত্রীর অসুখ বাড়িয়াছে?" "না, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাঁহাকে পাইতেছি না।"

এতক্ষণে ঘুমের ঘোর একেবারে কাটিয়া গিয়াছে। এবার পরিচারিকা উত্তর করিল, "হাঁ, একবার আসিয়া আমাকে জাগরিত করিয়াছিলেন, তখন রাত্রি বারোটা ; কিন্তু মিনিট খানেকের বেশি ছিলেন না।"

"তোমাকে জাগাইয়াছিলেন ? কেন ? কিসের জন্য তিনি এখানে আসিয়াছিলেন ?"

যয়েশের চিন্তাশক্তি ও কল্পনা প্রচণ্ডবেগে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ত্রীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক দ্ব্যর্থক কথাগুলি এখনো তাহার কানের নিকট যেন ঝঙ্কার দিতেছিল। রাত্রি তিনটা, আর এখনো তিনি বিছানায় যান নাই ! একটা নামহীন ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া ভগ্নপদের বেদনা ভুলিয়া সে পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং পড়িতে পড়িতে প্রভুর হাত ধরিয়া রুদ্ধশ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বুঝিয়াছি, এতক্ষণে আমি সকল বুঝিয়াছি ! নিশ্চয়ই তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

তীব্র স্বরে বাধা দিয়া কার্‌লাইল্‌ কহিলেন, "জয়েশ !"

দৃঢ়স্বরে পরিচারিকা বলিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তিনি আত্ম-হত্যা করিয়াছেন। এতক্ষণে তাহার সকল কথার অর্থই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার এখানে যখন তিনি আসিয়াছিলেন, তখন তাঁ'র মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক। আমায় শপথ করিতে বলিলেন যে, তিনি গেলে পরও যেন আমি ছেলেপেলেদের ছাড়িয়া না যাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার কি অসুখ করিয়াছে ?' তিনি উত্তর করিলেন 'অসুখও করিয়াছে, মর্ম্মপীড়াও হইয়াছে'। এখন কি আর কিছু বুঝিতে বাকী আছে ?—এই ভীষণ পরীক্ষায় ভগবান্‌ আপনার সহায় হউন।"

মিঃ কার্‌লাইলের বুদ্ধিশুদ্ধি লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল ; তিনি এই কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—একটি অক্ষরও বিশ্বাস করিলেন

না। কিন্তু পরিচারিকার উপর তাঁহার রাগ হইল না, সুধু ভাবিলেন, তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে।

হস্তে হস্ত পেষণ করিতে করিতে যয়েশ আবার বলিতে লাগিল, "যদিও আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, তথাপি আমি যাহা বলিলাম, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কর্ত্রী আমার অতিমাত্র অসুখে কাল কাটাইতেছিলেন, তাহাতেই তিনি এই ভয়ানক কাজ করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন।"

বেশ একটু তীব্রতার স্বরে কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পাইয়াছে যয়েশ! পাগলের মত কি বকিতেছ! তোমার কর্ত্রী অতিমাত্র অসুখী হইয়াছিলেন! তোমার এ সব কথার অর্থ কি?"

ইতিমধ্যে মিস্ কর্ণিও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, ব্যাপার কি! লেডিকে পাওয়া গিয়াছে কি?"

শোচনীয় ও অসাধারণ উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যয়েশ কহিয়া উঠিল, "না, পাওয়া যায় নাই—জীবিত দেহে আর পাওয়াও যাইবে না। ঠাকুরাণি, আপনি যে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। কর্ত্তাকে আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আপনার সম্মুখে বলাই ভাল। যখন আবার আমার কর্ত্রীকে পাওয়া যাইবে, যখন তাহার মৃত দেহ আনিয়া শয়ান করান হইবে, তখন. বলুন ঠাকুরাণী, আপনার মনের ভাব কেমন হইবে? ইনি ত (মিঃ কার্‌লাইলকে দেখাইয়া) তাঁহাকে ভালবাসিয়া, সুখী করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু আপনি, হাঁ ঠাকুরাণী, আপনিই তাঁহার জীবন একেবারে দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া মিস্‌ কর্ণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "ওমা। এরা সব বলে কি! লেডি কোথায়?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া যশেশ কহিল "যে জীবন তাঁহার লইবার কোন কারণ ছিল না, যে জীবন তাঁহার লইবার কোন অধিকার ছিল না, সেই জীবন লইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন—ইচ্ছায় নহে, বাধ্য হইয়া। এমনি দুরদৃষ্ট লইয়া তিনি ইষ্ট্‌লীনে আসিয়াছিলেন যে, এখানে একটি দিনও তাঁহার কোন ইচ্ছারই তিনি পরিতৃপ্তি করিতে পারেন নাই! নিজের বাড়ীতে, নিজের ঘরে থাকিয়াও তিনি দাসদাসীর অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারেন নাই! তুমি, ঠাকুরাণি, তুমিই প্রতি-পদে তাঁহাকে প্রতিহত করিয়াছিলে, প্রতিইচ্ছা খর্ব্ব করিয়া তাঁহার জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছিলে! উঃ! এই কতটা বৎসর তুমি তাঁহাকে কি যন্ত্রণাটাই না দিয়াছিলে! সুধু মারিতেই বাকী রাখিয়া-ছিলে! কিন্তু কেমন দেবতা ছিলেন তিনি, এততেও একটি দিনও স্বামীর নিকট কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই—এইত কর্ত্তা উপস্থিতই আছেন, জিজ্ঞাসা করুন না, কর্ত্রী কখনো ইঁহাকে কিছু বলিয়াছেন কি না। আমরা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতাম, সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখ বোধ করিতাম; আর ইনি, যদি একটিবারও জানিতে পারিতেন, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, তাঁহাকে কি যাতনাই না ভুগিতে হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই ইঁহার বুক্ ফাটিয়া শতখান হইয়া যাইত!"

মিস্‌ কর্ণির জিহ্বা যেন একেবারে তালুর সঙ্গে জড়িত হইয়া গেল! স্তম্ভিত, বিস্মিত কার্‌লাইল্‌ পরিচারিকার এই বাক্যবর্ষণের অর্থ তেমন হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিলেন না।—ধীর অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "তোমার কথার যে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!"

"বলিতেছি আমার মাথা আর মুণ্ডু!—অনেক দিন হইতেই, অন্ততঃ শতবারও ত,' আপনাকে এই সকল কথা জানাইবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে কিন্তু জানাইতে পারি নাই। তবে, এখন, এই শোচনীয় পরিণামের পরে, সকল কথাই আপনাকে জানান কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। আমার কর্ত্রী প্রথম যে দিন আপনার স্ত্রীরূপে এই ইষ্ট্লীনে পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই তিনি, আপনার উপর একটা দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছেন বলিয়া, কতই না তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়া আসিয়াছেন! সামান্য একটা নূতন জিনিষ করিতে গেলেও, তাঁহাকে শুনান হইয়াছে যে, তিনিই আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে বসিয়াছেন। এই আজ রাত্রের নিমন্ত্রণে যাইবার জন্যই ত' একটা নূতন পোষাকের অর্ডার দিতে যাইয়া কর্ত্রী আমার, আপনার নিকট (মিস্ কর্ণির দিকে চাহিয়া) কতই-না তিরস্কৃত হইয়াছিলেন; মিস্ ইশাবেলের জন্য তিনি একটা ফ্রকের অর্ডার দিয়াছিলেন, আর এই আপনিইত তাহা নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন! আপনি ভাল রকমই জানিতেন, ঠাকুরাণি, যে, কখনো তিনি কোন কাজে ব্যয়বাহুল্য করিতেন না, তথাপি কি আপনি তাঁহাকে বলিতেন না যে, তাঁহার অমিতব্যয়িতার পরিতৃপ্তির জন্য গাধার মত খাটিয়াও ইনি কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না! কতদিন আমি দেখিয়াছি যে আপনার নিকট তিরস্কৃত হইয়া, চোখের জলে ভাসিয়া, দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া, জীবন যেন আর বহন করিতে পারেন না, এরূপ ভাবে তিনি উঠিয়া আসিয়াছেন। এমন নিয়ত ব্যবহারে তাঁহার মত শান্ত প্রকৃতির, উচ্চবংশের মেয়ের মনে আত্মহত্যার উদ্দীপক নৈরাশ্য ও যন্ত্রণা কি আর না জন্মিয়া পারে?—আমি ঠিকই বুঝিয়াছি, লেডি আত্মহত্যা করিয়াই সকল যন্ত্রণার, সকলের অপমানের, হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন!"

কার্লাইলের হৃদয় গভীরভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল—ভগিনীর দিকে চাহিয়া আবেগাকুল স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কি সত্য!"

কর্ণি কোন উত্তর করিলেন না—তাঁহার মুখের উপর একটা ভৌতিক নির্জীবতার ছায়া পড়িয়াছে, আর জীবনে বোধ হয় এই প্রথম, তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য সরিতেছে না।

কতক্ষণ রুদ্ধ শ্বাসে স্থিরগম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে মিঃ কার্লাইল্ বাহির হইয়া গেলেন; যাইবার সময় সুধু বলিয়া গেলেন, "ভগবান্ যেন তোমাকে ক্ষমা করেন, কর্ণেলিয়া!"

তিনি নীচে নিজের ঘরে নামিয়া আসিলেন। ইশাবেল্ যে আত্মহত্যা করিয়াছেন, এরূপ ধারণা কিছুতেই তাঁহার মনে স্থান পাইল না।—তিনি কখনো এরূপ গুরুতর পাপকার্য্য করিতে পারেন বলিয়াই তাহার মনে হইল না। ভাবিলেন, দুঃখে, ক্রোধে ও অভিমানে অভিমানিনী হয়ত বাগানে চলিয়া গিয়াছিলেন, এবং এখনো সেইখানেই রহিয়াছেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলেই জাগ্রত হইয়াছে। বাড়ীময় একটা হৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছে। কার্লাইল্ চলিয়া আসিলে ষয়েশ যাইয়া লেডি ইশাবেলের পোষাক পরিবার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল; এখন, যাই তিনি পত্নীর অনুসন্ধানে বাগানে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া একখানা পত্র তাঁহার হাতে দিয়া বলিল "কর্ত্রীর হাতের লেখা বোধ হইতেছে?"

হাতে করিয়া চিঠিখানা লইয়া কার্লাইল্ শিরোনামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লেখা রহিয়াছে "আর্কিবল্ড কার্লাইল্।" শান্ত এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হইলেও, চিত্তের উপর পূর্ণ আধিপত্য থাকিলেও, তিনি ত আর একেবারে উদাসীন নহেন, পত্রখানা খুলিবার সময় তাহার

হাত কাঁপিতে লাগিল। লেখা রহিয়াছে—"কয়েক বৎসর পরে যথন আমার সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাদের মা কই, এবং কেন সে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, বলিও তথন যে তুমি—তাহাদের পিতা,—তুমিই তাহাকে এরূপ কাজে প্রণোদিত করিয়াছিলে। যদি তাহারা জানিতে চায়, তাহাদের মা কি করে, ইচ্ছা হইলে তুমি সবই ভাঙ্গিয়া বলিও। কিন্তু একটুকুও বলিও যে তাহাকে নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত করিয়া, তাহার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তুমি তাহাকে এতটা গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলে যে, আর নৈরাশ্যের মর্ম্মদাহ সহ্য করিতে না পারিয়াই সে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

পত্নীর হস্তাক্ষর তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি যে পলায়ন করিয়াছেন, এই কলঙ্কের কথাটি ব্যতীত, এই পত্রের অন্য কোন কথারই কার্‌লাইল্ রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেন না। তবে পত্রে লেখা না থাকিলেও, কাহার সঙ্গে যে লেডি পলায়ন করিয়াছেন, তাহার একটা ভীষণ আব্‌ছায়া তাহার মনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।—কৈ, কবে, কেমন করিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়ের উপর অত্যাচার করিয়াছেন? কেমন করিয়া তিনি তাঁহাকে এরূপ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছেন? যয়েশ তাহার ভগিনীর উৎপীড়ন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, কৈ, এ পত্রেত' তাহার আভাষও নাই। নিশ্চয়ই এ পলায়নে সে উৎপীড়নের কোনই হাত নাই।—তবে কেমন করিয়া তিনি তাঁহাকে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত করিয়াছেন? কার্‌লাইল্ আকাশ-পাতাল, কত কি ভাবিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আবার ধীরে ধীরে পত্রখানা পড়িয়া দেখিলেন। না, এবারও কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঠিক এমনি সময়ে বারেণ্ডায় ভৃত্যবর্গের কলরব তাহার কর্ণে গেল। যে যাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল,সকলের উপর উইল্‌সনের গলাই শুনা যাইতেছিল। শুনিলেন, তাহারা বলাবলি করিতেছে যে কাপ্তান্ লেভিসন্-কেও তাহার ঘরে পাওয়া যাইতেছে না—সে যে বিছানায় একবারও গা লাগাইয়াছিল, এমন কোন চিহ্নও নাই।

শারীরিক উদ্বেগে ও মানসিক ব্যাকুলতায় যয়েশ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল, এবং ভীতচকিত নেত্রে প্রভুর নিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—ইহার হৃদয়ের এত স্পষ্ট আলোড়ন সে আর কখনো দেখে নাই। এখনো প্রকৃত ব্যাপারের আভাষটুকুও তাহার বোধগম্য হয় নাই! উন্মুক্ত পত্র হস্তে করিয়া কার্‌লাইল দরজা পর্য্যন্ত হাটিয়া গেলেন, তার পর আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্থির দাঁড়াইয়া, কি করিবেন যেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন কি করিতেছেন, তাহা তাহার জ্ঞান নাই। তার পর পকেট হইতে পকেট বইখানা বাহির করিয়া পত্রখানা তাহার মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং বইখানা আবার যথাস্থানে রক্ষা করিলেন। যয়েশ দেখিল, তাহার হস্তদ্বয় ও বিবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় সঘন কম্পিত হইতেছে।

তার পর পত্রখানা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিওনা—সুধু আমারই জন্য লেখা।"

"আজ্ঞে, তিনি বাঁচিয়া আছেন কি?"

কার্‌লাইল্ প্রকাশ্যে বলিলেন, "না, মরেন নাই।" মনে মনে বলিলেন, "সেও যে অনেক ভাল ছিল!"

এমন সময় বালিকা ইশাবেল্ আসিয়া সুর্ সুর্ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বাড়ীময় গোলযোগে তাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি, হইয়াছে কি? মা কৈ!"

যয়েশ তাড়াতাড়ি কহিল, "যাও, যাও, ঠাণ্ডা লাগিয়া মারা যাইবে যে! বিছানায় যাইয়া শুইয়া থাক।"

"তা' যাচ্ছি, মা কৈ?"

যয়েশ এড়ানো গোছের উত্তর করিল, "আগে সকাল হউক।" তার পর প্রভুর দিকে চাহিয়া কহিল, "কেমন, ইশাবেলের আবার শুইতে যাওয়া উচিত নয় কি?"

কারলাইল্ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না—সম্ভবতঃ তিনি শুনিতে পান নাই। কিন্তু বালিকার স্কন্ধোপরি হাত দিয়া, যয়েশকে দেখাইয়া বলিলেন, "যয়েশ এখন হইতে একে মিস্ লুসী বলিয়া ডাকিও।" বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যয়েশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল আর ইশাবেল্ও—না, এখন হইতে আমরাও ইহাকে লুসী বলিয়াই ডাকিব—বাহিরে যাইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। চাকরবাকরগুলি সবই আসিয়া সেখানে জড় হইয়া জটলা-পটলা করিতেছিল—কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ক্ষণপরে দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া, যয়েশের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া তাহার চিবুক ধরিয়া, বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য নাকি, যয়েশ?"

"কি সত্য, খুকি?"

"ওরা সব বলিতেছে যে, কাপ্তান্ লেভিসন্ মাকে লইয়া গিয়াছে।"

চীৎকার করিয়া যয়েশ চেয়ারে চিৎ হইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যন্ত্রণায় অস্ফুচ্চ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

ছলছল নেত্রে বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন লইয়া গিয়াছে? কাটিয়া ফেলিতে নাকি?—ছেলে-ধরারাই ত মানুষ ধরে, জানিতাম। মিঃ লেভিসন্ও কি ছেলে-ধরা?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যয়েশ বলিল "যাও, যাও, শুইয়া থাক যাইয়া।"

"না যশেশ, আমার মা কৈ ? কখন তিনি ফিরিয়া আসিবেন ?"

মাতৃহীনা বালিকার দৃষ্টি হইতে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া যশেশ ফিরিয়া বসিল। ঠিক সেই সময়ে পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া নিঃশব্দে মিস কর্ণি আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনুতাপে, শোকে, যন্ত্রণা ও ভয়ে তাহার মুখের উপর একটা কালির পোঁচ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

অনুচ্চ কাতর কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "এই কলঙ্কিত পরিবারকে ভগবান্ যেন দয়া করেন !"

দশম অধ্যায়।

—•◦❋◦•—

চমৎকার ফল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এই একটি বৎসর লেডি ইশাবেল্ সঙ্গীর সঙ্গে ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, এখন এক জায়গায় আসিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছেন—কিন্তু একাকিনী। মোটের উপর এই এক বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেকটা সময়ই লেভিসন তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র, প্রধানতঃ প্যারিসেই, কাটাইয়াছেন—আপনার প্রকৃতির গতি অনুসরণ করিয়া, ও আপনাকে স্বেচ্ছামত সুখী করিতে চেষ্টা করিয়া।

ইশাবেলের দিন কেমন যাইতেছে?—স্বাধিষ্ঠানচ্যুত হইলে, উন্নতমনা ভদ্রবংশীয়া মহিলার যেভাবে দিন যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, যে ভাবে দিন যাইয়া থাকে, ঠিক সেই ভাবেই যাইতেছে। যে মৃত্যুর নিশীথে তিনি স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই রাত্রি হইতে এ পর্য্যন্ত আর তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও, শান্তি, সুখ, আরাম উপভোগ করিতে পারেন নাই! উন্মত্ত ভাবের উদ্দাম উত্তেজনায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি অন্ধকারে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন; পরমুহূর্ত্তেই, দেখিলেন,—সর্ব্বনাশী প্রলুব্ধকারীর প্রতিশ্রুত কুসুমকোমল স্বপ্ন রাজ্যে নহে—(যদিও আসিবার সময় এই সুখভোগের দিকে তিনি কটাক্ষপাতও করিয়াছিলেন না। সুখের আশায়, সুখের অভাবে ত' আর তিনি স্বামীর সংসার ত্যাগ করেন নাই), এক অনন্ত বিভীষিকাময় অতলস্পর্শ

অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে নিপতিত হইয়াছেন! এখান হইতে এ জীবনে আর অব্যাহতি নাই—হায়! হায়! গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার চৈতন্য হয়—তিনি কি গর্হিত কর্ম্ম করিলেন! পাপ যতক্ষণ ভবিষ্যৎ ছিল, ততক্ষণ তাহার মূর্ত্তি তেমন প্রকট হইয়া উঠিতে পারে নাই; কিন্তু যাই তাহা অতীত হইয়া পড়িল,অমনি তাহার যথার্থ ভীষণ রূপ, বীভৎস অন্ধকারের ঘনকৃষ্ণতা পরিগ্রহ করিয়া, চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং চিরকালের মত একটা জলন্ত অনুতাপ, একটা অনির্ব্বাপ্য যন্ত্রণা, তাঁহার অন্তরাত্মা অধিকার করিয়া বসিল! আমার কথায় বিশ্বাস করুন, পাঠিকা—জননী, পত্নী, কন্যা; রাজরাণী; ভিখারিণী যাহাই কেন না হউন,কখনো যদি এমন অন্ধভাবে আপনার গৃহ-পরিত্যাগ করিতে প্রলুব্ধ হ'ন, তাহা হইলে এমন তীব্রনিদারুণ ভাবে আপনাকেও জাগ্রত হইতে হইবে। বিবাহিত জীবনে আপনাকে যত কেন দুরদৃষ্টভাগিনীই হইতে না হয়, আপনার নিষ্পেষিত মনের নিকট এই দুঃখ-দুর্দ্দৈব যদি এমনও বড় বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা বহন করা অসাধ্য, তথাপি তাহাদিগকে সহ্য করিবার জন্য বুক বাঁধিয়া ফেলিতে যেন মুহূর্ত্তমাত্রও দ্বিধা না করেন; যখনই অসহ্য বোধ হইবে, তখনই যেন জানু পাতিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, "প্রভো, দুঃখ যদি দিয়াছ, তবে সহ্য করিবার মত বলও দাও; স্থৈর্য্য দাও, সহিষ্ণুতা দাও, প্রলোভন এড়াইবার মত শক্তি দাও।" নিজের সুনাম এবং বিবেকের পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইবার পরিবর্ত্তে যেন মরণ পর্য্যন্ত সহিয়া যাইতেই হৃদয়কে প্রস্তুত করেন—ঠিক জানিবেন, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া যদি পন্থান্তর অবলম্বন করিতে যান, তবে অচিরেই আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, মরণের অপেক্ষাও শোচনীয় পথে পদার্পণ করিয়াছেন।

হায়, হতভাগিনী ইশাবেল! ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনের সঙ্গে যাইবার

তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য তিনি কি গর্হিত কার্য্যই না করিয়া ফেলিয়াছেন! স্বামী, সন্তান, সুনাম, স্বামীর গৃহ,—যাহা কিছু, স্ত্রীলোকের জীবন পবিত্র, মহৎ ও মূল্যবান্ করিয়া থাকে, সে সকলই তিনি উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই পদক্ষেপটি আর প্রত্যাহার করিবার উপায় রহিল না, যাই তিনি স্বর্গ নরকের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরটি উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিলেন, অমনি অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন আরম্ভ হইল। এমন কি, স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসিবার কয়েক দিনের মধ্যেই—যখন বিবেককে উপেক্ষা করা গেলেও যাইতে পারে তখনি—বিবেক তাঁহাকে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল! তখনই তিনি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সমগ্র ভবিষ্যৎই—সেই আকাঙ্ক্ষিত লোকটির সহবাসেই কাটুক, কি তাহাকে ছাড়িয়াই কাটুক,—এক হৃদ্‌পিণ্ডচ্ছেদনকারী, অনন্ত প্রায়শ্চিত্তের তীব্র জ্বালায় পরিপূর্ণ থাকিবে।

আর ছয় কি আটটি মাত্র সপ্তাহ গেলেই একটি বৎসর পূর্ণ হইয়া আসে। এমন সময়ে একদিন সকাল বেলায় লেডি ইশাবেল্ আসিয়া তাহাদের প্রাতর্ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহারা এখন গ্রেনবল্ সহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুন্দর আস্‌বাব-পত্র সমন্বিত বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। কিন্তু ইশাবেলের ইচ্ছা ছিল যে, লণ্ডনের আরও একটু নিকটবর্ত্তী হন, যেন অধিকতর সকালে বিলাতের সংবাদ পাইতে পারেন। কিন্তু হইল না—তাঁহার ইচ্ছায় এখন আর কোন কাজই হয় না। এখন তাঁহাকে লেডি ইশাবেল্ বলিয়া মনে না হইয়া তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কার্‌লাইলের সঙ্গে যখন তিনি সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন যদি আপনারা তাহাকে রুগ্নশীর্ণ মনে করিয়া থাকেন, তবে এখন একবার আসিয়া দেখিয়া যান। ব্যারামের অপেক্ষা মানসিক দীনতার ছবিই আমাদের মুখের উপর অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

কথায়ই বলে "চিতাচিন্তাদ্বয়োর্ মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং, চিন্তা দহতি সজীবং।" তাহার মুখের সে গোলাপী রাগ, সে লাবণ্য আর নাই। এখন ইহা পরিশুষ্ক—রক্তহীন; হস্তদ্বয় শীর্ণ; চক্ষুর কোলে কালি, তারা কোটরপ্রবিষ্ট। পূর্ব্বে যে দেখে নাই, সে হয়তঃ মনে করিবে যে এ সকল শারীরিক অসুস্থতাপ্রসূত; কিন্তু স্বয়ং লেডি ইশাবেল্ জানেন, তাহা নহে—জানেন, এ সকলই তাঁহার দুঃস্থ মন ও অনুতপ্ত হৃদয়ের ফল।

সাধারণতঃ যে সময়ে প্রাতর্ভোজন হইয়া থাকে, আজ তাহার চাইতে একটু বেশি বেলা হইয়াছে। লেডি বেলা করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়াছেন—সকালে উঠিতে এখন আর তাঁহার স্পৃহা নাই। দুঃখের, যন্ত্রণার, দিন যেন আর ফুরাইতে চায় না; তাই যতটা ঘুমাইয়া কাটান যায়, ততটাই লাভ নহে কি? প্রাতর্ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জীব ভাবে যাইয়া তিনি এক খানা চেয়ার লইয়া বসিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে কাপ্তান্ লেভিসনের নিযুক্ত একটি ফরাসী চাকর দুইখানা পত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদপত্র আছে, পিয়ারী?"

"না, ঠাকুরাণী।"—কিন্তু তখনো ধূর্ত্ত শৃগালের পকেটে টাইমস্ পত্রিকা খানা রহিয়াছে! সে সুধু প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। সম্প্রতি লেভিসন্ এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন খবরের কাগজই তিনি না দেখিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত লেডিকে দেখিতে দেওয়া হইবে না। একটু পরেই তাহার উদ্দেশ্য আপনারা অবগত হইতে পারিবেন। "নাই" বলিয়া পিয়ারী, কাপ্তান্ লেভিসনের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আর পত্র দুইখানা তুলিয়া লইয়া সৌৎসুক্যে ইশাবেল্ তাহাদের শিরোনামা দেখিতে লাগিলেন। তিনি বেশ জানেন যে, তাহাকে 'তালাক' দিতে কার্লাইল্ একটি মুহূর্ত্তও দেরি করেন নাই।

কিন্তু তথাপি, সংবাদ পত্রে সেই ঘোষণাটি দেখিবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।—ব্যস্ত হইয়াছেন এই জন্য যে, তাহা হইলেই, কাপ্তান্ লেডিসন্ তাহার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন,—তিনি এখন অন্তঃসত্বা—তাহা সংশোধনের মত তাহার যাহা করণীয় আছে. কাপ্তান তাহা করিতে পারেন অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার এই ভাবী সন্তানকে 'জারজ' আখ্যা হইতে রক্ষা করিতে পারেন। হায়, হতভাগিনী জানেন না যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের সম্বন্ধে কাপ্তান্ যেরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার বেলাও তদপেক্ষা অধিক ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি বিন্দুমাত্রও রাজী নহেন! তিনি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছেন যে, যে লোকটার জন্য তিনি নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন, সে লোকটা মন্দ—জানিয়া তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনাও পাইয়াছেন; কিন্তু এখনো তিনি তাহার মন্দত্বের ঠিক পরিমাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

উস্কোখুস্কো চুলে, যেমন-তেমন করিয়া পরিধেয়টা গায় জড়াইয়া কাপ্তান্ আসিয়া ভোজনে উপবেশন করিলেন। বাহিরে যাহারা সাজিয়া গুজিয়া বেড়ায়, প্রায়ই, পরিবারিক গণ্ডীর মধ্যে. তাহারা বেশবিন্যাসে নিন্দনীয়-রূপে খেয়ালহীন ও অসতর্ক তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ ভাবে ইশাবেল্‌কে অভিবাদন করিলেন; ইশাবেলও তেমনি স্বরে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তার পর লেভিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিয়ারী বলিল যে, কয়েকখানা চিঠি আসিয়াছে!—উঃ, কি বিশ্রী গরমই পড়িয়াছে!"

"দুই খানা মাত্র!" ইশাবেলের স্বরও তেমনি অপ্রসন্ন ও অপ্রফুল্ল। এই সকল বহুসুখাশাপূর্ণ মিলনের পূর্ব্বে ও প্রথমে যে মনভুলানো হৃদয়মাতানো কথা ও স্বর শুনিতে পাওয়া যায়,—দশটি মাস যাইতে না যাইতেই তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়; মধুর সুধাবর্ষী সম্বোধন শীঘ্রই কটুকাটব্য গালিগালাজে যাইয়া পরিণত হইয়া থাকে।

ইশাবেল্ আবার বলিলেন, "দুই খানা, কিন্তু একই জনের লেখা বলিয়া মনে হয়! বোধহয় তোমার উকীলেরা লিখিয়াছে।"

শেষের কথাটি শুনিয়া লেভিসন্ তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চাহিলেন ও ক্ষিপ্রহস্তে পত্র দুইখানা তুলিয়া লইলেন! তারপর দীর্ঘ পাদক্ষেপে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী গবাক্ষটির নিকট যাইয়া, একখানা খুলিয়া ফেলিলেন। —হাঁ, উকীলেরই পত্র। লেখা আছে "মিঃ কার্লাইল্ লেডি ইশাবেলকে তালাক্ দিয়াছেন। আপনার অনুরোধ অনুযায়ী সংবাদটি আপনাকে পাঠাইলাম।"

এখন আর তবে লেডি ইশাবেল্ কার্লাইলের কেহ নহেন! পত্র খানা পড়িয়া লেভিসন্ খুব সযতনে তাহা ভিতরের দিকের পকেটে পুরিয়া রাখিলেন।

লেডি ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

"খবর?"

"হাঁ, তালাকের কথা বলিতেছি।"

যেন ব্যাপারটা এত শীঘ্র ও এত সহজে হইবার নহে, এইরূপ ভাব জ্ঞাপন করিয়া কাপ্তান্ কহিয়া উঠিলেন, "ইস্," তার পর অপর পত্র খানা খুলিয়া লইলেন। তাহাতে জানিলেন যে তাহার খুল্ল-পিতামহ স্যার পিটার লেভিসনের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনিই এখন তাহার উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

"এইবার, এইবার, সব শালা শূয়ারদের দেখিব" বলিয়া চিঠি খানা তিনি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

অতি ব্যগ্রভাবে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তালাক দিয়াছে?"

কোনই উত্তর না করিয়া লেভিসন্ আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন' "চিঠি খানা একবার দেখিতে পারি কি ?"

"তা, না হইলে আর অমন্ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি কেন ?"

"কিন্তু মনে পড়ে কি কাপ্তান্ লেভিসন্ ; এই সেদিন টেবিলের উপর একটা খোলা পত্র রাখিয়াছিলে, আর যাই আমি পড়িবার জন্য তুলিয়া লইলাম, তুমি আমার উপর কেমন আগুণ হইয়া উঠিয়াছিলে ?"

"আঃ, ঐ নামটা ধরিয়া আর না ডাকিলেও পার। এখন একটা ভাল নামের অধিকারী হইয়াছি যে!'

"কি নাম ?"

"পড়িয়াই দেখ না কেন ?"

লেডি পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন ; লেভিঁসন্ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন—পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিলেন "আমার জিনিষপত্র গুছাও ; ঘণ্টা খানেক পরেই আমি ইংলণ্ড যাত্রা করিব।" পিয়ারী চলিয়া গেল।

আবেগে ইশাবেলের গণ্ডদ্বয় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আবার এত শীঘ্রই আমাকে ফেলিয়া যাইবে ?" "না যাইয়া যে পারি না। নূতন মালিক হইয়াছি—কত কত কাজ যে আমায় করিতে হইবে।"

"কৈ, তোমার উকীলরা ত' তোমার হইয়া কাজগুলি করিতে প্রস্তুত আছেন। তোমার উপস্থিত থাকা তেমন আবশ্যক হইলে, তাহারা কি আর এই প্রস্তাব 'করিতেন ?"

"হ্যাঁ, তা'রা আর বলিবে না কেন ? আমি না গেলে তা'দের সিন্দুক বোঝাই হইতে পারে! আমি ইংলণ্ডে যাইবই—যাওয়া অত্যন্ত দরকারী। বিশেষতঃ বৃদ্ধের সমাধি যে আমার অনুপস্থিতিতে দেওয়া হয়, সেটা আমার ইচ্ছা নয়।"

তখন ইশাবেল্ জেদ করিয়া বলিলেন, "তা'হ'লে আমিও যাইব।"

"পাগলের মত বকিও না, ইশাবেল্। তোমার শরীরের অবস্থা কি এমন যে, তুমি দিবারাত্রির পথকষ্ট সহ্য করিতে পারিবে? তা ছাড়া, বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে যাইয়া তুমি বড় সুখীও হইতে পারিবে না।"

আপত্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ইশাবেল্ কিঞ্চিৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু শেষে আবার আরম্ভ করিলেন "এবার ইংলণ্ডে গেলে তুমি আর হয়ত যথাসময়ে আসিতে পারিবে না?"

"কিসের যথাসময়ে?"

তীব্র ভৎর্সনার স্বরে লেডি কহিয়া উঠিলেন "উঃ, সে কথাও আবার তোমায় বলিয়া দিতে হইবে? কেন, জান না কি তুমি কিসের যথাসময়ে? তালাকের ঘোষণা বাহির হইবামাত্রই যাহাতে আমাকে তোমার স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে পার, তাহার জন্য।"

ধীর শান্তভাবে লেভিসন্ কহিলেন, "অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে হইবে।"

"অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া! আর হয় ত তাহারই ফলে তোমার ঔরসজাত সন্তান জারজ বলিয়া পরিচিত হইবে!—না, সর্ব্বাগ্রে তোমার এই বিপদ নিরাকরণের চেষ্টা করা উচিত।—যাহাতে তোমার ছেলে তোমারই নামে পরিচিত হয়, সর্ব্বাগ্রে তোমার তাহারই সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার পক্ষে ভয়ানক ও সাংঘাতিক হইবে যদি—"

"হয়েছে! হয়েছে! একেবারে অস্থির হইয়া উঠিও না, ইশাবেল্। কতবার আর তোমাকে শান্ত হইবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিব? ইহাতে ত কোন লাভ নাই। একবার ভাবিয়া দেখ না কেন, কর্ম্মা-

সুবোধে যদি বাধ্য হইয়া আমাকে ইংলণ্ডে যাইতে হয়, তবে তাহাতে আমার অপরাধ কি?"

উত্তেজিত ভাবে ইশাবেল্ কহিয়া উঠিলেন, "নিজের সন্তানের উপরও কি তোমার একটু কৃপা নাই? যদি একবার তাহাকে জারজ বলিয়া পরিচিত হইতে দাও, তাহা হইলেই কিছুতেই আর তুমি তাহার এই অনিষ্টের সংশোধন করিতে পারিবে না। উঃ, সমস্ত জীবন ভরিয়াই তাহাকে লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে—জারজ বলিয়া তাহার প্রতি লোকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবে!"

"এতই যখন তুমি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া তালাকটা মঞ্জুর করিবার জন্য বিচারপতিদের নিকট তোমার পত্র লেখা উচিত ছিল! আমি আর কি করিব?"

"তালাক মঞ্জুর নিশ্চয়ই হইয়া গিয়াছে। হয় তঃ যখন-তখন সংবাদ আসিতে পারে।"

"অনর্থক নিজের যন্ত্রণা বাড়াইতেছ, ইশাবেল্! আমি যথাসময়েই ফিরিয়া আসিব।" বলিতে বলিতে লেভিসন কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন। ইশাবেল্ একটুও নড়িলেন না—নৈরাশ্যের প্রতিমূর্ত্তিটির মত স্থির উদাস দৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে গমনোদ্যত হইয়া ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন। বেশি কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া, কি, শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়া, তিনি সোজাসুজি বলিলেন "তবে এখন আসি, ইশাবেল্।"

ইশাবেল্ এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে নিজের চিত্তের উপর তাহার আর এতটুকুও আধিপত্য রহিল না। বিদ্যুৎ চমকের মত উঠিয়া তিনি দরজায় খিল লাগাইয়া দিলেন এবং পৃষ্ঠদেশ দিয়া তাহা

এক প্রকার আগুলিয়া লেভিসনের পদপ্রান্তে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া ভিক্ষুকের মত যুক্তকরে কহিলেন " ফ্রান্সিস্, আমার উপর কি তোমার বিন্দুমাত্রও মমতা নাই ?"

"কি আশ্চর্য্য. এমন কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার ?" তার পর সদয় ভাবে কিন্তু কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গে হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন।

হস্ত-বিমোচনের চেষ্টা করিতে করিতে ইশাবেল্ কহিলেন "না, আমি এখন কিছুতেই উঠিব না—যতক্ষণ না তুমি বলিবে যে আরও দুই এক দিন দেরী করিয়া যাইবে, ততক্ষণ আমি কিছুতেই এখান হইতে নড়িব না। এখানকার পাদ্রী সাহেব ত' স্বীকার করিয়াছেন যে, যে মুহূর্ত্তে তালাকের সংবাদ আসিবে, সে মুহূর্ত্তেই তিনি আমাদিগকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিবেন। আমার উপর যদি তোমার বিন্দুমাত্রও মমতা থাকে, আমার ভাল-মন্দে যদি তোমার এতটুকুও আসিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই তুমি আরও একটু অপেক্ষা করিয়া যাইবে।"

দৃঢ় সংকল্পের স্বরে উত্তর হইল "না, আমি এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিব না। অনর্থক পীড়াপীড়ি করিতেছ।"

"তবে বলই না কেন যে অপেক্ষা করিবে না ?"

"আচ্ছা, তাই যদি শুনিতে চাও, তাতেই যদি তোমার সুখ হয়, তবে শোন, বলি. না আমি অপেক্ষা করিব না। তুমি ঠিক ছেলে মানুষের মত কাজ করিতেছ, ইশাবেল্। বাস্তবিকই আমি যথাসময়ে ফিরিয়া আসিব।"

দ্রুতগামী প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের সঙ্গেই যেন ইশাবেলের আবেগ ও উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়া যাইতে লাগিল ? কষ্টে শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি বলিতে লাগিলেন "মনে করিও না যে, আমার নিজের জন্য আমি

এতটা জেদ্ করিয়াছি; আর তুমি বোধ হয় ভাল রকমেই জান যে, নিজের কি হইবে না হইবে, তাহা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও গ্রাহ্য করি না। —না, আমার কথা না শুনিয়া কিছুতেই তুমি যাইতে পারিবে না। দোহাই ফ্রান্সিস্, তোমার জন্য আমি যে সকল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে সকলের দোহাই—"

বাধা দিয়া লেভিসন্ বলিলেন, "উঠ, বলিতেছি, ইশাবেল্।"

ইশাবেল্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার জন্য নয়, ছেলেটার জন্য, —তাহার মঙ্গলের জন্য আর একটু থাকিয়া যাও। হায়, সমস্তটা জীবনই যে ইহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে! মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইবার মত যে তাহার এতটুকুও অধিকার থাকিবে না! পাপে জন্ম বলিয়া যে যাবজ্জীবন তাহাকে লোকের নিকট কলঙ্ক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে! ফ্রান্সিস! আমার দিকে তুমি না চাহিলে, ছেলেটার দিকে—তোমার নিজের ঔরস-জাত সন্তানের দিকে—একবার চাও।"

"দেখিতেছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছে ইশাবেল্! এখনো তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার এক মাস বাকি আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তৎপূর্ব্বেই আমি ফিরিয়া আসিব,—পনের দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব। সেখানকার কাজ শেষ করিতে আমার এক সপ্তাহের বেশি লাগিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি; কিছুতেই এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। এখন আমায় যাইতে দাও, ইশাবেল্।"

লেডির শুষ্ক পাণ্ডুর ওষ্ঠদ্বয় যেন চাপিয়া আসিতে লাগিল; রুদ্ধ শ্বাসে তখনো তিনি কহিলেন, "আমার জন্য নয়।"

"কি কেবল পাগলের মত বকিতেছ, 'আমার জন্য নয়', 'আমার জন্য নয়!'—তোমারই জন্য আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।—যাইবই আমি।—হাঁ, এই ত' বেশ সুবুদ্ধি মেয়ের মত!—তবে এখনকার মত বিদায়, সাবধানে

থাকিও”, বলিতে বলিতে সবলে তাহার হাত ছাড়াইয়া কাপ্তান্‌ বাহির হইয়া পড়িলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই পিয়ারীকে সঙ্গে করিয়া একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। তড়িদ্‌গতিতে কেমন একটা দৃঢ়প্রত্যয় লেডি ইশাবেলের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিল যে, সময় থাকিতে আর লেভিসন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না।

বাস্তবিকই সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কাটিয়া গেল, তবু কাপ্তান্‌ ফিরিয়া আসিলেন না।

দশম অধ্যায়।

——•:*:•——

"এ দেয় উহার দোষ!"

পৌষ মাস আসিল। প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে, বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। গ্রেনবল্ সহরের সকল গুলি বাড়ীই কেমন নিরানন্দ অপ্রফুল্ল ভাব ধারণ করিরাছে; আর লোকগুলিও কেমন নিরানন্দ, সঙ্কুচিত, জড়সড় ভাবে দিন কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অগ্নিস্থানে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। ইহার অতি সন্নিকটে বসিয়া এবং আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হইয়াও রুগ্ন শীর্ণ লেডি ইশাবেল্ ভেন্ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। চর্ চর্ করিয়া অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড গুলি যখন চতুর্দ্দিকে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, তখন মধ্যে মধ্যেই তাহার কাপড়ে আগুন ধরিবার সম্ভাবনা হইল; কিন্তু লেডির সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। একই ভাবে প্রস্তর-খোদিত নৈরাশ্যের প্রতিমূর্ত্তির মত, তিনি অচল অটল ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন।

মধ্যে তাহার চেহারা ও শারীরিক অবস্থা ইহার অপেক্ষাও খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। বহুদিনব্যাপী পীড়ায় তিনি ভুগিয়া উঠিয়াছেন; সঙ্গে আবার একটু একটু জ্বরও ছিল। কিন্তু ভাল হইয়া উঠা অবধিই তিনি এইরূপ ভাবে দিন কাটাইতেছেন—কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি ঘরের বাহির হন নাই! ঘর ও বাহির সকলই তাহার সমান হইয়াছে—সব নিরানন্দ, অন্ধকারাচ্ছন্ন; জীবনে তাহার আগ্রহ নাই, হৃদয়ে আশা নাই, মনে শান্তি নাই।

আজ একটু সকাল সকাল কোন প্রকারে মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করিয়া, অগ্নিস্থানের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি আরাম কেদারায় উপবেশন করিয়াছেন। মন নিস্তেজ, দেহ অবসন্ন—একটু পরেই ঝিমাইতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ উঠানে যেন কোন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন একটা শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—তবে কি সে আসিল?

ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আসিয়াছে?" ধাত্রী কহিল "হুজুর আসিয়াছেন। আমি ত' বারেবারেই ঠাকুরাণীকে বলিয়াছি যে, আপনি ভাবিয়া ভাবিয়া অত মন খারাপ করিবেন না; কর্ত্তা নিশ্চয়ই আবার আসিবেন। কেমন, এখন আমার কথা ঠিক হইল ত?"

একটা অদ্ভুত দৃঢ় ও কঠোর সংকল্পতার ভাবে ইশাবেলের সমগ্র মুখ-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, যিনি আসিয়া এখন উপস্থিত হইলেন, তাহার জন্য লেডি কখনো 'মন খারাপ' করেন নাই, অন্ততঃ, এখন তাহার জন্য আর মন খারাপ নাই। অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বরে তিনি আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন "সময় আসিয়াছে। ভগবন্, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও অবিচলতা যেন আর আমাকে ত্যাগ না করে।"

পরিচারিকা যাইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়াছিল—বলিয়া উঠিল "বাঃ হুজুরকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!—এই, গাড়ী হইতে নামিয়া, গা ঝাড়া দিয়া মাটিতে পদাঘাত করিয়া দাঁড়াইলেন।"

লেডি ইশাবেল্ কহিলেন "সুশান, এখন তুমি যাইতে পার।"

"খোকা যদি উঠে?"

"ঘণ্টাধ্বনি করিব।"

তখন পরিচারিকা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল ও কবাট টানিয়া দিল। ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়া লেডি ইশাবেল্ দরজার দিকে স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই সবলে দরজা উন্মুক্ত

হইয়া গেল এবং স্যার (এখন আর কাপ্তান নহেন) ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

লেডিকে অভিবাদন করিবার জন্য কাপ্তান্ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। হস্ত সঞ্চালন করিয়া ধীর নম্র স্বরে লেডি তাহাকে অত কাছে আসিতে নিষেধ করিলেন—"সামান্য একটু উত্তেজনায়ই এখন আমার মূর্চ্ছা হয়।" তখন তাহার সম্মুখে এক খানা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বুটের অগ্রভাগ দ্বারা জ্বলন্ত কাষ্ঠগুলি নাড়িতে নাড়িতে লেভিসন্ বলিলেন, "আমি বড়ই দুঃখিত, বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি যে, শত চেষ্টা করিয়াও আগে আসিতে পারি নাই!"

গম্ভীর ভাবে লেডি কহিলেন "এখনই বা আসিলে কেন?"

"কেন আসিয়াছি?—এই দারুণ শীতে এত কষ্ট করিয়া এতটা পথ আসিবার এই বুঝি পুরস্কার হইল? আমার বিশ্বাস ছিল, আর কিছু না হউক, আমায় দেখিয়া তুমি অন্ততঃ সন্তুষ্টও হইবে, ইশাবেল।"

যদিও ইশাবেল্ এই সাক্ষাৎকারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা অস্বাভাবিক শান্ত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই কথা বলিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার মুখের যে ঘন ঘন ভাবান্তর হইতে লাগিল, এবং হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন প্রশমিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে যে ভাবে তিনি দুই হাতে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিতে লাগিলেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল, হৃদয়ের সঙ্গে এই যুদ্ধে তাঁহাকে কতটা আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে! তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "স্যার ফ্রান্সিস্, এক কারণে, তোমাকে দেখিয়া আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া হওয়া আবশ্যক। সেই জন্যই তুমি আসাতে আমি সন্তুষ্ট বোধ করিতেছি। ভাবিয়াছিলাম, পত্র লিখিবার মত শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়া আসিলেই, তোমার নিকট সব লিখিয়া পাঠাইব। তুমি আসাতে তাহার আর

আবশ্যক রহিল না। কোন কথা গোপন না করিয়া, কোন মিথ্যা প্রবঞ্চনার মধ্যে না যাইয়া, খোলাখুলি ভাবে আমি তোমার সঙ্গে ব্যবহার করিব। আশা করি, আমার সঙ্গে তুমিও তেমন ব্যবহারই করিবে।"

বাহ্যিক পরিতৃপ্তির সঙ্গে কাষ্ঠ গুলি সাজাইতে সাজাইতে লেভিসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এই ব্যবহার শব্দের অর্থ কি ?"

"অর্থ—কথা বলা ও কাজ করা। আগে যদি কখনো আমাদের মধ্যে সরল সহজ সত্যের স্থান না হইয়া থাকে, এই সাক্ষাতের সময় যেন তাহা হয়।"

"কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।"

দৃঢ় ভাবে তাহার উপর চক্ষু আনত করিয়া লেডি বলিলেন "নিরেট্ নির্ভাঁজ সত্যই আমাকে বলিবে—ইহাই আমি চাই।"

স্যার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে। মনে রাখিও, আমি নহি, তুমিই এই সমরাহ্বান করিতেছ।"

"আষাঢ় মাসে যখন তুমি যাও, তখন আমার নিকট পবিত্র শপথ করিয়া গিয়াছিলে যে, যথাসময়ের মধ্যেই আসিয়া তুমি আমাকে বিবাহ করিবে। আমার এই 'যথা সময়ের' অর্থ অবশ্যই তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু—"

বাধা দিয়া স্যার ফ্রান্সিস্ কহিলেন, "অবশ্যই যখন শপথ করিয়াছিলাম, তখন আমি মনে প্রাণেই করিয়াছিলাম। কিন্তু যাই লণ্ডনে যাইয়া পদার্পণ করিলাম, অমনিই বিষয় কর্ম্মের মধ্যে একেবারে যেন ডুবিয়া পড়িলাম! কিছুতেই আর মূহূর্ত্তের জন্যও অব্যাহতি পাইতে পারিলাম না! এমন কি, এখনো দুটি দিনের বেশি তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিব না!"

ধীর শান্ত ভাবে শেষ পর্য্যন্ত তাহার কথা শুনিয়া ইশাবেল্ কহিলেন, "ইহার মধ্যেই বিশ্বাস রাখিতে পারিলে না! তোমার কথাগুলি সত্যের নয়,—মিথ্যার, প্রবঞ্চনার! যথাসময়ে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিবার

তোমার ইচ্ছাই ছিল না—নতুবা যাইবার আগেই তুমি এ কাজটা যেমন করিয়াই হউক করিয়া যাইতে পারিতে।"

লেভিসন্ হাসিয়া উঠিলেন,"বা, কি অদ্ভুত কল্পনা তোমার মাথায় খেলে!"

শান্ত ভাবে ইশাবেল্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তুমি চলিয়া যাইবার কিছু দিন পরে একদিন ঝি তোমার ঘরে যাইয়া তোমার কাপড় চোপড় গুলি ঝাড়িয়া রাখিতেছিল। হঠাৎ পকেট হইতে একখানা পত্র পড়িয়া যায়, সে আমার নিকট লইয়া আসে। পোষ্ট আফিসের মোহর দেখিয়া বুঝিলাম, যাইবার দিন তুমি যে দুইখানা পত্র পাইয়াছিলে এ খানা তাহারই একখানা। খুলিয়া দেখিলাম, তালাক্ মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে বলিয়া লেখা রহিয়াছে!"

কথাগুলি এত ধীর শান্ত ভাবে, বাহ্যতঃ এতটা ভাব ও আবেগহীনতার সঙ্গে উচ্চারিত হইল যে, কাপ্তান্ ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু মনে মনে বেশ পরিতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন।—বুঝিলেন যে, এখন আর মুখোস্টা খুলিয়া ফেলিতে তেমন বেগ পাইতে হইবে না।—কিন্তু মেজাজ তাহার কখনই ভাল নহে; আজও যখন জানিলেন যে, চিঠি ধরা পড়িয়া তাঁহার যত মধুর আশ্বাসদান ও প্রতিশ্রুতি, সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে অন্তরে অন্তরে ফুলিতেছিলেন।

নির্ব্বিকার ভাবে ইশাবেল্ আবার বলিতে লাগিলেন, "তখনই আমার চক্ষু খুলিয়া দিলে ভাল হইত না কি? তখনই আমাকে তোমার বলা উচিত ছিল না কি যে, গর্ভস্থ সন্তানটির জন্য যে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমি হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, তাহা মিথ্যার চাইতেও মিথ্যা?"

লেভিসন্ কহিলেন, "কিন্তু আমি ইহা তত ভাল মনে করিয়াছিলাম না! তখন তুমি যেরূপ ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলে, তাহাতে কি আর কোন যুক্তি তর্ক শুনিবার মত শক্তি তোমার ছিল?"

ইশাবেলের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল—কিন্তু তিনি সব চাপিয়া গেলেন— শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসনের পত্নী হইবার মত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করি, এটা বোধ হয় তুমি যুক্তিসঙ্গত মনে কর নাই ?"

ফ্রান্সিস্ উঠিয়া বুটের গোঁড়ালি দিয়া জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড গুলি উস্কাইয়া দিতে লাগিলেন—এবং নির্লজ্জের মত কহিলেন, "আচ্ছা, ইশাবেল্,—একজন স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যে আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে বড় সাংঘাতিক ত্যাগস্বীকার, ইহা বোধ হয় তুমিও সহজেই বুঝিতে পার !"

ইশাবেলের শুষ্ক গণ্ডদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত স্বরেই তিনি কহিলেন, "যখন আমি এই ত্যাগস্বীকারের আশা কি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, তখনো আমার নিজের সুখের জন্য করি নাই—তোমাকে আমি এ কথা বলিয়াছিলামও ; কিন্তু তুমি সে ত্যাগ-স্বীকার কর নাই। ফলে, সন্তানটা—ঐ ত' সে তোমার সম্মুখেই শুইয়া রহিয়াছে—সুধু লজ্জা, সুধু পাপ, সুধু কলঙ্কেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছে !"

তাহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দিকে ঈষৎ ফিরিয়া লেভিসন্ একবার দেখিলেন, শয্যার পার্শ্বে নবপ্রসূত বালকের দোলনাটি টাঙ্গান রহিয়াছে। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া তাহাকে যাইয়া যে দেখিবেন, তাহা তিনি করিলেন না।

শেষে, পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুর কথাগুলির জন্য যেন দুঃখ বোধ করিতেছেন এমন স্বরে কহিলেন, "একটা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধি হইয়া আমি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে যাই, তবে আমার সমস্ত পরিবার এত বিরক্ত হইয়া উঠিবে যে——"

বাধা দিয়া লেডি কহিলেন, "থাম থাম—কেন অনর্থক অনাবশুক ওজর দেখাইবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ ? আজ যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতেও আসিয়া থাকিতে, এমন কি, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য যদি একজন পাদ্রী আনিয়াও এই ঘরে উপস্থিত করিতে তাহাতেও কোন ফল হইত না। ছেলেটা যা অদৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে তাহার আর সংশোধন নাই ; আর, আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তোমার সঙ্গে জীবন-যাপন করার চাইতে অধিকতর দুরদৃষ্টের কথা আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি না !"

তিনি যখন বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবেন, তখন লেডি ইশাবেল্ একটা মহা গোলযোগ বাধাইয়া তুলিবেন, লেভিসনের এই আশঙ্কা ছিল। এখন লেডি তাহা না করাতে, তাহার হৃদয়ে ভারি আনন্দের সঞ্চার হইল ; কিন্তু মুখে ধীর অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আমার উপর যদি তোমার এরূপ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাই জন্মিয়া থাকে, তবে আর আমি কি করিব ?—কিন্তু 'ক্ষতিপূরণ' 'ক্ষতিপূরণ' করিয়া ত' তুমি একবার মহা হৈ চৈ করিয়া ছিলে !"

মাথা নাড়িয়া লেডি কহিলেন "তোমার শক্তিতে এমন কি ক্ষতিপূরণ করিবার আছে, জগৎই বা এমন কি ক্ষতিপূরণ উদ্ভাবন করিতে পারে, যাহাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ? এই পাপ এবং ইহার ফলাফল সবই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।"

বিদ্রূপাত্মক স্বরে লেভিসন্ কহিয়া উঠিলেন, "উঃ—পাপ ! তোমাদের স্ত্রীলোকদের আগেই সে কথা বিবেচনা করা উচিত !"

দুঃখিত ভাবে ইশাবেল্ কহিলেন, "উচিত বই কি !—আর যেন কাহাকেও আমার মত প্রলোভনে না পড়িতে হয় ! ভগবান যেন আগেই তাহার চক্ষু খুলিয়া দেন।"

বড় হঠাৎ লেভিসন্ ক্রোধে দিশাহারা হইয়া পড়েন। তখন তাহার অপরের প্রাণে নিদারুণ আঘাত করিতে বিন্দুমাত্রও সংকোচ বোধ থাকে না। ইশাবেলের কথা শুনিয়া আর তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না—ক্রুদ্ধ স্বরে কহিয়া উঠিলেন "আমার উপর কোন কটাক্ষ করিয়া যদি তুমি এ কথা বলিয়া থাক, তবে তুমি ঠিক প্রকৃত কথা বলিতেছ না। যাহাকে পাপের প্রলোভন বলিতেছ, তাহা বোধ হয় আমার অনুরোধ উপরোধের চাইতে স্বামীর উপর তোমার নিজের যে সন্দেহ ও রাগ ছিল, তাহাই তোমাকে বেশি দেখাইয়াছিল।"

"হাঁ, সত্য কথা।"

"আর—শুনিয়া যদি তোমার এখন কোন তৃপ্তি হয় তবে শোন—তোমার সন্দেহ ও হিংসা সম্পূর্ণই অলীক। পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে দোষারোপ করিতে বসিয়া এখন আর ঢাকিয়া চলিবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

লেডি আবার কাঁপিয়া উঠিলেন; গায় শাল জড়াইতে জড়াইতে কহিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কেমন অলীক সন্দেহ?"

"তোমার স্বামীর এবং বার্‌বারা হেয়ারের পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিলে তাহার মূলে বিশেষ কিছুই ছিল না। অন্ধভাবে, অন্যায়রূপে তুমি আপনার স্বামীকে সন্দেহ করিয়াছ।"

"থামিলে কেন?—বলিয়া যাও।"

"তুমি ভুল করিয়াছিলে, ইশাবেল্! সে ভাবে কখনো কার্‌লাইল্ সেই মেয়েটার কথা মনেও স্থান দেয় নাই।"

"বুঝিলাম না।"

"তাহাদের মধ্যে একটা গোপনীয় বিষয় ছিল—প্রেমের নহে, বিষয় কর্ম্মের। তাহাদের অত যে সাক্ষাৎালাপ, বার্‌বারার এত যে ঘন ঘন যাতায়াত, সে সকলই এই কারণে—অন্য কোনই কারণ ছিল না।"

লেডি ইশাবেলের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; আজিকার সাক্ষাতে আর কখনো এমন হয় নাই ।

এদিকে লেভিসনের স্বরও অনেকটা নরম হইয়া আসিল। বেশ যুক্তিপ্রদভাবেই তিনি এখন কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। তাহার ক্রোধের মাত্রা যখন চড়িতে থাকে, তখনই তাহার স্বরের এরূপ ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে ; এবং মাত্রা যত চড়িতে থাকে, সুর তত মোলায়েম হইয়া আসে, কিন্তু কথার তীব্রতাও ততই বাড়িতে থাকে।—যাহা তিনি এখন বলিতেছেন তাহা না বলিলেই ভাল হইত না কি ?

অনুচ্চ মৃদুস্বরে ইশাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন "কি গোপনীয় বিষয় ?"

"সে সব আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না—তাহারা ত' আর বিশ্বাস করিয়া আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল না। তোমাকেও তাহারা দলে লইয়াছিল না— যদিও এখন যাহা যাহা ঘটিতেছে, কি, ঘটিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে, তাহাতে তোমাকে বলাই তাহাদের ভাল ছিল। হেয়ার পরিবারের সঙ্গে কি একটা কলঙ্কের কথা জড়িত আছে। তাহা লইয়া মিসেস্ হেয়ারের পক্ষ হইয়া কার্লাইল্ কাজ করিতেছিল। বুড়ী নিজে আসিতে পারিত না বলিয়া মেয়েকে তোমার স্বামীর নিকট পাঠাইত। ইহার বেশি আমি আর কিছুই জানি না।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিয়াছিলে ?"

"এইরূপ মনে করিবার আমার কারণ ছিল।"

"অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলিবে কি ?"

"মধ্যে মধ্যে তাহাদের কথাবার্ত্তার কিছু কিছু আমি শুনিয়াছিলাম ; তাহা হইতেই আমি আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।"

লেভিসনের উপর ক্রোধঘৃণাবিমিশ্র দৃষ্টিপাত করিয়া ইশাবেল্ কহিলেন, "কিন্তু কৈ, তুমিত আমায় অন্যরূপ বলিয়াছিলে ?"

লেভিসন্ উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন, "প্রেম ও যুদ্ধে সকল রকমের কৌশল অবলম্বনই সমর্থনীয়।"

পাছে আত্মসম্বরণ করিতে না পারেন, এই ভয়ে ইশাবেল্ তাড়াতাড়ি কোন উত্তর করিতে সাহস করিলেন না। কিয়ৎকাল উভয়েই নীরব রহিলেন, শেষে কাঁধের উপর দিয়া দোলনার দিকে সঙ্কেত করিয়া কাপ্তান্ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন "ঐ ক্ষুদ্র বস্তুটির কি নাম রাখিয়াছ?"

ইশাবেল্ নিতান্ত ঠাণ্ডাভাবে উত্তর করিলেন "ফ্রান্সিস্ লেভিসন্,—উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহার ত' এই নামই পাওয়া উচিত।"

'চল একবার দেখা যাক্—বয়স হইল কত?'

'ভাদ্র মাসের ১৫ই তারিখে হইয়াছে।'

লেভিসন্ উঠিয়া দোল্নার নিকট গেলেন ও আবরণীটি উঠাইয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখিতে কাহার মত হইয়াছে? আমারই মত সুন্দর হইয়াছে বোধ হয়?"

ইশাবেল্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, আকৃতি প্রকৃতিতে যদি তোমারই মত হয় —মনেও আমি তবে প্রার্থনা করি যে কথা বলিবার কি চিন্তা করিবার শক্তি হইবার আগেই যেন সে মরিয়া যায়।" কিন্তু বলিয়াই মনে হইল, যে সঙ্কল্প করিয়াছেন যে আজ আর কিছুতেই তিনি সংযমভ্রষ্ট হইবেন না তাই তৎক্ষণাৎ চাপিয়া গেলেন এবং পুনরায় বাহ্যতঃ বেশ শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন।

তীব্র স্বরে লেভিসন্ কহিলেন "বলিয়া যাও না; থামিলে যে? ইশাবেল্, এত দিনে আমার প্রকৃতি বোধ হয় তুমি ভাল রকমই জানিয়াছ। ঠিক জানিও, আমাকে যাহা বলিবে, সুদে আসলে আমি তাহা পরিশোধ করিব। মনে রাখিও, কীল্টি দিলেই পাট্কেল্টি খাইতে হইবে।"

লেডি কোন উত্তর করিলেন না। ঘুমন্ত শিশুটির উপর আবার আবরণটি টানিয়া দিয়া, লেভিসন আবার আগুনের নিকট আসিলেন ও কয়েক মিনিট্ ইহার দিকে পিঠ্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ঘর ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে কি ইশাবেল ?"

ধীরে ধীরে লেডি উত্তর করিলেন "না, রাখা হয় নাই। সকল ঘরই এখন আমার। বাড়ীভাড়াও এখন আমার নামে চলিতেছে। এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান হইবে না। অনুগ্রহ করিয়া লিখিবার বাক্সটা আমায় আগুয়াইয়া দিবে কি ?—আমার শরীরটা তেমন সবল নয়, তাই বলিতেছি।"

লেভিসন্ বাক্সটি আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন।

তখন বাক্স খুলিয়া কয়েক খানা নোট্ বাহির করিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "মাস খানেক হইবে তোমার নিকট হইতে আমি ইহা পাইয়াছিলাম—ডাকে আসিয়াছিল।"

কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে লেভিসন্ কহিলেন, "কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার করিবার মত ভদ্রতাটুকুও ত' তোমার হয় নাই, ইশাবেল্ ?"

"চল্লিশ পাউণ্ড। কেমন নয় কি ?"

"হইবে।"

"অনুমতি কর, ফেরত দিতেছি। একবার গুণিয়া দেখ।"

বিস্মিত হইয়া ফ্রান্সিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফেরত দিবে—কেন ?"

"তোমার সঙ্গে আর আমার কোনই সংশ্রব নাই। ধর, নোটগুলি নাও, হাত আমার ব্যাথা করিতেছে যে।"

তাহার হাত হইতে নোটগুলি লইয়া লেভিসন্ টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "তোমার যদি এমনই ইচ্ছা হয় যে আমাদের মধ্যে

সকল সম্বন্ধই ছিন্ন হইয়া যায়, তবে তাহাই হউক। আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সম্বন্ধ যখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, তখন আমার বিবেচনায় ইহা করাই আমাদের সর্ব্বোত্তম পন্থা। কারণ যে কুকুর-বিড়ালের মত খাওয়া-খাওয়ি সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে এখন দাঁড়াইবে বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু মনে রাখিও যে, আমি নই, তুমিই ইহা করিলে! তবুও এ কথা তোমাকে কিছুতেই মনে করিতে দিতে পারি না যে, তোমাকে আমি অনাহারে মরিবার পথে ছাড়িয়া দিতেছি। প্রতি ছয় মাস অন্তর তোমাকে কিছু টাকা—পরিমাণটা আমরা উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া নির্দ্ধারণ করিব এখন তোমাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।"

গরম হইয়া ইশাবেল্ কহিলেন, "থাম, থাম, দোহাই তোমার। আমাকে তুমি কি ভাবিতেছ ?"

"কি আবার ভাবিব ?—নতুবা তুমি জীবন কাটাইবে কি করিয়া ? তোমার নিজের হাতে কোন টাকা নাই—একজন না একজনের নিকট হইতে তোমাকে সাহায্য লইতেই হইবে।"

"হউক—কিন্তু না খাইয়া মরিলেও তোমার নিকট লইব না। যদি সমস্ত জগৎ আমার প্রতি বিমুখ হয়, যদি অনাত্মীয় অপরিচিতের নিকট কোন সাহায্য না পাই এবং তখন যদি নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান নিজে খাটিয়াও না করিতে পারি, অথচ তখনো যদি আমার বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক হয়, তবে আমার স্বামীর নিকটই সাহায্য ভিক্ষা করিতে যাইব, তবু তোমার দ্বারস্থ হইব না। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, আমার ইচ্ছা নয় যে, এ প্রসঙ্গ আর চালান হয়।"

ব্যঙ্গ স্বরে স্যার ফ্রান্সিস্ কহিয়া উঠিলেন, "তোমার স্বামী !—উঃ, খুব সদাশয় লোক যা হউক !"

গভীর যন্ত্রণাব্যঞ্জক রক্তচ্ছটায় ইশাবেলের গণ্ডদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, "ঠিক, ঠিক ! আমার পূর্ব্বতন স্বামী, এ কথা বলাই আমার উচিত ছিল। কিন্তু তোমার এ ভুলটা ভাঙ্গাইয়া না দিলেও চলিত !"

"নিজের জন্য কোন সাহায্য না লইলেও এই সন্তানের জন্য তোমাকে লইতেই হইবে। অন্ততঃ সে ত আমার ভাগে পড়িতেছে। তার জন্য বৎসরে কয়েক হাজার টাকা আমি তোমায় দিব।"

যেন কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা দূর হইয়া যায় তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা, এই ভাবে হস্তসঞ্চালন করিয়া লেডি বলিয়া উঠিলেন "এ জীবনে একটি কাণাকড়িও নয়। কখনো যদি তুমি তাহার জন্য টাকা পাঠাইতে যাও, আমি তবে তাহা নদীর জলে ফেলিয়া দিব।" তার পর তীব্র মনস্তাপে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি কে বলিয়া তুমি ভাবিতেছ ? আমাকে তুমি কি মনে করিতেছ ? সংসার হইতে যদিও তুমি আমাকে বহিস্কৃতা করিয়া থাক, তবু জানিও, আমি লর্ড মাউন্ট সেভার্ণেরই কন্যাই।"

"সংসার হইতে যে বাহির হইয়াছ, তাহাতে তোমার দোষও বড় কম নহে—"

তীব্র স্বরে বাধা দিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "সে কথা কি আর আমি জানি না ! সে কথা কি আর আমি বলি নাই ?" বলিয়াই হস্তে হস্ত পেষণ করিতে করিতে তিনি বসিয়া পড়িয়া আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লেভিসন্ কহিলেন, "যাক, এই অন্ধ একগুঁয়ে সংকল্প যদি তুমি ত্যাগ না করিবে, আমি আর তবে কি করিতে পারি ! তবে, কিছুদিন পরেই হয়তঃ তোমাকে আবার এ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে। তখন আমার ব্যাঙ্কারদের কাছে একটু লিখিলেই—"

তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া এই নোটগুলি সরাইয়া ফেলিবে কি ?"

ফ্রান্সিস্ তখন নোটগুলি কুড়াইয়া লইয়া পকেট বইএর মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

লেডি আবার কহিতে লাগিলেন, "পিয়ারীকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিও যে, আজ বৈকালেই যেন সে তোমার কাপড় চোপড়—ইংলণ্ডে যাইবার সময় যে গুলি তুমি এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলে—এখান হইতে সরাইয়া ফেলে। এখন আর কিছু বাকী রহিল না, স্যর ফ্রান্সিস্ এখন তবে পরস্পরের নিকট বিদায় লওয়া যাইতে পারে।"

"আর ভবিষ্যতে বোধ হয় পরম শত্রুভাবেই চলিতে লইবে ?

"না, সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত।—পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

"বেশ! আমার সঙ্গে কি একবার শেষ করমর্দ্দনও করিবে না, ইশাবেল্!

"না, আর ইচ্ছা নাই।"

এই ভাবে তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন। বাহিরে আসিয়া কাপ্তান্ বাড়ীতে যে দুই জন পরিচারিকা ছিল, তাহাদিগের এক এক বৎসরের অগ্রিম বেতন, ও বাড়ীওয়ালাকে এক বৎসরের অগ্রিম ভাড়া চুকাইয়া দিলেন—আর যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এত সহজে যে এমন একটা বিশ্রী বিপৎপূর্ণ কাজ হইতে অব্যাহতি পাইবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই।

আর লেডি ইশাবেল ?—ঠিক তেমনি ভাবে আগুনের কাছে বসিয়া বসিয়াই তিনি সেই অপরাহ্লটি অতিবাহিত করিলেন। পরিচারিকা আসিয়া দুই একবার একটু বিরক্তও করিয়াছিল, কিন্তু লেডি এতটুকুও নড়িলেন না, বরং তাহাকেই বাহির করিয়া দিলেন।

অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশনে আজ তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন; আর কখনো তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই। আপনার এই ভয়ানক বীভৎস অবস্থার সকলগুলি ঘটনাই, আজ উলঙ্গভাবে তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, ইচ্ছা করিয়াই তিনি, স্বামী, সন্তান, গৃহ, ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; ইচ্ছা করিয়াই তিনি আপনার সুনাম ও সৌভাগ্য, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা, দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন; আর জানিয়া শুনিয়াই তিনি ভগবানের বিরক্তি-অনলে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন।—আর, এত সব করিয়া, তাহার লাভ হইয়াছে কি?—আজ তিনি কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন? সমাজে তাহার স্থান কোথায়?—হায়, আজ তিনি একজন ঘৃণিতা সমাজ-চ্যুতা,—পুরুষের কৃপার পাত্রী; স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ ও ঘৃণাভাগিনী!—অন্নবস্ত্রহীনা অনাথা! নিজের, ও যে ক্ষুদ্র প্রাণীটি তাহারই মুখ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহার, অন্ন বস্ত্রের জন্য, আশ্রয় স্থানের জন্য, খুঁটিনাটি সকলেরই জন্য, আজ তাহাকে মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হইবে। পিতৃ-দত্ত কি মাতৃ-দত্ত মূল্যবান্ গহনা তাহার কয়েক খানা মাত্র ছিল; ইষ্ট্ লীন্ হইতে ইহাই তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; স্বামীর প্রদত্ত কোন কিছুই তিনি সঙ্গে আনেন নাই। এখন মনে করিলেন, সেই কয়েকখানা গহনা বিক্রয় করিয়া যে কয় দিন চলে, চালাইবেন। খুব হিসাব করিয়া চলিলে, বোধ হয় ইহাতে সতের আঠারো মাস চলিতে পারে; তার পরে ভবিষ্যতের জন্য যা' হয় একটা উপায় করিয়া লইতে হইবে।—ভাবিলেন, ছেলেটাকে কোন ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, নিজে জর্ম্মান্ দেশে কি ফরাসী দেশে ছেলেপেলেদের শিক্ষয়িত্রী হইয়া যাইবেন।

মিঃ কার্‌লাইল-কৃত কল্পিত দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার একটা

অস্পষ্ট অনির্দ্দেশ্য ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া, তিনি তাহার স্বামীত্ব ও গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কৈ, তাহার প্রতিহিংসা এতটুকুও চরিতার্থ হইয়াছে কি? যে পরিমাণে নিজের আহাম্মকী ও ফ্রান্সিস্ লেভিসনের প্রকৃত চরিত্র তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে কার্‌লাইলের অপরাধের প্রতি তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। অপরাধের বর্ণ ক্রমেই মলিন হইয়া আসিতেছে; তাহার সন্দেহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—না, তিনি বেশই বুঝিতে পারিয়াছেন—যে, তাহারই বিকৃত মস্তিষ্ক ও উত্তেজিত হৃদয় কার্‌লাইলের দোষটিকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বিস্তারে বর্দ্ধিত করিয়া, তিলকে তালে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল! এমন কি, তাহার কলঙ্কের কথা বাসি হইতে না হইতেই, মিঃ কার্‌লাইল্ আইনতঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে না দিতেই, স্বামীর প্রতি বড় অবিচার করা হইয়াছে ভাবিয়া, আপনার মূর্খতার জন্য তাহার প্রাণে অনুতাপের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল এবং হৃদয়ে, যে আকাঙ্ক্ষা আর কখনো পূর্ণ হইবার নহে, তেমন একটি দারুণ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আবার মিঃ কার্‌লাইলের পত্নীরূপে গৃহীত হইবার বাসনা করিলেন! কার্‌লাইলের অসীম গুণগ্রামের কথাই যে কেবল তাহার মনে হইত, তাহা নহে, আপনার সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে, সে গুলি এখন তাহার নিকট অধিকতর মহৎ ও উচ্চ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এখন তাহার সেই অতীত সুখের দিন গুলি কতই সুখের, কতই শান্তির বোধ হইতে লাগিল। বার্‌বারা সংক্রান্ত মিথ্যা সন্দেহের জ্বালায় জ্বলিয়া নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত না করিলে সে সুখের দিন ত' এখনো তাহার থাকিত!—এইরূপ কত কি ভাবনায় হতভাগিনী ইশাবেলের হৃদ্‌পিণ্ড এখন প্রতিনিয়ত মর্দ্দিত ও পেষিত হইতেছে! সর্ব্বোপরি, মিঃ কার্‌লাইলের প্রতি তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি, প্রেম ও আসক্তি ছিল,

এখন তাহা শুধু যে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা নহে—চতুর্গুণ বেগে প্রবাহিত হইয়া অন্তর্গণীয় আকাঙ্ক্ষার আঘাতে আঘাতে তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। জিনিষ থাকিতে তাহার মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না! স্বাস্থ্য, সম্পদ্, শান্তি, প্রশান্ত বিবেক—যখন থাকে, তখন কি আমরা তাহাদিগের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করিয়া থাকি? কিন্তু যাই এই সকল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, অমনি আপনাদের পূর্ব্ব অকৃতজ্ঞ, ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার কথা ভাবিয়া সবিস্ময়ে, সবেদনে হতাশভাবে চাহিয়া থাকি! ইশাবেলেরও আজ সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। যে স্বামীর দৈব মহত্ত্ব, অমানুষিক সহৃদয়তা, হৃদয়ভরা প্রেম তিনি দুই পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজ সেই স্বামীরই বিরহে তাহার প্রাণে জীবন্ত দহনজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে; আমরণ হয়তঃ তাহাকে স্বামীর ও সন্তানের অদর্শন-জনিত জ্বালায় এমনি করিয়াই জ্বলিতে হইবে।

যে অবসাদক ব্যাধির হাত হইতে তিনি এখনো তেমন সারিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই ব্যাধি: লেভিসনের সদ্যপ্রমাণিত অপদার্থতা, এবং আপনার ভীষণ অবস্থার কথা—সকলগুলি এক সঙ্গে হইয়া তাহাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে। এ যে-সে চিন্তা নয়; যাহারা সংসারের জীব, যাহাদিগকে লইয়া সংসার, তাহারা যে ভাবে চিন্তা করে, এ তেমন চিন্তা নয়; সংসারের খেলা যাহাদের ফুরাইয়াছে, জীবনে যাহাদের স্পৃহা নাই, পরজীবন যাহাদিগের অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহারা যে ভাবে চিন্তা করিতে পারে, এ তেমন ভাবের চিন্তা।

—লেভিসনের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া একাকিনী ইশাবেল্, যেন আরও অবলম্বনহীন হইয়া, রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন। সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, কোথাও পুণ্যের একটু নক্ষত্রালোক পর্য্যন্তও নাই—কেবল পাপ, কেবল বিবেক-উপেক্ষা, কেবল কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য!

এখন উপায়?—যে পুস্তক হয়ত পূর্ব্বে, মাত্র দায় ঠেকিয়া কখনো কখনো দেখিয়াছেন, আজ তাহা পরম আগ্রহে, প্রাণের বন্ধুর মত, বুকে তুলিয়া লইলেন। পড়িয়া দেখিলেন "তোমাকেও আমি ত্যাগ করিব না। যাও, আর পাপ করিও না।" "আমার পথে আসিতে হইলে, সকল দুঃখ কষ্ট সাদরে আলিঙ্গন করিতে হইবে।"—কিন্তু, হায়, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণ কি ভীষণ, জ্বালা কি তীব্র!—তথাপি ইশাবেল্ পশ্চাৎপদ হইলেন না। ভাবিলেন, পাপ করিয়াছি, দুঃখ-যন্ত্রণা স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জন করিয়াছি; এখন কেন না নির্ব্বিকার চিত্তে তাহাদের পরিণাম মাথা পাতিয়া লইব? এই সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখে একটা ভাবী শান্তির শীতল ছায়া আসিয়া হৃদয়ের জ্বালা আবরিয়া দাঁড়াইল।—তখন ইশাবেল দৃঢ়পদে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শেষে যখন তিনি উঠিয়া শয়ন করিতে গেলেন, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক দিন যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইল। তাহার বেশ একটু নিদ্রা আসিল। নিদ্রার ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন।—আবার যেন তিনি ইষ্টলিনে গিয়াছেন—ঠিক গিয়াছেন নয়, যেন বরাবরই সেখানে রহিয়াছেন। ঘাসের উপর ছেলে পেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আর মিঃ কার্লাইলের সঙ্গে তিনি পুষ্পোদ্যানে বেড়িয়া বেড়াইতেছেন। তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বামীর বাহু পাশে আবদ্ধ। হঠাৎ যেন বালক আর্কিবল্ড চিৎকার করিয়া উঠিল। ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে যাইয়া তিনি জাগিয়া পড়িলেন। হায়! চিৎকারটি ঠিক কিন্তু আর্কিবল্ডের নহে; তাহার নবপ্রসূত হতভাগ্য বালকের। নিদ্রা ভঙ্গেও মুহূর্ত্তের জন্য ইশাবেলের মনে সেই ইষ্ট্ লীনের কথাই ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল—যেন এখনো তিনি সেই গর্ব্বিত জননী, সম্মানিতা পত্নীই! কিন্তু এ সুখ

ত' মুহূর্ত্তের !—যাই আবার বাস্তব জীবনের তীব্রোজ্জ্বল বিদ্যুৎ ঝলক তাহার মানস আকাশের মধ্য দিয়া ঝল্সাইয়া গেল, অমনি সূঁচিতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর নৈরাশ্য ও যন্ত্রণায় তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।
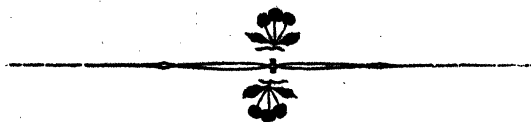
দ্বাদশ অধ্যায়।

জন্মের মত একাকিনী।

—•◆•—

চৈত্র মাস আসিল। পৌষ মাসে লেডি ইশাবেলকে যে বাড়ীতে, যে ঘরে, যে ভাবে বসিতে দেখিয়াছিলেন, আজও তিনি সেই বাড়ীতে সেই ঘরে, সেই ভাবে—আগুনের সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। গৃহে কোন পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হয় নাই—এমন কি, মনে হইবে যেন পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে একটি মাত্র রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে। ছেলের দোল্‌নাটিও সেই ভাবেই টাঙ্গানো রহিয়াছে; শিশুটিও তেমনি ভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে। লেডি ইশাবেল্‌ বড় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যে ক্ষেত্রে শরীর ও মন উভয়ই পীড়িত থাকে, সে ক্ষেত্রে এরূপই হইয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া ইশাবেল্‌ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডগুলি দেখিতেছিলেন, এমন সময় পরিচারিকা সুসান্‌ আসিয়া বলিল যে একজন ইংরেজ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

লেডি চমকিয়া উঠিলেন—এক জন ইংরেজ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে!

পরিচারিকা বলিল "ইংরেজ নিশ্চয়ই।"

বিস্মৃতা, সংসার-বহির্ভূতাকে দেখিতে আবার কে আসিল? হঠাৎ তাহার মনে কি হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন "স্যার ফ্রান্সি—কর্ত্তা ত' নয়?"

ধীরে ধীরে সুসান উত্তর করিল "না, কখনই নয়। এ লোক বেশ এক জন লম্বা চওড়া, রাজার মত ইংরেজ।"

শুনিয়া ইশাবেলের সকলগুলি ধমনী উদ্দাম ভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদ্-পিণ্ড এত জোরে ও এত দ্রুত দপ্ দপ্ করিতে লাগিল যে, তাহার পার্শ্বদ্বয় যেন ফাটিয়া যাইতে উদ্যত হইল। উত্তেজনার আতিশয্যে হতভাগিনী কাতর ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। "সুসান বলে কি, 'লম্বা. চওড়া, রাজার মত ?'—

—এ কি মিঃ কার্‌লাইল্ বই আর কেহ হইতে পারে ?" আশ্চর্য্যের কথা যে এমন একটা অস্বাভাবিক ধারণাও ইশাবেলের মনে স্থান পাইল। —শান্ত মুহূর্ত্তে কখনই বোধ হয় তিনি একথা হৃদয়ের কোণেও স্থান দিতে পারিতেন না।—ইশাবেল্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কম্পিত পদে গৃহের দরজার নিকট যাইয়া নিম্নে অবতরণ করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিয়া সুসানের মুখ ছুটিল—

"ঠাকুরাণীর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল কি ? এই শরীর লইয়া নীচের তলায় যাইতে গেলে, পথেই 'অক্কা' পাইতে হইবে। ঠাকুরাণী কি জানেন না যে সকলের শেষের ধাপটা সীসার। তার উপর পড়িলে মাথা কি আর মাথা থাকিবে ? —অন্ততঃ হাসপাতালে না গেলে ত' নয়। ঘরেই বসিয়া থাকুন না—ওকেই ডাকিয়া আনিব এখন। আর তা'তে দোষটাই বা কি ? লোকটার ত' আর পঞ্চাশ বৎসরের কম বয়স হইবে না—চুল পাকিয়া ত' শনের নুড়ি হইয়াছে।"

—আগন্তুক যে মিঃ কার্‌লাইল্ নহেন, এখন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই রহিল না। তখন ইশাবেলের উৎক্ষিপ্ত হৃদয় আবার প্রশান্তভাব ধারণ করিল। তিনি যে এতটা আহাম্মক যে ভাবিয়াছিলেন কার্‌লাইল্ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, টাকার কথা বলিবার জন্য ফ্রান্সিস্ লেভিসন হয়তঃ কাহাকেও পাঠাইয়া থাকিবে। যদি তাই

হয়, সংকল্প করিলেন, তবে তাহার সঙ্গে দেখাই করিবেন না। তার পর পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন "যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তার নাম কি, কেন আসিয়াছে।"

সুশান চলিয়া গেল কিন্তু অবিলম্বেই আবার একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই ডাকিয়া থাকুক, কি আগন্তুক আপনা হইতেই আসিয়া থাকুন—তিনি আসিয়া একেবারে লেডি ইশাবেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাহার উপর চক্ষু পড়িতে না পড়িতেই, লজ্জা ও ঘৃণায় রমণী দুই হাতে আরক্তিম গণ্ড ও চক্ষুর্দ্বয় চাপিয়া ধরিলেন।—আগন্তুক অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং লর্ড মাউন্ট্ সেভার্ণ।

উভয় পক্ষে কিয়ৎকাল যন্ত্রণাপ্রদ বাক্যের আদান-প্রদানের পরে লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি যে এখানে আছি, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

"ফ্রান্সিস্ লেভিসনের সঙ্গে দেখা করিয়া আমি তোমার ঠিকানা চাই। সম্প্রতি এমন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে আর সদ্ভাব নাই। তাই কাল বিলম্ব না করিয়া সে তোমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

শুষ্ক ক্ষীণ বদনমণ্ডল উত্তোলিত করিয়া ইশাবেল্ বলিতে লাগিলেন "বিগত আষাঢ় মাস হইতে—" তার পর হঠাৎ বিরত হইয়া কহিলেন "আমি মন্দ বলিয়া আমাকে একেবারে যা' নয়, তাই ভাবিবেন না। বিগত পৌষ মাসে একবার মাত্র ঘণ্টা খানেকের মত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাও আবার পরস্পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য। তার পর আমরা চিরজীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়াছি।"

"তার সম্বন্ধে তুমি কোন নূতন সংবাদ রাখ কি?" "না, বিশেষ

কিছুই নয়। দেশে কি হইতেছে, না হইতেছে, আমি তার কোন খবরই পাই না। কেমন করিয়াই বা জানিব ?—কোন সংবাদ-পত্রও রাখি না, কাহারও সঙ্গে চিঠি পত্র লেখালেখিও করি না। আমার নিকট পত্র লিখিতে আর বোধ হয় তার সাহস হইবে না।"

তখন লর্ড বাহাদুর বলিলেন "তবে তার সম্বন্ধে আমি তোমাকে যে সংবাদ দিতে যাইতেছি, তাহাতে বোধ হয় তোমার প্রাণে তেমন আঘাত লাগিবে না ?"

ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "তাহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকার ঘটিলে আমি যতটা আঘাত পাইব, এত আর কিছুতেই পাইব না।"

"সে বিবাহ করিয়াছে।"

"পরমেশ্বর তাহার স্ত্রীকে যেন দয়া করেন"—লেডির মুখ হইতে স্বধু এই কথা কয়টি বাহির হইল।

"য়্যালাইস্ চালোনারকে বিবাহ করিয়াছে।"

ভ্রূযুগ উৎক্ষিপ্ত করিয়া অতিমাত্র বিস্ময়ের স্বরে ইশাবেল কহিলেন "য়্যালাইস্ ?—ব্ল্যাঞ্চিকে নয় ?"

"শুনা যায় যে ব্ল্যাঞ্চির সঙ্গে সে নাকি ভারি শঠতাই করিয়াছে। অনেক দিন পর্য্যন্ত নাকি তাকে আশার উপর আশা দিয়া অবশেষে হঠাৎ সে তার ছোট ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাহিল। যে দিন বিবাহ হইবে, আমি তার আগের দিন মাত্র জানিতে পারিলাম। জানিয়াই যে গির্জ্জায় তাহার বিবাহ হইবে, তাহার আগেই আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।"

নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ইশাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, বিবাহ বন্ধ করিতে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই না। এরূপ কোন কিছু করিবার আমার কি সাধ্য ছিল ? তোমার সম্বন্ধে সে কি করিয়াছে এবং তুমি কোথায় আছ, ইহা জানিতেই

আমি সেখানে গিয়াছিলাম। সে আমাকে এই ঠিকানা দিয়া দের, কিন্তু বলে যে গত পৌষ মাস হইতে সে আর তোমার কোন সংবাদই রাখে না।"

তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব রহিলেন। লর্ড মাউণ্ট্-সেভার্ণ কথনো যেন কিছু ভাবিতেছেন, আবার কথনো কক্ষটির চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন; আর ইশাবেল অবনত মস্তকে বসিয়া বসিয়া অঙ্গুলি খুঁড়িতে লাগিলেন।

শেষে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন? আমি ত' এত অনুগ্রহের উপযুক্ত নই। আপনার নামে আমি যথেষ্টই কলঙ্ক দিয়াছি!"

অপরাধের বেলা লর্ডমাউণ্ট্সেভার্ণ কথনো চক্ষু বুজিয়া যাইতে পারিতেন না। যতদূর সাধ্য কর্কশ স্বরে কহিলেন "সুধু কি আমার?—না, তোমার নিজের নামে, তোমার সন্তানদের নামেও দিয়াছ। —কিন্তু তা' বলিয়া নিকটতম আত্মীয় হইয়া আমি আর তোমাকে ফেলিয়া দিতে পারি না। আবার তুমি নিঃসহায় হইয়াছ; তাই আবার তোমার তত্ত্বতালাফি করিতে আমি বাধ্য; এবং ইহাও আমার দেখা উচিত—অবশ্যই আমার যতটা সাধ্য—যে তুমি আরও নীচে না নামিয়া পড়।"

—হতভাগিনীকে এতটা আঘাত না করিলেই যেন ভাল হইত।—কিন্তু যে ভাবে ইশাবেল্ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সকল গুলি কথার অর্থ বুঝিয়াছেন এমন ত' বোধ হইতেছে না।

লর্ড বাহাদুর আবার কহিলেন "এখন ত' তোমার হাতে একটি কপর্দ্দকও নাই। কি ভাবে দিন কাটাইবে, স্থির করিয়াছ?"

"না, এখনো হাতে কিছু আছে। যখন—" তীব্র এবং উদ্ধত স্বরে লর্ড বাধা দিয়া উঠিলেন "তার টাকা ?"

ঘৃণা-বিমিশ্র বিরক্তির স্বরে ইশাবেল কহিলেন "না, আমার গহনা আমি বিক্রয় করিতেছি। সে গুলি যখন ফুরাইয়া আসিবে, তখন মাষ্টারী, কি যা হয় একটা কোন কাজ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।"

লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "গহনা! কৈ, মিঃ কার্‌লাইল্ ত' বলিয়াছিলেন যে ইষ্ট্‌লীন্ হইতে তুমি কিছুই লইয়া আস নাই।"

"না, তাঁহার প্রদত্ত কিছুই আনি নাই। এ সকলই আমি বিবাহের পূর্ব্বে পাইয়াছিলাম।" তার পরে বাধ-বাধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে আপনি মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন ?"

ক্রুদ্ধ বিরক্তির সঙ্গে লর্ড প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন "দেখা করিয়াছিলাম!—একথা আবার তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমারই পরিবারের একজন তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত করিবার পর, তাহার দুঃখে ও মনস্তাপে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে আমার কি মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত হইত ? আমার যাইবার আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল,—তোমার এরূপ আচরণের মূলে কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় কিনা সেটাও আমার লক্ষ্য ছিল।—কারণ যখন এই কলঙ্কের কথাটা যাইয়া আমার কাণে পৌছায়, তখন বাস্তবিকই আমার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তুমি পাগল হইয়াছ। যাহাদিগকে আমি নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিতে পারিতাম, তুমিও তাহাদেরই একজন ছিলে!—আমার কিছুতেই মনে হয় নাই যে, তুমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এমন কাজ করিয়াছ!—কিন্তু মিঃ কার্‌লাইলও, দেখিলাম, আমারই মত অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন—তিনিও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আচ্ছা, ইশাবেল, কেমন করিয়া তাহার মত স্বামীর প্রাণে তুমি এমন আঘাতটা করিলে?”

ইশাবেলের মস্তক ক্রমশই অধিকতর অবনত হইয়া আসিতে লাগিল, এবং তাহার শুষ্কক্ষীণ গণ্ডদ্বয় কলঙ্কের ও লজ্জার আভায় উজলিয়া উঠিল। তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলেন, অমন্ স্নেহপরায়ণ স্বামীর হৃদয়ে অযথা কি নিদারুণ আঘাতই না করিয়াছেন! লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তাহার অনুতপ্ত মুখের ভাব বুঝিতে পারিলেন।

বলিলেন—এবার তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতা কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছে, এবং এই প্রথম তিনি ইশাবেলকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন—বলিলেন “ইশাবেল্, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আজ তুমি স্বকৃত ব্যাধির শোচনীয় ফল ভোগ করিতেছ! এখন একবার আমায় বল, কেমন করিয়া এ সব ঘটিল?—কোন্ সয়তানের প্রলোভনে ভুলিয়া তুমি ঐ দুষ্ট লোকের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলে?”

মনের আবেগে ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন “দুষ্ট লোক!—নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, নীচাশয়!”

“তোমার বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভেই, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য, তাহার সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য, এমন কি তাহাকে তোমার গৃহে প্রবেশ করিতেও না দিবার জন্য, আমিত’ তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।”

মৃদু স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন “তাহাকে ইষ্টলীনে আমি নেওয়াইয়া ছিলাম না। মিঃ কারলাইল্ই তাহাকে চিঠি লিখিয়া আনিয়াছিলেন।”

তীব্র মন্তব্য হইল “তা, জানি।—কিন্তু তিনি আনিয়াছিলেন কেন?—তাহার গভীর সরল বিশ্বাস ছিল যে, তাহার স্ত্রী তাহারই—আত্মমর্য্যাদাবোধ-পূর্ণা বিশ্বাসযোগ্যা রমণী। তিনি কি আর জানিতেন যে, তুমি এমন!”

লজ্জাকাতর-মুখে অধোনেত্রে হতভাগিনী নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন—উত্তর করিবার যে আর কিছুই নাই !

লর্ড আবার বলিতে লাগিলেন "যদি কখনো কোনো স্ত্রীলোক সৎস্বামী পাইয়া থাকে—যে ভাবেই ধরনা কেন—তবে তুমিই মিঃ কার্‌লাইলকে পাইয়াছিলে। পুরুষ যদি কখনো স্ত্রীকে ভাল বাসিয়া থাকে, তবে কার্‌লাইল্‌ই বাসিয়াছিলেন। কোন্ মুখে, কোন্ প্রাণে তুমি তা'কে এমন প্রতিদান দিলে ?"

জড়িত ভাবে, যেন অজ্ঞাতসারে, ইশাবেল্ শালের প্রান্তভাগ অঙ্গুলিতে বেষ্টন করিতে লাগিলেন ।

মাউণ্টসেভার্ণ আবার বলিতে লাগিলেন "তোমার স্বামীর উদ্দেশ্যে তুমি যে পত্রখানা লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলে, আমি তাহা পড়িয়া দেখিয়াছি। মিঃ কার্‌লাইল্‌ই আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন—বোধ হয়, আমাকে বই তিনি আর কখনো তাহা কাহাকেও দেখিতে দেন নাই।—তোমার সেই পত্রের মর্ম্ম তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—আমিও পারি নাই।—তবে, তুমি চলিয়া আসিবার পরে আভাষে কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, তাহার ভগিনীর জন্য ইষ্ট্‌লীনে তুমি তেমন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পার নাই। এ জন্যও—যদি ইহা প্রকৃতই হয়—কার্‌লাইল্ তোমাকেই দোষ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মন খুলিয়া দুটা কথা তাহাকে বলিলেইত সব ঠিক হইয়া যাইতে পারিত।—যাই হউক, আমি বেশ বুঝিয়াছি, (তোমার পত্রেও তা'র যথেষ্ট প্রমাণ আছে) যে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে, ইষ্ট্‌লীনে মিস্ কর্ণি ছিলেন বলিয়াই তুমি আমাদের সকলের মুখে কালি দিয়াছ, নিজের ও এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

কাতর ও নিস্তেজ ভাবে ইশাবেল্ কহিলেন "দোহাই আপনার, একথা গুলি আর তুলিবেন না। এখন ত' আর অতীত ফিরিয়া পাইব না !"

কিন্তু লর্ড বাহাদুর জেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুলিব না ?—অবশ্যই তুলিব ; তুলিতেই আসিয়াছি। লোকটা এখানে থাকিতে ত' আর আসিতে পারি নাই। যখন কোন স্ত্রীলোকের জীবনে এইরূপ দুর্ব্বোধ্য কোন ঘটনা ঘটে, তখন পিতার উচিত—তাহার উদ্দেশ্য, কারণ ও কার্য্য সকলই তলাইয়া দেখেন।—যদিও, যেমন এ ক্ষেত্রে হইয়াছে, তখন প্রতীকারের আর কোন উপায় বা সম্ভাবনা থাকে না। তোমার বাবা নাই সত্য ; কিন্তু তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমি রহিয়াছি। তোমার আর কে আছে ?"

দরবিগলিত ধারে ইশাবেলের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ; প্রতিরোধের কোন' চেষ্টা না করিয়া তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। লর্ড আবার বলিতে লাগিলেন "তোমার সেই অদ্ভুত চিঠিখানা না পাইলে আমি ভাবিতাম যে নিশ্চয়ই সেই কুকুরের প্রেমে পাগল হইয়া তুমি এমন কাজ করিয়াছ !—কিন্তু তোমার চিঠিখানা ব্যাপারটাকে অন্যভাবে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে তুমি লিখিয়াছিলে যে তোমার স্বামীই তোমাকে এরূপ কাজে প্রণোদিত করিয়াছেন ?"

অতি অস্ফুট স্বরে লেডি উত্তর করিলেন "তা' তিনি জানিতেন।"

তীব্র পরুষ স্বরে উত্তর হইল "না, তিনি জানিতেন না। কার্‌লাইলের অপেক্ষা অধিকতর সত্যপরায়ণ, অধিকতর সম্মানার্হ পুরুষ এজগতে বোধ হয় আর নাই। শোকের তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াও যখন তিনি বলিয়াছেন যে তোমার কথার ঘুণাক্ষরও তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তখন জীবন পণ রাখিয়াও আমি বলিতে পারি যে, বাস্তবিকই তিনি বুঝিতে পারেন নাই।"

ইশাবেল্ জানিতেন, লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ যখন জানিবার জন্ত দৃঢ়-সংকল্প হইয়া কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকেন, তখন কোন মতেই

সেই প্রশ্ন এড়াইতে পারা যায় না। তা' ছাড়া, তাহার নিজের শরীর এবং মনও এখন এত দুর্ব্বল যে, মাউণ্টসেভার্ণের ইচ্ছা প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি আর তাহার নাই। নিতান্ত অবসন্ন ভাবে, অনুচ্চ ও কম্পিত স্বরে তিনি বলিলেন "আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, আমার জন্য আর তা'র ভালবাসা নাই। আমাকে ত্যাগ করিয়া তিনি অপরের হইয়াছেন।"

বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমায় 'ত্যাগ করিয়া' কথার মানে কি?—সে ত' তোমাকে লইয়াই ঘরকন্না করিতেছিল?"

অনুচ্চ জড়িত স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "মনে মনেও ত, ত্যাগ করা যায়!"

উত্তেজিত ভাবে মাউণ্টসেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "ঘোড়ার ডিম্ করা যায়!—হাঁ, ঠিক ঠিক, বসিয়া বসিয়া আমি আর কার্‌লাইল্‌ও তোমার পত্রের এইরূপ মানেই করিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম যে, হিংসায় ও সন্দেহে জ্বলিয়াই তুমি এমন কাজ করিয়াছ, এবং প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া ঐরূপ পত্র লিখিয়াছ। আমি কার্‌লাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—শুনিতেছ কি ইশাবেল্, কাহারও নিকট এ সম্বন্ধে দন্তস্ফুটও করিবনা, এইরূপ শপথ করিয়া—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইশাবেলের এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল কি? জগদীশ্বরকে সাক্ষী করিয়াই যেন কার্‌লাইল্ বলিয়াছিলেন,' তিনি কখনো তোমাকে তেমন ভাবিবার কারণ প্রদান করেন নাই; কায়মনো-বাক্যে চিরকালই তিনি তোমার বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন; এবং তাঁহার যতদূর মনে আছে, তাহাতে তোমাকে বিবাহ করা অবধি কখনো তিনি কোন স্ত্রীলোকের দিকে একটিবারও প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করেন নাই।

তুমি—এক তুমিই তাহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিলে।” তার পরে অর্থসূচকভাবে একটু কাশিয়া, তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন “বোধহয় অতি অল্পসংখ্যক স্বামীই এরূপ কথা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন।”

উপায়হীনা মন্দভাগিনীর শিরা ও ধমনীগুলি ভীষণবেগে স্পন্দিত হইতেছে। কথাগুলি যে অতিমাত্র সত্য, আপনার অন্ধ সন্দেহ ও হিংসা যে সম্পূর্ণই ভ্রান্ত এবং অমূলক ছিল, এইরূপ একটা দৃঢ় প্রত্যয় তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল।

লর্ড বাহাদুর আবার আরম্ভ করিলেন “ইহার পরে তোমার লিখিত অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তোমার নিজের দুরভিসন্ধি ও কুবাসনা সমর্থন করিবার যে নির্লজ্জ ছলা মাত্র, তাহা বুঝিতে আর আমার বাকী থাকিল না। কার্লাইল্‌কেও আমি সেই কথাই বলিলাম; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক বাড়ীতে বসিয়া তুমি আর সেই পশুটা এতটা করিয়া বসিলে, আর কেমন করিয়া তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। আর তিনি কি উত্তর করিয়াছিলেন, শুনিবে কি?—বলিলেন “তাঁহার সততা ও সতীত্ব সম্বন্ধে আমার মনে নিভাজ আস্থা ছিল—এতটা যে, তিনি যদি সেই লোকটার সঙ্গে, যা'র তা'র সঙ্গে, পৃথিবী বেড়াইয়াও আসিতে চাহিতেন, আমি তাহাতেও আপত্তি করিতাম না!”

বাগ্‌বিদগ্ধা রমণী যন্ত্রণাপ্রদভাবে করে কর পেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কৈ—তাহাতে তাহার প্রাণের যন্ত্রণার লাঘব হইল কৈ?

বৃদ্ধ আবার কহিতে লাগিলেন “কার্লাইলের নিকট শুনিয়াছিলাম যে সে সময়ে তিনি কাজ কর্ম্মে অসাধারণরূপে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের আফিসের কাজ ছাড়া প্রতিবেশী কোন্ পরিবারের কি একটা গোপনীয় বিষয় লইয়াও নাকি তাহাকে অনেক খাটিতে হইয়াছে—আফিসের পরেও একাধিক

বার তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে। এই পরিবারের সঙ্গে তাহাদিগের অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা, কাজেই তাহাদের এই কার্য্য তিনি কতকটা নিজ কার্য্যের মত যত্ন লইয়া করিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া যখন আমি বলিলাম যে এই জন্যই বোধ হয় বাড়ীতে কি হইতেছিল, না ছিল, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, তখন তিনি বলিলেন যে, যে দিন—যে দিন এই শোচনীয় ঘটনাটা ঘটে, সে দিন রাত্রে নাকি কোথায় তোমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, এবং এই গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবেই দুই জন লোকের সঙ্গে রাত্রিতে আফিস বাড়ীতে অতি সংগোপনে তাহাকে দেখা করিতে হইয়াছিল বলিয়া, তিনি তোমার সঙ্গে যাইতে পারেন নাই।"

শুষ্ক, কম্পিত ওষ্ঠে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "এই পরিবারের নাম কি তিনি—আপনাকে বলিয়াছিলেন?"

"হাঁ, বলিয়াছিলেন বৈ কি?—তবে এখন আমার ঠিক মনে হইতেছে না। র‍্যাবিট, র‍্যাবিট্ ('হেয়ার' অর্থ খরগোস, আর র‍্যাবিট্ অর্থও খরগোস্—তাই এই গোলযোগ!) এই রকমই কি একটা নাম হইবে"—

"হেয়ার কি?"

"হাঁ, হাঁ—হেয়ারই। তিনি সঙ্গে না যাওয়াতে তুমি নাকি কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলে; এই জন্য আফিসে ঐ লোক দুইটির সঙ্গে দেখা হইয়া গেলে, তিনি নিমন্ত্রণে যাইবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে যে কাজ ছিল, তাহা হইয়া গেলে তেমনি দুষ্পরিহার্য্য প্রয়োজনে তাহাকে আবার মিসেস্ হেয়ারের ওখানে অপেক্ষা করিতে হয়।"

মুহূর্ত্তের জন্য আবার সেই বিগত মানসিক যন্ত্রণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ইশাবেল বলিয়া উঠিলেন "আঃ, কি দুষ্পরিহার্য্য প্রয়োজন!—চন্দ্রালোকে কুমারী বার্‌বারাকে লইয়া তাহাদের প্রমোদ-উদ্যানে পাদচারণা করিতেছিল, গাড়ীতে যাইবার সময় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম।"

তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, পরিহাস-বিজৃম্ভিত তিরস্কারের স্বরে মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিয়া উঠিলেন "আর অমনি হিংসায় তোমার বুক জ্বলিয়া গেল!" তার পর মস্তকটি তাহার দিকে কতকটা বাড়াইয়া দিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "শোন ইশাবেল! তোমার এখনকার গলার স্বরেই বুঝিতেছি, তুমি তখন মনে করিয়াছিলে যে এইরূপ ভাবে তাহারা পরস্পরের সঙ্গ-সুখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু শোন, আমি বলিতেছি, যে তাহারা—অন্ততঃ মিঃ কার্‌লাইল্‌—তখন সেখানে পাহাড়া দিতেছিলেন। ধরা পড়িলেই যাহাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে, এবং দেখিতে পাইলে পিতাই যাহাকে সর্ব্বপ্রথম ধরাইয়া দিতে যাইবে, এমন একজন হতভাগ্য তখন ঐ বাড়ীতে মার সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাৎ-সুখ ভোগ করিতেছিল।—সাত, সাতটি বৎসর পরে তাহাদের এই সাক্ষাৎ! তোমার আচরণজনিত শোক, এবং উত্তেজনায়, বিশ্বাস করিয়া কার্‌লাইল্‌ এত গুলি কথা আমায় বলিয়াছিলেন।"

অতীত অনুশোচনীয় মূর্খতার কথা মনে করিয়া ইশাবেলের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু হায়, এখন যে আর কোন প্রতিবিধানই নাই!

তথাপি, আপনার দোষ ক্ষালনের কতকটা দুর্ব্বল চেষ্টা করিতে যাইয়া তিনি বলিলেন "তা' যেন হইল! কিন্তু সে ত' বরাবরই বার্‌বারার সঙ্গে বেশি মেশামেশি করিত?"

"এই ব্যাপারের সংশ্রবেই বার্‌বারাকে অনেক সময় তাহার নিকট আসিতে হইত; বাপের জানিবার ভয়ে তাহার মা যে আসিতে পারিতেন না।" তার পর তীব্র বিদ্রূপের স্বরে মাউণ্ট্‌সেভার্ণ বলিলেন "এবং এই রকমেই তুমি দায় ঠেকা সাক্ষাতালাপ গুলিকে প্রেমের সাক্ষাতালাপ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলে! আর আমি কিনা ভাবিয়াছিলাম যে, তোমার

বেশ বুদ্ধি শুদ্ধি আছে!—যাহাই হউক, ইহাতেই কি তোমার অমন্ একটা ভীষণ আগুনে ঝাঁপ দেওয়া উচিত হইয়াছিল? নিশ্চয়ই নয়, কথনই নয়। যাই বলনা কেন, ইশাবেল, আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি ঐ ধূর্ত্তের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াই একাজ করিয়াছিলে।"

কাতর স্বরে অনুতপ্তা কহিলেন "এখন ত' সকলই শেষ হইয়াছে!"

"কার্‌লাইল্ তোমাকে—একমাত্র তোমাকেই হৃদয়ে স্থান দান করিয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনে তুমি যে পরিমাণ সুখের অধিকারিণী হইয়াছিলে অতি অল্প স্ত্রীলোকেই ততটা সুখভাগিনী হইয়া থাকে। —কার্‌লাইল্ একজন ন্যায়নিষ্ঠ চরিত্রবান্ পুরুষ; তিনি প্রকৃতির বরপুত্র. তাহাকে জন্ম দিয়া, তাহাকে কোলে করিয়া সমগ্র ইংলণ্ড গৌরবান্বিত। যতই তাহাকে দেখিতেছি, যতই তাহাকে চিনিতেছি, ততই তাহার মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখিয়া আমি ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছি। ক্ষতিপূরণের দাবী তিনি আইনতঃ করিতে পারিতেন, ইহা বোধ হয় তুমি জান। কিন্তু সে সম্বন্ধেও তিনি কি করিয়াছেন তাহা তুমি জান কি?"

ইশাবেল্ মাথা নাড়িলেন।

লর্ড বাহাদুর বলিতে লাগিলেন "তিনি ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না; কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিবার (তালাক দিবার) জন্য প্রার্থনা করিলে জুরিরা, সেই বদ্‌মায়েসের বিরুদ্ধে অনেক টাকার একটা ডিক্রী দেন। সে যখন তাহার খুল্লপিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হয়, তখন এই টাকাটা আদায় করা হয়। কিন্তু কার্‌লাইল্ সেই টাকা লইয়া কি করিয়াছেন জান?—তিনি টাকাটা প্রাদেশিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে সমস্তই দান করিয়াছেন। আগেকার লোকের মত তাহারও বিশ্বাস, স্ত্রীর কলঙ্ক কখনো অর্থে ধৌত হয় না।"

ভগ্নস্বাস্থ্যা হতভাগিনী কাতরস্বরে অনুনয় করিয়া বলিলেন "অনুগ্রহ করিয়া এই প্রসঙ্গ হইতে এখন ক্ষান্ত হউন। আমি দুষ্টার মত, ক্ষিপ্তার মত, ব্যবহার করিয়াছি, এবং আমরণ এখন তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া যাইব। আমার আর বলিবার কিছুই নাই!"

তখন লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "ভবিষ্যতে কোথায় যাইয়া বাস করিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছ!"

"বলিতে পারিনা। যখন এই সহর ছাড়িয়া যাইবার মত সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিব, তখনই এই সহর ছাড়িয়া যাইব।"

"বেশ। এখানকার লোকের চক্ষুর উপর এখন বাস করা তোমার পক্ষে কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে এখানেই ত' তুমি তাহার সঙ্গে বাস করিতেছিলে?"

সকাতরে প্রৌঢ়া বলিলেন "হাঁ, কিন্তু তারা সকলেই মনে করে যে আমি তার স্ত্রী—চাকর-বাকররাও তাই বিশ্বাস করে।"

"যাক্, এটুকুও ভাল। দাস-দাসী কয়জন আছে?"

বর্ত্তমান অবস্থার হিসাবে দুইজন চাকর রাখাও যেন তাঁহার পক্ষে বড় অমিতব্যায়ীতার পরিচায়ক, এইভাবে ইশাবেল্ কহিলেন "এই দুর্ব্বল শরীরে বেশি কাজ করিতে পারিনা কিনা, তাই এখনো দুইজন রাখিয়াছি। খোকা যাই হাটিতে শিখিবে, তখনই একজন দিয়া চালাইতে চেষ্টা করিব।"

লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণ যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। ইশাবেলের হৃদয়ে যাইয়া দারুণ আঘাত করিল, এমন বিস্ময় ও দুঃখের স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন "খোকা!—তবে কি ছেলেও হইয়াছে!"

চরিত্রহীনা জননীর হৃদয় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল; তিনি হস্তে আপনার মুখ আবরিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ আর্ল্ উঠিয়া কক্ষ মধ্যে

সজোরে পদচারণা করিতে লাগিলেন, এবং তীব্র যন্ত্রণায় আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "হায়, হায়! আমি ত' এতদূর জানিতে পারি নাই! উঃ, কি ধূর্ত্ত, হৃদয়হীন বদ্‌মায়েস! এই সন্তান ভূমিষ্ট হইবার আগেই তাহার তোমাকে বিবাহ করা উচিত ছিল," বলিতে বলিতে পাদচারণায় বিরত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তালাক-নামাটা ইহার জন্মিবার আগে বাহির হইয়াছিল না কি?"

"হাঁ, হইয়াছিল।"

"উঃ, কি কাপুরুষ, কি জুচ্চোর! সৎলোক যেন আর তা'র সঙ্গ না করে! ইংলণ্ডের রাণী যেন তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন! হায়, ইশাবেল্ তুমি না একজন আর্‌লের মেয়ে! উঃ, আর তোমার কি পতন!"

কাতরে কৃপাভিক্ষার ভাবে অভিযোক্তার দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া ইশাবেল্ আসন হইতে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন—তাহার বক্ষঃ-পঞ্জর বিদার্ণ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি কাতরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আসিয়া অবধিই আপনি আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্নভিন্ন করিতেছেন! না, আর আমি সহ্য করিতে পারিনা!"

—প্রাণের আবেগে, লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ যতটা বলিবেন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশি বলিয়া ফেলিয়াছেন। আক্রান্তার কাতর চিৎকারে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন—এবং তাহাকে চেয়ারে বসাইতে বসাইতে বলিলেন "আচ্ছা, বস, বস, আর বলিব না। যে বিষয়ের মীমাংসা করিতে আসিয়াছিলাম, এখন সেই কথাই পাড়িব। মাসিক কতটাকা হইলে তোমার চলিতে পারে—যেরূপ আড়ম্বরহীন জীবন তুমি এখন যাপন করিতে চাও, সেইরূপ ভাবে, কিন্তু বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে?"

ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "আমি কোন সাহায্যই লইব না—নিজের জীবিকা আমি নিজেই উপার্জ্জন করিয়া লইব।"

কথা শুনিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের ক্রোধের মাত্রা আবার চড়িয়া গেল। তীব্র স্বরে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "অসম্ভব, অসম্ভব, ইশাবেল্! জীবনে ঢের ভুল করিয়াছ, আর নায়িকাগিরি ফলাইতে যাইয়া ভুলের উপর ভুল করিও না। তোমার খাওয়া পরার জন্য যাহা আবশ্যক আমিই তাহা দিব!—না, কোন প্রতিবাদ আমি শুনিতে চাইনা। আমিই তোমার পিতৃস্থানীয়। অনাহারে মরিবার জন্য, কি খাটিয়া খাইবার জন্য, কি তিনি তোমাকে এমন ভাবে ছাড়িয়া দিতেন?"

কথাগুলি যাইয়া ইশাবেলের হৃদয় যন্ত্রের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; এবং দরবিগলিত ধারে তাহার অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। বাষ্পাকুল কণ্ঠে তিনি বলিলেন "ভাবিয়াছিলাম কি যে মাষ্টারী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।"

"মাষ্টারীতে কত পাইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলে?" অন্যমনস্ক ভাবে ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "বড় বেশি নয়—বৎসরে বড় জোর হাজার দেড়েক টাকা। আপনি বোধ হয় জানেন যে, গান বাজনা আমি বেশ ভাল রকমই জানি। শুধু দিনের বেলায় খাটিলেও বোধ হয় আমি এই টাকাটা উপার্জ্জন করিতে পারিব; এতেই বোধ হয় আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে।"

"চমৎকারই চলিবে!—শোন, প্রতি তিন মাস অন্তর ঐ টাকাটা তুমি আমার নিকট হইতে পাইবে।"

"না, না, এত অনুগ্রহের আমি আর উপযুক্ত নই। কিছুতেই আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কাহারও অনুগ্রহ কি সাহায্য লইবার অধিকার আর আমার নাই।"

"আমার উপর চিরকালই তোমার দাবী থাকিবে। নাও, হইয়াছে, আর বেশি বাড়াবাড়ি করিতে হইবে না। ইচ্ছা করিয়া কোন কর্ত্তব্য হইতেই আমি ভ্রষ্ট হইনা—তা'তে আবার, এটি সুধু কর্ত্তব্য নয়, দায়ীত্বও। ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইয়াই আমি ছয় হাজার টাকা তোমার বার্ষিক নির্দ্ধারিত করিয়া দিব। তুমি ইচ্ছা করিলে, এক সঙ্গে না আনিয়া চা'রবারেও এই টাকাটা আনিতে পার।"

যখন কর্ত্তব্য-বোধে কোন কাজে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ হাত দেন, তখন তাহা হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে যাওয়ার চেষ্টা সম্পুর্ণরূপেই নিষ্ফল, ইশাবেল্ ইহা উত্তমরূপেই জানিতেন। তাই বলিলেন "আচ্ছা, তবে বরং ইহার অর্দ্ধেক দিবেন। তাহাতেই আমার যথেষ্ট হইবে,—বেশ বড় লোকের মত চলিয়া যাইবে।"

"আমি একবার যাহা বলিয়াছি, তাহার আর ব্যতিক্রম হইবে না। আজ হইতে তিন তিন মাস অন্তর দেড়হাজার টাকা করিয়া তুমি পাইবে।" বলিতে বলিতে লর্ড বাহাদুর টেবিলের উপর কয়েকখানা নোট্ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন "এগুলি কিন্তু সেই হিসাবের মধ্যে নহে।"

আপনাকে ইশাবেল্ যত মন্দ ভাবিতেন, এত মন্দ বোধ হয় তাহাকে আর কেহই ভাবিত না। তাই এই অপাত্রন্যস্ত অনুগ্রহ-প্রদর্শনে, লজ্জায় আরক্তিম হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন ' বাস্তবিকই আমার হাতে কিছু নগদ টাকা আছে; আপনি এই নোট কয়খানা উঠাইয়া নিন্ আমার উপর এম্‌নিতেই আপনি অতিরিক্ত দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।"

লর্ড বলিয়া উঠিলেন "বুঝিতে পারিলাম না, তোমার নগদ টাকার অর্থ কি! এই না তুমি আমায় বলিলে যে গহনা বিক্রয় করিয়া খাইতেছ!—নাও, নোট্ কয়খানা তুলিয়া রাখ। তেমন বেশি কিছু নয়—এই কয়েক দিন চলিবার মত মাত্র। দেনা-পত্র আছে কি?"

"না।"

প্রস্থানোদ্যত হইয়া উঠিতে উঠিতে আর্ল্ বলিলেন "হাঁ, খুক সাবধান, কখনো যেন দেনায় জড়াইওনা। কেমন থাক, মধ্যে মধ্যে আমায় লিখিয়া জানাইও, ইশাবেল্।"

জগতের লোকে তাহার কথা কি ভাবে, এই প্রশ্নটা অনেক সময়ই ইশাবেলের মনে উঠিয়া থাকে। তাই হৃদয়ের বিত্রস্ত সাহস সংগ্রহ করিয়া মৃদু স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকে আমার কথা কি বলে?"

ইশাবেল্ যে আবার এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছেন সম্ভবতঃ ইহাতে কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া মাউণ্টসেভার্ণ কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন "যে দিন তুমি আর ফিরিয়া পাইবে না, সেই দিনে, তুমি এখন যে পথে আসিয়াছ এই পথের কোন স্ত্রীলোক গেলে, তুমি যা বলিতে, তাহারাও তোমার সম্বন্ধে তাই বলে। বিশেষ আর কি বলিবে?"

বাস্তবিকই আর কি বলিবে?—হেঁটমুখে, দ্রুতস্পন্দিত বক্ষে ইশাবেল্ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। করমর্দ্দন করিয়া লর্ড বাহাদুর তহার নিকট বিদায় লইলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন।

—ইশাবেলের অপরাধ লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ বরাবরেই খুব গুরুতর মনে করিয়া আসিয়াছেন, সত্য; কিন্তু বেশির ভাগ দোষই তিনি আপনার স্ত্রীর স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হইয়া না পড়িলে ত' আর ইশাবেল্ যাইয়া মিঃ কার্লাইলের ঘাড়ে চাপিয়া বসিতেন না! কতকটা স্ত্রীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার উদ্দেশ্যে, কতকটা তিনিই ইশাবেলের একমাত্র আত্মীয়, এই বোধে,—কলঙ্কিতা, বিপন্না ইশাবেলকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

—দেখা দিয়া, পাপের স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত করিয়া, গালি দিয়া, ভাল বাসিয়া, লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ আবার চলিয়া গেলেন, ইশাবেল্ আবার একাকিনী হইলেন—দু'দিন, একদিন, দু'বছর, চা'র বছরের জন্য নহে, মরণ পর্য্যন্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—— •:※:• ——

বার্‌বারার দুষ্কর্ম্ম।

একদিন গ্রীষ্মের রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণে, সায়াহ্ণ বলিলেই ভাল হয় ;—সূর্য্যরশ্মি তখন তির্য্যক্ গতিতে আসিয়া যাষ্টিস্ হেয়ারের উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল—যাষ্টিস্ হেয়ার, মিসেস্ হেয়ার এবং বার্‌বারা চা-পান করিতে বসিয়াছেন। যুবতী চক্ষের জলে ভাসিতেছেন—পিতা তাহাকে 'দুটো মনের কথা,' বলিতেছেন ; আর জননী, স্বামীর কথায় সায় দিয়া (চির কালই তিনি দিয়া আসিতেছেন ; ঘরে আগুন লাগাইয়া তাহাকে পোড়াইয়া মারিবার কথা হইলেও তিনি সায় দিতেন), আর কন্যার দুঃখেও দুঃখ বোধ করিয়া, চেয়ারে বসিয়া আস্‌ফাঁস্ করিতেছেন।

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ মধ্যে মধ্যেই বার্‌বারা বড় বিরক্ত করিয়া আসিতেছেন। এইত' সেদিন তিনি কেমন বাঞ্ছনীয় একটা বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাহা লইয়াই যাষ্টিস্ আজ একটা তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। কন্যার বিবাহের জন্য যাষ্টিস্ যে খুব একটা ভাবিয়া থাকেন, তাহা নহে—পরিম্লান কুসুমকলিকার ন্যায় কন্যাগুলি শুকাইয়া যাউক্, কি বিবাহের জল পাইয়া তাহারা পুষ্ট ও হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠুক, তাহাতে তাহার বড় বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। বার্‌বারা যাইয়া স্বামীর ঘরসংসারই করুন, কি চিরকাল তাহার স্কন্ধে চাপিয়াই বিরাজ করিতে থাকুন, তাহাতেও তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই (বরং বার্‌বারা কাছে না থাকিলেই লক্ষ্য করিবার অভাবে তাহার

তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ গুলি একেবারেই বৃথা যাইবে)। তার পরে, অর্থের হিসাবেও, বার্‌বারার বিবাহের জন্য তিনি এতটুকু ব্যস্ত নহেন। বিবাহ করুন, আর নাই করুন—যুবতীরত্ন' আর অর্থের অভাব হইবে না। কন্যা পুনঃ পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপিত করিলে সাধারণতঃ যে সকল কারণে অভিভাবক বিরক্ত হইয়া থাকেন, সে সকলের কোনটির জন্যই যাষ্টিস্ গর্জ্জিতেছেন না।

পর-নিন্দা, পর-কুৎসা না থাকিলে সংসার চলিতে পারিত কি না, সে কথা সংসারই বিচার করিয়া দেখিবে। তবে ওয়েষ্ট্‌লীনের যে চলিতে পারেনা, প্রত্যেকের কার্য্যকলাপেই যে ইহার একটু হস্তক্ষেপ করা চাই, আপনার ছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্র দেখিয়া বেড়ান, যে ওয়েষ্ট্‌লীনের স্বভাব,—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বার্‌বারা হেয়ার্ যে চিরকালই বার্‌বারা হেয়ার থাকিবেন—তাহার যে গোত্রান্তর ঘটিলনা—ইহাতেই ওয়েষ্টলীন্ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। 'কি আশ্চর্য্য, দেশে যতগুলি মেয়ে আছে, তার মধ্যে, সৌন্দর্য্যের জন্য, সম্মোহন চাল চলনের জন্য, টাকা পয়সার জন্য, বার্‌বারারই বরং সর্ব্বাগ্রে বিবাহ হইবার কথা, আর সে-ই কিনা এখনো বার্‌বারা হেয়ার'ই থাকিয়া গেল!—তখন গ্রামের যত 'গুজব ওয়ালীরা', বার্‌বারাকে কেহ কেন জিজ্ঞাসা করেনা, এই মহা তথ্যের আবিষ্কার কল্পে, মাথার ঘাম পায় ফেলিতে লাগিলেন।— 'জিজ্ঞাসা করেনা' ইহাই তাহারা সাব্যস্ত করিল; যে সকল মেয়েকে বাস্তবিকই কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেনা, তাহারা যেমন 'কত রাজ পুত্র পাত্রের পুত্র, কোটালের পুত্র আসিয়া সাধিয়াছিল, তবু স্বীকার হই নাই' ধরণের গল্প বলে, বার্‌বারা ত' আর সেরূপ করেন না!—অনেক জল্পনা কল্পনার পরে তাহারা এই মন্তব্যে আসিয়া পৌঁছিল যে, তাহার ভাই সেই যে দুষ্কর্ম্মটা করিয়াছে, তাহারই জন্য আজ পর্য্যন্তও কেহ আসিয়া বার্‌বা-

রাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেনা! আর কর্ম্ম বৈগুণ্যে, কথাটা আবার যাষ্টিসের কাণে যাইয়াও পৌঁছিল! তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িলেন। 'উঃ, সেই নিন্দা, সেই কলঙ্ক, সেই গ্লানি এখনো আমাকে ছাড়িতে জানিল না! যত রাজ্যের পাজি, দুষ্ট, নচ্ছার লোকেরা বলাবলি করিতেছে কিনা, যে, সেই কলঙ্কের দাগ থাকাতেই বার্‌বারার বিবাহ হইতেছে না! আঃ ইচ্ছা হয় যে সমস্ত ওয়েষ্ট্‌লীনটাকে পদদলিত করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিই! ওরে সয়তান রিচার্ড, তোকে ফাঁসি কাঠে না ঝুলান পর্য্যন্ত প্রাণে আর আমার শান্তি হইবেনা!'—যাষ্টিস্‌ এতটাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, বার্‌বারাকে বিবাহ দিলেই যদি লোকে কলঙ্কের কথাটা ভুলিয়া যায়, তবে এখনই তিনি তাহাকে বিবাহ দিতে প্রস্তুত। এমত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে—এপর্য্যন্ত বার্‌বারা চারিটি করিয়াছেন—বৃদ্ধের মেজাজ যে কি পর্য্যন্ত গরম হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

"জেদ করিয়া তুমি এরূপ করিতেছ—সুধু আমাকে রাগাইবার জন্যই তুমি এতগুলি প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছ" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পিতা বজ্র-মুষ্টিতে টেবিলের উপর আঘাত করিলেন; চা পাত্র গুলি ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। রুদ্ধস্বরে ভীতা যুবতী উত্তর করিলেন "না, বাবা, তা' নয়।"

"তবে কেন এমন করিতেছ?"

বালিকা নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মাথা নাড়িয়া পিতা কহিলেন, "কৈ, উত্তর করিতেছনা যে?—উত্তর করিবার তোমার কিছুই নাই।—কিন্তু আমি আজ নাছোড়বান্দা। বল, মেজর থর্ণের অপরাধটা কি?"

বাধ-বাধ স্বরে বার্‌বারা কহিলেন "আমি তা'কে পছন্দ করি না।"

"মিথ্যা কথা। তুমি তা'কে খুব পছন্দ কর—যখনই সে এখানে আসিয়াছে, তখনই তুমি তাকে পছন্দ করিয়াছ।"

"কুটুম্ব হিসাবে তাকে আমি পছন্দ করি বাবা কিন্তু স্বামীর মত নয়।"

ক্রুদ্ধ যাষ্টিস্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "স্বামীর মত নয়! বলে কি! মেয়েটা যে একেবারে ক্ষেপিতে বসিল, দেখিতেছি! স্বামীর মত নয়! বিবাহের আগে কে তোমাকে স্বামীর মত পছন্দ করিতে বলিতেছে? বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কাহাকেও স্বামীর মত মনে করা কি কখনো তুমি কোন যুবতীর পক্ষে আবশ্যক, সঙ্গত, বা সমীচীন বলিয়া শুনিয়াছ?"

—বার্‌বারার মাথা ঘুরিতে লাগিল।—

রুষ্ট পিতা আবার বলিতে লাগিলেন "এদিকে গ্রামকে গ্রাম কি বলিতেছে শুনিয়াছ কি—তারা বলাবলি করিতেছে যে, সেই সে—না, নাম আর লইব না; সহ্য-শক্তির সীমা হারাইয়া বসিব—সেই যে সে একটা জঘন্য কলঙ্কের দাগ রাখিয়া গিয়াছে, সেই জন্যই কেহ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেনা।—একবার ভাবিয়া দেখদেখি, কি ঘৃণা, কি কলঙ্কের কথা।"

"কিন্তু, বাবা, কথাটা ত' আর ঠিক নয়—আমার সম্বন্ধ ত' অনেকই আসিয়াছে।"

পিতা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "সম্বন্ধ আসাতে আর ফল হইল কি? তুমি যে বরাবরই 'না' বলিতেছ। এই ভাবেই কি গ্রামের লোককে জানাইতে হয় যে তোমার সম্বন্ধ আসে? তারা বিশ্বাস করিবে কিসে? বার্‌বারা, তুমি অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য, যথেচ্ছাচারিণী। তোমাকে দিয়া আর আমার কোন ভরসা নাই!"

দরবিগলিতধারে বার্‌বারা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতার হৃদয় এতটুকুও বিগলিত হইল না—তিনি সতেজে সক্রোধে তিরস্কার

ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মিঃ কার্লাইল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

প্রায় পৌনে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়েও তাহার বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—সুধু তাহার ললাট-দেশের উভয় পার্শ্বের কেশরাজি স্থানে স্থানে রজতশুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর তাহার হাব ভাব, কথাবার্ত্তায়ও আগের সেই নিরুদ্বিগ্নতা, সেই প্রফুল্লতার আভাষ পাওয়া যাইতেছে না—এ জীবনে আর যাইবেও না। আর সকল বিষয়েই তিনি সেই আগের মানুষই রহিয়া গিয়াছেন। এখনো তিনি সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কাজের মানুষ; এখনো তাহার সাহচর্য্য জ্ঞানানন্দের নির্ঝর। কিন্তু সাধারণের চক্ষুর নিকট তিনি একেবারেই অপরিবর্ত্তিত। তাঁহাকে দেখিয়াই বার্বারা পলায়নের চেষ্টা করিলেন।

ত্রস্ত দরজার নিকট দাঁড়াইয়া পিতা কহিলেন "না, সেটি হইতেছে না। তোমাকে যখনই কিছু বলিতে আসি, তখনই তুমি ফাঁকি দিয়া এড়াইতে চাও! না, যাইতে পারিবে না—ঠিক হইয়া বসিয়া থাক। মিঃ কার্লাইলের সম্মুখে তোমার যত দুরাচরণের কথা আমি বলিব—দেখি যদি তাহাতেও তোমার লজ্জা হয়।"

নিরুপায় ভাবে যুবতী বসিয়া পড়িলেন—তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুসন্ধিৎসুভাবে কার্লাইল যাষ্টিশের দিকে চাহিলেন; যাষ্টিশ আপনার মনের মত করিয়া সব বুঝাইয়া বলিলেন।

"দুঃখের কথা কি আর বলিব! সেই কলঙ্কের কথাটা ত' তুমি জানই, সেটা তুলিয়াত' লোকে এখন আর বিশেষ কিছুই করিতে পারে না, তাই আবার নূতন ধুয়া ধরিয়াছে,—বলে কি না, যে, সেই জন্যই বারবারার

বিবাহ হইতেছেনা! এই অপবাদ ভোগ করায় চাইতে যার তার সঙ্গে—হাড়ী, ডোম, মেথর যেই কেন না হয়,—মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত নয় কি?—কিন্তু এক্ষেত্রে ত, তাও করিতে হইতেছে না। ব্যাপার শুনিলে তোমার চক্ষুর তারা কপালে উঠিবে! আর না হয়ত, কুড়ি খানেক সম্বন্ধও আসিয়াছে!" তারপর জানু চাপড়াইয়া ক্রুদ্ধ পিতা আবার বলিতে লাগিলেন "হাঁ, কুড়ি খানেকের বেশী ছাড়া কম হইবেনা। আর সে গুলি সম্বন্ধের শব্দে সম্বন্ধ! কিন্তু ইনি করিয়াছেন কি জান?—সব প্রস্তাবেই "না" করিয়া বসিয়াছেন! এই আজই বিবাহের প্রস্তাব লইয়া মেজর থর্ণ আসিয়াছিলেন—আর এই স্বাধীনচিত্তা কন্যা আমার, একবার আমাকে কি এর জননীকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া, একেবারে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন! সপ্তাহ খানেক জলগণ্ডুষ না দিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখিলে যদি এর বুদ্ধিশুদ্ধি ফেরে!"

"এই তীব্র তাড়নায় বারবারা নিতান্ত নিরুপায় ভাবে আর্দ্র চোখে অবনত বদনে বসিয়া রহিয়াছেন। কারলাইল্ একবার তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন। অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া যাষ্টিশ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি, কারলাইল, তুমি বারবারাকে কি করিতে বল?"

কতকটা পরিহাসের স্বরে মিঃ কারলাইল্ কহিলেন, "বিবাহে হয়ত বারবারা কোন মাধুর্য্য দেখিতে পাইতেছে না!"

"কিসেই বা পায়? মেয়েটা ঠিক মনুষ্য প্রকৃতির বাহিরে।" তার পরে অন্য কি কথা মনে হওয়াতে তাড়াতাড়ি এই বিরক্তিকর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল কথা মনে পড়েছে। গেল রাত্রে বাক্স্-হেডে তোমার নামের সঙ্গে বিবাহের কথা শুনিয়াছিলাম। সে আবার কি?"

মানসিক আবেগে কারলাইলের মুখমণ্ডল সুস্পষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়া

উঠিল; কিন্তু তাঁহার স্বরে কি অঙ্গভঙ্গীতে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইলনা। বরং উপেক্ষার স্বরেই উত্তর করিলেন "বটে!"

"তুমি ভারি চালাক কিন্তু হে! একবার মনে ক'রে দেখ তোমার সেই প্রথম—বিবাহ" কথাটাই যাষ্টিশের মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু বিষয়টা কার্‌লাইলের নিকট উত্থাপন করা বড় যুক্তি ও রুচিসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া তিনি তখনই চাপিয়া গেলেন এবং কহিলেন, "তাই তোমার অত স্যার জন্ ডোবেদীর বাড়ীতে যাতায়াতটা হচ্ছে!—বাপের সঙ্গে আলাপ করিতে নয়,—মেয়েকে বিবাহে রাজী করিতে!"

স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কার্‌লাইল্ মন্তব্য করিলেন, "তাই ভাবিয়াই বুঝি, তা'রা সব মজা দেখিতেছিল!—তবে বলি শুনুন—কুমারী ডোবেডীর বিবাহ হইতেছে ঠিকই, আমিই সেই বিবাহের লেখাপড়া করিতেছি।"

"না, না, তা'র কথা হইতেছে না—তা'র যে সমারসেটের সঙ্গে বিবাহ হইবে, তা'ত সকলেই জানে। লুইসাকে লইয়া কথা। বেশ মেয়ে কিন্তু কারলাইল্!"

"বেশ"—কার্‌লাইল্ সুধু এই উত্তরটি করিলেন।

ঘরে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত বোধ করিয়া, কি কার্‌লাইলের নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিবার সুবিধা নাই দেখিয়া, কাপড় চোপড় পরিয়া যাষ্টিশ্ চিরাভ্যস্ত নৈশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন; কিন্তু একটু পরেই রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, পত্নীর দিকে আরক্ত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব আবার শুনিতেছি কি?—সে—সে—নাকি মুটিয়ার মত পোষাক পরিয়া আবার এখানে আসিয়াছিল?"

মিসেস্ হেয়ারের মুখমণ্ডল একেবারে মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া পড়িল। লক্ষ্য করিয়া, যাহাতে হতভাগিনী জননীর এই পরিবর্ত্তন যাষ্টিশের চক্ষুতে পড়িতে না পায়, সেই জন্য, কার্‌লাইল্ আসিয়া তাঁহাকে আঁড়াল করিয়া

দাঁড়াইলেন। হাতে হাত চাপিয়া বার্‌বারা যাইয়া গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কার্‌লাইল্ সবই বুঝিতে পারিয়াছেন; তবু নিরপরাধিনীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া নিতান্ত সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার কথা বলিতেছেন?"

ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাষ্টিশ্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "সেই বিজন্মা ডিকের কথা বলিতেছি। আর কার কথা বলিব? ওয়েষ্টলীনে এমন আর কে আছে যা'র বদ্‌মায়েসের মৃত্যু ঘটিতে পারে?"

চেয়ারে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িতে পড়িতে মিসেস্ হেয়ার রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওহো, রিচার্ডের কথা বলিতেছ? দোহাই ধর্ম্ম! বাস্তবিকই তোমার ঔরসে তা'র জন্ম।"

যাষ্টিশ্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কখনই নয়। হেয়ারের রক্তে তার কখনই জন্ম হয় নাই—তার জন্ম হইয়াছে পাপে, তার জন্ম হইয়াছে কলঙ্কে; তার জন্ম হইয়াছে বজ্জাতীতে।"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে আসিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন, "আঃ কি করিতেছেন, মহাশয়! সুধু তার কথা শুনিলেই ইনি কিরূপ অসুস্থ হইয়া পড়েন, তা' ত' আপনি জানেন; তার উপর আবার এ সব কি করিতেছেন? আচ্ছা, বলুন দেখি, কি শুনিয়াছেন?"

"এই ত কটকের কাছেই লক্সলির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। সে বলিল যে ওয়েষ্টলীনের সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে রিচার্ডকে আবার এখানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে!"

"ওঃ, এই কথা!—তা' ওয়েষ্ট্‌লীন ত' কতই বলে! আপনার মত লোক কেন এই সকল কথায় মন দিতে যাইবে?—আমি ত' একেবারেই গ্রাহ্য করি না। হায় হতভাগ্য রিচার্ড!—সে যেখানেই থাকুক না কেন—"

যাষ্টিস্ আবার চটিয়া উঠিলেন, "না, আমার সাম্‌নে কেহ তাহাকে দয়া দেখাইতে পারিবে না। বটেই ত' 'হতভাগ্য রিচার্ড'! পাজি রিচার্ড, জোচ্চোর রিচার্ড।"

"সে যাই হউক, আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে রিচার্ড এমন আহাম্মক নয় যে সংসারের সকল জায়গা ফেলিয়া সে আবার এই বিপদ্‌সঙ্কুল ওয়েষ্টলীনে প্রাণ খোয়াইতে আসিবে।"

"তবে ওয়েষ্ট্ লীন এ সব মিথ্যা কথা রটায় কেন?"

"মজাই ত' অই খানে! তা' ওয়েষ্ট্ লীনের লোকেরাও বোধ হয় বলিতে পারিবে না। আমি স্বধু বুঝি, তা'দের স্বভাবই এই। এই রকম গুজব শুনিলে ঘৃণার সঙ্গে চুপ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়।"

ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করা ও চুপ করিয়া যাওয়া একেবারেই যাষ্টিসের স্বভাববিরুদ্ধ; তাঁর বরং কিছু হৈচৈ গালাগালি করাই চাই।—কিন্তু কার্‌লাইলের কথায় তা'র বেশ শ্রদ্ধা ছিল; তাই মনে মনে ফুলিয়া, তিনি নীরবে বাহির হইয়া পড়িলেন।

স্বামীকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া কৃতজ্ঞ স্বরে মিসেস্ হেয়ার বলিয়া উঠিলেন, "কি সৌভাগ্য যে তুমি আজ এখানে ছিলে! নিশ্চয়ই আমি সব প্রকাশ করিয়া ফেলিতাম!"

গবাক্ষের দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, লক্সলি যে কথাটা বলিয়াছে, তা' সে শুনিয়াছে কোথায়?"

কার্‌লাইল্ বলিলেন কথাটা "আমি অন্যত্রও শুনিয়াছি।"

যুবতী কাঁপিয়া উঠিলেন—রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া প্রকাশ হইল?"

"যেমন করিয়া হউক, হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে হইবে।"

এমন সময়ে মিসেস্ হেয়ার উঠিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

ঘরে এখন সুধু কার্‌লাইল্ এবং বার্‌বারা।

করে কর পেষণ করিতে করিতে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী কহিয়া উঠিলেন, "হায়, যদি প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িত!—এরূপ চমক ও উদ্বেগে দিন কাটান বড় ভয়ানক। কয়েক দিনের মধ্যেও মা সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবেন না।"

কার্‌লাইলও বলিলেন, "আমারও ত' সেই ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইচ্ছা যে কতদিনে পূরণ হইবে, জানি না!"

অবনত বদনে বার্‌বারা বসিয়া রহিলেন—যেন সঙ্গীর নিকট তাহার কিছু বলিবার আছে; কিন্তু মনের বিশেষ কোন ভাবের জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে অমুচ্চ জড়িত স্বরে বলিয়া ফেলিলেন

"সেই শেষকার রাত্রে রিচার্ড আসল থর্ণকে দেখিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার যে বর্ণনা দিয়াছিল, তাহা তোমার মনে আছে কি?"

"হাঁ।"

"তখন তুমি লক্ষ্য করিয়াছিলে কি—কখনো একথাটা তোমার মনে হইয়াছে কি—যে তার এই বর্ণনা—কোন একজন লোকের সঙ্গে মিলিয়াছিল?"

একটু নীরব থাকিয়া কার্‌লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কথার অর্থ কি?—থর্ণের সম্বন্ধে রিচার্ড বরাবর যে বর্ণনা দিয়াছে, তার সঙ্গেই মিলিয়াছে।"

"রিচার্ড কপালের উপর হইতে—এই এম্‌নি করিয়া চুল সরাইয়া দিবার কথা বলিয়াছিল। হীরার আংটিপরা সাদা ধব্-ধবে হাত দিয়া কাহাকেও তুমি এমন করিতে দেখ নাই কি?"

"ওঃ, অনেকেই অমন্ করিয়া থাকে; আমিও বোধ হয় সময় সময় করি। তাহাতে কি আসিয়া গেল! তোমার কথার অর্থটা কি বার্‌বারা?—কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় নাকি?"

প্রশ্নের উত্তরে বার্‌বারা প্রশ্ন করিলেন "তোমার হয় ?"

"না, কাপ্তান থর্ণ ফস্‌কাইয়া গেল পর, আর কাহারও উপর আমার কখনো কোন সন্দেহ হয় নাই।"

কার্‌লাইলের উত্তরটি বার্‌বারার ওষ্ঠদ্বয় যেন গালা মোহর দিয়া আঁটিয়া ফেলিল। কার্‌লাইলের মনে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার মনে আছে ; যদিও বিশেষ প্রমাণের অভাবে সেই সন্দেহ কখনো কোন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, আর মনে মনে বড়ই বিস্ময় বোধ করিয়াছেন। এত দিন কখনো কখনো তাহার মনে হইয়াছে, কার্‌লাইল্‌ও বোধ হয় এই প্রকার সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ ত' পরিষ্কারই শুনিলেন যে, না, তিনি করেন নাই। যে রাত্রে রিচার্ড থর্ণকে দেখিয়া আসিয়াছে বলিয়া জেদ করিয়াছিল, সেই রাত্রে কার্‌লাইলের উপর যে বিষম বিপৎ-পাত হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিয়া যুবতী কখনো তাহার নিকট আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। রিচার্ডেরও আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নাই। কাজেই বিষয়টা এক প্রকার চাপাই পড়িয়া গিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী মন্তব্যের ভাবে কহিয়া উঠিলেন "আসল ব্যাপারটা যে কোন দিন আর প্রকাশ হইবে, সে বিষয়ে আমার আর বড় ভরসা নাই! হায়, হতভাগ্য রিচার্ডের জন্য কিছুই করা গেল না!"

কার্‌লাইল্ বলিলেন "আমরা যে থর্ণকে দেখিয়াছিলাম, সে যে আসল থর্ণ নয়,—ইহাতেই আমরা হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।"

"না, তা বলিতে পারি না। রিচার্ড যদি আর এক জনকে দেখিয়া আসিয়া, না বলিত যে, থর্ণকে দেখিয়া আসিয়াছে, তবে হইতে পারিতাম।"

"আমার কিন্তু অনেক সময় এমনও মনে হইয়াছে যে, এই শেষের থর্ণ তাহার কল্পনা প্রসূত বই আর কিছুই নহে। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, সে লোকটাকে স্বধু রাত্রে, চন্দ্রের আলোকেই, দেখিতে পাইয়াছে; তাহার পূর্ব্বে কি পরে আর কখনো দেখে নাই। রিচার্ডের মন সর্ব্বদাই থর্ণের ভাবনা ও থর্ণের মূর্ত্তিতে ভরপুর ছিল; তাই বোধ হয় তাহার কল্পনা এক জন সাধারণ পথিককে থর্ণের মূর্ত্তি ধরাইয়া তাহার চক্ষুর নিকট দাঁড় করাইয়াছিল।"

বার্‌বারা সজোরে বলিয়া উঠিলেন, "না, কখনই তাহা নহে। সে যে সে রাত্রে আসল থর্ণকেই দেখিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার তিল মাত্র সন্দেহও নাই। তুমিও ত' তখন বিশ্বাস করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম বটে। তাহার ঐকান্তিক ব্যগ্রতায় তখন আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তথ্যানুসন্ধান ও তথ্য বিচার করিবার তখন আমার অবসর ছিল না। কাপ্তান থর্ণকে বাদ দিলে, তখন, কি, তাহার পরেও, ওয়েষ্ট্‌লীনে এমন কোন লোক আসে নাই, যাহার সঙ্গে রিচার্ডের বর্ণনা এতটুকুও মিলিতে পারে।"

যুবতী বলিলেন "ওয়েষ্টলীনে?—না, সেখানে কেহ আসে নাই, একথা ঠিকই—।"

কার্‌লাইল্ উপসংহার করিলেন "সময়ে সকল সমস্যারই মীমাংসা হইবে, এখন আমাদিগকে স্বধু এই প্রত্যাশায়ই অপেক্ষা করিতে হইতেছে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যুবতী কহিলেন "কিন্তু হায়! এমন ভাবে কত দিন—কত বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে!—বড় যন্ত্রণা, আর্কিবল্ড!"

তখন তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে কার্‌লাইল্ অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, কেমন করিয়া তুমি তোমার পিতার অসন্তুষ্টি ভাজন হইলে?"

যুবতীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—এতদ্ব্যতীত মুখ ফুটিয়া আর তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

কার্‌লাইল্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাবা যে মেজর থর্ণের কথা বলিলেন তিনি বোধ হয় আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু?"

মস্তক অবনত করিয়া বার্‌বারা সায় জ্ঞাপন করিলেন।

"তিনি ত' ভারি আমুদে লোক। তাহাকে পাইলে বার্‌বারা, অনেক যুবতীই আপনাদিগকে গৌরবান্বিতা মনে করিবে।"

"হাঁ, আমুদে লোকই বটে।" কিন্তু এমন স্বরে যুবতী এই কথা কয়টি বলিলেন যে, কার্‌লাইল্ আর এ প্রসঙ্গে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

সে আজ অনেক দিনের কথা যে, কাপ্তান্ থর্ণ হারবার্টস্‌দের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বার্‌বারার রূপলাবণ্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া পড়েন। অবস্থায় কুলাইলে, তখনই তিনি ইহার পাণিপ্রার্থী হইতেন। সম্প্রতিক, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি কিছু সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন, আর, চাকুরীতেও এক ধাপ উপরে উন্নীত হইয়াছেন। ইহার পরেই তিনি বার্‌বারার এবং মিঃ হেয়ারের নিকট আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া দুই পত্র লেখেন। আপনাদিগকে আগেই বলিয়াছি, যুবতী তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন; আর, তাহাতে পিতা এতই চটিয়া গিয়াছেন যে, কিছুতেই তিনি কন্যাকে মার্জ্জনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, শীঘ্র যে পারিবেন, এমন সম্ভাবনাও নাই।

কার্‌লাইলের দিকে চাহিয়া বার্‌বারা কহিলেন "রিচার্ডের সম্বন্ধে এই কলঙ্কটা মোচন করিবার তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে ত?"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। ওয়েষ্টলীনে তাহার ন্যায় কত কত লোকে

যায়, ততই ভাল। আমি বুঝিতেই পারিতেছি না, কেমন করিয়া এই জনরবটা রটিয়াছে।"

তাহার পর উভয়েই কতক্ষণ নীরব রহিলেন শেষে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বারবারা কহিলেন—কিন্তু শ্রোতার মুখের দিকে চাহিয়া নহে—"অপর জনরবটা?—সেটাও কি সত্য?"

"আবার কোন্ টা?"

"তুমি নাকি লুইসা ডোবেদীকে বিবাহ করিতে যাইতেছ!"

"না। কাহাকেও বিবাহ করিবার আমার ইচ্ছা নাই। দাঁড়াও, আরও পরিষ্কার করিয়া, আরও দৃঢ়ভাবে বলিতেছি—আমি সংকল্প করিয়াছি যে, আর কাহাকেও বিবাহ করিব না—যেমন আছি, তেমনই থাকিব।"

মুহূর্ত্তের বিস্ময়ে যুবতী চক্ষু তুলিয়া কার্লাইলের চক্ষুর সঙ্গে মিলাইলেন।

"তুমি বড় বিস্ময় বোধ করিতেছ, বারবারা? না, বাস্তবিকই আমি বিবাহ করিব না। সে—যে একদিন আমার স্ত্রী ছিল—এখনো জীবিত আছে।"

বুঝিতে না পারিয়া সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহাতে কি?"

প্রথমটায় কার্লাইল্ কোন উত্তর করিলেন না। শেষে বারবারার সন্নিকটে আসিয়া, আনত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন "যে নিজের স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে পরদারাভিগামী।"

বলিয়াই যুবতী কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বে—যদিই তিনি কোন উত্তর করিতে পারিতেন—অথবা, তাহার বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতেই, তিনি কক্ষের বাহির হইয়া পড়িলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—◦◦⁂◦◦—

দৈব দুর্ব্বিপাক।

চলুন, পাঠক, ক্ষণেকের মত একবার লেডি ইশাবেল্‌কে দেখিয়া আসি। কয়েকটি মাস যাইতে না যাইতেই তিনি বেশ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন এবং গ্রীষ্মের শেষাংশে গ্রেনব্‌ল্‌ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইয়া থাকিবেন, কি করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, সে বিষয়ে কিছুই ঠিক করেন নাই। প্রাণে শান্তি নাই—জীবন দুর্ব্বহ, তাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণই উদাসীন। সভ্য জগতের লোকের পদক্ষেপ কথনো যেখানে হয় না, পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে এমন একটা নিরাবিল স্থানে যাইয়া থাকিতে পারিলেই তাহার প্রাণের বাসনা চরিতার্থ হয়! কিন্তু এমন বাঞ্ছিত স্থান কোথায় মিলিবে?

এই স্থানের অন্বেষণে, শিশুপুত্র, আর একজন কৃষক পত্নীকে লইয়া ইশাবেল্‌ রওনা হইলেন। জীবনের ভারে প্রপীড়িতা ইশাবেলকে লইয়া নিদাঘের এক মধুর দিনে, হু-হু শব্দে বাষ্পীয় শকট চলিতে আরম্ভ করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া নিরাপদে চলিয়া যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, গাড়ী তখন ক্যামিয়ার্‌ নামক ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী হইল। লেডি মনে করিলেন—এই স্থানে দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া লইবেন। কিন্তু হায়, দুর্ব্বিপাক!—আর একটুখানি গেলেই গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিতে পারে, এমন সময় একটা প্রচণ্ড আকস্মিক সংঘাতে আরোহীগণ চমকিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, আর সেই মহাপ্রলয়ের ভৈরব হুহুঙ্কারে,

সব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল!—একটা খাড়া বাঁধের পয়প্রান্তে, ইঞ্জিন্, গাড়ী, আরোহী, সব, একটা বিরাট্ পুঞ্জে পরিণত হইয়া পড়িয়া রহিল! ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু নৈশ-অন্ধকার সেই উগ্র বিপর্য্যয় আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল।

যে গাড়ীতে ইশাবেল, বালক ও ধাত্রী ছিল, সে গাড়ীটা একটা বিরাট্ ধ্বংসস্তূপের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল; কাজেই সকলের শেষে তাহাদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হইল। ধাত্রী এবং বালক মরিয়া একেবারে বাসি হইয়া গিয়াছে! আর লেডি, যদিও জীবিত এবং সচৈতন্য ছিলেন, এমন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছেন যে, তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া চিকিৎসকগণ অধিকতর আশাপ্রদ রোগীর চিকিৎসার্থ চলিয়া গেল।—না, লেডি তাহাদিগকে বলিতেই শুনিলেন যে, অস্ত্রচিকিৎসা করিতে গেলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে; আর, করা হউক আর নাই হউক, মৃত্যু তাহার ধ্রুব নিশ্চয়। তাহার একটি পায়ে এবং মুখের নিম্নভাগে আঘাত লাগিয়াছিল। যখন সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অব্যাহতি স্বরূপ নিরাকার মৃত্যুকে তিনি সাদরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন এরূপ আকারে যে মৃত্যু আসিয়া দর্শন দিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই; এবং এইরূপ শোচনীয় লোমহর্ষণ মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না।—যখন ডাক্তারেরা চলিয়া গেল, তখন তাহার নড়নচড়নের শক্তি ছিল না; কিন্তু আঘাতটিও এমনি গুরুতর এবং আকস্মিক হইয়াছিল যে তাহার বেদনা-বোধ একেবারেই ছিল না, বরং তাহার মনোরাজ্য, তখন-কার মত, অস্বাভাবিকরূপে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া জলপান করিতে দিলেন। আকণ্ঠ জলপান করিয়া ইশাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার খোকাটি এবং পরি-চারিকা আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই ছিল। তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে কি? খোকা বাঁচিয়া আছে কি?"

শুশ্রূষাকারিণী চলিয়া গেলেন এবং কিয়ৎকাল পরে কাঠময়া একটি বালককে লইয়া আসিলেন। বলিলেন "এইটি কি তোমার সন্তান? বা! যেন দেবকুমার!—উৰ্দ্ধনেত্রে যেন জগৎপিতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!"

হাঁ, এ ই ইশাবেলের সেই মন্দভাগ্য সন্তান! জননী মৃত সন্তানের ক্ষুদ্র মুখখানা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, এবং মনে মনে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলেন যে ভাবী দুঃখ দুর্দ্দশার হাত হইতে বালক এত শীঘ্র ও সহজে অব্যাহতি পাইল। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারও সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে, তাহার মনে এই বিশ্বাস ছিল; এবং মরণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব জগতের উপর যে নির্ব্বেদ বৈরাগ্য আসিতে থাকে, ধীরে ধীরে সেই ভাব আসিয়া ইশাবেলেরও মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল।

বালকটিকে লইয়া যাইবার জন্য করুণাময়ী শুশ্রূষাকারিণীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "হাঁ, ইহাকে আমার এই রূপেই দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল!"

"আপনার আত্মীয় স্বজনের নিকট কোন উপদেশ কি সংবাদ পাঠাইবার আছে কি? আমাকে বিশ্বাস করিয়া যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। মন শান্ত ও অনাবিল থাকিতে থাকিতে, যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহাদিগকে কি কি বলিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক করুন।" শুশ্রূষাকারিণী ডাক্তারদিগের অভিমত অবগত ছিলেন।

ইশাবেল্ কহিলেন "যাহারা আমাকে জানেন, তাহাদের সকলেই আমার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সুখী হইবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা আমার ছিলেন, আমি তাহাদের সকলেরই উপর যন্ত্রণা ও কলঙ্কের প্রবাহ আনিয়াছিলাম, এবং একমাত্র মরিয়াই আমি তাহাদিগের কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিপূরণ করিতে পারি।—আপনি বুঝিতে পারিতেছেন—জীবনে আমি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি!"

"তবে মৃত্যুকে আপনার পাপের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন—যিনি এই যন্ত্রণা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া, সানন্দে, সন্তুষ্ট চিত্তে, পূর্ণ বিশ্বাসে, এই শেষ মুহূর্ত্তে তাঁহার উপর নির্ভর করুন। তখন দেখিবেন, শাস্তিস্বরূপ মনে না হইয়া ইহা বরং পরম আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে হইবে। আমাদের সুখ, দুঃখ সকলই পরমপিতার অনুগ্রহের দান।"

"হাঁ, আপনার উপদেশ অনুসারেই আমি কাজ করিতে চেষ্টা করিব। আমার দুঃখ যন্ত্রণা আমি তাঁহার দান বলিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছি।"—কথাগুলি ধীরে অস্পষ্ট অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত হইল; ধীরে ধীরে আঘাত বোধ তাহার উপলব্ধি হইতেছিল।

"আপনার হইয়া কাহারও নিকট কিছু লিখিব কি? এখনো আপনার ভাবিবার সময় আছে—বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

"লিখিবার সরঞ্জাম আপনার নিকটেই আছে কি?—লিখুন তবে। প্রথমে মাউণ্টসেভার্ণের—রসুন?" বলিয়াই ইশাবেল্ বিরত হইলেন, এমন একটা অপরিচিত বিদেশেও আপনার গুপ্ত খবর ব্যক্ত করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। এতদ্ব্যতীত, মুখের উপর যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহার জন্যও তিনি জোরে কি অবিরাম কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। "একটা পংক্তি কি আমি নিজে লিখিয়া দিতে পারি না? কাগজখানা তুলিয়া যদি আপনি আমার সম্মুখে ধরেন তবে বোধ হয় পারি। আমার হাতে কোন আঘাত লাগে নাই—মাথাও ঠিক আছে।

করুণাময়ী তাহাই করিলেন। এবং যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন সেই অবস্থায়ই ইশাবেল্ কষ্টে সৃষ্টে লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে কয়েক পংক্তি লিখিলেন। যাহা লিখিলেন তাহার মর্ম্ম এই;—রেইল্ওয়ে দুর্ঘটনায় পড়িয়া তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, আর তাহার বালক

প্রাণ হারাইয়াছে। মাউণ্টসেভার্ণের সদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; লিখিলেন 'আমার বলিতে যাহারা ছিলেন, তাহাদের সকলকে আমি নিদারুণ রূপে কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছি। আজ তাহাদিগকে সেই কলঙ্ক ও লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ হইয়া, আমার আহ্লাদের পরিসীমা নাই। একবার মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিবেন যে, আমি অতি দীনভাবে তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; তাহার সন্তানেরা বড় হইয়া যখন বুঝিতে পারিবে, আমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহারাও যেন আমাকে ক্ষমা করে। মিঃ কার্‌লাইলকে বলিবেন যে আমি অনুতাপ করিতেছি—বড়ই ভীষণরূপে অনুতাপ করিয়াছি—ভাষায় এমন শব্দ নাই যাহাতে আমার সে অনুতাপ ব্যক্ত হইতে পারে।" এতখানি লেখা হইলে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেদনার তীব্রতা একেবারে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়ের ও দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া তথনো ইশাবেল্ লিখিলেন "ক্ষমা করুন, ইশাবেল্।" তার পর অতি অনুচ্চ স্বরে কহিলেন "আমার মৃত্যু হইলে চিঠিখানা পাঠাইয়া দিবেন—তৎপূর্ব্বে নহে। আর ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া দুই এক কথা যোগ করিয়া দিবেন।"

ক্রমেই ইশাবেলের চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে লাগিল; শেষে, যখন চিকিৎসকগণ তাহাকে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আসিলেন, তখন তিনি একেবারেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন; আর করুণাময়ী শুশ্রূষাকারিণী তাহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া নিমীলিত নেত্রে তাহার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, মৃত্যু হইয়াছে। তখন ইশাবেলের প্রার্থনানুযায়ী শুশ্রূষাকারিণী পত্রখানা লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, দুই এক কথা বেশি করিয়াও লিখিয়া দিলেন!

যখন লেডি ইশাবেলের চৈতন্য সঞ্চার হইল, তখন দেখিলেন, হাঁসপাতালে একটা রোগীর বিছানায় তিনি শয়ান রহিয়াছেন। অনেক চেষ্টার পরে কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন, এবং বুঝিলেন যে, তাহার মরণ হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমী চিকিৎসকগণ তৃতীয়বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাহার জীর্ণ দেহে জীবন এখনো ধিক্ ধিক্ করিতেছে। ক্ষত ও আঘাত গুলি খুবই ভীষণ, সারিয়া উঠিবার আশাও অতি ক্ষীণই; কিন্তু মৃত্যু যে একেবারে ধ্রুব, একথা কিছুতেই দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে না। তাহারা চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহাদের নৈপুণ্যের যশঃ সৌরভ বিকীরণ করিয়া, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত জীবন মৃত্যুর বিপরীত স্রোতে এদিক্ ওদিক্ ভাসিয়া, ইশাবেল বাঁচিবার মত হইলেন। কিন্তু পূর্ণ তিনটি মাস তাহাকে এই হাঁসপাতালে থাকিতে হইল। এই তিন মাসে তাহার দেহে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল, তাহা মৃত্যুর পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা বড় কম নহে; এই জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণা রোগিণীকে কে আর সেই ইশাবেল্ ভেন্ বলিয়া মনে করিতে পারিবে?

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের লণ্ডনের ঠিকানায় পত্র খানা পাঠান হইয়াছিল; যথা সময়ে সেখানে যাইয়া পোঁছাইল। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তখন স্কট্‌ল্যাণ্ডে ছিলেন; আর পুত্র ভেন্‌কে লইয়া লেডি প্রাতরাশে বসিয়াছিলেন। পত্র খানা মাশুল দিয়া রাখিতে হইল। অদ্ভুত শিরোনামা, বৈদেশিক আকার, বৈদেশিক মোহর দেখিয়া লেডির মনে বড় কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠিল—ভাবিলেন, এতদিন পরে স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণস্বরূপ যা' হয় একটা কিছু আসিয়াছে। তাই বলিয়া উঠিলেন "খুলিয়া দেখিতে হইবে।"

লর্ড ভেনের, পিতারই মত সজাগ সম্মানবোধ ছিল; তিনি চমকিয়া উঠিলেন "বাবার নামে যে!"

"হউক্ না! কেমন কিস্তুতকিমাকার দেখিতেছ না? হয়তঃ, এখনি উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে; কিম্বা কেহ কিছু ভিক্ষাও চাহিয়া থাকিতে পারে। আর অত কথায় তোমার কাজ কি? তোমার খাবার তুমি খাওনা কেন?"

বলিয়া লেডি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিলেন ও অতি কষ্টে, একটি একটি অক্ষর করিয়া, লিখিত বিষয় পাঠ করিলেন।—তাহারও প্রাণে আঘাত লাগিল।

আকস্মিক আবেগের ভরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন "উঃ, কি ভয়ানক!"

ভোজন-পাত্র হইতে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া পুত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, হইয়াছে কি মা?"

"লেডি ইশাবেল্‌কে—ইশাবেল ভেন্‌কে—তুমি বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই?"

বালক যেন প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল "বল কি ভুলিয়া যাইব?—বাঃ তবে ত' আমার স্মৃতি শক্তিটির বড় বাহাদুরী করিতে হয়!"

"ফ্রান্সে রেইল্‌ওয়ে দুর্ঘটনায় পড়িয়া সে মারা গিয়াছে!"

শৈশবে যেমন ছিল, এখনো লর্ড ভেনের চক্ষু দুইটি তেমনই সততা ও সরলতাব্যঞ্জক। প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, বড় বড় চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল, সমগ্র মুখমণ্ডল ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; কিন্তু আঘাতটি এতই গুরুতর হইয়াছে যে, মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও সরিল না।

—কিন্তু জননী বলিয়া যাইতে লাগিলেন "ব্যাপারটা খুব লোমহর্ষণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তার পক্ষে ভালই হইয়াছে! বাঁচিয়া থাকিলে, হতভাগিনীকে ভবিষ্যতে হয়তঃ কত কষ্টই পাইতে হইত!"

আবেগোদ্ধত ভাবে লর্ড বলিয়া উঠিলেন "না, মা, এমন কথা ব'লোনা, মা। এমন শোচনীয় মৃত্যু, আর তুমি কিনা বল যে, তা'র পক্ষে ভালই হইয়াছে।"

কাউণ্টেস্ ধমকের স্বরে বলিলেন "অতটা মহাপ্রাণতা নাই বা দেখাইলে, উইলিয়ম্! বাস্তবিকই ভাল হইয়াছে! তোমার ঢের বয়স হইয়াছে—তুমি এখন বেশ বুঝিতে পার, সে আপনার পায়ে কেমন কুড়াল হানিয়াছিল, আর সকল আত্মীয় স্বজনের মুখে কেমন কালি দিয়াছিল। কেহ ত' আর কখনো তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিত না।"

দৃঢ় স্বরে বালক কহিল "আমি করিতাম।" বিদ্রূপের সঙ্গে লেডি হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু অনপ্রতিভ বালক আবার বলিল "আমি করিতামই। তার উপর আমার যত টান ছিল, তা'র অর্দ্ধেকও অন্য কাহারো উপর ছিল না।"

"ওঃ, সে ত' বাসি কথা! যা' কলঙ্ক সে দিয়েছে, তার পর আর তাকে ভাল বাসিতে পারিতে না।"

বালক গর্জ্জিয়া উঠিল "এই কলঙ্কে তা'র চাইতে অন্য কাহারও বেশি হাত ছিল। আমি যদি বড় হইতাম, তবে সেই লোকটাকে গুলি করিয়াই মারিতাম!"

"তুমি কি জান?"

"আমি কি জানি?"—তার পরে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বালক আবার বলিল "একবার পত্রখানা পড়িয়া দেখিতে পারি কি, মা?"

তাহার দিকে পত্র খানা ফেলিয়া জননী কহিলেন "দেখ, যদি পড়িতে পার। মৃত্যু শয্যায় শুইয়া সে কাহাকেও দিয়া লেখাইয়া থাকিবে।"

পত্র খানা দেখিয়া লইয়া লর্ড ভেন্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আজই পত্র খানা বাবার নিকট পাঠাইবে ত?

"তা, পাঠাইব বই কি?—তবে অত ব্যস্ততার আবশ্যক কি? আর, তোমার বাবা যে কোথায় আছেন, আমি তা' ঠিক জানিও না। ঈশা-

বেলের মৃত্যু সংবাদ আমি খবরের কাগজে পাঠাইয়া দিব—আঃ, এতদিন পরে বংশের একটা কলঙ্ক দূর হইল !"

"আমার খুবই মনে হ'চ্ছে মা যে, তোমার মত নির্দয় মেয়ে মানুষ আর জগতে কখনো জন্মায় নাই !"

ক্রোধে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—তীব্র স্বরে লেডি কহিয়া উঠিলেন "এত বড় কথা !—দাঁড়াও তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি। যাও আজই তুমি তোমার স্কুল যেখানে, সেখানে, চলিয়া যাও।—ছুটীর বাকী কয় দিন আর তোমাকে বাড়ী থাকিতে হইবে না।"

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরেই কার্‌লাইল্‌ আবার নিয়মিত রূপে অফিসে যাইতে আরম্ভ করিলেন। যে দিন সর্ব্বপ্রথম তিনি অফিসে গেলেন, সে দিন তিনি তাহার খাস্‌কাম্‌ড়ায় যাইয়া বসিতে না বসিতেই ডিল্‌ আসিয়া, সন্তর্পণে ভীত ভীত ভাবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কার্‌লাইল্‌ তাহার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

শঙ্কিত স্বরে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিও—কিন্তু বিশেষ কোন সংবাদ পাইয়াছ কি ?"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "হাঁ, পাইয়াছি !" তখন বৃদ্ধ বলিলেন "থাক্‌ ; আমি মনে কলিয়াছিলাম, হঠাৎ কাগজে সংবাদটা পড়িবার আগে, তোমাকে একটু প্রস্তুত করিয়া রাখিব।" বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

কার্‌লাইল্‌ কহিয়া উঠিলেন "আমাকে প্রস্তুত করিবে ! তোমার আবার একি হইয়াছে ডিল্‌ ! তুমি কি ভাবিয়াছ যে আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে ঘাতসহনশীলতা হারাইয়া বসিয়াছে ; না, কি মনে করিয়াছ যে, কয়েক হাজার টাকা লোকসান হইয়াছে বলিয়া আমি মূর্চ্ছা যাইব !—তোমার ভুল। ক্ষতি যত বড়ই হউক না, ঐ টাকার উপর দিয়াই যাইবে।"

বৃদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিলেন "তবে তুমি বোধ হয় কেণ্ট্ গ্রীনের ফেল্ পড়ার কথা বলিতেছ?—না, আর্কিবল্ড, সে কথা নয়। তা'তে আমাদের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না—বরং লাভের অঙ্কেই কিছু দাঁড়াইবে, শুনা যায়।"

"তবে কি?"

"ও—তুমি তবে এখনো শোন নাই!" যাক্, সময়মত আসিতে পারিয়াছি বলিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিচ্ছি। খবরের কাগজে পড়িবার আগে দুই এক কথায় তোমাকে ঘটনাটির জন্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

চিরকাল যাহাকে গম্ভীরবুদ্ধি ও ভাবপ্রবণতাবর্জ্জিত্ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহাকে এমন ভাবে, ও এমন ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কার্‌লাইল্ বলিয়া উঠিলেন "তোমার মাথাটা যদি একেবারেই না খারাপ হইয়া থাকে, ডিল্, তবে দুই একটা স্পষ্ট কথায় আসল ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া, আমাকে এই চিঠি পত্র গুলি দেখিতে দাও।" টেবিলের উপর এক খানা টাইম্‌স্ সংবাদ-পত্র ছিল; তাহার উপর হাত দিয়া ডিল্ বলিলেন "ইহারই মৃত্যুল্লেখ-স্তম্ভে বাহির হইয়াছে—সর্ব্ব প্রথম নামই। দেখিবার আগে নিজেকে একবার ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া লও।"

তড়িদ্‌গতিতে বৃদ্ধ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তেমনই ক্ষিপ্র বেগে তুলিয়া লইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ খবরের কাগজ খানা খুলিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর স্তম্ভের প্রথমেই দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে "বর্ত্তমান মাসের ১৮ই তারিখে মাউণ্ট্‌সেভার্ণের মৃত আর্ল্ উইলিয়মের একমাত্র কন্যা ইশাবেল্ মেরী পরলোক গমন করিয়াছেন।"

—মক্কেলের পর মক্কেল আসিয়া জড় হইয়াছে—কিন্তু কার্লাইল্ আজ আর কাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইতেছেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইতে লাগিল; 'মিঃ কার্লাইল্ আজ কাজে বড় ব্যাপৃত' বলিয়া ডিল্ আর কাহা-কেও সাম্লাইয়া রাখিতে পারিতেছেন না। অবশেষে, ভীতোদ্বিগ্নভাবে যাইয়া তিনি মুনিবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখনো কার্লাইলের চক্ষুর সম্মুখে, টেবিলের উপরে, খবরের কাগজ খানা উন্মুক্ত, আর চিঠিগুলি কণুইয়ের সম্মুখে অনুন্মুক্ত, পড়িয়া রহিয়াছে!

"কয়েকজন মক্কেল ত' তোমার সঙ্গে দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইবে না, মিঃ আর্কিবল্ড!—তাহাদিগকে কি বলিব?"

কয়েক মুহূর্ত্ত কার্লাইল্ বক্তার দিকে শূন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—যেন তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অস্তিত্ব, সকলই তখন পরজগতে বিচরণ করিতেছে! —কিন্তু ক্ষণ পরেই তিনি চক্ষুর সম্মুখ হইতে সংবাদ পত্র খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—আর প্রশান্ত, অবিচলিত কাজের মানুষ হইয়া বসিলেন।

—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা—লেডি ইশাবেলের বিবাহের কথা যেমন লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণ প্রথমে সংবাদ পত্রে অবগত হ'ন, তাহার মৃত্যু সংবাদও তিনি তেমন সংবাদ-পত্রেই প্রাপ্ত হ'ন,—তার পরে, স্ত্রীর প্রেরিত পত্রখানা যাইয়া তাঁহার হাতে পৌঁছে। কিন্তু সহধর্ম্মিণীর মত তিনি অত সহজে এই মৃত্যু সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন, ঈদৃশ দুরাগত বিবরণে অনেক সময়ই গুরুতর ভ্রান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া না থাকিয়া একবার বিস্তারিত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ও সঙ্গত মনে করিলেন, এবং তখনই সেই সহরের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য পত্র লিখিলেন।

যথাসময়ে সন্তোষজনক উত্তর আসিল—সন্তোজনক এই হিসাবে যে, ইশাবেলের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার মনের সকল সন্দেহ তিরোহিত হইল। তাহারা জানাইয়াছেন, হাঁ, লেডি ইশাবেল্ ভেন্ সত্যই মারা পড়িয়াছেন।

এই ভাবে, ইশাবেলের ইচ্ছায় নহে, তাহার মৃত্যু সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। যে দিনের টাইম্‌স্ কাগজে কার্‌লাইল্, মাউন্ট্-সেভার্ণ তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, সে দিনকার কাগজে তিনিও জানিতে পারিলেন যে জগতে তিনি মৃত বলিয়াই বিঘোষিত হইয়াছেন। গ্রেনব্‌ল্ হইতে আসিবার সময়ই তিনি ম্যাডাম্ ভাইন্ নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কেহই জানিতে পারিলনা যে, এই নিরীহ অনাড়ম্বর-প্রিয়া ম্যাডাম্‌ই সুবিখ্যাত ইশাবেল্ ভেন্।

লেডি বুঝিতে পারিলেন যে, এই অমূলক বিরণের মূল, লর্ডমাউন্ট্-সেভার্ণের নিকট তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র খানা প্রেরণ।—এখন আপনার মনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, কিসের জন্য তিনি লর্ডমাউন্ট্‌সেভার্ণের ও জগতের এই ভ্রান্তি অপনোদন করিতে যাইবেন? —জগতের নিকট অজ্ঞাত, অবহেলিত, অপরিচিত থাকিবার জন্য তাহার প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার মত বহির্জগতের ও আপনার মধ্যে একটা অনুত্তরণীয় ব্যবধান যাহারা না সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা কখনই সে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, সে আকাঙ্ক্ষার উন্মাদকতা, সে আকাঙ্ক্ষার গভীরতা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। —এখন আর তাহার ক্ষীণ শক্তির মুখাপেক্ষী হইয়া তাহার একান্ত নির্ভর শিশুটিও নাই: সুধু নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতে পারিলেই হইল; তাহাতে বড় বিশেষ অসুবিধা হইবার কথা নাই। আর হইলেই বা কি? —অনাহারে মরিবার জন্য তিনি বিশেষ রূপেই প্রস্তুত আছেন। তবে আর লর্ডমাউণ্ট্‌সেভার্ণের অনুগ্রহের দান লইবার আবশ্যকতা কি?—না,

আর লওয়া হইবে না ; লেডি ইশাবেল্‌ ভেন্‌ যে মরিয়াছেন, তাহাই হউক ; ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌ই এখন হইতে সংসার পথের নবীন যাত্রী হইয়া চলিলেন। ভবিতব্যতায় যাহা আছে, তাহাই হইবে।

—তাই, লেডি ইশাবেলের মৃত্যুর জনরবই সত্য বলিয়াই গৃহীত হইল। লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ তাহার পত্রখানা কার্‌লাইলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে, সেই ফরাসী স্থানের কর্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন।

—জগতের ইতিহাস হইতে লেডি ইশাবেলের স্মৃতি মুছিয়া গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ইষ্ট্‌লীনে অপ্রত্যাশিত অভ্যাগত।

একদিন অপরাহ্ণে বেশ জোরে বাতাস বহিতেছিল। এমন সময় দেখা গেল ইষ্টলীনাভিগামী রাস্তাটি বাহিয়া পাইল্‌ভরে গমনশীলা জাহাজের মত, কে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, ত্রস্ত পাদক্ষেপে চলিয়াছেন। পোষাক আষাকে, মস্তকের সঞ্চালনে, গমন-ভঙ্গিমায়, সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভবা বলিয়াই মনে হয়—দিব্য সুন্দরী, তরুণী; দীর্ঘাকৃতি। নিঃসঙ্কোচ পাদক্ষেপে সদর দরজার সম্মুখীন হইয়া, তিনি অবলীলায় ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ও কর্পূরধবল অবগুণ্ঠনটি মুখের উপর টানিয়া দিলেন।

প্রত্যুত্তরে পরিচারক আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমারী হ্যালিজন্ বোধ হয় এখানেই থাকে, এখন বাড়ীতে আছে কি?"

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল "কে, মহাশয়া?"

এতটুকু বিলম্বেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অভ্যাগতা কহিয়া উঠিলেন "কুমারী হ্যালিজন্—যয়েশ হ্যালিজন।—ত'ার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চাই।"

ভৃত্য তখন তাহাকে লইয়া যাইয়া একটি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা কক্ষে উপবেশন করাইল ও যয়েশকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

ক্ষণ পরেই পরিচারিকা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই রূপবতী, গরিমাময়ী, দর্পিতা রমণী অবগুণ্ঠন অপসারণ করিলেন, "ভাল, যয়েশ, কেমন আছ?"

স্বভাবতঃই মলিনমুখী যয়েশ্‌ আরও বিবর্ণ হইয়া পড়িল ও স্তব্ধ আতঙ্কে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। ষ্যাফাই—সেই বিপথগামিনী ষ্যাফাই-ই কি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নহে?

—হাঁ, ষ্যাফাই-ই বটে। যয়েশের সঙ্গে কর মর্দ্দনের জন্য সে হাত বাড়াইয়া দিল; যয়েশ্‌ কিন্তু আপনার বিদ্রোহী মনকে তাহার কর গ্রহণের জন্য কিছুতেই বাধ্য করিতে পারিল না। সে বলিল "ক্ষমা কর, ষ্যাফাই; তোমাকে আমি এখানে সাদরে গ্রহণ করিতে পারি না। আবার কি মনে করিয়া তোমার এখানে আসিবার ইচ্ছা হইল?"

অনপ্রতিভ ভাবে, কিন্তু শান্ত মেজাজেই, আগন্তুকা কহিল "তুমি এমন চড়িয়াই রহিয়াছ জানিতে পারিলে আমি না আসিয়াও পারিতাম। আমার হাত ছুঁইলে তোমার হাত আর নষ্ট হইবে না, আমি বিষ নই।"

ক্রুদ্ধ নহে, ক্ষুব্ধ, স্বরে যয়েশ প্রত্যুত্তর করিল "আশে পাঁশের লোকে তোমাকে বিষের চাইতেও খারাপ বলিয়া মনে করে। রিচার্ড হেয়ার এখন কোথায়?"

মস্তকটি উর্দ্ধোত্থিত করিয়া ষ্যাফাই কহিল "কে কোথায়?"

"রিচার্ড হেয়ার! আমিত' পরিষ্কার ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

"সে কোথায়, তা' আমি কেমন করিয়া জানিব?—যেমন হঠকারিণী তুমি, তেমনই জিজ্ঞাসা করিয়াছ! তা'র চাইতে বুড়ো ধোপার কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেনা কেন? যদি এদের দুজনের মধ্যে বাছনি করিতে হয়, আমি বরং ইহাকেই পছন্দ লইব!"

'তা' হ'লে রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছ!—কবে, কতদিন?"

রুদ্ধ উত্তেজনায় ষ্যাফাইর ওষ্ঠদ্বয় স্ফুরিত হইয়া উঠিল।—তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কা'র সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছি, বলিতেছ?—অনুগ্রহ করিয়া একটু খুলিয়া বলিবে কি?—তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

"এখান হইতে তুমি রিচার্ডের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলে না কি?—অথবা যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে না কি?"

য়্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল "তুমি বড় বাড়াবাড়ি করিতেছ, যয়েশ!—আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আমার সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে।—এপর্য্যন্ত আর তা'র সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। হইলে ত' ভালই হইত।—ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে পারিতাম।"

যয়েশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। এতদিনের বদ্ধমূল বিশ্বাস কি আর এত সহজ ফুঁৎকারে উড়িতে পারে?—তা' ছাড়া, তা'র আবার বেশ ভাল রকমই জানা ছিল যে, স্বকর্ম্মের দোষ ক্ষালন করিবার জন্য য়্যাফাই মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠিত নহে।

—শেষে বলিল "আচ্ছা, আমায় ভাল করিয়া বুঝিতে দাও। অজ্ঞাতবাসে রিচার্ডের সঙ্গিনী হইবার জন্যই কি তুমি এখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলে না? তা'রই সঙ্গে কি বসবাস করিতেছ না?"

প্রদীপ্ত চক্ষুতে চাহিয়া য়্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল "না, কথনই না। তা'র সঙ্গে—আমার পিতাকে যে খুন করিয়াছে, তার সঙ্গে, যাইয়া একত্রে বাস করা! তুমি যে এত নীচ, এমন ঘৃণিত কথা যে তুমি মনেও স্থান দিতে পার, ইহা ভাবিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।—আচ্ছা, কেন তোমাদের মনে এমন ধারণা হইয়াছে?"

যয়েশ কারণ দর্শাইয়া বলিল "ঘটনাগুলির কথা একবার ভাবনা কেন?—তোমরা দুইজনেই গোপনে সরিয়া পড়িলে!"

"কিন্তু একত্রে ত' আর নয়!"

"প্রায় একত্রে বই কি?—মাত্র ত' দিন কয়েকের ব্যবধান। তা' ছাড়া, তোমার নিজের হাতে একটি পয়সাও ছিলনা, কি তোমায় সাহায্য করিতে পারে এমন কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না।"

"আমার কি ছিল না ছিল, তা' তুমি কেমন করিয়া জানিবে?"—তার পরে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে কহিল "না খাইয়া বাবার কবরের উপর পড়িয়া মরিলেও, রিচার্ডের ঐশ্বর্য্যের ভাগিনী হইতে আমি কখনই যাইতাম না। অন্ততঃ এটুকু, তোমার এবং ওয়েষ্টলীনের অন্যান্য আহাম্মকদের বুঝা উচিত ছিল!"

"য়্যাফাই, আমাকে যদি এ সম্বন্ধে এক পংক্তিও লিখিয়া যাইতে, তাহা হইলে তোমার আচরণ অন্যভাবে আলোচিত হইত। তুমি এমন চুপ করিয়া ছিলে বলিয়াই, প্রধানতঃ, তোমার সম্বন্ধে এই অবিচার হইয়াছে।"

"বাস্তবিকই আমার প্রতি অন্যায় মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। রিচার্ড হেয়ারের জন্য কখনও আমি ভ্রূক্ষেপও করি নাই। সে আপনি আসিয়াই ফাঁদে পড়িয়াছিল।"

"কিন্তু প্রলুব্ধ করিয়া তুমিই ত' তা'কে বাড়িতে আনিয়াছিলে।"

"না—হাঁ, একথা আমি একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমার কাছে সে বিবাহের প্রস্তাব করিতে আসিত। এবং সম্ভ্রান্তবংশে পড়িবার লোভে আমিও তা'কে ভরসা দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আগে যদি জানিতে পারিতাম যে, শেষে সে এমন করিবে, তবে কি আর তা'কে ঝ্যাটা না মারিয়া আশ্রয় দিই!—এখন কোথায় আছে?—ফাঁসি ত' হয় নাই, তাহা হইলেত জানিতে পারিতাম।"

"সেই রাত্রের পরে আর তাহাকে দেখা যায় নাই।"

"তা'র সম্বন্ধে কিছু শোনাও যায় নাই কি?"

"না। অনেকেরই বিশ্বাস, সে অষ্ট্রেলিয়া কি তেমনি কোন দূর দেশে আছে।"

"তা'র পক্ষে সেই ভাল। স্বদেশ হইতে সে যত দূরে থাকিবে

ততই তা'র মঙ্গল।—ফিরিয়া যদি কখনো আসে, তবে নিশ্চয়ই তা'র উপযুক্ত পুরস্কার—গলায় দড়ি—পাইবেই। আঃ, মনের সাধ মিটাইয়া আমিও একবার তাকে ঝুলিতে দেখিয়া আসিতাম।"

"তা'র বাপও ঠিক এমনই ক্ষেপিয়া রহিয়াছে; পাইলে এখনই তা'কে ধরাইয়া দেয়!"

"না, সেই খিট্‌খিটে বুড়োটার কথা আমি শুনিতে চাই না। রিচার্ডের পক্ষ আমি সমর্থন করিতেছিনা—আমি বরং তা'কে প্রাণের সঙ্গেই ঘৃণা করি। কিন্তু একথা ঠিক যে, বুড়ো যদি তাহার সঙ্গে অন্যভাবে ব্যবহার করিত, রিচার্ডও তবে অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইত।—যা'ক্, এসো অন্য কথা পাড়া যাক্। এ বাড়ীর কর্ত্রীর নাম কি?"

"মিস্ কার্‌লাইল্।"

"হাঁ, হাঁ, তা' ত' আমার ধরিয়া নেওয়াই উচিত ছিল। এখনো কি আগেরই মত উগ্রচণ্ডা নাকি?"

"বড় বেশি পরিবর্ত্তনও হয় নাই।"

"গোড়ে যাইবার আগে যে আর হ'বে, এমন ভরসাও নাই। তোমায় বলিয়া রাখি যয়েশ, শোন—তা'র চোখে যেন আবার আমি না পড়ি। আমাকে দেখিলেই কামড়াইতে আসিবে!—কোন দিন আমার সঙ্গে সদ্ভাব ছিলনা।"

"ভয় নাই—সপ্তাহ খানেকের জন্য লীনবড়ো গিয়াছে।"

"রক্ষা! বৃষ্টির দিনটা তা' হলে এখানেই কাটাইয়া যাওয়া যাইবে। আচ্ছা, সে যখন না থাকে, তখন বাড়ীর কারকর্ম্ম কে দেখে?"

"আমি। কর্ত্তা প্রায় কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না।"

"আবার বিবাহ করিবে নাকি?"

"কেমন করিয়া বলিব?—তবে এখনত' তেমন কোন সম্ভাবনা দেখিতেছিনা। মাস তিন চার হ'বে একটা গুজব উঠিয়াছিল যে তিনি লুইসা ডোবেদীকে বিবাহ করিবেন; কিন্তু তখনই আবার নিভিয়া যায়।"

"আমার কিন্তু মনে হয় যে মিঃ কার্‌লাইলের, বিবাহের যথেষ্ট সুখ ভোগ হইয়া গিয়াছে। আবার কেন?"

ত্রস্ত বাধা দিয়া যয়েশ কহিল "লেডি ইশাবেল্‌ মারা গিয়াছেন।"

'খুব নূতন কথা বলিলে যা' হো'ক! সংসারে কে না জানে?"

যয়েশ বলিল "তাঁ'র বিরুদ্ধে যেন কোন কথা বলিওনা। তোমাকে এইটুকু মনে করাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছি। তাঁর সকল ত্রুটি সকল দোষ তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই কবরে গিয়াছে!"

য়্যাফাই কতকটা হঠকারিতার সঙ্গে বলিয়া উঠিল "কিন্তু স্মৃতিটুকু রহিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে লোকের মুখ ঢাকিতে যাওয়াও যা,' সূর্য্যের কিরণ ঢাকিতে যাওয়াও তা'!—সে যাওয়াতে নিশ্চয়ই ইষ্টলীন্‌ রক্ষা পাইয়াছে!"

হস্তদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া যয়েশ বলিয়া উঠিল "চুপ কর, য়্যাফাই, চুপ কর। লেডি ইশাবেলের সম্বন্ধে এরূপ ভাবে বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই; প্রকৃত ব্যাপারের তুমি কিছুই জান না।"

অবিচলিত ভাবে য়্যাফাই বলিয়া যাইতে লাগিল "সমস্ত ঘটনাই আমার চক্ষুর সাম্‌নে ভাসিতেছে। লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে আমাদের এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে।"

সবিস্ময়ে চাহিয়া যয়েশ জিজ্ঞাসা করিল "লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে আবার তুমি কি কর?"

"সেখানেই আমি চাকুরী করিতেছি।"

"লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে?"

"কেন, সে আর কত বড় কথা ?—আজ দু' বছর সেখানে আছি। কিন্তু আর বুঝি বেশি দিন থাকা গেল না—লেডির মেজাজে ঝালের ভাগটাই বড় বেশি!—সে আর তা'র একজন ভগিনীতে মিলিয়া ইশাবেলের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইত"—

"কিন্তু তোমার সাম্‌নে ত' নয় ?"

অর্থসূচক কটাক্ষ করিয়া ও মস্তক সঞ্চালন করিয়া য়্যাফাই কহিল "তা' হলে কি হয় ? আমি সব খানিই শুনিয়াছিলাম।"

"তবে আঁড়ি পাতিয়া শুনিয়াছিলে ?"

ধীর ভাবে উত্তর হইল "হইবে। শুনিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। যখন কোন বিষয় জানিতে আমার আগ্রহ হয়, তখন সামান্য খুঁটিনাটিতে আমার আটকায় না।—ইশাবেলের কথাটা বলই না, যয়েশ, একবার শুনি।"

মাথা নাড়িয়া যয়েশ কহিল "আর বলিবার মত বিশেষ কিছুই নাই। এমন মধুর স্বভাবান্বিতা রমণী, এমন দয়াবতী কর্ত্রী আর হইবে না!"

সুস্পষ্ট অবজ্ঞার স্বরে বাধা দিয়া য়্যাফাই বলিয়া উঠিল 'তুমি ত' দেখিতেছি তা'কে একেবারে দেবকুমারী করিয়া তুলিতেছ!"

"প্রায় তেমনই ছিলেন বৈ কি ? সেই খল সর্পটা আসিয়া তাঁহাকে বিভ্রান্ত না করিলে"—

য়্যাফাই উচ্চ হাসিয়া উঠিল "অশ্লীল! অশ্লীল! গালিগালাজ করা ভদ্রোচিত নয়।"

উত্তেজিত ভাবে যয়েশ বলিতে লাগিল "অনন্তকাল বসিয়া তাহাকে আমি কটুকাটব্য বলিতে পারি; ইহাতে যদি তাহার শাস্তিভোগের পথ পরিষ্কার হইত, তবে আমি বলিতামও। কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ, য়্যাফাই, ইহার ফল তাহাকে হাড়ে হাড়ে ভুগিতেই হইবে।"

"বেশ। কিন্তু লেডি মাউণ্টসেভার্ণ ত' সকল দোষই ইশাবেলের ঘাড়ে ফেলিয়াছেন।"

ক্রুদ্ধ স্বরে যয়েশ কহিল "কিন্তু লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তা' করেন না!"

"হাঁ, হাঁ, তিনি বরং লেডি মাউণ্টসেভার্ণকেও কিয়ৎপরিমাণে দোষী সাব্যস্থ করিয়াছেন। ইশাবেল্ কি দেখিতে বড় ভাল ছিল?"

"খুব সুন্দরী ছিল।"

সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিফলিত স্বকীয় মূর্ত্তির দিকে সগরিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, গর্ব্বিতা য়্যাফাই আবার জিজ্ঞাসা করিল "আমার চাইতেও দেখিতে সুন্দরী ছিল?"

"নাঃ, য়্যাফাই, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পাইয়াছে!"

"তুমি ত' তা বলিবেই! সে হইল লেডি ইশাবেল্ ভেন্, আর আমি হইলাম সামান্য য়্যাফাই হ্যালিজন, তা'র সঙ্গে আমার তুলনা!—আমার বেলায়ই যত দোষ হইয়াছিল!—যত গালিমন্দ আমার উপরই বর্ষিত হইয়াছিল! কিন্তু, দেখিলেত' বড় ঘরের দেবকন্যারাও সময় সময় ভুল চুক করিয়া বসে? তা'দের সকলেই সতী সাবিত্রী নহে।—কিন্তু, তোমার এ দেবী সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে! বলি, নিজের সন্তান গুলিকে ফেলিয়া কোন্ প্রাণে গেল?"

সতেজে যয়েশ বলিয়া উঠিল "দেখ য়্যাফাই, এ প্রসঙ্গে আমি বড়ই বিরক্ত বোধ করিতেছি।"

অবিচলিত ভাবে য়্যাফাই উত্তর করিল "তা' বোধ করিবারই কথা! একেবারে এতখানি যাওয়া তা'র ঠিক হয় নাই। কৈ তার রূপলাবণ্য সত্বেও ত' লেভিসন্ দুই দিন পরেই তা'কে ছাড়িয়া গেল!—এমন নাকি সে অনেকের সঙ্গেই করিয়াছে। এখন আবার বিবাহ করিয়াছে।"

ক্রুদ্ধ ঘৃণার স্বরে যয়েশ কহিল "জানি, তা' জানি। যা'দের মনে সম্ভ্রম কি সুরুচির স্ফুলিঙ্গ টুকুও আছে, তা'রা যে কেমন ক'রে এমন নামকাটা সেপাইকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল, সে আমার বুদ্ধিরই অতীত।"

তাহার মুখে ভর্ৎসনাত্মক বিরক্তির ভাব প্রকটিত দেখিয়া য়্যাফাই হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিল—বলিল "'ভদ্রমহিলারা' এরূপ নামকাটান বড় না-পছন্দ করেন না।—অর্থাৎ নায়ক যখন লেভিসনের মত সুপুরুষ হয়।"

"লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে তা'কে দেখিয়াছ ?"

"না। তবে তা'কে যে আমি একেবারে দেখি নাই, এমনও নয়। ইশাবেলের ঘটনার পরে সেখানে আর সে মুখ দেখাইতে সাহস করে নাই—গেলে, লর্ড বাহাদুর তা'কে একেবারে পাছায় লাথি মেরে তাড়াইয়া দিতেন!—উঃ, সেই রেলের দুর্ঘটনাটা কি ভয়ানকই না হইয়াছিল ?"

যয়েশ কাঁপিয়া উঠিল—"উঃ কি শোচনীয় লোমহর্ষণ মৃত্যু !"

"আমার বিবেচনায়, তা'র ঠিক বিচারই হইয়াছে !"—সম্ভবতঃ য়্যাফাই লক্ষ্য করিয়াছে যে, আলোচ্য বিষয়টায় যয়েশ রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে।—বাস্তবিকই প্রসঙ্গটি একেবারেই তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "শোন য়্যাফাই, আমার কর্ত্রীকে আমি ভালবাসিতাম ;—যা হইয়া গিয়াছে, তা' সত্ত্বেও তাঁর স্মৃতি আমি ভালবাসিতেছি। যদি তাঁর নিন্দা তোমাকে করিতেই হইবে, তবে অন্যত্র যাইয়া কর—এ বাড়ীতে, যেখানে একদিন তিনি এত সম্মানের সঙ্গে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তোমাকে আমি এভাবে কথা বলিতে দিব না।"

তাচ্ছিল্য সহকারে য়্যাফাই কহিল "বেশ, তাই হউক। সে এখন ভগবানের রাজ্যে গিয়াছে।—সেখানেই তা'র বিচার হইবে। আমাদের আর তর্ক করিয়া লাভ কি? মিঃ কার্‌লাইল্‌ বাড়ীতেই আছেন কি?"

"ডিনারের সময় তিনি বাড়ী আসিবেন।" বলিয়া যয়েশ তাহাকে লইয়া চা খাইবার জন্য উঠিয়া গেল। তাহার গত জীবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছে, তাহা যে খুব সন্তোষজনক হইয়াছে, এমন নহে; তথাপি যয়েশ অনেকটা তৃপ্তি বোধ করিতেছে। এত তৃপ্তি সে যেন অনেক দিন বোধ করে নাই! উইল্‌সনের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে পরিচিত করিয়া দিল।

মিঃ কার্‌লাইল্‌ বাড়ী আসিলে, যয়েশ যাইয়া তাহাকে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল—য়্যাফাই আসিয়াছে; লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে কাজ করিতেছে, কথনও সে রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গে ছিলনা, ইত্যাদি।

শুনিয়া কার্‌লাইল্‌ মন্তব্য করিলেন "বটে! আমি কি বলিয়াছিলাম তোমার মনে আছে কি?—আমি কথনো বিশ্বাস করি নাই যে, সে রিচার্ডের সঙ্গে আছে।—যয়েশ, য়্যাফাই কি একটু ধীর গম্ভীর হইয়াছে?"

"যা ছিল, তা'র তুলনায় বটে। লেডি মাউণ্টসেভার্ণের ওখানে কাজে যাইবার আগে সে একজন বৃদ্ধার কাছে ছিল; তথন দস্তুরমত বাইবেল পড়িত ও সকল সন্ধ্যায় উপাসনায় যোগদান করিত!"

মৃদু হাসিতে কার্‌লাইলের ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত হইয়া পড়িল; বলিলেন "য়্যাফাই উপাসনা করিত!—মনে প্রাণে?"

সন্ধ্যার অনেক পরে—ডিনার শেষ হইলে—মিঃ কার্‌লাইল্‌ য়্যাফাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে, বলিলেন "যা'হোক, এতদিন পরে আসিয়া ওয়েষ্টলীনকে জানাইলে যে তুমি বাঁচিয়াই আছ!—বলো।"

তীব্র প্রতিবাদের স্বরে য়্যাফাই কহিল "আজ্ঞে, ওয়েষ্টলীনের আমি বড় ধার ধারি না। বিশ্বনিন্দুকের একদল নাকি গাইয়া বেড়াইত যে, আমি রিচার্ডের নিকটই চলিয়া গিয়াছি!"

"তোমার যাওয়াটাই একদম ভাল হয় নাই।"

"আজ্ঞে, তা' আমার পাঁটা আমি ল্যাজে কাটিব, তা'তে এদের এত মাথা ব্যথা কেন!—সেই ভীষণ রাত্রিটার পরে কি আর আমি ও বাড়ীতে থাকিতে পারিতাম?"

কার্‌লাইল গম্ভীর ভাবে কহিলেন "দেখ, সেই ঘটনার সঙ্গে কেমনই যেন একটা রহস্য বিজড়িত আছে বলিয়া আমার মনে হয়। কিন্তু কিছুতেই আমি সে রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না। তুমি বোধ হয় এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পার।"

"কি রহস্য?"

তখন টেবিলের উপর কণুই স্থাপন করিয়া ও সম্মুখের দিকে আনত হইয়া গম্ভীর অথচ কতকটা কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বরে কার্‌লাইল জিজ্ঞাসা করিলেন "খুনটা বাস্তবিক কে করিয়াছিল?"

সুস্পষ্ট বিস্ময়ের সঙ্গে য়্যাফাই কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল "কে খুন করিয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—কেন, কে না জানে যে, রিচার্ড হেয়ারই করিয়াছে?"

"তুমি নিজের চোখে দেখিয়াছিলে?"

"না। তবে ভয়ে ও আতঙ্কে আমি নিজেও মারা যাইতাম। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় তা'কে গুলি করে।"

"অন্য লোক যেমন করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ অনুমান মাত্র করিয়া লইতেছ। আমার কিন্তু মনে হয় না যে, রিচার্ড এমন কাজ করিয়াছে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া য়্যাফাই, যেন বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, কহিল "রিচার্ড নয়!—তবে কে করিয়াছে? আমি?"

"পাগল!"

যুবতী বলিতে লাগিল "আমি জানি, সে-ই করিয়াছে। আমি চোখে দেখি নাই সত্য, কিন্তু আমি বেশ জানি।"

"না, য়্যাফাই তুমি কিছুতেই জানিতে পার না।"

"আমি জানিনা!—না জানিলে, এত জেদ করিয়া আপনার নিকট বলিতে আসিব কেন? রিচার্ড হেয়ার নিজে যদি এখানে উপস্থিত থাকিয়া বলিত যে, সে এই কাজ করে নাই, তবেও আমি তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির প্রমাণ করিতে পারিতাম।"

"কেমন করিয়া?"

"সেটা ব্যক্ত করিতে আমার তেমন ইচ্ছা নাই, তবে আমি সত্য বলিতেছি বলিয়া আপনি আমায় বিশ্বাস করিয়া লইতে পারেন।"

"সে দিন লেফ্‌টেনাণ্ট থর্ণ নামে তোমার আর একজন বন্ধুও কি সেখানে উপস্থিত ছিলনা?"

রমণীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে যেন কি বলিবে, কি করিবে, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। কার্‌লাইলের কর্ত্তৃত্বপূর্ণ স্বর ও ব্যবহার দেখিয়া সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহার সঙ্গে ফাঁকি প্রতারণা চলিবে না। তাই স্বীকার করিল "হাঁ, সেও ছিল বটে; মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়া দৌড়াইয়া সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত।—কিন্তু এঘটনার সঙ্গে তা'র কোনই সংস্রব ছিলনা।"

"সে কোথায় থাকিত?"

"সোয়েইন্‌সনে তা'র কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছিল। সে তেমন কোন লোক নয়, মহাশয়।"

কার্‌লাইল্‌ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তার নাম কি ?"

"থর্ণ।"

"না, না, তা'র প্রকৃত নাম। থর্ণ ত' আর তার নিজের নাম নয়।"

"না, গো না—থর্ণই তা'র খাঁটি নাম।"

কিয়ৎকাল নীরবে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিতে লাগিলেন "য়্যাফাই, থর্ণ যে তা'র আসল নাম নয়, ইহা মনে করিবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে—তা'র আসল নামটি জানিবার আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; তুমি যদি বিশ্বাস করিয়া বল, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।"

দৃঢ় স্বরে য়্যাফাই উত্তর করিল "আমি ঠিক জানি যে, তা'র আর অন্য কোন নাম ছিল না। তবে, তখন সে লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ছিল, পরে কাপ্তান হইয়াছিল !"

"তা'র পরে আর কখনো তা'র সঙ্গে দেখা হইয়াছে ?"

"হাঁ, হঠাৎ একবার হইয়াছিল।"

"এখন কোথায় আছে ?"

"এখন !—দোহাই ধর্ম্ম, তা'র এখনকার কথা কিছুই আমি জানি না। অনেক দিন যাবৎ তা'র কথা শুনিও নাই, দেখা সাক্ষাৎও হয় নাই।"

তখন কার্‌লাইল্‌ ধীরে ধীরে বলিলেন "দেখ, য়্যাফাই, এই কাপ্তান থর্ণকে আমি চাই ই চাই। তা'র পরিবারের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি ?"

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল "কিছুই না। তা'র যে আবার কেহ আছে, এমন ত' আমার মনে হয় না ; কখনো ত, কোন ভাই বোনের নাম করে নাই।"

"যাক্, তুমি সত্যই বলিতেছ যে, তা'র নাম কাপ্তান থর্ণই ?"

"হাঁ, সত্যই বলিতেছি। তা'র আর নামই ছিল না।"

"হ্যাফাই, কেন ত'াকে আমি চাই, তোমায় বলিব কি ?—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রিচার্ড নয়, সে-ই তোমার বাপকে খুন করিয়াছে।"

হ্যাফাইর মুখের হা ক্রমেই বিস্তারিত, ও চক্ষুর্দ্বয় ক্রমেই বিস্ফারিত হইতে লাগিল; তাহার মুখ মণ্ডল থাকিয়া থাকিয়া লাল ও সাদা হইতে লাগিল। তার পরে ক্রুদ্ধ উত্তেজনার স্বরে কহিয়া উঠিল "মিথ্যা কথা! ক্ষমা করিবেন, মহাশয়, কিন্তু যে-ই কেন আপনাকে একথা না বলিয়া থাকে, সে নির্ভাজ মিথ্যা বলিয়াছে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তা'র এতে কোনই হাত ছিল না।"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে, সে-ই ইহা করিয়াছে। তুমি ত' আর উপস্থিত ছিলে না; তুমি কেমন করিয়া জানিবে, কে করিয়াছে না করিয়াছে?" অভিনীত রাগে হ্যাফাইর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল; বলিল "না, আমি খুব ভাল রকমই জানি। যখন ঘটনাটা ঘটে, তখন থর্ণ আমার কাছে ছিল; কাজেই সে কখনই ইহা করে নাই। সেই নিপাত-যাওয়া রিচার্ডেরই এই কাজ। বলিয়াছি ত' মহাশয়, আমি এ বিষয়ে শপথও করিতে পারি।"

কার্‌লাইল আবার কহিলেন "থর্ণ তোমার কাছে ছিল!—খুনের সময়?"

আবেগে প্রায় আত্মহারা হইয়া হ্যাফাই চিৎকার করিয়া কহিল "হাঁ, ছিল। যে লোক রিচার্ডকে খালাস দিয়া ইহার ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে, সে ভয়ানক দুষ্ট, অসত্যপরায়ণ, ঘৃণার্হ ব্যক্তি। রিচার্ড হেয়ারই একাজ করিয়াছে, এবং যত দিনেই হউক, তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তা'কে ফাঁসি কাঠে ঝুলিতেই হইবে।"

গম্ভীর ভাবে মিঃ কার্‌লাইল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি সত্য বলিতেছ, য়্যাফাই ?"

হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া য়্যাফাই চিৎকার করিয়া উঠিল "সত্য! আপনি কি মনে করেন যে, আমার বাবার খুন সম্বন্ধেও আমি মিথ্যা বলিতে যাইব? থর্ণই যদি তাহাকে খুন করিবে, আমি তবে তাহাকে ঢাকিতে যাইব কেন, রিচার্ডকেই বা দোষী করিতে যাইব কেন?—"

মিঃ কার্‌লাইল্‌ মহা ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন—সত্য মিথ্যা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। য়্যাফাই মিথ্যা বলিতে যাইবে কেন?

—আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "লক্‌স্‌লি এবং বীথেলও ত' তখন কাছেই ছিল। তা'রা ও ত' করিয়া থাকিতে পারে?

য়্যাফাই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—যাইতে যাইতে তীব্র প্রতিবাদের স্বরে কহিল "না, মহাশয়। রিচার্ডই একাজ করিয়াছে—জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেও আমি একথাই বলিয়া যাইব।—জানি বলিয়াই বলিব—তবে কেমন করিয়া জানি, তাহা আর বলিতে চাই না। যখন ধরা পড়িবে, তখনই বলিবার যথেষ্ট সময় হইবে।"

কার্‌লাইল্‌ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন—য়্যাফাই-ই সত্য বলিয়া গেল, না, রিচার্ডই সত্য বলিয়াছিল?"

ষোড়শ অধ্যায়।

—০*০—

নিশীথে ইষ্ট্‌লীন আক্রমণ।

জানুয়ারি মাসে সন্ধ্যার পরে এক দিন ভয়ানক তুষার পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মিস্ কর্ণির মাথায় বড় ঠাণ্ডা লাগিয়াছে; ত'ার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইতেছে। ভ্রাতার সঙ্গে স্নিগ্ধোষ্ণ একটা বসিবার ঘরে বসিয়া কতক্ষণ তর্ক বিতর্ক করিয়া, তিনি শয়ন করিতে গেলেন। কার্‌লাইল্ বসিয়া এক খানা বই পড়িতে লাগিলেন। একটু পরেই, বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া একবার গা মোড়ামোড়ি করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন—এবং তখনও তুষার পড়িতেছে কি না, দেখিবার জন্য দরজা খুলিয়া প্রায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ঘন তুষার পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার। উদ্যান, রাস্তা তুষার-স্তূপে সমাচ্ছন্ন।

হঠাৎ কে যেন আসিয়া কার্‌লাইলের হস্ত স্পর্শ করিল; কাহার মুখ যেন একেবারে তাহার মুখের সঙ্গে লাগিবার উপক্রম করিল! কার্‌লাইল চমকিয়া উঠিলেন।

তাহাকে ভাবিবার কি কাজ করিবার কোন অবসর না দিয়া আগন্তুক কহিল "আমায় ভিতরে একটু স্থান দিন্, মিঃ কার্‌লাইল্। দেখিতেছি, আপনি একেলাই আছেন; আমার পক্ষে বড়ই ভাল হইয়াছে। আমি শীতে, তুষারে, পথশ্রান্তিতে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি; তা'তে আবার, বোধ হইতেছে যেন, কেহ কেহ আমার পিছুও লইয়াছে।"

বেশ পরিচিত স্বর! যন্ত্র-চালিতের মত মিঃ কার্‌লাইল পিছু হটিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন; নানা প্রকারের দুর্ভাবনায় তাহার মন অভিভূত হইয়া পড়িল। আগন্তুকও তাহার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া দাঁড়াইল—আপাদমস্তক তুষারে ধব্‌ ধব্‌ করিতেছে! তাড়াতাড়ি অতি অনুচ্চস্বরে কহিল "মহাশয়, দরজায় একেবারে তালা দিন্‌।"—পাঠক, বলিয়া দিতে হইবে কি যে, আগন্তুক অন্য কেহ নহেন—স্বয়ং যুবক রিচার্ড হেয়ার?

জানালা বন্ধ করিয়া, কার্‌লাইল্‌ তাহার উপর পরদা টানিয়া দিলেন। ঘরে দুইটি দরজা ছিল—একটি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে যাইবার, অপরটি বাহিরে যাইবার। দুই দরজায়ই তালা লাগাইলেন। ইতি মধ্যে রিচার্ড তাহার ভিজা পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া ও কৃত্রিম গোঁফ খুলিয়া লইয়া, তুষার-খণ্ড ঝাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

—অবশেষে রিচার্ডের সম্মুখে আসিয়া কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি, রিচার্ড। আমার এখানে আসিয়া তুমি কাজ ভাল কর নাই।"

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রিচার্ড বলিলেন "মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে লণ্ডন ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। পুলিশ্‌ আমার পিছু লইয়াছে। সেই পাজী থর্ণই সংবাদ দিয়াছে।"

—তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া কার্‌লাইল্‌ তাড়াতাড়ি এক গেলাস ব্রাণ্ডি ঢালিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "এই টুকু খাইয়া ফেল—শরীর গরম হইবে।"

পান করিয়া রিচার্ড কহিলেন "এখন আমার কথাটা শুনুন। সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে এক দিন লণ্ডনের রাস্তায় একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীর আড়্‌গোড়ায় দাঁড়াইয়া আমি একজন গাড়োয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। এমন

সময় একজন ভদ্রলোক ও একটি সম্ভ্রান্ত যুবতী সেখান দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। গাড়ী দেখিয়া, ভাড়া করিলেন—যা'র সঙ্গে আমি কথা বলিতেছিলাম, তা'রই গাড়ী। যুবতী যখন গাড়ীতে উঠেন, তখন দেখিলাম রমণী অপরূপ সুন্দরী ও যুবতী। পুরুষটির দিকে চাহিলাম—চমকিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিলাম না, বড় ভাগ্য আমার!—দেখিলাম, কাপ্তান্ থর্ণ।”

“বটে! তা'র পর?”

“এ ত' আর সেই জ্যোৎস্নারাত্রিতে দেখা নয় যে, আপনারা বলিবেন যে আমার ভুল হইয়াছে; এ দিনে দু'প্রহরে দেখা! সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; আমিও রহিলাম। তা'র মুখ একেবারে মড়া মানুষের মত সাদা হইয়া গেল!”

“তখন তা'র পোষাক আষাক কি বড় ভাল ছিল?”

“খুব!—একটু পরেই গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—আমিও পিছনে উঠিয়া পড়িলাম। একটু পরেই একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ীটা দাঁড়াইল। থর্ণের আগেই আমি নামিয়া পড়িলাম। আবার আমাদের চারি চক্ষুর মিলন হইল; আবার তা'র মুখ শুকাইয়া গেল। ঐ বাড়ীতেই সে থাকে মনে করিয়া ভাল করিয়া বাড়ীটা দেখিয়া লইলাম; আর—”

কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘তখনই তা'কে পুলিশের জিম্মা করিয়া দিলেনা কেন?”

মাথা নাড়িয়া রিচার্ড কহিলেন “আমার প্রমাণ কোথায় মিঃ কার্লাইল? যতদিন না সন্দেহাতীত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি, তত দিন বাধ্য হইয়াই আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। এখন বরং তা'র নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সে শপথ করিয়াও বলিবে যে, সে আমাকে খুন করিতে দেখিয়াছিল।—যাক্, তা'র আসল নাম জানিবার সংকল্প

করিয়া আমি একটা চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এবাড়ীতে কি কাপ্তান্ থর্ণ থাকেন ?'—লোকটা বলিল 'ঐ নামের কেহ এখানে থাকে না।'—এ দিকে লোকটাও যে কোথায় চলিয়া গেল, তা'র আর খোঁজ করিতে পারিলাম না। তখন হইতে আমি আধপাগলের মত হইয়া তা'র অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সপ্তাহ খানেক পরে আবার তা'র দেখা পাইলাম। তখন রাত্রি কাল; সে থিয়েটার হইতে আসিতেছিল। আমি যাইয়া তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল 'তুই আমার কাছে কি চাস্? আরও কয়েকবার তোকে আমার দিকে বিশেষ করিয়া নজর করিতে দেখিয়াছি।' আমি বলিলাম 'সম্প্রতিক তোমার নামটি জানিতে চাই; বিশেষ কিছুই নয়।' ক্রোধে লোকটা যেন একেবারে আগুন হইয়া পড়িল—বলিল আবার যদি তোকে আমি কখনও এমন ভাবে তাকাইতে দেখি, তবে তখনই তোকে আমি পুলিশে ধরাইয়া দিব। মনে রাখিস্ স্বধু তাকাইয়া দেখিবার জন্য কেহ কাহাকেও পুলিশে দেয় না। আমি তোকে চিনি; যদি প্রাণের মমতা থাকে, তবে আর কখনও যেন আমার ছায়াও মাড়াইস্ না।' বলিতে বলিতে একটা বাড়ীর গাড়ীতে চড়িয়া লোকটা কোথায় চলিয়া গেল।"

"এঘটনা কবে ঘটিয়াছিল ?"

"সপ্তাহ খানেক হইবে। বলিয়াছি ত' আমি আধ-পাগল হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে কে এবং তা'র নামটা কি, জানিবার জন্য আমি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আরও দুইবার দেখা হইয়াছিল। শেষ বারে আমাকে দেখিতে পাইয়া, ভয়ে ও রাগে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; নিকটেই একটা পাহাড়াওয়ালা ছিল; তা'কে ডাকিয়া আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাণে কাণে কি বলিল। আমি ভয়ে ভয়ে সরিয়া পড়িলাম; কিন্তু বাবা! ঘণ্টা দুই পরে, সহরের আর এক প্রান্তেও দেখি কি

সেই কনষ্টেবলটা আমার অনুসরণ করিতেছে! তখন একটা গাড়ীর নীচ দিয়া গলিয়া পড়িয়া, এগলি-সেগলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাসায় আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িলাম!—কিন্তু জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি কি, ব্যাটা আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিশেষ করিয়া কি দেখিতেছে! ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছিল। কিন্তু আর ক্ষুধা! তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া, ছদ্মবেশ লইয়া খিড়্কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তদবধি প্রায় পায়ের উপরেই আছি!"

সকল শুনিয়া গম্ভীর ভাবে কার্লাইল্ কহিলেন "কিন্তু ওয়েষ্ট্লীনে আসিয়া তুমি বড়ই অন্যায় করিয়াছ রিচার্ড।—চাষার ছদ্ম বেশ পরিয়া তুমি এখানে আসিয়াছিলে, একথাটা এখানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

ভীত চকিত ভাবে রিচার্ড কহিলেন "কোন্ সয়তান্ একথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে?"

"বলিতে পারি না; কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। কয়েক দিন, খুব হৈচৈ পড়িয়াছিল; তোমার বাবার কাণেও গিয়াছিল। এক-বার যখন লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, তখন সহজেই তা'রা তোমাকে ধরিয়া ফেলিতে পারে।"

"তা' আর কি করিব?—কিছু টাকার আবশ্যক হইয়াছে। এখানে না আসিলে ত' আর পাইবার সম্ভাবনা নাই! লণ্ডন ছাড়িয়া এখন অন্য কোন দূরবর্ত্তী সহরে যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিব, মনন করিয়াছি। এই দেখুন না"—বলিতে বলিতে জামার পকেট হইতে একটা থলিয়া বাহির করিয়া বলিলেন—"এই দেখুন না, আমার হাতে আর একটি পয়সাও নাই।—ওয়েষ্ট্লীনের কাছে আসিয়া বুঝিলাম, এইরূপ রাত্রে যাইয়া বারবারায় নজরে পড়িবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা; হাতেও পয়সা নাই যে কোন হোটেলে যাইয়া রাত্রি কাটাইব। তখন,

যদি ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পাই, এই মনে করিয়া আপনার জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া প্রায় ঘণ্টা খানেক ভিজিয়াছি। মিঃ কার্লাইল্, এই ভাবেই কি আমার বাকী জীবনটা যাইবে ?"

সমবেদনার কাতর স্বরে কার্লাইল্ শুধু বলিলেন "প্রাণপণে আমি ইহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত আছি, রিচার্ড; কিন্তু কোন পথ যে দেখিতেছি না!"

ঠিক এমনি সময়ে কে যেন আসিয়া দরজায় ঘা দিল। ভয়ে রিচার্ড ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন; তাহার মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল। গায়ে হাত দিয়া কার্লাইল্ তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন ও উচ্চৈঃ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ?"

যয়েশ উত্তর করিল "মিস্ কার্লাইল্ তাঁহার রুমাল ফেলিয়া গিয়াছেন।"

উত্তর হইল "আজ আর পাওয়া যাইবে না। আমি এখন ব্যস্ত আছি।"

পরিচারিকা চলিয়া গেল।

তখন অতি মৃদু স্বরে রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে ?"

"যয়েশ।"

"যয়েশ!—এখনও এখানেই আছে?—ষ্যাফাইর আর কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কি ?"

"মাস তিনেক পূর্ব্বে সে একবার এখানে আসিয়াছিল।"

মুহূর্ত্তের জন্য রিচার্ড আপনার বিপদ্ আপদ্ ভুলিয়া গেলেন। সাগ্রহে বলিলেন "বটে!—এখন কি করে ?"

"কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচারিকারূপে কাজ করিতেছে। ভাল, রিচার্ড, তা'কে আমি থর্ণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে ত'

ভারি জেদ করিয়া বলিল যে, থর্ণ খুন করে নাই; সে তখন তা'র সঙ্গে ছিল।"

রিচার্ড কহিলেন "মিথ্যা কথা। থর্ণই করিয়াছে।"

"তুমিই বা জেদ্‌ করিয়া একথা কিপ্রকারে বল? তুমিও ত' চোখে দেখ নাই।"

"সত্য। কিন্তু পাপ না করিলে কি আর কেহ অমন্‌ উন্মাদের মত দৌড়িয়া পলায়?—তাই যদি না হ'বে, তবে কেন সে আমাকে ধরাইয়া দিতে চায়?—কেন আমাকে দেখিলে তা'র মুখ চোখ শুকাইয়া যায়?—সে করুক কি না করুক, এটা সে নিশ্চয়ই জানে যে আমি কখনই করি নাই। তবে আমাকে লইয়া সে এত ব্যস্ত কেন?"

কথা গুলিত' একেবারে অযৌক্তিক নয়। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "দেখুন, য়্যাফাইত আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিয়া গেল যে, থর্ণ তখন তা'র সঙ্গে ছিল। তবে বিচারের সময় সে কেমন করিয়া বলিয়াছিল যে, সে তখন পেছন দিককার বনের মধ্যে একা বেড়াইতেছিল?—এখন আর আমি তা'র জন্য পাগল নই; এখন তা'র দোষ আমি বুঝিতে পারি। মিথ্যা কথা বলিতে কি অন্য কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেও সে কখনই কুণ্ঠিত—"

দরজায় প্রচণ্ড ঘা পড়িল; বোধ হইল যেন সমগ্র বাড়ীটাই কাঁপিয়া উঠিল! রিচার্ডের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল; মুখ এতটুকু হইয়া গেল; চক্ষু যেন বাহির হইয়া আসিতে চাহে। তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া, কৃত্রিম দাঁড়ি গোঁফ লাগাইয়া, তিনি, হতবুদ্ধির মত, চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন ইঁদুরের গর্ত্ত কি তেমনই একটা কিছু দেখিলে, সেখানে পলাইয়াও হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচেন। অবিচলিত কার্‌লাইল তাহার স্কন্ধের উপর আপনার অকম্পিত বলিষ্ঠ হস্ত রাখিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট স্বরে

কহিলেন "পুরুষের মত চল। এ সব দুর্ব্বলতা, ভীরুতা দূর কর। আমি ত' তোমায় বলিয়াছিই যে, আমার বাড়ীতে যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ তোমার কোনই অনিষ্ট হইবে না।—বিশেষতঃ এ তোমার সেই পুলিশ কর্ম্মচারী নয়! এ কর্ণেলিয়া—তোমাকে রক্ষা করিতে তা'রও বড় কম আগ্রহ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বস" বলিয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা খুলিয়া তিনি একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সম্মুখেই উগ্রচণ্ডা ভগিনী ক্রোধে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। কার্‌লাইলের ঘরে যেন দুইজন লোকের কথা শুনা যাইতেছে, এইরূপ সন্দেহ হওয়াতেই তিনি যয়েশকে রুমালের উপলক্ষ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, সে দেখিয়া যাইবে, এত রাত্রে ভ্রাতা কাহারক ঘরে লইয়া আসিয়াছেন। তাই যখন যয়েশ যাইয়া বলিল যে, বাস্তবিকই ঘরে কে একজন আছে, আর কর্ত্তা একদম দরজা খুলিলেনই না। তখন তাহার ক্রোধের আর সীমা থাকিল না। তড়িদ্গতিতে তাহার মনে হইল, নিশ্চয়ই ছেলেদের শিক্ষয়িত্রী মিস্ ম্যানিংকে লইয়া কার্‌লাইল্ ঘরে দরজা দিয়াছেন! মিস্ যুবতী, তাহাতে আবার সুন্দরী। যাহাতে সে না ভাল করিয়া কার্‌লাইলের চোখে পরিতে পারে, এজন্য এতদিন তিনি প্রাণপণ করিয়াছেন, আর কিনা, এই বৃষ্টির রাত্রিতে তাহাকে নিদ্রিতা জানিয়া মাগী যাইয়া কার্‌লাইল্‌কে পাইয়া বসিয়াছে!—আর, কার্‌লাইল্‌ই বা কেমন!—একেবারে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কর্ণি পরুষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ঘরে কে?"

ত্রস্ত উত্তর হইল "কার্য্যোপলক্ষ্যে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন।" তার পরে ভগিনীকে কক্ষে প্রবেশোদ্যতা দেখিয়া কার্‌লাইল্ তাড়িতাড়ি কহিলেন "তুমি ঘরে যাইওনা, কর্ণেলিয়া।"

কর্ণি প্রায় উচ্চ স্বরে, হাসিয়া উঠিলেন "ঘরে যাইব না!"

"হাঁ, না যাওয়াই ভাল। দোহাই তোমার, নিজের ঘরে ফিরিয়া যাও।"

ভ্রাতার দিকে স্থির পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া, ভগিনী দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন "তোমার নিজের আচরণে তুমি লজ্জা বোধ কর কিনা, তাহাই আমি জানিতে চাই। কি লজ্জার কথা! বিবাহিত হইয়া ছেলে পেলে লইয়া ঘর করিয়া তোমার এমন কাজ! আমি অধঃপাতে গিয়াছি, একথা বরং আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি যে এমন হইবে, তাহাত' আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই!"

হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

কর্ণি বলিয়া যাইতে লাগিলেন "না, আমি মাগীকে ঘরের বাহির করিয়া দিবই; আর, কাল সকালেই তা'কে এবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কি সাহস তোমাদের—যাই আমি চলিয়া গিয়াছি, অমনি যাইয়া একেবারে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছ! সরিয়া যাও, বলিতেছি রিচার্ড, আমি ঘরে যাইবই।"

মিঃ কার্‌লাইলের পেট ফাপিয়া হাসি আসিবার উপক্রম হইল, অতি কষ্টে তিনি আত্মসংবরণ করিলেন। আর ঠিক এমনই সময়ে মিস্‌ কর্ণিকে চূড়ান্ত হতবুদ্ধি ও অপদস্থ করিয়া, মিস্‌ ম্যানিং তাহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঘড়ি দেখিয়া গেলেন! অবাক্‌ হইয়া কতক্ষণ তাহার ঘরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, মিস্‌ আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "ওকি! সে দেখি তার ঘরেই রহিয়াছে। আর আমিত' মনে করিয়াছিলাম যে তা'কে লইয়াই তুমি ঘরে দরজা দিয়াছ!"

কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া উঠিলেন "মিস্‌ ম্যানিং আমার ঘরে!—তুমি যে দিনে দুপ্রহরে স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলে, কর্ণেলিয়া! মাথায় ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে দেখিতেছি!"

"তা' যাই হউক, তোমার ঘরে কে আছে, তা' দেখিতেই হইবে।"

"তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকিলে, তুমি যাইতে পার। কিন্তু আগেই আমার সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। ওখানে হাস্যরসাত্মক কিছু পাইবেনা— আগাগোড়াই করুণ রসাত্মক।—মেয়ে মানুষ নাই, আছে একজন পুরুষ; সেও আবার যে সে পুরুষ নয়, এমন একজন, যে আহত হরিণের মত পলাইয়া আসিয়া আমার ঘরে আশ্রয় লইয়াছে; যাহার বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত আইন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে; পুলিশ যাহার পিছনে লাগিয়াই রহিয়াছে!—এখন বুঝিতে পারিতেছ কি কে?"

এবার মিস্ কার্লাইল্ নিজে হতবুদ্ধি হইয়া 'হা' করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কথা বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিলেন না।

কার্লাইল্ বলিলেন "বুঝিলে কে?—রিচার্ড। এ বিশ্বসংসারে, এই দুর্দ্দিনের রাত্রে মাথা রাখিবার মত এতটুকু স্থানও তা'র নাই!"

মিস্ কিছুই বলিলেন না, অনেকক্ষণ ভয়ে ও উদ্বেগে চুপ করিয়া রহিলেন; শেষে আবারও দরজা খুলিতে গেলেন।

এবার কার্লাইল্ নিষেধ করিলেন না। শুধু বলিলেন "ঘরে যাইয়াই দরজা বন্ধ করিও।" বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে যাইয়া পিটার্কে দুইজনের উপযোগী আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

তা'র পরে যখন তিনি আবার আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শুনিলেন, থর্ণের সম্বন্ধে কর্ণেলিয়া রিচার্ডকে কি বলিতেছেন। বুঝিলেন প্রসঙ্গটী রিচার্ডের পক্ষে বড় সুখপ্রদ নহে; তাই ঘুরাইয়া দিবার জন্য কহিলেন "হ্যাফাই বলিয়াছিল যে থর্ণের বর্ত্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে সে কিছুই জানেনা; তবে তাহার দল বল লইয়া নাকি সে কোন দূরদেশে গিয়াছে, এরূপ শুনিয়াছে!"

রিচার্ড কহিলেন "থর্ণের সম্বন্ধে সে এখন আর কিছু জানে না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে তা'র পক্ষে ভাল কথাই। কিন্তু থর্ণ কোনই দূরদেশে যায় নাই—এই ইংলণ্ডেই আছে।"

রিচার্ডের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া হঠাৎ কর্ণেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রাত্রে কোথায় থাকিবে, রিচার্ড।"

কাতর উদাস স্বরে উত্তর হইল "জানিনা। যদি বরফের উপর পড়িয়া থাকি, এবং সকাল বেলায় দেখা যায় যে, একেবারে জমিয়া গিয়াছি, তাহাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ কিছুই নাই।"

কর্ণি—"তাই করিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে নাকি?"

মৃদু স্বরে রিচার্ড কহিলেন "না। মনে করিয়াছিলাম, মিঃ কার্লাইলের নিকট হইতে কয়েক আনার পয়সা ভিক্ষা লইয়া তিন চার মাইল দূরে একটা হোটেলে যাইয়া একটু শুইবার স্থান করিয়া লইব।"

গম্ভীর ঐকান্তিকতার সঙ্গে কার্লাইল্ কহিয়া উঠিলেন "না, রিচার্ড, এমন রাত্রিতে আমি একটা কুকুরকেও তিন চারি মাইল রাস্তা যাইতে দিতে পারিনা। এখানেই তোমাকে থাকিতে হইবে।"

করে কর পেষণ করিতে করিতে কর্ণেলিয়া কহিলেন "কিন্তু চাকর-বাকরদের না জানাইয়া কেমন করিয়া যে ইহার শয়নের ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

রিচার্ড চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তিষ্কের ভার হাতের উপর রাখিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

—মিস্ কর্ণির ব্যবহারটাই যা কর্কশ; অন্তঃকরণটি তা'র তেমন মন্দ নহে। রিচার্ডকে কেমন করিয়া নির্বিঘ্নে বাড়ীতে স্থান করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, প্রথমাবধিই সেই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া তিনি আবার বলিলেন "একটা কথা ধ্রুব যে, যয়েশকে না জানাইয়া কিছুতেই তুমি এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। এ দিকে আবার তোমার ও তা'র মধ্যে 'কাঁচা চা'ল আর কাঁচা কলার' সম্বন্ধ!—তা'র বিশ্বাস তুমিই তা'র বাপকে খুন করিয়াছ।"

কম্পিত ওষ্ঠে রিচার্ড কহিলেন "আমার সঙ্গে তা'কে একবার দেখা করিতে দিন! তা'র এ ভ্রান্তি আমি দূর করিয়া দিতেছি। আপনি তা'কে প্রকৃত কথাটা বলেন নাই কেন, মিঃ কার্‌লাইল?"

কর্ম্মপ্রিয়া কর্ণেলিয়া কাজের কথায় ফিরিয়া আসিলেন--বলিলেন "আমার ঘরের পিছনে যে ছোট ঘরটা আছে, সেখানে রিচার্ড শুইতে পারে। কিন্তু যয়েশকে আমাদের বিশ্বাসের পাত্রী না করিলে তা' চলিবেনা।"

তখন কার্‌লাইল্ কহিলেন "যয়েশ্‌কে এখানে আনিতেই হইতেছে। তবে প্রথমেই তা'কে আমি কিছু বলিয়া রাখিব।"

তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। জানিতেন, রিচার্ডের দোষ সম্বন্ধে যয়েশের ধারণা দৃঢ় ও বদ্ধমূল। এমত অবস্থায়, রিচার্ডকে বাড়ীতে রাখিতে হইলে, তাহার এই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা আবশ্যক। তাই তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন "যয়েশ, তোমার ত' দৃঢ় বিশ্বাস যে, রিচার্ড হেয়ারই তোমার বাপকে খুন করিয়াছে। কিন্তু আমি আজ কয়েক বৎসর যাবৎ যে সকল প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে করিয়া আমি তোমাকে দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে, কখনই সে একাজ করে নাই।"

"আজ্ঞে কি বলেন?—তবে আর কে করিয়াছে?"

"য়্যাফাইর অপর প্রণয়ী—সেই সৌখীন ছোকরা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরিচারিকা কহিল "আর আপনি ইহার প্রমাণও পাইয়াছেন?"

"খুব ভাল প্রমাণ। আমার কথায় বিশ্বাস করা তোমার উচিত।"

"কিন্তু কর্ত্তা—রিচার্ড তবে পলাইয়া গেল কেন?"

"সেই টুকুই ত' যত অনিষ্টের মূল। তা'র উপরে স্বভাবতই লোকের সন্দেহ পড়িবে; কিছুতেই সে সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না, এই ভয়েই সে পলাইয়া যায়!—একবার যদি তা'র সঙ্গে দেখা করিয়া তুমি তা'র নিজের মুখে সব শুনিতে!"

"সে সম্ভাবনা আর কই?—সে কি আর সাহস করিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিবে?"

"আসিয়াছে।"

চমকিত হইয়া যয়েশ মুখ তুলিয়া চাহিল। কার্‌লাইল আবার বলিলেন "এই বাড়ীতেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এখন, যে কয়েক ঘণ্টা সে এখানে থাকিবে, তা'কে প্রাণপণে ঢাকিয়া রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য। তোমার নিকট একথা গোপন না করাই আমি ভাল মনে করিয়াছি। একবার যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আস না?"

কার্‌লাইল্‌ তাহাকে লইয়া আসিলেন। রিচার্ডের কথা শুনিয়া যয়েশের মন হইতে, তাহার উপর যে অবিশ্বাস ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল; যত সন্দেহ যাইয়া কাপ্তান্‌ থর্ণের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিল।

অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হঠাৎ মিস্‌ কর্ণি বলিলেন "এখন ইহার শয়নের কি ব্যবস্থা করা যায়, যয়েশ?—আমার ত' মনে হয়, আমার ঘরের মধ্য দিয়া যে ঘরটায় যাইতে হয়, একমাত্র সে ঘরটাই ইহার পক্ষে নিরাপদ।"

"সে ঘর খোলা যাইবে না; দরজার চাবি যে হারাইয়া গিয়াছে।"

"সে আরও ভাল ; বেশী নিরাপদে থাকিবে।"

"কেমন করিয়া ?"

"কি আহাম্মক ! কেন আমার ঘরের ভিতর দিয়া !"

"আপুনি যদি দেন ত' উত্তম কথা।"

"কেন দিবনা ? এই সেদিনের ছোক্‌ড়া ডিক্ হেয়ারকে আমি বড় একটা গ্রাহ্য করি কিনা ?—এইত' সে দিনের ছেলে !—একটু বড় হইয়াছে ; তা না হইলে এই মূর্খকে আমি এখনও বেতিয়ে লাল করে দিতেম ! মশারি টাঙ্গান' থাকিবে ; আবার কি চাই ?—ওর সঙ্গে আবার আদব কায়দা !—বলিহারি যাই !"

প্রথম ও প্রধান সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল।

কিঞ্চিৎ পরে কার্‌লাইল্ ও রিচার্ড ভোজনে বসিলেন। সুখাদ্য আহার্য্য ও সুস্বাদ মদ্যের উত্তেজনায় চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই রিচার্ডের একটু তন্দ্রার মত আসিল। পাঁচ মিনিট্ যাইতে না যাইতেই, পাগলের মত লাফাইয়া উঠিয়া, কোন কাল্পনিক আক্রমণকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া যেন, তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "না, না, আমি না ! আমি ও কাজ করি নাই—আমায় ধরিয়া কোন লাভ নাই। আর একজন একাজ করিয়াছে। সে—।"

তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য শান্ত স্বরে কার্‌লাইল্ ডাকিলেন "রিচার্ড ! রিচার্ড !"

তখন রিচার্ড টালু মালু ভাবে টেবিলের উপর, অগ্নি কুণ্ডের উপর, কার্‌লাইলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ;—দেখিয়া, যেন অনেকটা স্বস্থ ও শান্ত হইলেন। বলিলেন "বাস্তবিকই মহাশয়, স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহারা যেন আসিয়া আমাকে 'পাথরাও' করিয়াছে। স্বপ্নে আমরা কি আহাম্মকই না বনিয়া থাকি !"

এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত শুনিতে পাওয়া গেল। কার্লাইল্ দরজা খুলিলেন; যয়েশ আসিয়া মৃদু স্বরে কহিল "আজ্ঞে, বিছানা প্রস্তুত। বাড়ীর সকলেই শুইতে গিয়াছে।"

তখন রিচার্ডের দিকে চাহিয়া কার্লাইল্ বলিলেন "তবে এখন তুমিও শুইতে যাইতে পার।—রাত্রিকার মত বিদায়।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

—•*•—

বারবারার প্রাণে 'সোয়াস্তি।'

রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু তখনো আকাশের অবস্থা তেমনই নিরানন্দ, গুরুঘন তুষার-পাতে তেমনই অস্বচ্ছন্দ।

রিচার্ড ঘরের বাহির হইলেন না; যয়েশ তাহার প্রাতর্ভোজন রাখিয়া গেল। একটু পরেই মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রে ঘুম হইয়াছিল কেমন?"

"যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বেশ ঘুম হইয়াছিল। এখন আমার কর্ত্তব্য কি, মিঃ কার্‌লাইল?—যত শীঘ্র এখান হইতে সরিয়া পড়িতে পারি, ততই ভাল। এখানে থাকিতে প্রাণে আমার স্বস্তি নাই!"

"সন্ধ্যা হইবার আগে সে কথা ত' মুখেও আনা যাইতে পারে না। আমি বেশ বুঝি যে, এখানে থাকা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়; সহজেই চাকর-বাকররা জানিয়া ফেলিবে। লিভারপুল না ম্যাঞ্চেষ্টার, কোথায় যাইতে চাও?"

"তা' সবই সমান, আমার মত তাড়া-খাওয়া লোকের পক্ষে একটা বড় সহরে যাইয়া থাকাই ভাল।"

"আমার বোধ হয়, সেই ধূর্ত্ত লোকটা স্নধু তোমাকে ভয়ই দেখাইয়াছে। যদি সে প্রকৃতই দোষী হয়, তবে এ বিষয়ের যত কম নাড়াচাড়া

হয়, ততই তা'র মঙ্গল। তুমি ধরা পড়িলেই, তা'র চূড়ান্ত বিপদের সম্ভাবনা।"

"তবে আমাকে এমন করিয়া 'দিক্ করে' কেন? আমার পাছে আবার পুলিস্ ভেজায় কেন?"

"সে তোমাকে শুধু ভয় দেখাইবার জন্য, যেন তুমি আর না যাইয়া তা'কে 'দিক্ কর'। এ কথাটা সহজেই বুঝিতে পার, তোমাকে ধরিতে হইলে, সেই কনষ্টেবল্‌টা সহজেই তা' করিতে পারিত। তার প'রে, ডিটেক্‌টিভ যখন কাহারও পিছনে লাগে তখন আর এমন করিয়া যাইয়া তাহাকে কেবল দেখা দেয় না।"

তখন রিচার্ড গম্ভীর ভাবে মন্তব্য করিলেন "হাঁ, কথাটা অনেকটা সত্যই বটে। তা'র মত সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে এমন একটা অপরাধের অপবাদও যে বড় সাংঘাতিক, বড় অপমানজনক।"

"আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না, রিচার্ড, যে বাস্তবিকই সে সম্ভ্রান্ত বংশের লোক।"

"না, সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নাই। কালরাত্রে তা'কে কা'র সঙ্গে হাত ধরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম, জানেন?"

"কা'র সঙ্গে?"

"স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্।"

ঠিক এমনই সময়ে একটা উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল; বোধ হইল, বক্তা যেন এই ঘরের দিকেই আসিতেছে। আহত মৃগের মত রিচার্ড একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন!—স্বর যে অন্য কাহারও নহে—স্বয়ং যাষ্টিশ্ হেয়ারের!

তিনি ডাকিতেছেন "কৈ, কার্‌লাইল্, একবার তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া দেখ, কেমন মজাটি হইয়াছে!"

জীবনে বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম কার্‌লাইল্‌ চিত্তের স্থিরতা হারাইলেন; দরজা যে বাহিরে তালাবন্ধ, একথা ভুলিয়া তিনিও লাফাইয়া উঠিলেন। কোন প্রকারের ছদ্ম বেশ পরিয়া রিচার্ড হতবুদ্ধি হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এখন কোথায় লুকাইবেন—খাটের নীচে কি কাপড়ের আলমারীর ভিতরে!

"কোন ভয় নাই; অত অস্থির হইও না। আমি যাইয়া তাহাকে ঠিক করিতেছি" কাণে কাণে এই কথা কয়টি বলিয়া কার্‌লাইল্‌ ভগিনীর ঘর দিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু দেখিলেন। মিস্‌ কর্ণি, অর্দ্ধাবৃত অবস্থায়, বারান্দার রেইলিংএর উপর দিয়া, আনত হইয়া বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ওকি! কি হইয়াছে যে এমন অদিনে অক্ষণেও আপনি এখানে আসিয়াছেন?"

"কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। বড় মজার খবর আছে!"

"কোন্‌ বিষয়ে? য়্যানের কি?"

যে কারণেই হউক, যাষ্টিশের মেজাজ বড়ই উগ্র ছিল; উত্তর হইল "মরুক্‌ গে য়্যান্‌। সেই যে পাজী—যা'কে এখনও আমাকে সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে হয়' তা'র সম্বন্ধে। শুনিলাম, সে নাকি এখানেই আছে।"

এক এক লম্ফে সঁিড়ির তিন চারি ধাপ করিয়া অতিক্রম করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ আসিয়া, হাত ধরিয়া তাহাকে একেবারে বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন "ব্যাপার কি যে এই তুষার-পাতের মধ্যেও আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?—আপনাকে বড়ই যেন উত্তেজিত বোধ হইতেছে না?"

গৃহের মধ্যে লাফাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে যাষ্টিশ কহিলেন "উত্তেজিত? একটা নচ্ছার ছেলের জন্ত প্রাণটা আমার যেরূপ তিতি-

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমন হইলে তুমিও বাপু উত্তেজিত হইয়া উঠিতে। আর, লোকগুলিই বা কেমন!—যা'র যা'র নিজের চড়্কায় তেল দে না, বাপু! আমার কথা লইয়া অত মাথা-ঘামান কেন!—আঃ, বজ্জাতটার ফাঁসি হইয়া গেলে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত!"

কারলাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, আবার কি হইল?"

টেবিলের উপর একখানা পত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিলেন "এইত' এ-ই হইয়াছে। এই মাত্র ডাকে এই মধুর খবরটি পাইলাম!"

কার্লাইল পত্রখানা তুলিয়া লইয়া পড়িলেন। কোন "বন্ধু" লিখিয়াছেন; মর্ম্ম এই, যাষ্টিশের অপরাধী পুত্র হয়তঃ ওয়েষ্ট্ লীনে গিয়াছে, কি দুই এক দিনের মধ্যেই যাইবে। তাহাকে যেন অবিলম্বে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হয় নতুবা ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা!

পড়িয়া দেখিয়া কার্লাইল্ কহিলেন "বেনামী!"

পদাঘাত করিয়া যাষ্টিশ্ কলিলেন "বেনামীই বটে।"

ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কার্লাইল্ কহিলেন "আমি হইলে বেনামী দেখিয়াই পত্রখানা অগ্নিসাৎ করিতাম।"

"কিন্তু কে লিখিল? বাস্তবিকই রিচার্ড ওয়েষ্ট্ লীনে আসিয়াছে নাকি?—"

প্রতিবাদ করিয়া কার্লাইল কহিলেন "সে যে আবার ওয়েষ্ট্ লীনে আসিবে, ইহা কি কখনও সম্ভবপর?—মনের কথাটা আপনাকে বলিব কি?"

"একেবারে মৃত্যুর ফাঁদে পা দিয়া আহম্মাক আবার ওয়েষ্ট্ লীনে আসিয়াছে। একবার যদি চোখে পড়িত, তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা তখনই আমি জারি করাইয়া, সকল বজ্জাতের অবসান করিতাম!—আর পারি না!"

ধীরে ধীরে কার্‌লাইল কহিলেন "মন খুলিয়া আপনাকে একটা কথা বলিব কি?—আপনার অশান্তিটা যেন, আপনারই স্বকৃত?"

ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কি, আমার স্বকৃত? আমার?—হ্যালিজনকে কি আমি খুন করিয়াছিলাম? আইনের হাত হইতে আমি পলাইয়া গিয়াছিলাম? লোকের চোখে ধূলা দিয়া আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি? নিজের বাপের সুখস্বস্তি নষ্ট করিবার জন্য চাষার ছদ্মবেশ পরিয়া আমি যাইয়া মাঝে মাঝে গ্রামে দেখা দিই? আমিই সব বেনামী পত্র লিখিতে যাই? আমারই বিরুদ্ধে সব বেনামী পত্র আসে?—বাঃ, বেশ বলিয়াছ, মিঃ কার্‌লাইল্!"

"আমার কথাটাই আগে শুনুন্ না। সকলেই জানে যে আপনি রিচার্ডের উপর বিষম রাগিয়া আছেন—"

অনলবর্ষী ভাষায় বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "বড় হইয়া তোমার ছেলে যদি এমন করে, তবে তুমিও কি রাগিবে না?"

"আগে শুনুনই না। সকলেই জানে যে আপনি তা'র উপর ভারি রাগিয়া আছেন; আর তা'র সম্বন্ধে কোন কথা শুনিলেই আপনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। তাই আমার বিশ্বাস যে, আপনাকে উত্যক্ত করিবার জন্যই কোন দুষ্ট লোক এই সব গুজব রটনা করে ও বেনামী পত্র লেখে!—এমনও হইতে পারে যে, আমরা কিছু জানিতে পারিনা, অথচ ওয়েষ্ট্‌লীনেরই কেহ এসব কাজ করিতেছে!"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যাষ্টিশ্ বিরক্ত স্বরে কহিলেন "যত নাই কথা!—এ কখনই সম্ভব নহে। কে একাজ করিতে যাইবে?"

"খুবই সম্ভব।—তবে, কে যে করিতেছে, সে সন্ধান আর তাহারা আমাদিগকে দিতেছে না—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।—আমি হইলে ত' এসব পত্র পাওয়া মাত্রই আগুনে ফেলিয়া দিয়া, তাহা-

দিগের কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দিতাম। নিশ্চয়ই বাড়ীর কাছেরই কেহ একাজ করিয়াছে, আর এই দুর্য্যোগে আপনাকে এতটা পথ দৌড়াইতে দেখিয়া খুব এক গাল মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া লইয়াছে!

যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া যাষ্টিশ্‌ কিয়ৎ পরিমাণে নরম হইয়া আসিলেন, বলিলেন "যাক্‌, এখানে আসুক আর না ই আসুক, আমি যাইয়া থানায় একটা খবর দিয়া রাখিব।"

উদ্বিগ্নপ্রায় ভাবে কার্‌লাইল্‌ তাড়াতাড়ি বলিলেন "না, যাষ্টিশ, ওসব কিছু করিবেন না। সম্ভবতঃ রিচার্ড কখনই ওয়েষ্ট্‌লীনে আসিবেনা; আর আসেই বা যদি, তা'হলেও কি তা'র পিতা হইয়া, আপনার তা'কে ধরাইয়া দেওয়া উচিত হইবে?—দেশ শুদ্ধ লোক যে তা'হলে আপনাকে ধিক্কার দিবে! এইরূপ অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা কেহই পছন্দ করে না। আপনি ঠিক জানিবেন যে, আপনি যদি এরূপ কোন কাজ করেনই, তবে বন্ধুবান্ধবেরা কেহ আর আপনাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিবে না।"

"আমি যে শপথ করিয়াছি।"

"কিন্তু যা' তা' গুজব শুনিয়াই, কি যা' তা' একটা বেনামী পত্র পাইয়াই যে থানায় যাইয়া উপস্থিত হইবেন, এমন শপথ ত' আর করেন নাই।—কি যে পাগ্‌লামো আপনার!—পুলিশের কাজ পুলিশ এম্‌নিতেই যথেষ্ট করিতে পারিবে; আপনার উস্‌কাইয়া দিতে যাইবার প্রয়োজন কি?"

সম্মতিতে কি প্রতিবাদে, ঠিক বুঝা গেল না, যাষ্টিশ্‌ কেমন একটা অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। লক্ষ্য না করিয়া কার্‌লাইল্‌ আবার বলিলেন "মিসেস্‌ হেয়ারকেও এ চিঠি দেখাইয়াছেন কি?—না, মুখে বলিয়াছেন?"

"না, না। সময় কই? পত্র পাইয়াইত' তোমার এখানে চলিয়া আসিয়াছি।"

"বাঁচা গেল! এরূপ একটা সংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই তিনি সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিতেন না। কত যন্ত্রণা, কত উদ্বেগ তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে; সে কথা মনে করিয়া এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও যেন তাহাকে কিছু বলিবেন না।"

টেবিলের উপর হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইতে লইতে যাষ্টিশ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "হাতের লেখাটা চিনিতে পারিয়াছ কি?"

"না এরকম লেখা আগে দেখিয়াছি বলিয়া ত' মনে পড়ে না। বাড়ী যাইতেছেন ত?"

"না, একবার বো চ্যাম্পের ওখানে যাইব। দেখি, পত্রটা দেখিয়া সেই বা কি বলে?"

"যাক্‌, তাঁ'কে দিয়া কোন ভয় নাই; রিচার্ডের বিপদে তাঁ'র যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। বিশ্বাস না হয় তা'কে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। পত্র তাহাকে দেখাইতে হয়, দেখাইবেন; কিন্তু বলিয়া দিবেন, একথা সে যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে।"

তখন যাষ্টিশ্‌ লম্বা পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। কার্‌লাইল্‌ও যাইয়া রিচার্ডের ওখানে উপস্থিত হইলেন। কর্ণি ইতি পূর্ব্বেই আসিয়া বসিয়াছিলেন।

তাহাকে দেখিয়া হাঁফ্‌ ছাড়িয়া হতভাগ্য রিচার্ড কহিয়া উঠিলেন "ভয়ে আমি একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। বাস্তবিক মিঃ কার্‌লাইল্‌, আমার শরীরের রক্ত যেন একেবারে জল হইয়া গিয়াছিল!—তিনি গিয়াছেন ত? আর কোন ভয়ের কথা নাই ত?"

"হাঁ, গিয়াছেন; আর কোন ভয়ের কথাও নাই।"

"কেন আসিয়াছিলেন? আমার সম্বন্ধে কি কিছু শুনিয়াছেন?"

কার্‌লাইল তখন তাহাকে সকল ব্যাপার ভাঙ্গিয়া বলিলেন।

রিচার্ড আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "একবার মার সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর হইবে কি?"

"না, যুক্তি সঙ্গত হইবে না।"

"বার্‌বারার সঙ্গে?"

"হাঁ, সে আসিয়া সমস্তটা দিনই তোমার সঙ্গে এখানে থাকিতে পারে। কেবল—"

"কেবল কি মহাশয়?—চুপ করিলেন যে?"

"বিশেষ কিছু নয়। কেবল আজকার মত দিনে সে কেমন করিয়া এতটা পথ আসিবে, তাহাই ভাবিতেছি!"

"আমার জন্য সে জলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত আছে।"

"তা' কি আর আমি জানি না!—আচ্ছা, তা'কে এখানে আনাইবার চেষ্টা করা যা'ক্‌।"

"সে-ও বোধ হয় আমার টাকাটা চালাইয়া দিতে পারিবে?" কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "তা' পারিবে বৈ কি?—এখন তা'র নিজের হাতেও টাকা আছে। আর এর চাইতে বেশি সুখের কাজ বোধ হয় তা'র আর নাই।" তার পর ভগিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কর্ণেলিয়া মিসেস্‌ হেয়ারের নিকট তোমার খুব অসুখ হইয়াছে বলিয়া বার্‌বারাকে এখানে আনান' যাউক, কি বল?"

উগ্র স্বরে কর্ণেলিয়া উত্তর করিলেন "ইচ্ছা করিলে, আমি মরিয়াছি, একথাও বলিতে পার।"

তখন ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া কার্‌লাইল্‌ গাড়ী করিয়া যাষ্টিস্‌ হেয়ারের বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন। বার্‌বারা ও মিসেস্‌ হেয়ার একত্রে বসিয়া ছিলেন; তাহাকে দেখিয়া উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

যখন তাহার মুখে তাহারা শুনিলেন যে তিনি বার্‌বারাকে লইয়া

যাইতে আসিয়াছেন, তখন বার্‌বারা আপত্তি করিলেন "মার শরীরও আজ তেমন ভাল নাই। তাঁ'কে ফেলিয়া কেমন করিয়া যাই!"

জননীও আপত্তি করিলেন 'এ দুর্দ্দিনে সে কেমন করিয়া যাইবে?".

কার্‌লাইল্ বড় বিপদে পড়িলেন। কোন্ সুযোগে আসল কথাটা বার্‌বারাকে জানাইবেন, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধার সঙ্গে তিনি কথা বলিতে লাগিলেন। এমন সময় পরিচারিকা আসিয়া কহিল যে জেলের নিকট হইতে একটা লোক আসিয়াছে।

তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য মিসেস্ হেয়ার দরজার নিকট উঠিয়া গেলেন। সেই সুযোগে কার্‌লাইল্ বার্‌বার কাণে কাণে কহিলেন "আপত্তি করিওনা, বার্‌বারা। তোমাকে যাইতে হইবে—রিচার্ডের সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে।"

জননী ফিরিয়া আসিলে যুবতী কহিলেন "মা, কর্ণেলিয়া যখন এত করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, তখন তুমি যদি বিশেষ কিছু মনে না কর, আমি একবার যাইয়া দেখিয়া আসিতে চাই।"

"রাস্তায় নিশ্চয়ই তোমার ঠাণ্ডা লাগিবে।"

"না, মা, লাগিবে না—গায় ভাল করিয়া কাপড় জড়াইয়া যাইব।"

তখন মিসেস্ হেয়ার আর বিশেষ কোন আপত্তি করিলেন না।

গাড়ীতে কোচ্‌ম্যান ছিল বলিয়া, নিতান্ত কৌতুহল সত্ত্বেও বার্‌বারা কার্‌লাইলকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ইষ্ট্‌লীনে পৌঁছিয়াই মিঃ কার্‌লাইল্ কহিলেন "যাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই, তাহার জন্য প্রস্তুত হও বার্‌বারা।"

অনিশ্চয়তার উদ্বেগে—আশঙ্কায়—যুবতীর মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হইয়া পড়িল। ক্ষিপ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "রিচার্ডের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?"

"তোমার উদ্বিগ্ন হইবার মত কিছুই ঘটে নাই।—সে এখানে আসিয়াছে।"

"এখানে!—কোথায়?"

"এখানে—এ বাড়ীতে। কাল রাত্রি সে এখানেই কাটাইয়াছে।"

"কি বল আর্কিবল্ড!"

"সত্যই বলিতেছি। একবার ভাবিয়া দেখ, ব্যাপার খানা কি! আকাশের অবস্থা দেখিবার জন্য দরজা খুলিয়াও বাহির হইতে পারি, আর অমনি রিচার্ড আসিয়া উপস্থিত। অমন ভয়নক রাত্রে ত' আর তা'কে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। তাই সমস্ত রাত্রি সে এখানেই ছিল।"

"কর্ণেলিয়া জানে কি?"

"তা' জানে বৈ কি?—আর সুধু সে নয়, যশোও জানে। বাধ্য হইয়া তা'কে বলিতে হইয়াছিল।"

আর দুই চারিটি কথার পরে কার্‌লাইল্ বার্‌বারাকে লইয়া রিচার্ডের ঘরে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আবার বাহির হইয়া আসিলেন।

তাহার হাত ধরিয়া রিচার্ড বলিলেন "সকাল সকালই যেন আফিস হইতে ফিরিয়া আসেন। ৬টা কি বড় জোর ৭টার পরে আর এক মিনিটও আমি এখানে থাকিব না—বড় ভয় করে।"

ভাই ভগিনী সমস্তটা দিন বসিয়া বসিয়া কত জল্পনা কল্পনাই না করিলেন! থর্ণের সঙ্গে কবে কতবার, কোথায় দেখা হইয়াছিল, ইত্যাদি কত প্রশ্নই না বার্‌বারা করিতে লাগিলেন!—শেষে বলিলেন "আঃ, তা'কে বিশেষ রকম জানে, এমন কোন লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া যদি তা'র ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে পারিতে!"

"একটা লোককে তা'র সঙ্গে দেখিয়াছি; কিন্তু তাঁ'কে যাইয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব; দুজনকেই আবার এক পথের পথিক বলিয়া বোধ হয়। দুজনেই সমান বাবু।"

"এ লোকটার নাম কি?"

"স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্।"

অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "কে?—ফ্রান্সিস্ লেভিসন্? তা'কে তুমি চেন?"

"খুব চিনি।"

কতক্ষণ বারবারা তন্ময় হইয়া কত কি চিন্তা করিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "তা'দের মধ্যে কোন সাদৃশ্য আছে কি?"

"আমার ত' মনে হয় খুবই আছে। দু'জনেই সমান বদ্‌মায়েস্।"

"না, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। শারীরগত সাদৃশ্যের কথা বলিতেছিলাম।"

"দুজনেই বেশ লম্বা—এ ছাড়া আর এতটুকু সাদৃশ্যও নাই।"

আবার বার্‌বারা চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন—রিচার্ডের কথা শুনিয়া তিনি যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িয়াছেন!

তা'র পরে ভাইভগিনীর মধ্যে আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা হইল না।

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রিচার্ডের যাইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যে টাকার প্রয়োজন ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। কারলাইল্ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, কোন জায়গায় যাইয়া ঠিক হইয়া বসিলেই তিনি যেন তাহার ঠিকানা জানান—রিচার্ডও সম্মত হইলেন। আজ তাহার মন বড়ই অশান্ত ও অস্থির হইয়া

উঠিয়াছে ;বার্ বারার মানসিক অবস্থাও আজ বড় শোচনীয়। নীরবে টস্ টস্ করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতেছে। আকাশের অবস্থাও বড় ভীতিপ্রদ—মধ্যাহ্নে তুষার পাত বন্ধ হইয়া থাকিলেও এখন আবার আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে বিদায়ের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। কারলাইল্ উঠিয়া দরজা খুলিয়া ধরিলেন।

ভগিনীর দিকে সজল নেত্রপাত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রিচার্ড বলিলেন "বারবারা, বোন, আজিকার কথা যদি কখনো মাকে বল, তবে বলিও আমার প্রাণে প্রধান দুঃখ রহিল যে, তাঁ'র সঙ্গে দেখা হইল না! তবে এখন আসি।"

মর্ম্মাহত ভগিনী কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন "এসো, রিচার্ড। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন, আর তোমার দুর্দ্দশার অবসান করুন।"

মিস্ কর্ণি বলিলেন "তবে যাও রিচার্ড—দেখিও আর যেন কখনও এমন বিপদে পড়িও না"

সর্ব্বশেষে, হতভাগ্য রিচার্ড কারলাইলের সঙ্গে কর মর্দ্দন করিলেন; কিন্তু কারলাইলও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিলেন।

বারবারা আবার পূর্ব্বকার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। শোকের স্রোত আর তিনি রুদ্ধ করিতে পারিলেন না—মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় খুলিয়া দিয়া ডুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময়ে যশেশ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কহিল "নির্দ্দোষ হইলে, বাস্তবিকই তা'র পক্ষে বড়ই কষ্টের কথা!"

জলে ভরা চক্ষু দুইটি তাহার দিকে ফিরাইয়া বারবারা বলিয়া উঠিলেন "নির্দ্দোষ হইলে!—কেন, তোমার মনে কি কোন সন্দেহ আছে?"

"না, ঠাকরুণ, এখন আর কোন সন্দেহই নাই। মিথ্যা কথা কি আর এত জেদ করিয়া কেহ বলিতে পারে?—এখন কথা হইতেছে, সেই থর্ণকে কেমন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে।"

উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার করদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বারবারা কহিলেন "যয়েশ এতদিন আমি মনে করিয়াছিলাম তাহাকে পাইয়াছি—আমার মনে বেশ লইতেছিল যে, আমি তাহাকে ঠিকই চিনিয়াছি। তোমাকে বলিতে আমার কোনই আপত্তি নাই। এতদিন কাহাকেও বলি নাই; কিন্তু আজ আর না বলিয়া পারিতেছিনা। আমার প্রাণ যাই-যাই হইয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল লোকটা অন্য কেহ নহে—ফ্রান্সিস্ লেভিসন্।"

যয়েশ চমকিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "কি বলেন?"

"ঠিকই বলিতেছি, যয়েশ। লেডি ইশাবেল্ যে রাত্রে চলিয়া যান। সেই রাত্রি হইতেই এই বিশ্বাস আমার মনে স্থান লইয়াছে। সেই রাত্রে আমার ভাইও এখানে আসিয়াছিল, এবং রাস্তায় থর্ণকে দেখিতে পাইয়াছে বলিয়াছিল। এই থর্ণের সে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা, আমার নিকট, কাপ্তান্ লেভিসনের সঙ্গে যেন একেবারে মিলিয়া গিয়াছিল। তদবধি আমি তাহাকেই প্রকৃত থর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু আজ রিচার্ড বলিতেছে যে সে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে জানে, এবং থর্ণ ও তাহার মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। তবে ত' দেখিতেছি, আমি তাহাকে পাইয়াও পাইলাম না।—এখন আমার মনে হইতেছে যে কাপ্তান্ লেভিসন্‌কে তাহার অভিলষিত দুষ্কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য এই থর্ণ সেই রাত্রে এখানে আসিয়াছিল!"

"বলেন কি!"

"কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সন্দেহের কথা আমি এক দিনের জন্যও

কারলাইলের নিকট বলিতে পারি নাই! ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনের নামটা তাহার নিকট করিতে, কখনই আমার সাহস হয় নাই।”

একটু পরেই তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন; কারলাইলকে বলিলেন “সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছে; এখন আমাকে যাইতে হয়। নতুবা মা বড় উদ্বিগ্ন হইবেন।”

“যখন তোমার ইচ্ছা, তখনই যাইতে পার।”

“হাটিয়া যাওয়া যায় না কি? এই দুর্য্যোগে আবার তোমার ঘোড়া দুইটা বাহির করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।”

কার্‌লাইল্‌ হাসিয়া উঠিলেন “ঝড়ের প্রকোপটা কাহার বেশি লাগিবে— তোমার না ঘোড়া দুইটার?”

কাজেই গাড়ীতেই যাইতে হইল; কার্‌লাইল্‌ও সঙ্গে গেলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই বার্‌বারা একপ্রান্তে সরিয়া বসিলেন; ধীরে ধীরে তাহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল; ভ্রাতার দুর্ভোগ ও সুখ-শান্তির অভাবের কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অনেক পুরুষ আবার বিপদের সঙ্গে লড়াই করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু তাহার ভ্রাতা তেমন নহেন; শোকে দুঃখে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন! ইহা মনে করিয়া বার্‌বারার প্রাণে আরও আঘাত লাগিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তিনি কিছুই বলিলেন না। কুঞ্জের সন্নিকটে আসিয়া কার্‌লাইল্‌ তাহার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন; দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কহিলেন “এত অস্থির হইও না; বার্‌বারা! রিচার্ডের ভাগ্যে আবার সুখের উজ্জ্বল দিন আসিতে পারে।”

গাড়ী থামিল; অবতরণ করিয়াই মিঃ কার্‌লাইল্‌ ভৃত্যদিগকে কহিলেন “তোমরা চলিয়া যাও— আমি হাটিয়াই বাড়ী যাইব!”

বার্‌বারা যেন হাতে আকাশ পাইলেন ; প্রাণের আবেগ সাম্‌লাইয়া উঠিতে না পারিয়া কহিয়া ফেলিলেন "তাহা হইলে আজকার সন্ধ্যাটা তুমি আমাদের সঙ্গে কাটাইবে, আর্কিবল্ড!—মা কতই না আহ্লাদিত হইবেন!"—কিন্তু কণ্ঠস্বর বলিয়া দিল, তিনি নিজেও খুবই আহ্লাদিত হইয়াছেন।

অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইবার সময় কার্‌লাইল্ তাহার হস্ত আপনার বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া লইলেন।

—যাষ্টিশ্ বাড়ীতে নাই ; ক্লান্ত ও অসুস্থ, মিসেস্ হেয়ারও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই কার্‌লাইল্‌কে অভিবাদন ও সন্তুষ্ট করার ভার বার্‌বারার উপরই পড়িল।

দুই জনেই আসিয়া উজ্জ্বল অগ্নিকুণ্ডটির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন ;—বার্‌বারা একটি একটি করিয়া সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি মনে করিতেছেন। আর মিঃ কার্‌লাইল্ ?—কি করিতেছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমরা শুধু দেখিতেছি, তাহার অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রদুইটি বার্‌বারার উপরই নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অবশেষে বার্‌বারার যেন মনে হইল যে, কার্‌লাইল্ তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন—কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া তিনিও চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। অমনি কার্‌লাইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় তুমি বিবাহ করিবে, বার্‌বারা ?"

প্রশ্নটা নিতান্ত সহজ গদ্যে—"তোমাকে একখানা চৌকী আনিয়া দিব কি ?" ঠিক এমনি ভাবে—করা হইয়াছে। ইহাতে পদ্য কি উপন্যাসের গন্ধটুকুও নাই!—তথাপি বার্‌বারার শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল ; তাহার চক্ষুমুখ দিয়া আনন্দ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। এত সুখ—তা'তে আবার এমন অপ্রত্যাশিত !

কিন্তু তিনি মস্তক নাড়িয়া আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন—মুখে বলিলেন "কিন্তু তোমার এই অনুগ্রহের জন্য তোমায় ধন্যবাদ!"

"আপত্তি করিতেছ কেন?"

—আবার একটা রক্তের ঝাপ্‌টা আসিয়া যুবতীর মুখমণ্ডল রঞ্জিত করিয়া ফেলিল। তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না—শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিয়াও যেন তিনি এই মধুর দৈব নীরবতা ভঙ্গ করিতে রাজী নহেন।

তখন আরও নিকটে আসিয়া বাহু-পাশে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, সন্নত মুখে কার্‌লাইল্ কহিলেন "আমার কাণে কাণে বল, বার্‌বারা।"

উত্তরে, যুবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিলাম বলিয়া কি তোমার আপত্তি?"

"না, না, তা' নয়। সেই রাত্রির কথা—নিশ্চয়ই তুমি ভুলিতে পার নাই, আমারও মস্তিষ্কের ভিতরে যেন আগুনের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে! হায়, কেমন করিয়া আমি অমন্ কলঙ্কিনীর মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলাম!—আমায় ত' তুমি ভালবাস না; সুধু আমার দুঃখে, আমার বেদনায়, সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়াছ বইত' নয়?"

কার্‌লাইল্ সুধু বলিলেন "বার্‌বারা!"—তাহার স্বরে গভীর যন্ত্রণা। তাড়াতাড়ি যুবতী চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। তখন কার্‌লাইল্ বলিতে লাগিলেন "তুমি নিশ্চয় জানিও, বার্‌বারা, আমি তোমাকে সমস্তখানি প্রাণ দিয়া ভালবাসি; নিশ্চয় জানিও, এসংসারে তোমা বই আর কাহাকেও বিবাহ করিবার কথা স্বপ্নেও আমার মনে আসে নাই! সুখ যখন আমাদের হাতের কাছে আসিয়াছে, তখন আর সুধু একটা ভাব-বিকারের জন্য, তাহা পায় ঠেলিও না!"

তাহার বাহুর উপর সমগ্র দেহের ভার বিন্যস্ত করিয়া মৃদু ক্রন্দনের স্বরে বার্‌বারা বলিলেন "সুখের কথা বলিতেছ ?—হায়, তোমার কি আর ইহাতে সুখ হইবে ?"

কার্‌লাইল্ কানে কানে বলিলেন "অপার অনন্ত সুখ, বার্‌বারা।"

তাহার মুখের উপর হৃদয়-নিহিত সত্যের ছায়া দেখিতে পাইয়া বার্‌বারার উজ্জ্বল মুখমণ্ডল আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনো আমায় আগেরই মত ভালবাস, বার্‌বারা ?"

অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে উত্তর হইল "অনেক বেশি—অনেক বেশি, আর্কিবল্ড।"

তখন কার্‌লাইল্ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখ তুলিয়া লইয়া আপনার মুখে সংলগ্ন করিলেন। বার্‌বারার শিরায় শিরায় স্বর্গীয় সুখ শান্তি চমক দিয়া উঠিল; চিরজীবন এই ভাবে, এই বুকে, কাটাইয়া দিতে পারিলেই যেন তাহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়।

—রিচার্ডের কি হইয়াছে ? তিনি কি নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া পড়িতে পারিয়াছেন ? একবার দেখা আবশ্যক।

কার্‌লাইলের ওখান হইতে বাহির হইয়া রিচার্ড রাস্তার মাঝখান দিয়া না যাইয়া এক পার্শ্বের বেড়া ধরিয়া, তুষারস্তূপের উপর দিয়া চলিয়াছেন। মুখ ঢাকিয়া চলিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মিস্ কর্ণি তাহাকে একটা ছাতা দিয়াছিলেন—অবনত মস্তকে, ছাতাটিকে সম্মুখের দিকে বাড়াইয়া দিয়া, ত্রস্ত পাদক্ষেপে তিনি চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কাহার ছাতার সঙ্গে তাহার ছাতার সংঘর্ষণ হইল—উভয় ছাতাই দুই দিকে সরিয়া পড়িল; প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

অপর চিৎকার করিয়া উঠিলেন "কেন, চোখে কি দেখিতে পাও না ?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া রিচার্ডের মনে হইল, বুঝিবা পড়িয়াই গেলেন! পদতলস্থ ভূখণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যদি তখন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত, তবে তিনি এত কষ্টে সংগৃহীত অর্থও, ইহার বিনিময়ে প্রদান করিতে প্রস্তুত ছিলেন!—এ যে অন্য কেহ নহেন; তাহার পিতা স্বয়ং—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন!

অকস্মাৎ তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ-ধ্বনি আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল; তীরবেগে তিনি ছুটিয়া পলাইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জমিয়া গিয়াছে!

পর দিন সকাল বেলায় আকাশ বেশ পরিষ্কার হইল। শুধু তাহাই নহে, সুনীল আকাশে কনককান্তি সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া উঠিলেন; ধরিত্রীর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন হাসির আভা ঠিকড়িয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মাটির উপর তুষারস্তূপ এখনও জমাট্ বাঁধিয়া রহিয়াছে।

চেয়ারে বসিয়া মিসেস্ হেয়ার প্রকৃতির এই উজ্জ্বলতা সন্দর্শন করিতেছেন—তাহার চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মিঃ কার্‌লাইল্ তাহার অতি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

হর্ষ ও বিষাদ, এই উভয়ের সংমিশ্রণে তাহার এই চক্ষুর জলের উৎপত্তি! আজ তবে এত দিন পরে বার্‌বারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিল!—এই দুঃখ। আর, যাহার অপেক্ষা যোগ্যতর পাত্র আর নাই, সেই কার্‌লাইলের নিকট যাইতেছে,—এই সুখ।

তিনি গম্ভীরোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন "এখানে সে বড় সুখে ছিল, আর্কিবল্ড। তোমার ওখানেও তেমন রাখিবে ত?"

"আমার সাধ্যানুসারে কোনই ত্রুটি হইবে না।"

"বরাবর তা'কে তুমি ভালবাসিবে, সোহাগ করিবে?"

"আমার সমস্তখানি হৃদয় দিয়া, সমস্তখানি প্রাণ দিয়া। কেন, আমাকে এত জানিয়াও কি আপনার সন্দেহ গেল না?"

"সন্দেহ! না, তোমার উপর আমার সন্দেহ নাই। তোমার উপর বরং আমার অগাধ সরল বিশ্বাস আছে। সমস্ত সংসারও আসিয়া যদি বার্‌বারার পায় গড়াগড়ি যাইত, তবুও আমি তাহাকে তোমাকেই পছন্দ করিতে বলিতাম।"

বিদ্যুৎ চমকের মত কার্‌লাইলের ওষ্ঠদ্বয়ের উপর দিয়া একটা হাসির রেখা চলিয়া গেল।—তিনি বেশ জানেন যে, না বলিয়া দিলেও বার্‌বারা তাহাই করিতেন।

বৃদ্ধা আবার বলিতে লাগিলেন "কিন্তু, আর্কিবল্ড, কর্ণেলিয়াকে লইয়া তুমি কি করিবে? মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার সাংসারিক বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা নাই, কি, তোমার ও বার্‌বারার মধ্যে যে বন্দোবস্ত হইবে, তাহার উপর আমি কোন কথা বলিতে চাই না।—তবে আমি একথাও না ভাবিয়া পারি না যে, স্বামীস্ত্রীর নিজেদের একটা ভিন্ন সংসার করিয়া থাকাই ভাল।"

কার্‌লাইল্‌ উত্তর করিলেন "কর্ণেলিয়া আর ইষ্ট্‌লীনে থাকিবে না। এখনও তা'কে আমি একথা বলি নাই—কিন্তু শীঘ্রই বলিব। অনেক দিন হইতেই আমি মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি যে, আবার যদি আমাকে বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি তাহার সঙ্গে, ভিন্ন ঘর-সংসার করিব। শুনিতে পাইতেছি, সে নাকি আমার প্রথমা স্ত্রীর উপর বড় বেশি আধিপত্য খাটাইয়াছে। একথার বিন্দুবিসর্গও যদি তখন আমি জানিতে পারিতাম, তবে আর একদিনও তাহাকে ওখানে থাকিতে হইত না।—আপনি নিশ্চিন্ত হউন, বার্‌বারাকে আর সেই অদৃষ্টভাগিনী হইতে হইবে না।"

এমন সময়ে যাষ্টিশ্‌ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই বিবাহ-প্রস্তাবে পূর্ব্বেই অতি আহ্লাদ সহকারে তিনি সম্মতি দান করিয়াছেন।

এখন, প্রাণের স্ফূর্তি আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়াই যেন, বলিয়া ফেলিলেন "কেমন করিয়া তুমি ওকে বাগাইলে ? আরও কত লোকে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মেয়েটা কাহারও কথা আমলেই আনে নাই !"

একটু হাসিয়া উঠিয়া কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "বোধ হয় যাত-মন্ত্রে বাধ্য করিয়াছি।"

বৃদ্ধ আদব-কায়দা, সামাজিকতার কোন ধার ধারেন না।—এমন সময় মেয়েকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "এই ত' বার্‌বারা আসিয়া উপস্থিত !—আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, আর সকলের চাইতে কার্‌লাইল্‌কে তুমি এমন কি বেশি দেখিলে বার্‌বারা ?"

যুবতীর গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া তাহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিল।

এমন সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে অটওয়ে বীথেল্‌ও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাষ্টিশের সঙ্গে কথা বলিয়া যাইবার সময় সে বলিল "একটা মড়া মানুষ যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা শুনিয়াছেন কি ?"

"কোন্ মড়া ?"

"কেমন করিয়া বলিব ? কাল রাত্রে কেউ হয়তঃ পথ হারাইয়া গিয়াছিল, কি আর পথ চলিতে না পারিয়া, শেষে বরফের উপরই পড়িয়া রহিয়াছিল। আজ সকাল বেলায় দেখা গিয়াছে যে, লোকটা একেবারে জমিয়া গিয়াছে ! অনেক লোক জড় হইয়াছে দেখিয়া আমিও একটু উঁকি দিয়া আসিয়াছি।"

"লোকটা কে ?"

"চিনিতে পারি নাই ; বোধ হয় কোন বিদেশী। অল্প বয়স ; বড় বড় কালো গোঁফ।"

তখন যাষ্টিশ্ যেন কতকটা চিৎকারই করিয়া উঠিলেন "বুঝিয়াছি, এই লোকটাই বোধ হয়, ছাতা মাথায় দিয়া কাল রাত্রে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।"

বীথেল্ চলিয়া গেল। মিঃ কার্লাইল্ বার্বারার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ একেবারে মড়ার মত সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার মনের ভাব বুঝিতে আর কার্লাইলের বাকী রহিল না।—তবে কি রিচার্ড ?—

"ভয় নাই, আমি যাইয়া দেখিয়া আসিতেছি" বার্বারার কাণে কাণে এই কথা কয়টি কোন প্রকারে বলিয়া কার্লাইল্ও বাহির হইয়া পড়িলেন।

—শীঘ্রই আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আশঙ্কা ও উদ্বেগে মর-মর হইয়া বার্বারা অগ্রসর হইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিলেন। কার্লাইল্ তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন "সে নয়। কে একজন বিদেশী; এর্ গোঁফ লাল।"

"আচ্ছা, বাবা যা'র কথা বলিলেন, সে বোধ হয় রিচার্ডই ?"

"সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে ?—ঐ যে চিৎকার করিয়া দৌড়িয়া পলাইয়াছে। ঐ ই তা'র প্রমাণ।"

সেই দিন অপরাহ্লেই মিঃ কার্লাইল্ ভগিনীর নিকট বিবাহের কথা পাড়িলেন।

"কর্ণেলিয়া, লেডি ইশাবেলকে যখন বিবাহ করি, তখন, আগে তোমাকে জানাই নাই বলিয়া তুমি আমায় গালি দিয়াছিলে—"

তীব্র স্বরে বাধা দিয়া মিস্ কর্ণি কহিলেন "গোপন না করিয়া যদি আমার পরামর্শ লইতে, তবে আজ যে দুর্ভোগ ও কলঙ্ক তোমাকে ভুগিতে হইতেছে, তাহা আর ভুগিতে হইত না!"

কার্‌লাইল্ কহিলেন "অতীত ভুলিয়া যাইয়া, এখন একবার ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করা যা'ক্। আমি বলিতেছিলাম কি যে, আর আমি তোমার নিকট তেমন কোন অপরাধ করিতে ইচ্ছা করি না। আমার সে ত্রুটি বোধ হয় কখনও তুমি ক্ষমা করিতে পার নাই।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই ভগিনী কহিয়া উঠিলেন "পারি নাই, কখনও পারিব না। আমি তোমার অমন্ তাচ্ছিল্যের পাত্র নই।"

"তাই এবার তাড়াতাড়ি করিয়াই তোমাকে আসল কথাটা বলিতে আসিয়াছি। আবার আমি বিবাহ করিতেছি, কর্ণেলিয়া।"

মিস্ যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন ;, নাকের উপর হইতে তাহার চশ্‌মাজোড়া পড়িয়া গেল, কোলে সেলাইয়ের একটা বাক্স ছিল, তাহাও মাটিতে পড়িয়া ঠকাস্ ঠকাস্ করিয়া উঠিল।

ভূতদ্রষ্টার ন্যায় ভীতি-বিস্ফারিত চক্ষুতে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে ?"

"বিবাহ করিতে যাইতেছি ?"

"তুমি ?"

"আমি। কেন, এতে কি বড় আশ্চর্য্যের কিছু আছে ?"

"যদি তোমার একটুও সাধারণ জ্ঞান থাকে, তবে আর এমন কাজে যাইয়া আবার অমন আহাম্মক বলিও না। একবার যে স্বাদ পাইয়াছ, তাহাতে হয় নাই ?—'নেড়ে আবার ক'বার বেলতলায় যায়' ?"

"এখন বুঝিলে ত' কর্ণেলিয়া, কেন আমি তোমার নিকট এ সব কথা বলিতে আসি না। ঠিক ছেলেবেলায় যেমন করিয়াছ এখনও তুমি আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিতে চাও!—এটা নিতান্তই আহাম্মকী।"

"যারা ছেলেমানুষী করে, তা'দের সঙ্গে ছেলেপেলেরই মত ব্যবহার করিতে হয়। তুমি প্রথমবার যখন বিবাহ কর, তখনই আমি মনে করিয়াছি, তোমার মাথার ঠিক ছিল না; এবার আরও বেশি করিয়া মনে করিব।"

"নিজে বিবাহ করা ভাল মনে কর নাই বলিয়া বুঝি আমাকে বিবাহ করিতে দেখিয়াও তুমি গালিমন্দ দিবে?—কিন্তু সকল মানুষ ত' আর এক প্রকৃতির হয় না! তুমি বিবাহ না করিয়া সুখে আছ, আর আমি বিবাহ করিয়াই সুখী হইব।"

এবার মিস্ কর্ণির ক্রোধের ঝড় উদ্দামবেগে প্রবাহিত হইল; কি যে বলিতেছেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই নিতান্ত উত্তেজিত ভাবে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "হাঁ, আবার আগের মত মুখে চুণকালি মাখিয়া ত'?"

কার্‌লাইলের চক্ষুমুখ দিয়া অগ্নিপ্রবাহ ছুটিল; কিন্তু আত্মসংযমভ্রষ্ট না হইয়া ধীরে ধীরে তিনি উত্তর করিলেন "না, এবার যাহাকে গ্রহণ করিতেছি, তাহাকে দিয়া আর সে ভয় নাই।"

—মিস্ কর্ণির হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে; মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে স্পন্দিত হইতেছে! পূর্ব্ববারের মত এবারও তাহার মর্ম্মস্থলে বড় তীক্ষ্ণ আঘাত লাগিয়াছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে পরুষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি, দেশসুদ্ধ মেয়েরাই ত' তোমার পিছনে লাগিয়াছিল, কোন্‌টিকে শেষে পছন্দ হইল?"

"সে যেই কেন না হউক—রাজ কুমারীই হউক, আর চাষার মেয়েই হউক,—দোষ ধরিতে ত' আর তুমি ছাড়িবে না!"

"কেন ছাড়িব?—চক্ষু যা'র আছে, সেই দেখে।—তুমি গোপন করিলেও, আমি বুঝিতে পারিয়াছি—সেই ধনগর্ব্বিতা লুইসা ডোবেদী ত'?"

"না, হইল না। কখনও তা'র উপরে আমার মন যায় নাই, আমার উপরেও তা'র মন পড়ে নাই। নিজের সুখের জন্য আমি বিবাহ করিতেছি—তা'কে স্ত্রীরূপে পাইয়া আমার সুখ হইত না।"

ব্যঙ্গস্বরে মিস্ কহিলেন "যেমন আগের বারে ?"

"হাঁ, তেমনই।"

তখন ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত ভগিনী কহিলেন "কেন, মুখ খুলিয়া নামটা কি আর বলিয়াই ফেলিতে পার না ?"

"শোন তবে—বার্‌বারা হেয়ার।" তীক্ষ্ণস্বরে মিস্ চিৎকার করিয়া উঠিলেন "কে ?"

"কেন, কানে ত' আর কম শুনিতে পাও না !"

তখন হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, চক্ষুর তারা কপালে তুলিয়া ভগিনী নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বলিয়া উঠিলেন "তুমি, আহাম্মক—নিতান্তই আহাম্মক !"

বিরক্তির কোন লক্ষণই প্রকাশ না করিয়া ভ্রাতা কহিলেন "তা' হইতে পারি।"

"বাস্তবিকই—বাস্তবিকই আর্কিবল্ড, তুমি একজন পহেলা নম্বরের আহাম্মক ! নহিলে কি আর যে মেয়েটা এই এতদিন তোমার জন্য বড়শী ফেলিয়া বসিয়া আছে তা'র কাছে যাইয়া তুমি আপনা হইতে ধরা দেও !"

"না, কখনই সে আমার জন্য বড়্শী ফেলিয়া বসিয়া থাকে নাই। সে যদি আমাকে ভুলাইবার চেষ্টাই করিত তবে আর আজ সে আমার স্ত্রী হইতে পারিত না। অন্যান্য অনেক মেয়েই আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু বার্‌বারা কখনই তা' করে নাই।"

"ছুঁড়িটা যেমন দেমা'কে, তেমনই চঞ্চল প্রকৃতির।"

"বলিয়া যাও তা'র বিরুদ্ধে আর কি বলিবার আছে।"

"আমার যদি বিবাহ করিতে হইত, আমি ত' তবে কখনই এমন কলঙ্কিনী মেয়ে বিবাহ করিতাম না।"

"কলঙ্কিনী ?"

"নয় ত' কি যশস্বিনী!—রিচার্ডের মত ভাই থাকা কি গৌরবের কথা ?"

"তা'তে বার্‌বারার কোন কলঙ্ক নাই। আর এমনও সময় আসিতে পারে, যখন রিচার্ডেরও এ কলঙ্ক থাকিবে না।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মিস্ কহিলেন "শূকর ছানাও আকাশে উড়িতে পারে—পূর্ব্বের সূর্য্যও পশ্চিমে উঠিতে পারে!"

"তা' যা'ক্। এখন কথা হইতেছে তুমি কোথায় থাকিবে। আমার বিশ্বাস, তুমি আবার তোমার নিজের বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইবে ?"

কর্ণি আর কিছুতেই নিজের কর্ণদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এও কি কখন হইতে পারে ?—শেষে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "বাড়ীতে ফিরিয়া যাইব!—কেন, কিসের জন্য ?—না, আমি এই ইষ্ট্‌লীনেই থাকিব। কে আমাকে বাধা দিবে ?"

অনুচ্চ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কারলাইল্ কহিলেন "না, যাইতেই হইবে।"

তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধস্বরে ভগিনী কহিলেন "কে একথা বলিতেছে ?"

"আমি নিজে। সেই রাত্রে—যে রাত্রে সে চলিয়া গিয়াছিল—সেই রাত্রে যরেশ কি বলিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে নাই ? সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আর একজনকে আর আমি তেমন যন্ত্রণার সম্ভাবনার মধ্যেও থাকিতে দিব না।"

কর্ণেলিয়া কোন উত্তর করিলেন না তাহার ; ওষ্ঠদ্বয় ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না। যে কারণেই হউক, প্রসঙ্গটা তাহার পক্ষে সাংঘাতিক

হইয়া পড়িল—তাহার মত দুর্দ্দান্ত স্ত্রীলোকও ইহাতে নরম হইয়া পড়িলেন।

তাহার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাড়াতাড়ি কার্‌লাইল্ কহিতে লাগিলেন "তোমার উপর যে কোনরূপ দোষারোপ করিয়া এরূপ করিতেছি, তাহা নহে। আসল কথাটা হইতেছে এই—অনেক দিন যাবৎ তুমি একটা সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছ; এবং ইহা স্বাভাবিক ও ন্যায্যই যে, তুমি এখনও কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিবে। তবে, এক সংসারে দুই কর্ত্রী দ্বারা কখনও সুফল হয় নাই, কখনও হইবে না; তাই আমি এরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছি।"

কর্ণেলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তোমার মনে যদি এতই ছিল, তবে আমি যখন ইষ্ট্‌লীনে আসি, তখন আমায় সব খুলিয়া বল নাই কেন?—কপটতা আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।"

"তখন আমার মনের ভাব এরূপ ছিলনা; এবিষয়ে তখন আমি কিছুই বুঝি নাই—এখন ঠেকিয়া শিখিয়াছি।"

ক্রোধ-কম্পিত স্বরে ভগিনী কহিলেন "তোমার সংসারের জন্য আমি যেমন গায়ের রক্ত জল করিয়া খাটিয়াছি, তেমন আর কেহ করিবে বলিয়া তুমি ভাব নাকি?"

"না, তা' ভাবি না।—যা'ক্, তোমার ভাড়াটিয়ারা এই মার্চ্চ মাসেই যাইতেছে ত'?"

"হাঁ, যাইতেছে।—আয়ব্যয় বুঝিয়া যদি হিসাব করিয়া চলিতে হয়, তবে তোমারই সে বাড়ীতে যাইয়া থাকা উচিত; আর আমি যখন বার্‌বারাকে বিষ খাওয়াইব বলিয়া তোমার বিশ্বাস, তখন—আমি না হয়, একটা ছোট বাড়ীতে যাইয়া থাকিব। তোমার পক্ষে ইষ্ট্‌লীনে বাস করা বড় বেশি রকমের বিলাসিতা।"

"আমি সেরূপ মনে করি না—আমি এখানেই থাকিব।"

"বুঝিতেছ কি মিঃ আর্কিবল্ড, যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার আয়টাও চলিয়া যাইবে?"

"তা' আমি বেশ বুঝি। তোমার আয় তোমারই, এবং তোমার নিজের প্রয়োজনেই তাহা ব্যয় করিতে হইবে। ইহার উপর আমার কোনই দাবী নাই এবং ইহা পাইতেও আমি ইচ্ছা করি না।"

"কিন্তু জানিয়া রাখ, ইহাতে তোমার আয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। সাবধান, তুমি এবং তোমার এত সাধের ইষ্ট্ লীন যেন আবার এক সঙ্গেই দেউলিয়া হইয়া না বসে!"

মিঃ কার্লাইল্ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন "আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি সাবধান হইব। ইষ্ট্ লীনে থাকা আমার পক্ষে উচিত না হইলে কখনই আমি সেখানে থাকিতাম না। আমার সকল অমিতাচারিতা —তুমি যেমন বলিয়া থাক—সত্ত্বেও মাসে মাসেই আমার যথেষ্ট টাকা জমিতেছে। তোমারও বোধ হয় ইহা অজ্ঞাত নাই।"

"কেন, হিসাব করিয়া চলিলে আরও জমাইতে পারিতে না?"

"সন্ন্যাসীর মত, কি কঞ্জুষের মত থাকিতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই।"

"তা' জানি—কিন্তু যা'দের ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা আছে, তা'দের মতও যে থাকিতে জান না!" তা'র পর ক্ষুব্ধ পরিতাপের, অর্দ্ধক্রন্দনের, সুরে কহিলেন "হায়! এমন করিয়া যে তুমি নিজকে বলি দিতে যাইতেছ, ইহা ভাবিলেও আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া যায়!—সে বলি আবার কার কাছে?—অমিতাচারিণী, গর্ব্বিতা, 'নতুন বড় লোক,' সর্পিণী বার্বারা হেয়ারের কাছে!—হায়, হায়! আমি কোথায় যাইয়া এ জ্বালা জুড়াইব?"

বার্‌বারার প্রতি প্রযুক্ত এই বিশেষণ গুলি কার্‌লাইল্‌ নীরব নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিলেন। না করিয়া যে উপায় নাই!

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মিঃ ডিলের বুটাদার কামিজ।

জুন মাসের মনোরম সকাল বেলায় একদিন ওয়েষ্টলীনময় একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে; রকম বেরকমের পোষাক পরিয়া দলে দলে বালক বালিকা; যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সেইন্ট যূডের গির্জ্জার দিকে চলিয়াছে—আজ মিঃ কারলাইল্ ও কুমারী বার্‌বারার শুভ বিবাহ।

—ওয়েষ্টলীনের অলি-গলি, আনাচে-কাণাচে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—পড়ে নাই সুধু মিস্ কর্ণেলিয়ার গৃহে ও প্রাসাদে।

এখন আর তিনি ইষ্ট্‌লীনে নাই, কার্‌লাইলের আফিস্-বাড়ীর সম্মুখস্থ নিজগৃহে উঠিয়া আসিয়াছেন। আজ সুধু তাহারই গৃহে আনন্দ নাই। তাহার্ যেন মৃত্যুর মুহূর্ত্ত সমাগত; মৃত্যু আবার যে সে মৃত্যু নয়—স্বেচ্ছায় আলিঙ্গিত মৃত্যু;—মুখ তাহার তেমনই বিষাদ-গম্ভীর—প্রাণ তাহার তেমনই বিদ্রোহী ও নিরানন্দ। যয়েশকে ডাকাইয়া কার্‌লাইলের ছেলে-মেয়েদিগকেও তিনি আপনার গৃহে আনিয়াছেন—নূতন মা আসিয়া তাহাদেরও সুখশান্তি নষ্ট করিবে, ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকেও আজ নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মনে করিতেছেন।

মিঃ ডিল্ আজ একটা অতি গর্হিত কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন; তাহার পরম সৌভাগ্য যে কর্ত্তার প্রথম বিবাহ উপলক্ষ্যে তিনি যে দেহ নাড়াটা

খাইয়াছিলেন, আজ তাহা ঘটে নাই। ডিল—বৃদ্ধ, সেকেলে ধরণের লোক; ভাবিলেন, এই শুভ কার্য্যের দিনে মিস্ কর্ণির ওখানে যাইয়া একবার আনন্দ প্রকাশ করিয়া আসা উচিত। বেলা দশটার সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—আশ্চর্য্যের কথা, জীবনে বোধ হয় এই প্রথম কর্ণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন।

তাহার দিকে সঙ্কুচিত চক্ষুতে চাহিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি! তোমায় আবার কিসে পাইল যে, অমন ময়ূরের মত সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইয়াছ?"

"আমি বিবাহে যাইতেছি—মিঃ কার্লাইল্ আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। কেন, আমার সাজ-গোজটা কি বড় বেশি হইয়াছে?"

—বেশির মধ্যে ত' হতভাগ্য আজ একটা সাদা ওয়েষ্ট্ কোট আর একটা বুটাদার কামিজ গায় দিয়াছেন!

"আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ! সংসারের সমস্ত ধনদৌলতের বিনিময়েও ত' আমি এমন সাজিতে পারিতাম না! দেখিও, রাস্তার যত বাঁদর ছেলেপেলের দল না আবার তোমায়ই পাত্র ঠাওড়াইয়া বসে!"

কতকটা অপ্রতিভ হইয়া তিনি কহিলেন "বিবাহের আসরে সকলেই ত' একটু ভাল বেশ-ভূষা করিয়া যায়।"

"তা ত' যায়ই—আমি ত' আর তাদের ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়াইয়া যাইতে বলি না।—সকল জিনিষেরই একটা মাঝামাঝি আছে। যাক্, নিজের বয়সটা জান ত?"

"ষাট্ পার হইয়াছি।"

"আচ্ছা, তবে তোমার মত একটা বুড়ার কি এমন সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হওয়া উচিত!—তুমিই বলনা কেন?—দেখিও, আজ দেশসুদ্ধ লোক তোমাকে দেখিয়া হো-হো করিয়া হাসিবে! ছেলের দল

যদি না তোমার আবার একটা লেজ লাগাইয়া দেয়, তবে ভাগ্য বলিয়া মানিয়া লইও।”

বৃদ্ধের মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল। নিজের বিবেচনায় তিনি এমন কিছুই করেন নাই, যাহার জন্য তাহাকে দেখিয়া কেহ হাসিতে পারে; এদিকে মিস্ কর্ণির বিবেচনা-শক্তির উপরও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কাজেই মনে মনে তিনি ভারী উদ্বিগ্ন ও অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গটা উল্‌টাইয়া দিবার জন্য তাড়া-তাড়ি বলিলেন “আজ এই শুভদিনে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি, প্রার্থনা করি যেন মিঃ আর্কিবল্ড্ ও তাহার স্ত্রী, এবং আপনি—”

বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে মিস্ কহিলেন “হইয়াছে, হইয়াছে! আমাদের এখানে আজ আনন্দ প্রকাশ নয়, শোক প্রকাশের আবশ্যক। আজ আর্কিবল্ড যাহা করিল, তাহার চাইতে আমি বরং তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে দেখিতেও প্রস্তুত ছিলাম।”

“আঃ সর্ব্বনাশ! বলেন কি?”

“ঠিকই বলিতেছি। অমন জলে-পড়া মানুষের মত আমার দিকে না চাহিলেও চলিবে। আর একটা স্ত্রীর পায় যাইয়া এমন দাসখৎ দিবার তার কি আবশ্যক ছিল?—কেন, আগেরটায়ই কি যথেষ্ট হয় নাই?—আমি ঠিক জানি, তা'র মাথায় কিছু গোলমাল আছে।”

ডিল্ কহিলেন “কিন্তু শুনিতে পাই, বিবাহ জিনিষটা নাকি সুখের এবং সম্মানের—”

“হাঁ, হাঁ, খুব সুখের, খুব সম্মানের! প্রথম বিবাহেও এ সব যথেষ্টই হইয়াছিল, কেমন?”

“সে ত' যা' হইবার হইয়াই গিয়াছে। এখন আর আমাদের কাহারও সে কথা মনে করা উচিত নয়। আমার খুবই ভরসা আছেযে, এই স্ত্রীদ্বারা

মিঃ আর্কিবল্ড তাহার নষ্ট সুখ আবার ফিরিয়া পাইবেন। বার্‌বারার অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী কি সুশীলা মেয়ে আমি আর দেখি নাই। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, আর্কিবল্ড তাহাকে হস্তগত করিতে পারিয়াছেন।"

"খুব ঠিক করিয়াছ যা'হউক। তার মত অলস, উদ্ধত, গর্ব্বিতা, স্বার্থপরায়ণা স্ত্রীলোক জগতে দুইটি নাই। নিজের ঐ পুতুলের মত সাজান মুখের সৌন্দর্য্য ফলান ও আর্কিবল্ডের মন ভুলান ব্যতীত তা'র আর কোন কাজ নাই।"

এমন সময়ে একটা গাড়ী আসিয়া মিঃ কার্‌লাইলের আফিসের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিতে পাইয়া, মিস্ কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি, গাড়ীতে আবার কে আসিল?"

চাহিয়া দেখিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমি আনাইয়াছি। তবে এখন আসি।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "তুমি আবার গাড়ী আনাইয়াছ!—কেন, তোমার পায় কি বাত ধরিয়াছে যে, গির্জ্জাটা পর্য্যন্তও হাটিয়া যাইতে পার না?"

"আমি ঠিক সোজাসুজি গির্জ্জায় যাইতেছিনা—একবার কুঞ্জে দেখা করিয়া যাইব। আমার বিবেচনায়, আজ গাড়ী করিয়া গেলেই যেন বেশি মানানসই হইবে।" বলিয়া তিনি অভিবাদন করিয়া বাহিরে আসিলেন— আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এদিকে সহরময় লোক সাজগোজ করিয়া সকাল বেলা হইতেই গির্জ্জায় যাইয়া জড় হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ভিতরে লোক ধরেনা—বাহিরে লোকে লোকারণ্য! ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল—কিন্তু পাত্র-পাত্রীর দেখা নাই, জনসংঘ অস্থির হইয়া কোলাহলে ধর্ম্মমন্দিরটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল।—শেষে যখন এগারটা বাজিল, তখন মিঃ কার্‌লাইল্, বার্‌বারা ও অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পুরোহিত বার্‌বারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জগদীশ্বরের আদেশানুযায়ী পবিত্রভাবে বিবাহিত-জীবন যাপন করিবার সংকল্প করিয়া ইহাঁকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ ত ?"

হৃদয়ে ঐকান্তিক আবেগ ও উত্তেজনা সত্ত্বেও যুবতী ধীরে ধীরে, জোরেজারে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যথাযথ উত্তর করিলেন। কেন করিবেন না ?—যাহার সঙ্গে বিবাহ, তিনিই ত' তাহার এত বৎসরের,——হৃদয়ের—একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

পাদ্রী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাঁর বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারিবে ত ? ইহাঁকে সেবা করিতে, ইহাঁকে ভালবাসিতে, সম্মান শ্রদ্ধা করিতে পারিবে ত ? সুখে দুঃখে, রোগে আরামে ইহাঁকে সমানভাবে পরিচর্য্যা করিতে পারিবে ত ? আর যতদিন বাঁচিবে, ততদিন আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া, আর সকলের চিন্তা দূর করিয়া, ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারিবে ত ?"

এবারও তেমনই ও স্পষ্ট-স্বরে উত্তর হইল—"পারিব।"

বিবাহ হইয়া গেল।

গাড়ী করিয়া ফিরিবার সময়, কার্‌লাইল্ অস্থির আবেগে পত্নীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে সকল শপথ করিলে, তাহা রাখিবে ত' বার্‌বারা ?"—তাহার স্বরে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার একটু আভষও পাওয়া গেল।

সুনীল প্রেমে-ভরা সুন্দর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বার্‌বারা স্বামীর দিকে চাহিলেন ; ঐকান্তিক প্রেমে এই চক্ষু দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছিল। বলিলেন "চিরদিনই রাখিব—কথায়ও কাজে এক করিয়া রাখিব। যতদিন না মৃত্যু আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবে, ততদিনই আমি তোমার। ভগবান্ যেন আমায় আশীর্ব্বাদ করেন।"

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ড।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

ষ্টকেন্‌বার্গ।

জার্ম্মেণীর সমুদ্রোপকূলে ষ্টকেন্‌বার্গ নামক একটি ক্ষুদ্র সহর। সমুদ্রের বায়ু উপভোগ করিবার জন্য ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি নানা স্থানের লোক দলে দলে এখানে আসিয়া বাস করিয়া থাকে।

ষ্টকেন্‌বার্গ নামটি ইহার ক্ষুদ্র ভূস্বামীর নামানুসারে দেওয়া হইয়াছে। এই ভূস্বামীর গুটিকয়েক পুত্র; তন্মধ্যে সুধু জ্যেষ্ঠই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; বাকী কয়জন, যদি অর্থশালিনী রমণী বিবাহ করিতে পারেন, তবেই তাহাদের যা' কিছু আশা-ভরসা।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে ষ্টকেন্‌বার্গে মিঃ ক্রস্‌বী নামক একজন ইংরেজ বাস করিতেছিলেন। পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী, এক কন্যা—সপ্তদশবর্ষীয়া হেলেনা, তাহার শিক্ষয়িত্রী এবং দাস-দাসী ইত্যাদি। কন্যা দেখিতে বেশ সুন্দরী, এবং বয়সের তুলনায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ইহার ভাবী আর্থিক অবস্থাও মন্দ হইবার কথা নহে। একজন

মাতুল ইহাকে নগদ দুইলক্ষ টাকার অধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন ; এবং জননীর মৃত্যুর পরেও ইহার একলক্ষ টাকা পাইবার কথা।

অন্য সকল প্রবাদের অপেক্ষা ধনপ্রবাদ অধিকতর সহজে এবং অধিকতর পল্লবিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। ভূম্যধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র কাউণ্ট অটো এই সম্পত্তিশালিনীর পানিপীড়ন করিয়া আপনার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। বড় ঘন ঘন মিঃ ক্রস্‌বীর বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার পিতাও একদিন ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপনার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরেই কাউণ্ট অটো হেলেনার নিকট প্রেমভিক্ষা করিলেন। আর হেলেনা ?—এততে একজন সপ্তদশ-বর্ষীয়া যুবতী যে মজিয়া পড়িবেন, সে আর কত বড় কথা! ইহার অব্য-বাহিত পরে একদিন হেলেনার জনকজননীর মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপ-কথন হইল।

আপত্তিব্যঞ্জকস্বরে মিঃ ক্রস্‌বী কহিলেন "কিন্তু হেলেনা যে বালিকা মাত্র! তা'রা যদি দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে আর আমার কোনই আপত্তির কারণ নাই।"

"হ্যাঁ, কাউণ্ট্ এই দুই বৎসর তোমার মেয়ের জন্য 'হা' করিয়া বসিয়া থাকিবে কিনা। না, না, মিঃ ক্রস্‌বী! সে সব হইবে না। ষ্টকেন্-বার্গের কাউণ্ট্‌দের আর যখন-তখন পাওয়া যায় না।"

"ত'ার যেমন উচ্চ উপাধি এবং বড় বংশে জন্ম, আমার হেলেনারও তেমন টাকা আছে।"

মিসেস্ ক্রস্‌বী কহিলেন, "তা'তে করেই ত'দিকেই সমান হইয়াছে। হেলেনার যে এমন বিবাহ হইবে, ইহা আমি কখনও মনে করি নাই।—কাউণ্টেস্ ভন্ ষ্টকেন্‌বার্গ!—উঃ, দেখদেখি কত বড় নাম!"

তখন বিরক্তির সহিত ক্রস্‌বী কহিলেন "কিন্তু গোঁফ্ দুইটা সে বড় ভয়ানক! কাটিয়া ফেলিলে আর আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই।"

"যাও—এ সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইও না।—তোমার মেয়ে ত' মনে করে যে, এমন গোঁফ্ বুঝি স্বয়ং ভগবানের ছাড়া আর কা'রও নাই!—এখন আসল অসুবিধাটা হইতেছে, শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া।"

"কেন, তা'র আবার কি হইয়াছে?"

"আগামী খ্রীষ্টমাস পর্য্যন্ত তাহাকে রাখা হইবে, আমি এইরূপ কথা দিয়াছিলাম। কাজেই এখন তা'কে অন্যত্র কোন কাজের যোগাড় করিয়া দিতে না পারিলে, এই কয় মাসের মাইনে দিয়া বিদায় করিতে হইবে।"

"দেখ, আমার মনে হয় বিবাহের চাইতে এই শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া থাকিতেই হেলেনা বেশি ভালবাসিবে। মেয়েদের যে এত অল্প বয়সে বিবাহ হয়, ইহা আমি একদম্ পছন্দ করি না। জানি না এখানে যে সকল ইংরেজ আছেন, তাহারা এই বিবাহের কথা শুনিয়া কি বলিবেন!"

স্ত্রী গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তুমি নিজে না বলিলে কে তোমার মেয়ের বয়স জানিতে যাইতেছে? দেখিতে শুনিতে সে ত' এখন আর কচি খুকী নেই—দিব্বি বড়-সড় হইয়া উঠিয়াছে। যা'দের কথা তুমি বলিতেছ, তারা ত', এমন সৌভাগ্য তা'দের হইল না বলিয়া, হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছে!"

প্রতিপদেই মিঃ ক্রস্‌বীর আপত্তি এইভাবে খণ্ডিত হইল। তখন সুবুদ্ধির মত তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এদিকে হেলেনা দৌড়িয়া যাইয়া শিক্ষয়িত্রীর ঘরে প্রবেশ করিলেন "ম্যাডাম্, ম্যাডাম্! আমার যে শীঘ্রই বিবাহ হইবে। আঃ কি মজা! একবার ভাবিয়া দেখদেখি?"

শিক্ষয়িত্রী তাহার শীর্ণ বিবর্ণ মুখ তুলিয়া চাহিলেন।—আঃ, একেবারে যেন বিষাদ-প্রতিমা!—ধীরে ধীরে কহিলেন "বটে!"

"বটে। আর মা বলিতেছেন যে, আজ থেকে আর আমাকে পড়িতে হইবে না।"

"কিন্তু হেলেনা, এখনও যে তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই।"

কুমারী কহিলেন "না, ম্যাডাম্, ও কথা আর তুলিও না। বাবা এম্‌নিতেই একথা লইয়া দিবারাত্র অমত করিতেছেন।"

"কাউণ্ট্ অটোর সঙ্গে বুঝি?"

"তা' বই কি!—আমি কি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারি!"

পাঠক, একবার শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া দেখ দেখি, ইহাকে চিনিতে পার কি না।—না, পারিলে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইনি তোমার অপরিচিতা নহেন—নাম বলিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিবে—ইশাবেল্ ভেন্। উঃ, সেই রেইল্‌ওয়ে দুর্ঘটনায় কি ভীষণ পরিবর্ত্তনই না সংঘটিত হইয়াছে!—বাকী যাহা ছিল, তাহাও আবার শোকদুঃখ অনুতাপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন ইহাকে একটু খোঁড়াইয়া হাটিতে হয়; তাহার উপর আবার ইনি একটু নুইয়াও পড়িয়াছেন। কাজেই এখন আর ইহার পূর্ব্বের সে দীর্ঘতা নাই। চিবুক হইতে মুখের উপর পর্য্যন্ত একটা লম্বা মোটা কালো শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন—তাহার মুখমণ্ডলের অধোভাগের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার উপর আবার কয়েকটা দাঁত না থাকাতে তাহাকে একটু ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া কথা বলিতে হয়। কয়েক গাছি চুলও পাকিয়া ধব্ ধব্ করিতেছে। এতদুপরি, তাহাকে যেন কেহ কখনও না চিনিতে পারে, এই জন্য তিনি চোখের উপর প্রকাণ্ড দুইটা সবুজ বর্ণের চশ্‌মাও পড়িয়া থাকেন। কে আজ জীর্ণ-শীর্ণদেহা, এমন ভীষণপরিবর্ত্তিতা এই বর্ষীয়সীকে

অতুল্যসৌন্দর্য্য-সম্পদ-ভূষিতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা লেডি ইশাবেল্ ভেন্ বলিয়া চিনিতে পারে?—ষ্টকেন্‌বার্গে বেড়াইতে আসিয়া মিসেস্ ডিউসী চিনিতে পারেন নাই; বোধ হয়, স্বয়ং মিঃ কার্লাইল্‌ও চিনিতে পারিবেন না।—কিন্তু এত সব গুরু পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ইশাবেল্ এখনও সুরূপা, এখনও চিত্তাকর্ষণসমর্থা। তাহার যুবতীজনসুলভ দেহের উপরে পক্ককেশ মস্তক দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকে।

—আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ইশাবেল্ মিঃ ক্রস্‌বীদের সঙ্গে আছেন। সেই রেইল্‌ওয়ে দুর্ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি যাইয়া হেলেনার শিক্ষয়িত্রী হইয়া বসেন। এখানে তিনি নিজকে ইংরেজ কিন্তু জনৈক ফরাসীয় ভদ্রলোকের বিধবা, বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন; এবং চরিত্রের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

এখন একবার তাহার মানসিক অবস্থা দেখিতে পারিলে মন্দ হইতনা। কিন্তু আমার এমন শক্তি নাই যে, যাহা হইবার নহে তাহার জন্য তাহার প্রাণের ব্যর্থ অদম্য আকাঙ্খা, যে জ্বালাময় অন্তর্দাহ, যে তীব্র বাসনা, প্রতিনিয়ত নীরবে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করি। তাহার প্রাণে এত জ্বালা, এত আকাঙ্ক্ষা কেন?—তাহার সন্তানের জন্য। রাজরাণীই হউন, আর ভিখারিনীই হউন, অল্প সময়ের জন্যও সন্তানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ স্ত্রীলোকের মাতৃ-হৃদয় না নিদারুণ বেদনায় কাতর হইয়া হাহাকার করিতে থাকে? যাহার পুনর্মিলনের সম্ভাবনা ও আশা আছে, দুইচারি দিনের বিরহে তাহার প্রাণই যদি এমন করিতে থাকে, তবে সন্তান হইতে চিরবিচ্ছিন্না, তাহাদের শারীরিক কুশল অকুশলের সংবাদে পর্য্যন্ত বঞ্চিতা, ইশাবেলের মায়ের প্রাণ কত যে আকুল হইয়াছিল, তাহা কি কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে? সন্তানগুলি তাহার হৃদয়ের রক্ত, বুকের মাংস ছিল; কায়মনোবাক্যে

প্রতিনিয়ত তিনি তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন,—আর আজ কিনা, তিনি জীবিত এবং সুস্থ থাকিতেও, তাহারা অন্যের দ্বারা লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হইতেছে! কেন?—তিনি নিজে যে মহাভ্রমে পতিত হইয়া স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন! কে জানে, তাহারা সুশিক্ষা পাইতেছে কিনা. তাহাদের নৈতিক জীবন গঠিত হইতেছে কিনা, তাহাদের ধর্ম্মে আস্থা হইতেছে কিনা?—নিজের সর্ব্বনাশের পরে এই-দিকে ইশাবেলের চক্ষু সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। হায়, সুশিক্ষাও সদ্‌দৃষ্টান্তের অভাবে যদি কন্যা ইশাবেলেরও আবার এইরূপ পতন হয়?—ইশাবেল ভাবিতে পারেন না; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া করে কর পেষণ করিতে থাকেন।

সম্প্রতি তাহার সন্তান দর্শন-আকাঙ্খা বড়ই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; তাহার দেহ ও মন, উভয়ই, ইহাতে নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে। কেমন যেন একটা জ্বরজ অস্থিরতায় ও জ্বালায় তাহার হৃদ্-পিণ্ড জ্বলিয়া যায়—ওষ্ঠদ্বয় সর্ব্বদাই শুকাইয়া চট্‌চট্ করিতে থাকে। উঃ, আজ তিন বৎসরেরও অধিক কাল হইতে চলিল যে, ইষ্ট্‌লীনের তিনি কোন খবরই পান নাই! আর যে সহ্য হয় না, আর যে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না! একবার, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগকে দেখিতে পারিলে, তাহাদিগের মধুময় মুখে চুম্বন করিতে পারিলে, তাহার হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ জ্বালা অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে!

—হেলেনার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে মিসেস্ ল্যাটিমার নামক একজন ইংরেজ মহিলা এই ষ্টকেন্‌বার্গে বেড়াইতে আসেন; তাহার সঙ্গে, কতকটা সহচরীর ভাবে, য়্যাফাই হ্যালিজনও আসে। আপনার দুঃখকাহিনী সত্যে-মিথ্যায় বিবৃত করিয়া য়্যাফাই কর্ত্রীর মনে বেশ একটা সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিয়া লইয়াছে। মিসেস্ ল্যাটিমারের ধারণা হইয়াছে

যে, মেয়েটি বড় ভাল, এই জন্য তিনি তাহাকে একটু অতিরিক্ত আদরও করিয়া থাকেন।

হোটেলের যে ঘরে মিসেস্ ক্রস্‌বীরা থাকিতেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ঘরেই মিসেস্ ল্যাটিমার স্থান লইয়াছেন ; উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা-সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয় আরম্ভ হইল ; এবং এই আলাপ-পরিচয় হইতে উভয়ের মধ্যে অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ ঘনিষ্টতা ও বন্ধুতা সংস্থাপিত হইল।

—যে দিন হেলেনা আসিয়া লেডি ইশাবেলের নিকট তাহার বিবাহের কথা ব্যক্ত করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বেড়াইতে লেডি যাইয়া উদ্যানের এক নিবিড় প্রান্তে একখানা কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিলেন। দৈবক্রমে ইহার একটু পরেই বেড়াইতে বেড়াইতে য়্যাফাইও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে ইশাবেলকে দেখিতে পাইয়াই সে আপনা-আপনি কহিল "কে এ ?—ওহো, মিসেস্ ক্রস্‌বীর শিক্ষয়িত্রী যে!—যে ঠাকুরমার মত টুপী—এক মাইল দূর হইতেও চিনিতে পারা যায় ! মন্দ নয়, ওর সঙ্গেই একটু গল্প-সল্প করা যাক্।"

য়্যাফাই কখনও সঙ্কোচ-সরমের ধার ধারে না। যে ভাবনা, সে-ই কাজ,—কাছে যাইয়া বসিতে বসিতে কহিল "মঙ্গল ত' ম্যাডাম্ ভাইন্ ?"

অভিবাদনকারিণী যে কে, তাহা না জানিলেও ইশাবেল প্রত্যভিবাদন করিলেন "আজ্ঞে, আপনারও সব কুশল ত' ?"

তাহার দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়া য়্যাফাই কহিল "আমায় বোধ হয়, আপনি চিনিতে পারেন নাই। আমি মিসেস্ ল্যাটিমারের সহচরী, (য়্যাফাই আপনার এইরূপ পরিচয়ই দিত।)—আপনাদের এই জায়গাটা কি যাচ্ছেতাই !"

"বলেন কি?"

"আমার নিকট ত' তাই মনে হয়। আমি জার্ম্মেন্ কি ফরাসী ভাষা জানি না; এদিকে এখানে আমার সমশ্রেণীর যে সব লোক আছে, তাঁরা আবার ইংরেজী জানে না।—কাজেই আমাকে পেঁচার মত অক্ষম ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহনীতে চাহিয়া থাকিতে হয়! বাবাঃ! ছোট-খাটো হউক, ধূমধাম না থাকুক, তবু আবার আমার ওয়েষ্ট্‌লীনেই চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়।"

—যতই কেন না তিনি চেষ্টা করুন, আগন্তকার কথা শুনিয়া তাহার হৃদয়ে যে একটা তীব্র আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর ইশাবেল্ তেমন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না।—আগ্রহের ভাব যথাসাধ্য দমন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি ওয়েষ্ট্‌লীন হইতে আসিয়াছেন?"

"আজ্ঞে!—উঃ কি ভয়ানক স্থান! মিসেস্ ল্যাটিমারের কি রুচি!"

"স্থানটা আপনার ভাল লাগে না কেন?"

"লাগে না, তাই জানি!"

কেমন করিয়া যে হৃদয়ে উত্থিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া, লেডি ইশাবেলের মাথা ঘুরিতে লাগিল, বুক্ দুর্-দুর্ করিতে লাগিল। শেষে মানসিক উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ইষ্ট্‌লীন চেনেন?"

"চেনা উচিত ত'। আমার নিজের ভগিনী, মিস্ হ্যালিজন, সেখানে প্রধান পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত। কেন? আপনিও ইষ্ট্‌লীন চেনেন নাকি, ম্যাডাম্ ভাইন!"

কি উত্তর দিবেন, মনে মনে কতক্ষণ তাহাই বিবেচনা করিলেন; শেষে ইশাবেল্ কহিলেন "কয়েক বৎসর আগে অল্প কয়েক দিনের জন্য

আমি ইহার সন্নিকটে কোন স্থানে বাস করিয়াছিলাম। কার্লাইল্-দিগের কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। বেশ চমৎকার পরিবার।"

মাথা নাড়িয়া য়্যাফাই কহিল "হাঁ, তা বটে। তবে এই কয়েক বৎসরে সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। আপনি বোধ হয় লেডি ইশাবেলের সময়ে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন?"

আবার ইশাবেল্ ইতস্ততঃ করিলেন—শেষে বলিলেন "লেডি ইশাবেল্?—হাঁ, হাঁ, মিঃ কার্লাইলের স্ত্রী ত'?"

ব্যঙ্গ-স্বরে য়্যাফাই বলিয়া উঠিল "চমৎকার স্ত্রী! লোকালয় ছাড়িয়া যদি বন-জঙ্গলে যাইয়া বাস করিয়া না থাকেন, তবে, সে সব কথা নিশ্চয়ই আপনিও শুনিয়াছেন। সে স্বামী-পুত্র ত্যাগ করিয়া আর এক জনের সঙ্গে পলাইয়া যায়!"

"সন্তানগুলি কি এখনো বাঁচিয়া আছে?"

"হাঁ, হতভাগ্যদের কি আর মরণ আছে? কিন্তু এক জনের বোধ হয় যক্ষা হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার ত' এই দৃঢ় বিশ্বাস—তবে আমার ভগিনী য়য়েশ এ কথা শুনিলে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে। তা'র বিশ্বাস যে, ছেলেটা আবার ভাল হইয়া উঠিবে।"

রুমালে ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছিয়া ক্ষীণ স্বরে লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্‌টির অসুখ? ইশাবেলের?"

"ইশাবেল্!—সে আবার কে?"

"প্রথম সন্তানটির কথা বলিতেছি—তা'রই নাম মিস্ ইশাবেল্ কার্লাইল্।"

"না, ইশাবেল্ ত' কেহ নাই, একটিই ত' মাত্র মেয়ে—তা'র নাম ত' লুসী।"

"কিন্তু আমি যখন—যখনকার—কথা বলিতেছি, তখন একটি মাত্র মেয়ে ও দুটি ছেলে ছিল। আমার বেশ মনে আছে যে, সেই মেয়েটির নাম ইশাবেল্ ছিল।"

তখন য়্যাফাই কহিল, "রসুন, রসুন, আমার মনে পড়িয়াছে। ধাত্রী উইল্‌সনের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, যে রাত্রে ইশাবেল্ পলাইয়া যায়, সেই রাত্রেই কার্‌লাইল্ আদেশ করিলেন যে, মেয়েকে এখন হইতে লুসী বলিয়া ডাকিতে হইবে।" তার পরে অত্যন্ত ক্রোধবিমিশ্র ঘৃণার স্বরে য়্যাফাই বলিয়া উঠিল, "বেশ করিয়াছে। ইশাবেল্ যাহা করিয়াছে, তাহার পরে কি আর কার্‌লাইল্ তাহার নামও শুনিতে পারিতেন?"

অস্ফুটস্বরে ইশাবেল্ সায় দিয়া কহিলেন "সে কথা সত্য। যাক্, কোন্‌টির অসুখ করিয়াছে?"

"বড় ছেলে উইলিয়মের। তেমন কোন অসুখ নাই, অথচ শুকাইয়া দাঁড়কাকের মত চেহারা হইয়াছে। আর গালে ও চোখ দুইটাতে কেমন একরকমের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হইয়াছে। যয়েশ যা-ই কেন না বলে, আমার বিশ্বাস, সুস্থ শরীরে কাহারও অমন চেহারা হয় না।"

তখন মৃদু স্বরে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি লেডি ইশাবেল্‌কে কখনও দেখিয়াছেন কি?"

"কে, আমি? কখনও না। তা'র মত লোকের সঙ্গে দেখা করা আমি হেয় কাজ বলিয়া মনে করি। অমন দুশ্চারিণীর সংস্রবে কেহই যাইতে চায় না; কি বলেন, ম্যাডাম্ ভাইন্?"

"তা'দের ত' আর্কিবল্ড বলিয়া আর একটি ছেলেও ছিল। সে কেমন আছে?"

"উঃ, কি দুরন্ত ছেলে গা! ছেলে ত' নয় যেন দস্যি! তা'র কখনও যক্ষা হইবে না। দেখিতে কিন্তু ঠিক যেন মিঃ কার্‌লাইলের

প্রতিমূর্ত্তি।” তার পরে হঠাৎ রীতি-বিগর্হিত ভাবে বিষয়টি পরিবর্ত্তন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি যদি কখনও ওয়েষ্ট্‌লীনে যাইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে দুষ্টলোকের রচিত নানা মন্দ কথা শুনিয়া আসিয়াছেন?”

“হাঁ, আপনার নাম যে একেবারে কিছু শুনি নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তবে কি কথা শুনিয়াছিলাম আমার ঠিক স্মরণ নাই।”

“আমার বাবা যে খুন হইয়াছিলেন, সে কথা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন?”

“হাঁ, এটুকু মনে আছে।”

“রিচার্ড হেয়ার নামের একটা ছোক্‌রা তা’কে খুন করে, আর তা’র পরেই একদম্‌ চম্পট দেয়।—এই হেয়ারদেরও বোধ হয় আপনি জানেন।—এদিকে বাবাকে কবর দেওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি ওয়েষ্ট্‌-লীন্‌ হইতে সরিয়া পড়ি। আর বলিব কি, এই সুযোগ পাইয়া সেখানকার লোকেরা আমার নামে কি কথা রটাইয়াছিল?—আমি নাকি রিচার্ড হেয়ারের নিকটেই চলিয়া গিয়াছি!—দুঃখের কথা, তখন আমি শুনি নাই, তা’ হ’লে একবার আসিয়া গলার ঝালটা তা’দের উপর মিটাইয়া যাইতে পারিতাম। আচ্ছা, ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌, আপনিও ত’ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা; আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহার অপেক্ষা গুরুতর কলঙ্কের অপবাদ আর কিছু আছে কি?”

“তবে কি আপনি তা’র কাছে যা’ন নাই?”

“না, সে কথা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। আপনাদের কি আশ্চর্য্য ধারণা শক্তি? যে আমার বাবাকে খুন করিল, তাহারই সঙ্গে যাইয়া থাকিব! আঃ, এই সব মিথ্যাবাদী নিন্দুকের দুই চারি জনের ফাঁসি হইলেই আর সব ঠিক হইয়া যাইত! মিঃ কার্‌লাইলের নিকটও আমি এ কথা বলিয়াছি।”

অজ্ঞাতসারে লেডি ইশাবেলের মুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইল "মিঃ কার্‌লাইলের নিকট!"

লক্ষ্য না করিয়া য়্যাফাই বলিল, "শুনিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তা'তে বিশেষ কোন উপকার হইবে না। যেমন উচ্চ অন্তঃকরণ তা'র,—একমাত্র তিনিই কখনো মনে করেন নাই যে, আমি রিচার্ডের নিকটেই গিয়াছি।"

"আমার বোধ হয় আপনি কোন চাকুরী লইয়া সেইখানে ছিলেন?" য়্যাফাই কাশিল—বলিল "একজায়গায় চাকুরী করি নাই। শেষে প্রায় দুই বৎসর মাউণ্টসেভার্ণের কাউণ্টেসের নিকট ছিলাম।"

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ইশাবেল কহিয়া উঠিলেন, "মাউণ্টসেভার্ণের কাউণ্টেসের নিকট!—তিনি নাকি মিঃ কার্‌লাইলের স্ত্রীর কি আত্মীয়?"

"হঁা, সে ত' সকলেই জানে। যখন ইশাবেলের ঘটনাটা ঘটে, আমি তখন সেখানে ছিলাম।—উঃ, কাউণ্টেসের কি রাগ! ইশাবেলকে পাইলে তিনি বোধ হয় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেন।—ওকি, অমন্ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন যে! মাথা ধরিয়াছে নাকি?"

ইশাবেল্ কোন উত্তর করিলেন না; কিন্তু বলিলে, তিনি বলিতে পারিতেন "সুধু মাথা বেদনা নয়, হৃদয় বেদনাও আছে।"

য়্যাফাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "অদ্বিতীয় মিস্ কর্ণিকে আপনি চেনেন কি?"

"হঁা, তা'কে দেখিয়াছি।"

"আমাকে দেখিলেই সে মাথা নাড়িতে থাকে, আর চক্ষুর কতই না ভঙ্গী করে!—তা'র স্বভাবই অমন্। দেবকন্যাদেরও তা'র কাছে নিস্কৃতি নাই!"

"তিনি কি এখনও ইষ্ট্‌লীনে আছেন?"

"না, সেটি আর হইতেছে না। এবার সেখানে থাকিতে গেলে, তা'র সঙ্গে আর মিসেস্ কার্‌লাইলের সঙ্গে প্রতিনিয়তই ঠেঙ্গাঠেঙ্গি হইত।"

একটা বরফ-বিনির্ম্মিত তরবারীর আঘাতে যেন লেডি ইশাবেলের শরীরের রক্তগুলি একেবারে জমিয়া গেল! রুদ্ধপ্রায় কম্পিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মিসেস্ কার্‌লাইল্?—সে কে?"

"কার্‌লাইলের স্ত্রী— আবার কে!"

আবার অগ্নিস্রোতের মত রক্তস্রোত তীরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইশাবেল কহিলেন "কৈ, আমি ত' শুনি নাই যে, মিঃ কার্‌লাইল্ আবার বিবাহ করিয়াছেন?"

"জুনে জুনে একবৎসর হইয়াছে যে তাহার বিবাহ হইয়াছে।"

ইশাবেল দ্রুতস্পন্দিত বক্ষ হস্তে চাপিয়া ধরিলেন; গায়ে অত বড় ঢিলে জামা না থাকিলে, বক্ষস্থলের দ্রুত উত্থানপতন বোধ হয় তিনি ম্যাফাইর নিকট হইতে গোপন রাখিতে পারিতেন না।— কতক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর যথেষ্ট দৃঢ় করিয়া লইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বার্‌বারা হেয়ারের সঙ্গে বোধ হয় বিবাহ হইয়াছে?"

"সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়! লোকের মুখে ত' শুনিতে পাওয়া যায়, লেডি ইশাবেল্ তাহার চক্ষুতে পড়িবার অনেক আগেই ইহাদের মধ্যে প্রেমের রকম-বেরকম অভিনয় হইয়াছিল।—তবে আর একটা কথাও শুনা যায়—অবশ্যই ওয়েষ্ট্‌লীনের দশ কথার মধ্যে নয় কথাই বাদ দিতে হয়—ইশাবেল বাঁচিয়া থাকিলে কার্‌লাইল্ নাকি আবার বিবাহ করিতেন না। গুজব ত' শুনা যায় যে কুড়ি খানেক মেয়ে নাকি তাহাকে পাইবার জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। যাক্, এই নূতন স্ত্রীরও ছেলে হইয়াছে।"

ক্ষীণ স্বরে উত্তর হইল "বটে!"

"মাস ৩।৪ বয়স হইবে, দেখিতে বড়ই সুন্দর। বার্‌বারা ত' ছেলে ছেলে করিয়া একেবারে অস্থির! আর অমন ছেলে পাইয়া স্বামীকে ত' সে একেবারে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

"আগের ছেলেপেলেদের বার্‌বারা ভাল-চোখে দেখেন কি?"

"বোধ হয়, দেখেন। তা'র ত' আর এদের জন্য বিশেষ কিছু করিতে হয় না। ছোট ছেলে আর্কিবল্ড, এখনও ধাত্রীর তত্ত্বাবধানেই আছে, আর বড় দুইটিত' শিক্ষয়িত্রীর কাছেই থাকে।"

"তবে একজন শিক্ষয়িত্রীও আছে?"

"ইশাবেল্ চলিয়া যাওয়ার পরেই কার্‌লাইল্ একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যয়েশের কাছে শুনিলাম, সে নাকি শীঘ্রই কাজ ছাড়িয়া যাইবে।"

"আপনি কি প্রায়ই ইষ্ট্‌লীনে যাইয়া থাকেন?"

"না, বার্‌বারা আমাকে প্রীতির চক্ষুতে দেখে না।—তা'র আজ কত দেমাক্! হায়, সংসারের কি গতি! ইশাবেল্ই না যদি কার্‌লাইল্‌কে ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আজ সে থাকিত কোথায়!"—ইশাবেলের মর্ম্মে দারুণ আঘাত লাগিল।

য়্যাফাই আবার বলিতে লাগিল "আবার একটা মজা দেখুন। যয়েশ ইশাবেলের বিরুদ্ধে কথা শুনিলেই কাণে আঙ্গুল দেয়! মিঃ কার্‌লাইলের মত সেও ইশাবেল্‌কে আন্তরিক ভালবাসিত।"

"কেন, কার্‌লাইল্ কি তাহাকে বড় ভালবাসিতেন?"

"ভালবাসিতেন!—যে জমির উপর দিয়া ইশাবেল্ হাটিয়া যাইত, তিনি তাহাও পূজা করিতেন! আর মাগী কিনা, তাহাকে এই পুরস্কার দিয়াছে!—কিন্তু সংসারের নিয়মই এই!—ভাল বাসিলেই ঠকিতে হয়।"

"আচ্ছা, ইশাবেলের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ইষ্ট্‌লীনে তারা সব কি করিয়াছিল?"

"কি করিয়াছিল?—আনন্দে দস্তুরমত নাচিয়াছিল; অন্ততঃ আমি হইলে ত' তাহাই করিতাম। বনের পশুটা যে, তা'র ও নিজের সন্তানের জন্য মমতা থাকে, আর এই পাপীয়সীর কি না তাহাও ছিলনা!—ও কি? উঠিলেন যে? বাড়ী ফিরিতেছেন কি?"

"হাঁ,—তবে এখন আসি।" তিনি বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ বসিবার সাধ্য ছিল, ততক্ষণ বসিয়া ছিলেন। শেষে যখন হৃদ্‌-পিণ্ড নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইল, তখনই তিনি প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে তিনি শয়ন করিতে গেলেন—কিন্তু নিদ্রা আর আসিল না। যাহা শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার সন্তান দর্শনের দুর্দ্দম্য আকাঙ্খা একেবারে উদ্দমা হইয়া উঠিয়াছে। একজন মৃত্যুমুখে—তাহাতে আবার বিমাতা ঘরে! আর কি মায়ের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে?—সমস্ত ভাবী জীবনের বিনিময়েও তিনি একবার তাহাদিগকে দেখিবার সংকল্প করিলেন।

—সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বর; শয্যা যেন অগ্নিস্তূপ!—ইশাবেল্‌ উঠিয়া কক্ষতলে অস্থির ভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, মনের এইরূপ অবস্থায় শরীর অসুস্থ হইতে পারে; এবং তেমন কোন অসুখ হইলে, প্রলাপে হয়তঃ গুপ্তবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াও ফেলিতে পারেন!—ভারি ভয় হইল। আবার শয্যায় পড়িয়া উপাধানে কপাল চাপিয়া ধরিলেন।—একে ত দুর্ব্বিষহ সন্তান-বিরহ, তা'র উপর আবার মিঃ কার্‌লাইলের্‌ বিবাহ-বার্ত্তা!—ইশাবেল্‌ মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করিলেন না সত্য; কিন্তু মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে, সাদরে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

—এইরূপ অবস্থার পরিণাম যে কি হইত, বলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে, শীঘ্রই ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিবার সূত্রপাত হইল।—প্রাতঃভ্রমণের পরে মিসেস্ ক্রস্‌বী আসিয়া ইশাবেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং হেলেনার বিবাহের জন্য তাহাকে যে বিদায় দিতে হইতেছে তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শেষে কহিলেন যে মিসেস্ ল্যাটিমার তাহাকে ইংলণ্ডে একটি ভাল কাজের যোগাড় করিয়া দিতে পারেন। ইংলণ্ডের নাম শুনিয়া ইশাবেল্ আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মিসেস্ ল্যাটিমার স্বয়ংই আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। 'পঞ্চমুখে' মিঃ কার্‌লাইল্ ও তাহার নববিবাহিতা পত্নীর সুখ্যাতি করিয়া মিসেস্ কহিলেন, "এই পরিবারের শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি আছে। তাহারা আমার পরম বন্ধু। আপনি ইচ্ছা করিলে, আপনাকে আমি এই কাজ যোগাড় করিয়া দিতে পারি।"—এরূপভাবে আকাঙ্খার পরিপূরণ, তত বেশী দেখিতে না পাইলেও, মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়া থাকে।

—শুনিয়া ইশাবেলের যেন শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। তিনি কোন উত্তর করিলেন না।—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল।—কার্‌লাইলের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রী হইয়া যাওয়া! হায়, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা?

মিসেস্ ক্রস্‌বীও বলিলেন "চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। আপনার ইহা উপেক্ষা করা সমীচিন হইবে না।"

মিসেস্ ল্যাটিমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলেন, লিখিয়া দিই?"

তখন কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া ইশাবেল প্রশ্নটি ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিলেন "ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে যাইবার কথা আমার মনেই হয় নাই। এখন আমি হঠাৎ কোন উত্তর করিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া, উত্তর দিবার জন্য কাল সকাল পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিবেন কি?"

—তার পরে সমস্তটা দিন ধরিয়া ইশাবেলের হৃদয়-ক্ষেত্রে, ভীষণ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। একবার মনে হইতেছে, কপালে যা থাকে, থাক্, আমি যাইবই—আমার বাছাদের বুকে করিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিবই। আবার পরমুহূর্ত্তেই কি জানি কেন একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছেন। একবার মনে হইতেছে, তাহার প্রাণের কাতর ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া ভগবান্ তাহাকে সন্তানদর্শনের এই সুবর্ণ সুযোগ দান করিয়াছেন; আবার তখনই প্রাণের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছে "মরীচিকা! মরীচিকা!—যাইও না, কখনও যাইও না। তৃষ্ণা ত' মিটিবেই না—প্রাণে মারা যাইবে!"—আর এক গুরুতর সমস্যা আসিয়া তাহাকে অধিকতর বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল—কেমন করিয়া; কোন্ প্রাণে কার্‌লাইল্‌কে তিনি অপরের স্বামীরূপে দেখিবেন?—কেমন করিয়া তাহাকে অপর একজনকে আদর যত্ন করিতে, হয়তঃ বা, সোহাগ চুম্বন করিতেও, দেখিবেন!—সহ্য করিতে পারিবেন কি?—ভাবিয়া দেখিলেন। না পারিলে চলিবে কেন?—তিনি না সংকল্প করিয়াছেন, সকল দুঃখ-কষ্ট, বিপদ্-আপদ্, ভগবৎপ্রেরিত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইবেন?—এখন তবে বিচলিত হইলে, ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে কেন?—ইশাবেল সংকল্প, করিলেন—পাষাণে বুক বাঁধিবেন; ফাটিয়া সহস্রখণ্ড হইয়া যায়, স্বীকার; তবু কখনো আপনার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার নিকট মস্তক অবনত করিবেন, না।

ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল; কিন্তু কোন মীমাংসাই হইল না। যন্ত্রণায়, অস্থিরতায়, সন্তানদর্শনের দুর্দ্দম্য লালসায়, আর একটিও বিনিদ্র রজনী গত হইল। ক্রমে শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; আর হৃদয়ের উপর দুর্দ্দমনীয় লোভের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইতে

থাকিল। ক্রমেই তাহার লুব্ধ মানস-নেত্র একদেশদর্শী হইয়া পড়িল—তিনি সংকল্প করিলেন "যাহা ঘটে ঘটুক, আমি যাইবই। আচ্ছা, কেন যাইব না?—ধরা পড়িবার ভয়ে?—পড়িলামই বা!—তাহারা আমাকে ফাঁসি দিবেনা, বা খুন করিবে না।—না হয়, মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গালে কালি-চুণ দিয়া, ঢ্যাঁচ্‌ড়া পিটাইয়া আমাকে, সহস্র সহস্র পরিতৃপ্ত চক্ষুর সম্মুখে, ইষ্ট্‌লীন্ হইতে বাহির করিয়া দিবে!—অন্য সকল যন্ত্রণার মত, বিষাক্ত মর্ম্মপীড়ার ন্যায়, এ লাঞ্ছনা ও অপমানের বৃশ্চিকদংশনও আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব। কোন প্রকারে লোকালয় হইতে পলাইয়া অনায়াসে বনজঙ্গলে যাইয়া মরিবার জন্য পড়িয়া থাকিতে পারিব।—আর, আমার আবার অপমান, আমার আবার লাঞ্ছনা!—না, না, আমি যাইবই—আমার সাধের সন্তানগুলিকে আবার আমি বুকে করিবই!"

—যাওয়াই ঠিক হইল। মিসেস্ ল্যাটিমার বার্‌বারার নিকট ম্যাডাম্ ভাইনের সর্ব্বপ্রকার সুখ্যাতি করিয়া এক পত্র লিখিলেন। কেবল উপসংহারে লিখিলেন "দোষের মধ্যে তাহার আকৃতিটি। এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারার লোক সংসারে দুইটি মিলে কিনা, সন্দেহ। তা'র উপর সে আবার সবুজ রংএর বড় বড় দুইটা চশ্‌মা, ও মাথায় অদ্ভুত রকমের একটা টুপী পরিয়া থাকে। আবার একটু খোঁড়াইয়া [illegible] হাটে।—কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সে যে একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের [illegible] এ কথা আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি।"

এই পত্র পাইয়া বার্‌বারা হোহো [illegible] উঠি[illegible] মিঃ কার্‌লাইল্ ও হাসিলেন—বলিলেন "সুখের বিষয় যে, শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবার সময়, কেহ তাহার চেহারার দিকে লক্ষ্য করেনা। তবে আর ম্যাডাম্ ভাইনের চাকুরী মিলিত না!"

—ইহারা তাহাকে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

—ইশাবেলের হৃদয় এক মহা-আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বাক্‌স্, তোরঙ্গ, পেটেরা তাহার যাহা কিছু ছিল, সকল তিনি তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, যেন তাহার পূর্ব্ব পরিচয় দিবার মত কোন চিহ্নও না থাকে। পোষাক-আষাকও তিনি যত সব অদ্ভূত ফ্যাশনে প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। তাহাকে সহজে যে কেহ চিনিতে পারিবে এমন কোন সম্ভাবনাই রহিল না। হস্তাক্ষরও আজ দুই বৎসর যাবৎই তিনি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—এবং এতটা সফল হইয়াছেন যে, ইহা দেখিয়া লেডি ইশাবেলের হস্তাক্ষরের দূরতম সাদৃশ্যের কথাও কাহারো মনে হইতে পারে না।— মিসেস্ কার্‌লাইলের (বার্‌বারা হেয়ারের) নিকট পত্র লিখিবার সময় তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। হায়, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! তাহাকে কিনা আজ কার্‌লাইলের স্ত্রীর নিকট পত্র লিখিতে হইতেছে—তাহাও আবার অধীনস্থ ব্যক্তির ন্যায়! যে সংসারে এক দিন তাহার দেবীর সম্মান, দেবীর আদর ছিল, আজ কেমন করিয়া, কোন্ প্রাণে, ইশাবেল্ যাইয়া সেখানে অধীনস্থার জীবন যাপন করিবেন? —কিন্তু যে যন্ত্রণা স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহা তাহাকে নীরবেই সহ্য করিতে হইবে।—তথাপি শিরোনামায় "বার্‌বারা কার্‌লাইল্" লিখিবার সময় উষ্ণ অশ্রু পড়িয়া তাহার লেখা ধুইয়া যাইতে লাগিল!

সব প্রস্তুত—যাওয়া তখন হইল না। মিসেস্ ল্যাটিমারের সঙ্গে যাইতে হইবে— তিনি আগামী অক্টোবরের পূর্ব্বে যাইবেন না। কাজেই করে কর পেষণ করিয়া ইশাবেলকে এই কয়মাস অদম্য আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা নীরবে সহ্য করিতে হইল।

—অবশেষে, যাইবার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মিসেস্ ল্যাটিমার, ইশাবেল্ ও য়্যাফাই ইংলণ্ডের অভিমুখে রওনা হইলেন।

পথিমধ্যে একদিন মিসেস্ ল্যাটিমার কহিলেন "যে সকল হতভাগা ছেলেপেলেদের ভার আপনার উপর পড়িতেছে, তাহাদের অবস্থার কথা বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন। তা'দের মায়ের কথা যেন কখনো তাহাদের নিকট উত্থাপন না করেন—সে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।"

"আচ্ছা।"

"যে মা সন্তানকে কলঙ্কিত করিয়া চলিয়া যায়, সন্তানের নিকট সে মায়ের নাম উচ্চারণ না করাই যুক্তিসঙ্গত। মিঃ কার্লাইল্ কখনও তাহার কথা তুলিতে দিবেন না। ছেলেপেলেদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন নিজের মায়ের কথা ভুলিয়া যাইয়া বারবারাকেই মা বলিয়া মনে করে।"

হৃদয়ে অব্যক্ত আঘাত লাগিলেও ইশাবেল্কে সকল কথাই মানিয়া লইতে হইল।

—একদিন আগমুনোমুখ গোধূলীর ধূসররাগরঞ্জিত কুয়াসাচ্ছন্ন অপরাহ্নে তাহারা আসিয়া ওয়েষ্ট্লীনে পঁহুছিলেন। ইশাবেলের জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, গাড়োয়ানকে ঠিকানা বলিয়া দিয়া মিসেস্ তাহাকে বিদায় দিলেন।

—আবার—আবার সেই পরিচিত-পথ, যাষ্টিশ্ হেয়ারের সেই পরিচিত বাড়ী, আরও কত কি!—হঠাৎ গাড়ী মোড় ফিরিল—আর সম্মুখেই অনন্ত সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত সেই ইষ্ট্লীন! কক্ষে, কক্ষে আলো; গবাক্ষে, গবাক্ষে যেন আলোক বর্ত্তিকা আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।—ইশাবেলের হৃদয়ের সঙ্গে কি বৈসাদৃশ্য! উদ্বেগ ও

আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয় দুর্‌ দুর্‌ করিতেছে, কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে!—গাড়ী আসিয়া যখন দরজায় দাঁড়াইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দৃষ্টিও বিলুপ্ত হইয়া গেল!—মিঃ কার্‌লাইল্‌ নিজেই আসিয়া ত' আবার তাহাকে গাড়ী হইতে লইয়া যাইবেন না?—আশঙ্কা ও উদ্বেগে এখন তাহার মনে হইতে লাগিল, 'না, কাজটা ভাল হয় নাই।—'

হঠাৎ প্রধান কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, আর একটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক-স্রোত আসিয়া গাড়ী পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল।
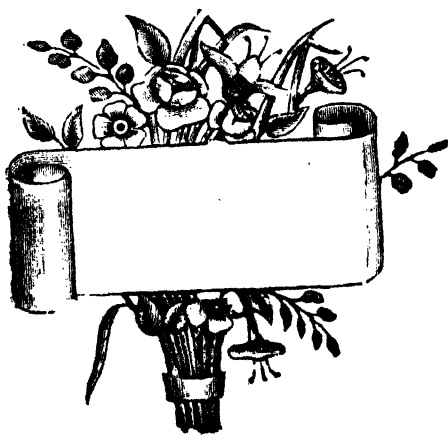
দ্বিতীয় অধ্যায়।

পরিবর্ত্তনের উপর পরিবর্ত্তন।

আলোকহস্তে একজন ভৃত্য আসিয়া গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। লেডি ইশাবেল্ অবতরণ করিলে, সে যাইয়া জিনিষ পত্র নামাইতে আরম্ভ করিল।

হলে প্রবেশ করিয়াই ইশাবেল্ দেখিলেন, সেই পুরাতন ভৃত্য পিটার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল আর কি "কি পিটার কেমন আছ?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া তিনি তাহার সঙ্গে ঠিক অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সকলই যেন গোলমাল হইয়া গেল; নিজেরই বাড়ীতে আসিয়া কি বলিবেন, কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। শেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত নিতান্ত অনুচ্চ ও জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিসেস্ কার্‌লাইল্ বাড়ীতে আছেন কি?"

"হাঁ, আছেন।"

ঠিক এই সময়ে যমেশ্ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল "আপনারই নাম বোধ হয় ম্যাডাম্ ভাইন্? আসুন, এই দিকে আসুন।"

কি জানি সে যদি একেবারে যাইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ ও তাহার স্ত্রীর সান্নিধ্যে উপস্থিত করে, এই ভয়ে একটু হাঁফ ছাড়িয়া লইবার জন্য, ইশাবেল্, বাক্সতোরঙ্গগুলি ঠিক ঠিক আসিতেছে কিনা, ইহা দেখিবার ছলে, একটু দেরি করিয়া লইলেন।

তিনি যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, যয়েশ কিন্তু তাহা করিল না। সে তাহাকে লইয়া ছোট একটি বৈঠকখানা-কক্ষে উপস্থিত হইল ও বলিল "এইটিই আপনার বসিবার ঘর। আজ রাত্রে কি খাইবেন?—বলিয়া আসিয়া আপনাকে আপনার শুইবার ঘরে লইয়া যাইব।" ইশাবেল্‌ সুধু একপেয়ালা চা পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ইহা উপরে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়া যয়েশ ইশাবেলকে লইয়া উপরে চলিলেন।

—ইশাবেলের হৃদ্‌-পিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। আপনার চির-পরিচিত গৃহেও আজ কিনা তাহাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইতেছে। যে কক্ষগুলি একদিন তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন সেগুলির কাছ দিয়া তিনি নিতান্তই দর্শকের মত হাটিয়া চলিয়াছেন।—তাহার পূর্ব্বতন শয়ন ও পোষাক পরিধানের কক্ষ দুইটির দ্বার উন্মুক্ত ছিল—লুব্ধ নয়নে তাহাদের অভ্যন্তরে তিনি কটাক্ষপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।—তাহার প্রাণে তীব্র দারুণ আঘাত লাগিল—আর ত' ইহাদের উপর তাহার কোনই অধিকার নাই!—কেন?—স্বেচ্ছায়ই যে তিনি এই সব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন!—আবার চাহিলেন—হাঁ, জিনিষ-পত্র, সাজ-সরঞ্জাম,—সকলই ত' তেমনই রহিয়াছে; কেবল তখন যিনি কর্ত্রী ছিলেন, আজ তিনি কেহই নহেন!—ইশাবেল চক্ষু নিমীলিত করিলেন; তাহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

যয়েশ তাহাকে বেশ একটি সুবিস্তৃত সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে আনিয়া হাজির করিল; এটিও তাহার অপরিচিত নহে; বিবাহের পরে প্রথম যখন তিনি ইষ্ট্‌লীনে আসেন, তখন মিস্‌ কর্ণি এই ঘরে থাকিতেন।—যয়েশ্‌ আলো রাখিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তাহার জিনিষ-পত্র ও সেই ঘরে আনা হইয়াছে। যয়েশ্‌ জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি কিছু চাই?"

ইশাবেল্ মাথা নাড়িলেন ; ধরা পড়িবার ভয়ে, যয়েশ্ চলিয়া গেলে তিনি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচেন।

যয়েশ্ চলিয়া গেল, ইশাবেল্ও মাথা হইতে টুপীটি খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনই আবার দরজা খুলিয়া গেল। ইশাবেল্ তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে টুপীটি আবার পরিধান করিয়া আত্মগোপন করিলেন। যয়েশ্ আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "নীচে নামিবার রাস্তাটা ঠিক পাইবেন ত ?"

ইশাবেল্ ভাবিলেন "আমি আবার এবাড়ীর রাস্তা ঠিক পাইব না!"—বলিলেন "হাঁ, তা পাইব"।—যয়েশ পুনরায় চলিয়া গেল।

তখন নিঃশঙ্কচিত্তে ইশাবেল্ আত্মগোপনের আভরণগুলি খুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন।—ভাবিলেন, কত দিনই বা আর এমন সশঙ্ক সঙ্কোচে কাটাইব ?—এক দিন না এক দিন তাহারা আমাকে ছদ্মবেশশূন্য অবস্থায় দেখিতে পাইবেই।—প্রকৃতপক্ষে ইশাবেলের ভয় করিবার কারণও খুবই অল্প। প্রকৃতির সহায়তায় এবং নিজের যত্নে তাহার এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, কাহারও তাহাকে সহজে চিনিবার সম্ভাবনা নাই।

—ইশাবেলের প্রাণের অন্তস্তল হইতে একটা তীব্র হাহাকার যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আজ আপনারই ইষ্ট্লীনে—আপনারই স্বামীর গৃহে—আপনারই কর্ম্মদোষে তিনি কিনা শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসিয়াছেন! আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য আজ কিনা তাহাকে এত চেষ্টা করিতে হইতেছে!—কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, একবার যদি সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিবার অবসর পায়, তবে তাহার উদ্দাম গতির সম্মুখে কোন সঙ্কোচ-ভয়ই দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্পের সকলখানি দৃঢ়তা একত্র করিয়া ছদ্ম-

য়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।—জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া যুক্ত করে, নিমীলিত নেত্রে, কাতর প্রাণে তিনি ভগবানের নিকট সাহসের জন্য, আত্মদমনের শক্তির জন্য, করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

হৃদয়-কম্পন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া আসিলে, তিনি নীচে, আপনার বসিবার ঘরে, অবতরণ করিলেন। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাহার সন্তানেরা এখন কোথায় কি করিতেছে; মিঃ কার্‌লাইল্‌ ও তাহার আদরিনী স্ত্রীই বা কি করিতেছেন। কতক্ষণ তিনি এই ভাবে ছিলেন, জানি না, হঠাৎ কি একটা শব্দে, তাড়িতাহতার মত তিনি একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন—তাহার হৃদয় যেন আপনার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়া উঠিল!

কেন, কোন্‌ চমকে, তাহার মাথায় এমন টনক্‌ নড়িল?—তাহার প্রাণের পুতুলিদের উল্লাস-কোলাহল! স্ফীত বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া সৌৎসুক্যে তিনি দরজার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন—তবে বুঝি তাহাদিগকে লইয়া আসিতেছে!

কিন্তু হায়!—তাহাদের স্বর-সঙ্গীত ক্রমেই যে অধিক দূরে সরিয়া যাইতেছে!—ইশাবেল্‌ নিস্তেজ ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

একটু পরেই পরিচারিকা আসিয়া বলিল "কর্ত্রী ঠাকুরাণী একবার আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন। কিন্তু, যদি বেশি ক্লান্ত হইয়া থাকেন, তবে না হয় কালই দেখা হইবে, বলিয়া দিয়াছেন।"

ইশাবেলের চক্ষুর সম্মুখে যেন একটা কুয়াশার মেঘ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। 'তবে, অবশেষে, সেই সঙ্কটের মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল? কেমন করিয়া মিঃ কার্‌লাইলের সম্মুখে দাঁড়াইব?'

—দরজার দিকে একটু অগ্রসর হইয়াই তিনি মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার মুখ-চোখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—পিটার যে গো!

তা'র পরে, একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিসেস্ কার্‌লাইল কি একাই আছেন?"

"হঁ্যা, একাই আছেন। কর্ত্তা আজ নিমন্ত্রণে গিয়াছেন।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ইশাবেল্ তাহার সঙ্গে মিসেস্ কার্‌লাইলের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। সেই কক্ষ, সেই সাজ-সজ্জা, আলোক-মালায় তেমনই বিভূষিত!—কিন্তু কি পরিবর্ত্তন! ছিল তাহার, আর আজ হইয়াছে বার্‌বারার!—সেও আবার তাহারই কর্ম্মদোষে!—তাহার হৃদয় নিষ্পেষিত হইতে লাগিল।

আলোক বর্ত্তিকার সম্মুখে বার্‌বারা বসিয়া রহিয়াছেন। বিবাহের পরে সেই যে প্রথম দেখিয়া তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এ মেয়েটি কে?" বার্‌বারা আজ ও যেন তেমনই রহিয়া গিয়াছেন; তাহার বয়স যেন এক দিনও বাড়ে নাই! তাহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তখন বলিয়াছিলেন "বার্‌বারা হেয়ার্।" কিন্তু আজ আর ইনি সেই বার্‌বারা হেয়ার ন'ন্—বার্‌বারা কার্‌লাইল্! আর তখনকার ইশাবেল্ কার্-লাইল্ আজ আবার ইশাবেল্ ভেন্! হায়, দুরদৃষ্ট!

বার্‌বারা আজ অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা—এত সুন্দরী বোধ হয় তিনি কখনও ছিলেন না; অন্ততঃ ইশাবেল্ কখনো তাহাকে এত সুন্দর বলিয়া মনে করেন নাই। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ব্বেরই মত অতুলন; গণ্ডদ্বয় স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল; সুনীল নেত্রদ্বয় হাসিতে ঢলঢল; সুচিক্কণ কেশরাজি অপর্য্যাপ্ত ও তপ্তকাঞ্চন বর্ণে রঞ্জিত।

সদয় ভাবে হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তিনি ইশাবেল্কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, এবং মৃদুমিষ্ট স্বরে কহিলেন "আশা করি, আসিতে আপনার তেমন কষ্ট কি ক্লান্তি হয় নাই?"

অস্পষ্ট, জড়িত স্বরে ইশাবেল কি উত্তর করিলেন—নিজেও বোধহয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তা'র পর চেয়ারখানা আলো হইতে যতটা সম্ভব, দূরে টানিয়া লইয়া, অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলেন। আগন্তুকার অতিমাত্র বিষন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া বার্বারা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন অসুখ করে নাই ত?"

মৃদু স্বরে উত্তর হইল "আজ্ঞে না, একটু ক্লান্তি বোধ করিতেছি মাত্র।"

"তবে না হয় কাল সকালেই আমাদের কথাবার্ত্তা হইবে। আপনি এখনই যাইয়া শয়ন করুন।"

ইশাবেলের কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা নয়—প্রথম সাক্ষাতালাপের বিভীষিকাটা তিনি দিবসের অপেক্ষা রাত্রিতেই কাটাইয়া উঠিতে চাহেন। বলিলেন "এখনই শুইতে হইবে, এমন ক্লান্ত হই নাই।"

"আপনাকে বড়ই বিবর্ণ দেখাইতেছিল! আমার ভয়ই হইয়াছিল যে, আপনার বুঝি কোন অসুখ হইয়াছে।"

"সাধারণতঃই আমার মুখের ভাব একটু বিবর্ণ—কখনও কখনও আবার বেশিও হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য আমার বেশ ভাল।"

"মিসেস্ ল্যাটিমার লিখিয়াছেন যে, আপনি ঠিক আমাদের মনের মত মানুষই হইবেন। এবং আমরাও আশা করি যে, এখানে বাস করা আপনার পক্ষে অপ্রীতিকর হইবেনা। ইংলণ্ডে কি আপনি কখনও বেশি দিন রহিয়াছেন?"

"হাঁ, প্রথম জীবনে অনেক দিন ছিলাম।"

"মিসেস্ ল্যাটিমার লিখিয়াছিলেন যে, আপনি স্বামীপুত্র সকলই হারাইয়াছেন—"

ধীরে অনুচ্চস্বরে উত্তর হইল "আজ্ঞে, হাঁ।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, করে কর চাপিয়া ধরিয়া বার্‌বারা চীৎকার করিয়া উঠিলেন "উঃ, কি সাংঘাতিক!—জানি না ছেলেপেলে মরা কি ভয়ানক! সমস্ত জগতের বিনিময়েও ত' আমি আমার খোকাটিকে হারাইতে রাজী নই! তা'কে ছাড়িয়া বোধ হয় আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।"

মুখে ইশাবেল্ তাহার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন 'বাস্তবিকই এমন দুর্ব্বিষহ শোক আর নাই!" —মনে মনে বলিলেন, 'কিন্তু হায়, এই মৃত্যুর অপেক্ষাও ভীষণ, এই মৃত্যুর অপেক্ষাও দুর্ব্বিষহ, বিচ্ছেদ আছে।'

প্রসঙ্গটি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইয়া বার্‌বারা কহিলেন 'যে ছেলেমেয়েদের ভার আপনার উপর দেওয়া হইবে, তাহাদের অবস্থার কথা বোধ হয় আপনি মিসেস্ ল্যাটিমারের মুখে জানিতে পারিয়াছেন। ইহারা মিঃ কার্‌লাইলের প্রথমা স্ত্রীর সন্তান।"

"মিঃ কার্‌লাইলেরও"—এই কথা কয়টি কেন জানি ইশাবেলের মুখ দিয়া আপনা হইতে বাহির হইয়া গেল! বলিয়া, ইশাবেল্ নিজেও চমকিয়া উঠিলেন। তাহার গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল।—বুঝিলেন ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া এমন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইলে চলিবে না। বার্‌বারা মনে করিলেন, সরল মনে ম্যাডাম্ ভাইন্ জানিতে চাহিতেছেন, ইহারা কি মিঃ কার্‌লাইলের সন্তান, না, তাহার স্ত্রীর পূর্ব্বতম কোন স্বামীর সন্তান। তাই উত্তর করিলেন "হাঁ, মিঃ কার্‌লাইলেরই। তাহাদের—বিশেষতঃ মেয়েটির—অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ইহাদের মা

ইহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। উঃ, সে কি ভয়ানক কাণ্ডই না হইয়াছিল!"

প্রসঙ্গের অপ্রীতিকর অংশ পরিবর্ত্তন করিতে ব্যগ্র হইয়া ইশাবেল্‌ কহিলেন "তিনি ত' মারা গিয়াছেন শুনিয়াছি।"

বার্‌বারা যেন শুনিয়াও শুনিলেন না। আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন "লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণের একমাত্র মেয়ে লেডি ইশাবেল্‌ ভেনের সঙ্গে প্রথমে মিঃ কার্‌লাইলের বিবাহ হয়। তাহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ছিল—কিন্তু আমার ত' বিশ্বাস, সে কখনও ইহাকে গ্রাহ্যই করে নাই! যাহাই হউক, শীঘ্রই সে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল!"

কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ও আপনার অভিনয়াংশ ভাল করিয়া অভিনয় করিবার জন্য ইশাবেল্‌ কহিলেন "বাস্তবিকই বড় দুঃখের কথা!"

কতকটা উত্তেজিত ভাবে মিসেস্‌ কার্‌লাইল্‌ বলিয়া উঠিলেন "দুঃখের কথা!—না, না কলঙ্কের কথা, ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মের কথা! মিঃ কার্‌লাইলের মত পুরুষ, মিঃ কার্‌লাইলের মত স্বামী, এ জগতে দুর্ল্লভ। তা'র কিনা এই প্রতিদান! তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইলে, আপনিও ইহাই মনে করিবেন!—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যে বিজড়িত। ইশাবেলকে দেখিয়া কেহ কখনো মনে করে নাই, এমন কি কেহ কখনো সন্দেহও করে নাই, যে, তাহার হৃদয়ে আবার অন্য পুরুষের স্থান ছিল। সে স্যার ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনের সঙ্গে পলাইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লেভিসন্‌ ও তাহার মধ্যে তৎপূর্ব্বে এমন কোন ঘনিষ্টতার ভাব স্বয়ং কার্‌লাইল্‌ও কখনও দেখিতে পান নাই!"

ম্যাডাম্ ভাইন্ তখন, চশ্মা লইয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—কিছুতেই যেন চক্ষুর উপর আর ঠিক করিয়া বসাইতে পারিতেছেন না। বার্‌বারা আবার বলিতে লাগিলেন "সন্তানগুলিও এই অপযশের ভাগী হইয়াছে—চিরকাল তাহাদিগকে, মায়ের এই কলঙ্কের ডালি বহন করিতে হইবে—"

"তিনি না মারা গিয়াছেন ?"

"হাঁ, ! কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েটিকে, আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে কেহ ছাড়িবে না। উইল্‌সনের মুখে শুনিতে পাই যে, কথায় কথায় নাকি ইহারা মায়ের কথা পারে,—কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনি যেন তাহাদিগকে এইরূপ করিতে না দেন। তা'কে ভুলিয়া যাওয়াই ইহাদের কর্ত্তব্য।"

"মিঃ কার্‌লাইল্‌ও বোধ হয় স্বভাবতই তাহাদিগকে মায়ের কথা মনে করিতে দিতে চাহেন না ?"

"সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে ! সম্ভব হইলে বোধ হয় তিনি তাহার সকল স্মৃতি, একেবারে মুছিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সে পথে যে কাঁটা—তাহার যে সন্তান রহিয়াছে। আশা করি মেয়েটিকে আপনি এমন সৎশিক্ষা দিবেন যাহাতে সে আবার না মায়ের পদাঙ্কানুসরণ করে।"

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে ইশাবেল কহিলেন "নিশ্চয়ই। এবিষয়ে আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি হইবে না। তাহারা কি আপনার কাছেই বেশি থাকে ?"

"না, ছেলেপেলের ঝঞ্ঝাট্ আমি একদম্ সহ্য করিতে পারি না। আমার নিজেরটিই একটু বড় হইলে, তাহাকে আমি ধাইয়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।—সাধারণতঃ আমাদের দেশে মায়েরা যে দুই পথে চলিয়া থাকে, তাহার কোনটিই আমি ভাল মনে

করি না, ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌। এক দল সন্তানকে ডাকিয়াই জিজ্ঞাসা করেন না, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা, পারিপাট্যবিলাসিতা লইয়া তাহারা এতই ব্যস্ত যে, দিনান্তেও একবার ইহাদের খোঁজ করেন না। আর একদল আবার ঠিক ইহার বিপরীত, তাহারা মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদও সহ্য করিতে পারেন না; স্নান করান, খাওয়ান, ধোয়ান, কাপড় পরান,—ইহাদের যা কিছু তা তা'রা নিজেরাই করিবেন। ইহার ফলে ছেলেগুলি কেবল ঝগড়াটে, গোল-মেলে আর খিট্‌খিটে হয়। তা'রাও সব সময় মেজাজ ঠিক রাখিতে পারেন না। আর যে গালে একদিন শতসহস্র চুম্বন করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, ন্যায়ে অন্যায়ে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া তাহাদের সেই গালে চড়ের উপর চড় বসাইয়া দেন! কোন সদুপদেশ কি সৎশিক্ষা দিবার মত তাহাদের আর ইচ্ছা কি আগ্রহ থাকে না; এবং ক্রমে ছেলেদের উপর তাহাদের আর কোন আধিপত্যই থাকে না। এমন মায়েরা ছেলেপেলেদের স্বাভাবিক আমোদ-প্রমোদেও, বাধা দিয়া থাকেন।—সর্ব্বদাই প্রকৃতিটা একটু উচ্চ সুরে বাঁধা থাকে বলিয়া, তাহারা একটু গোলমাল করিলেই ইহারা গর্জ্জিয়া উঠেন। বড় হইয়া কি ছেলেপেলেরা আর ইহাদিগকে তেমন ভালবাসার পাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে?—এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় আপনিও দেখিয়াছেন?"

"হাঁ, দেখিয়াছি!"

"এরূপ পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে না! ছেলেপেলেগুলি ক্রমেই দুরন্ত হইয়া উঠে; বাড়ীতে সারাদিনই কেবল হৈ হৈ, রৈ রৈ হইতে থাকে। এমন কি, শেষে একেবারে তিতিবিরক্ত হইয়া বাড়ীর কর্ত্তা একটু শান্তি-সুখের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দূরে দূরে থাকিতে চাহেন।—ইহার অপেক্ষা শোচনীয় কথা আর কি হইতে পারে?"

ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন "তা'ত' বটেই।"

বার্‌বারা আবার বলিতে লাগিলেন "তাই আমি ঠিক করিয়াছি যে, আমার সন্তানের শিক্ষার ভার আমি নিজের হাতেই রাখিব, এবং তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে মাঝা-মাঝি পন্থা অবলম্বন করিব। ছেলেদের আব্দার সহ্য করা, তা'দের সঙ্গে লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি করা, এ সব ধাইয়ের উপরই ন্যস্ত থাকিবে। তবে, প্রত্যহই আমি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে, তাহাদিগকে আমার নিকট ডাকিয়া যাহাতে তাহাদের মনে ধর্ম্ম ও নীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহার চেষ্টা করিব। আমার মতে ইহাই হইল মায়ের কাজ—আর যা' কিছু, সে সকলই ধাত্রীর। মায়ের মুখ হইতে কখনও মিষ্ট কথা বই অন্য কথা বাহির হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দিবারাত্রি একসঙ্গে থাকিতে গেলে তাহা আর হইয়া উঠে না।"

নীরবে ইশাবেল্ বার্‌বারার কথার সমর্থন করিলেন। কার্‌লাইল-পত্নী আবার কহিলেন, "ক্ষুদ্র মেয়েটির সকল ভারই আপনার উপর পড়িবে। বুঝিলেন ?"

ইশাবেলের হৃদয় দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল; বলিলেন, "এরূপ ভার বহন করিতে আমিও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছি। তা'রা সকলেই ভাল আছে ত' ? সাধারণতঃ তাহাদের স্বাস্থ্য কেমন ?"

"হাঁ, খুবই ভাল। তবে, গেল বসন্ত কালে, তা'দের সকলেরই একবার হাম্ হইয়াছিল। তখন হইতে বড় ছেলে উইলিয়মের একটু খুস্‌খুসে কাসি লাগিয়া রহিয়াছে। মিঃ ওয়েন্‌রাইট্ ত' বলিতেছেন যে, এ সব কিছু নয়, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।"

"সর্ব্বদাই এই কাসির ভাবটা থাকে নাকি ?"

"না, রাত্রে ও সকালেই বেশি।"

"যক্ষ্মা হইবার মত কোন সন্দেহের কারণ নাইত ?"—

মৃদু স্বরে ইশাবেল্ এই প্রশ্নটি করিলেন।

বার্‌বারা উত্তর করিলেন "না, তেমন কোন সাংঘাতিক ব্যারাম হইয়াছে বলিয়া আমারত' মনে হয় না। বাপ মা, উভয় দিকেই ত এরূপ ব্যারাম হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ইশাবেল্‌ অবশ্যই অল্পবয়সে মারা গিয়াছেন, কিন্তু সে ত অপমৃত্যু।" তার পরে আচম্বিতে, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন "আপনার কয়টি ছেলেপেলে হইয়াছিল?"

লেডি ইশাবেল চমকিয়া উঠিলেন—এরূপ প্রশ্নের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না—কি উত্তর করিবেন?—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে বাধ-বাধ স্বরে আসল কথাই' বলিয়া ফেলিলেন "তিনটি, আর—আর—একটি খোকা—এটি মারা—ছেলে বয়সেই মারা গিয়াছিল।"

সমবেদনার করুণ স্বরে বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "উঃ, চার্‌ চার্‌টি! তা'রা সব, কি হইয়া মারা যায়?"

কতক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শেষে ইশাবেল্‌ নিতান্ত অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "একজন এ ব্যরামে, আর একজন সে ব্যরামে।"

"আপনার স্বামী মারা যাইবার আগেই কি তাহারা মারা যায়?"

বিবর্ণ ললাটদেশের ঘর্ম্মবিন্দু মুছিতে মুছিতে ইশাবেল্‌ বাধ-বাধ স্বরে কহিলেন "খোকা-টি—তার পরে—মারা যায়।"

তাহার আবেগ উপলব্ধি করিয়া বার্‌বারার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি মনে করিলেন, মৃত সন্তানগুলির কথা মনে হওয়াতেই ইশাবেল্‌ এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন।—তাই প্রসঙ্গান্তর উত্থাপিত করিলেন। "মিসেস্‌ ল্যাটিমার লিখিয়াছিলেন যে আপনার ভদ্রবংশে জন্ম।"

"হাঁ, ভদ্রঘরেই আমার জন্ম হইয়াছিল, এবং ভদ্রমহিলার উপযুক্ত ভাবেই লালিত পালিত হইয়াছিলাম।"

"হাঁ, আপনার গলার আওয়াজেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আর্থিক অভাবে পড়িলে আমাদিগকে কত কষ্টই না ভোগ করিতে হয়!

আপনি বোধ হয় কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে আপনাকে আবার শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে হইবে!"

লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের একমাত্র মেয়ে তিনি—তাঁহার আবার কখনও শিক্ষয়িত্রী হইবার কথা মনে হইতে পারে!—অর্দ্ধস্ফুট হাসিতে তাহার ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; বলিলেন "নিশ্চয়ই নয়।"

"আপনার স্বামী বোধ হয় আপনার জন্য বিশেষ কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই?"

ইশাবেল উত্তর করিলেন "তাঁহাকে হারাইয়াই আমার সকল হারাইয়াছি!"—তাহার কণ্ঠস্বরে মর্ম্মস্তল হইতে যেন একটা হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিল; বার্‌বারা চমকিয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে বার্‌বারার খোকাটিকে কোলে করিয়া ধাত্রী উইল্‌সন্ আসিয়া উপস্থিত হইল—বড়ই সুন্দর, বড়ই প্রফুল্ল, বড়ই চঞ্চল! বার্‌বারার কোলে বসিয়া প্রদীপের দিকে চাহিয়া প্রদীপ লক্ষ্য করিয়া হাত নাড়িয়া নাড়িয়া কত খেলাই খেলিতেছে!—গর্ব্বিতা মাতার মনে হইল, অন্য কোন ছ'মাসের ছেলেই এমন করিয়া খেলিতে পারে না!—মায়ের গরিমোজ্জ্বল মুখকান্তি দেখিয়া দেখিয়া, ইশাবেল্ আর উন্নতগ্রীবায় বসিতে পারিলেন না; ঘর্ম্মবিন্দুসিক্ত ললাটদেশ করতলে বিন্যস্ত করিয়া অবনত মস্তকে উপবেশন করিলেন; তাহার যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে হিংসার একটা বিদ্রোহী তপ্তশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িল—'হায়, একদিন ত' এমনই সুন্দর সুকুমার শিশু ক্রোড়ে করিয়া তিনিও ঠিক ঐ চেয়ারেই উপবেশন করিয়া, তেমনই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেন!—আর আজ!

পেট পূরিয়া মায়ের দুধ খাইয়া দুষ্ট বালক প্রদীপ দেখিয়া দেখিয়া হাত পা নাড়িয়া খেলিতে লাগিল। চোখে ঘুম নাই, সমস্ত রাত্রিতেও

আসিবে যে, তাহার সম্ভাবনাও নাই! সস্নেহে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া সোহাগসিক্ত কণ্ঠে বার্‌বারা কহিলেন "আরে দুর্ব্বৃত্ত, সমস্ত রাত্রিই জাগিয়া থাকিতে হইবে নাকি?"

যেন তাহার এরূপই ইচ্ছা, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বালক একটি অস্ফুট ধ্বনি মাত্র করিল।

বার্‌বারা ইশাবেলের দিকে চাহিয়া সগৌরবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন সুন্দর ছেলে আর দেখিয়াছেন কি?"

নিজের বালক আর্কিবল্ডের কথা ইশাবেলের মনে পড়িয়া গেল—সে-ই যেন আবার ছোট হইয়া আসিয়াছে! কষ্টে উত্তর করিলেন "হুঁা, চমৎকার ছেলে বটে! কিন্তু আপনার মত ত' দেখিতে হয় নাই।" "না, আমার প্রিয়তম স্বামীর একেবারে অনুরূপ হইয়াছে। মিঃ কার্‌লাইল্‌কে দেখিলে—"হঠাৎ বার্‌বারা বিরত হইয়া কান পাতিয়া যেন কি শুনিতেছেন বলিয়া বোধ হইল।

হতভাগিনী এই বিরতির কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মিঃ কার্‌লাইল্ বোধ হয় খুব সুপুরুষ?"

"হুঁা, খুবই সুপুরুষ—কিন্তু তার অন্য গুণের তুলনায় এ গুণত' কিছুই নহে। এমন উদার মহান্ ব্যক্তি জগতে বোধ হয় আর নাই; সকলেই তাহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধাভক্তি করে। বোধ হয়, একমাত্র তাহার প্রথমা স্ত্রীই তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই। যাহারা মিঃ কার্‌লাইল্‌কে জানে, তাহাদের নিকট এটা নিশ্চয়ই একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য যে কেমন করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌কে স্বামী পাইয়া সে আবার অন্য পুরুষের দিকে তাকাইয়াছিল,—তাহাকে ফেলিয়া অন্য পুরুষের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল!" —একটা মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণাধ্বনি যেন ইশাবেলের মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া পড়িতেছিল!—

এমন সময় জানালা দিয়া চাহিয়া বার্‌বারা আনন্দাতিশয্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আজ যে আমার কার্‌লাইল্ বড় সকাল সকাল বাড়ী ফিরিলেন!"

কেমন করিয়া যে ইশাবেল্ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, কেমন করিয়া যে অদম্য হৃদ্‌কম্প তিনি চাপিয়া রাখিলেন, তাহা ইশাবেল্‌ও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।—একটু পরেই মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন—তেমনই সুন্দর, তেমনই দীর্ঘ দেহ, তেমনই মহান্।—আবার, আবার ইশাবেল্ মিঃ কার্‌লাইলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন!

ঘরে যে তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, মিঃ কার্‌লাইল্ তাহা লক্ষ্য করেন নাই; পত্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া সন্নত গ্রীবায় তিনি তাহার মোহন মুখ-চুম্বন করিলেন। দেখিয়া ইশাবেলের চক্ষু হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আরও দেখিলেন, বার্‌বারাও প্রাণের আবেগে প্রতিচুম্বন করিয়া কেমন ধীরে ধীরে, কত যেন অনিচ্ছায় আপনার ওষ্ঠদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিলেন, এবং শেষে কত সাগ্রহে ও সগৌরবে স্বামীকে পুত্রমুখ চুম্বন করিতে নিরীক্ষণ করিলেন!—আর সহ্য করিতে না পারিয়া হতভাগিনী দুই হাতে আপনার চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন!—স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বেচ্ছায় অগ্নিজ্বালা আলিঙ্গন করিয়া আজ এত কাতর হইলে চলিবে কেন?—

পত্নী ও পুত্রের দিক হইতে একটু সরিয়া আসিলেই কার্‌লাইল্ ইশাবেলকে দেখিতে পাইলেন,—এবং কতকটা বিস্ময়ের ভাবে বার্‌বারার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। পত্নী পরিচয় প্রদান করিলে তিনিও সমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন!—করমর্দ্দনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। উপায় নাই, ইশাবেলও আপনার কম্পিত হস্ত তাহার হস্তে স্থাপন করিলেন!—মিঃ কার্‌লাইল্ বুঝিতে পারিলেন না যে, প্রাণের আবেগে শত সহস্রবার তিনি এই হাত চাপিয়া ধরিয়াছেন, তথাপি তৃপ্তি হয়

নাই; বুঝিতে পারিলেন না যে, ধর্ম্মতঃ একদিন এ পাণি তিনিই পীড়ন করিয়া ছিলেন।

দুর্ব্বল ক্লান্ত দেহে ইশাবেল্‌ আবার বসিয়া পড়িলেন—তাহার দেহে যেন রক্তের লেশও নাই! মুখে ত' ছিলই না। মিঃ কার্‌লাইল তাহাকে পথ-সংক্রান্ত দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; চক্ষু তুলিতে সাহস না করিয়া ইশাবেল্‌ অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন।

ইহার পরে দম্পতির মধ্যে মিসেস্‌ হেয়ারের শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল। শেষে কার্‌লাইলের দৃষ্টি আবার পুত্রের উপর পড়িল। চুম্বন চুম্বনে তিনি তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিলেন!

—ইশাবেলের মনের ভাব যে তখন কি হইয়াছিল, পাঠক, তাহা কল্পনায় আনিবার শক্তিও আপনার নাই! এক দিনত' তৃপ্ত, এমনই তৃপ্ত, তুষ্ট গর্ব্বিতা জননী হইয়া তিনিও পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আর তাহার স্বামী—এই কার্‌লাইল্‌ই—এমনই করিয়া তাহার সন্তানকে সোহাগ-আদর করিতেন! কোন্‌ দোষে কাহার পাপে, তবে, আজ এমন হইল?

তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া মিঃ কার্‌লাইস্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "এই ক্ষুদ্র ঝঞ্ঝাট্‌গুলিকে আপনি ভালবাসেন ত' ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌?—সকলেই বলে এ ছেলেটা নাকি বড় সুন্দর হইয়াছে।"

কিছু বলা চাই; তাই ইশাবেল্‌ কহিলেন "বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছে। নাম রাখিয়াছেন কি?"

"আর্থার।"

বার্‌বারা তাড়াতাড়ি কহিলেন "আর্থার আর্কিবল্ড। আমার ইচ্ছা ছিল যে, একেবারে আর্কিবল্ড কার্‌লাইল্‌ই রাখি, কিন্তু সে নাম ত' আগেই একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে!"

ম্যাডাম্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—বড় ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, একটু বিশ্রাম করিতে পারিলে ভাল হয়।

কেহই ইহাতে আপত্তি করিলেন না।

আপনার কক্ষে আসিয়াই ইশাবেল্ শয়ন করিতে গেলেন কি? আপনার কি মনে হয়, পাঠক?—আপনার যন্ত্রণাভিন্ন অনুতপ্ত মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন "এরূপ যন্ত্রণা যদিও আমি কল্পনায়ও আনিতে পারি নাই, তথাপি ইহা আমারই স্বকৃত কর্ম্মের ফল। মাথা পাতিয়া লইতেই হইবে!"

—এদিকে ম্যাডাম্ চলিয়া গেলে বার্‌বারা কহিলেন "দেখিতে কেমন এক রকম কাট-খোট্টা নয়? নীল বর্ণের চশমা দুইটা চোখে দিয়াই আরও বিকৃতি করিয়াছে!"

স্বপ্নের জড়িত ভাষায় কার্‌লাইল্ কহিলেন "ইহাকে দেখিয়া আমার তা'র—তা'র—কথা আবার মনে হইতেছে।"

"কার কথা?"

তখনো যেন স্বপ্নের ঘোর যায় নাই, এমন ভাবে কার্‌লাইল্ কহিলেন "তা'র কথা।"

"কে সে? কার মুখ তোমার মনে পড়িয়া গেল?"

তখন স্বপ্নের আবেশটা যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া কার্‌লাইল কহিলেন "এমন কাহারও নয়—চল চা খাইয়া আসি।"

তৃতীয় অধ্যায়।

—:∞:—
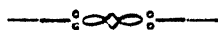
ভগ্নহৃদয়ের দারুণ আকাঙ্ক্ষা।

পরদিন প্রত্যুষে লেডি ইশাবেল্ আপনার কক্ষের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নীচে অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,—তাহার ভয়, পাছে বা কার্‌লাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া যায়। বিগত রজনীতে তিনি যখন তাহাকে বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে ছিলেন, তখন লেডির অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—এই বুঝি ধরা পড়িলাম। কার্‌লাইলের দৃষ্টি হইতে দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবার তাহার অন্য কারণও ছিল। পরিত্যক্ত স্বামী তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক প্রিয় ও আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু তিনি এখন অপরের স্বামী। তাহার নিকট হইতে যতদূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল।

প্রায় এমনই সময়ে ধাত্রীখানা হইতে বছর পাঁচেকের একটি সুন্দর সুদীর্ঘ মহিমমণ্ডিত বালক দৌড়িয়া বাহির হইল। ইশাবেলকে আর বলিয়া দিতে হইল না যে এ তাহারই বালক, আর্কিবল্ড; তাহার হৃদয় যদি আপনা হইতেই ঝঙ্কার দিয়া না উঠিত, তবুও মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি ইহাকে চিনিতে পারিতেন। মাতৃস্নেহ অদম্যবেগে উছলিয়া উঠিল; বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তিনি আপনার কক্ষাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন।

তার পরে দোষক্ষালনের ভাবে কহিলেন "তোমাকে আমার পরিচয় দিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেপেলেদের আমি বড় ভালবাসি।—"

নিজের সন্তানকেও একথা মুখ খুলিয়া বলিতে হইল। মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া দুর্ভাগিনী ছেলে কোলে করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, আর তাহার অধরে, ওষ্ঠে নেত্রে, গণ্ডে চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন।—তাহার দুই গণ্ড বহিয়া শ্রাবণের ধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। প্রাণের দায়েও তিনি এই অশ্রুসম্বরণ কি চুম্বনের এই লোভ দমন করিতে পরিতেন না—এতই তখন তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই দেখিলেন—উইলসন্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইশাবেল্ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন—আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বড় ভয় হইল।—তাড়াতাড়ি বালককে ছাড়িয়া দিয়া, যথাসাধ্য অশ্রুগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্ধন মুক্ত হইয়া বিস্মিত বালক অতি বিস্ফারিত নেত্রে, মুখে আঙ্গুলে দিয়া তাহার অদ্ভুত চশমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন আপনার আচরণের জন্য ব্যর্থ ওজর দেখাইয়া ইশাবেল্ কহিলেন "ইহাকে দেখিয়া আমার নিজের ছেলে পেলে গুলির কথা মনে পড়িয়াছে। নিজের সন্তান হারাইলে, আমরা কাছে যাহাকে পাই, তাহাকেই বুকে করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে চাই।"

তখন অর্কিবল্ডকে দুই হাতে ধরিয়া ও সবলে আন্দোলিত করিয়া ধাত্রী কহিয়া উঠিল "দুষ্ট বাঁদর কোথাকার, রোজ রোজই তুমি এমন ভাবে স্যারার উনুনঝাড়া ঝাঁটাটা লইয়া পলাইবে! ক্রমেই তোমার সাহস বাড়িতেছে আর ক্রমেই তুমি দুরন্ত হইয়া উঠিতেছ!—রসো একথা আজই আমি মাকে যাইয়া বলিয়া দিতেছি।"

হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখে আসিয়া সকাতর অনুনয়ের স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "দোহাই, দোহাই তোমার। ওকে অমন করিয়া মারিও না ইহাকে মার খাইতে দেখিলে আমার প্রাণে বড় লাগে!"

"মার খাইতে দেখিলে! আপনি বলেন কি!—মার যদি খাইত, তবেত ভালই হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে আমি এমনি করিয়া একটা ঝাঁকিটাকি দুই একটা চপেটাঘাত করি—মারের মধ্যে ত' এই! তাতে আর ওর কি আসিয়া যায়? আপনি জানেন না. ছেলেটা কি ভয়ানক দুরন্ত! অন্য দুইটা এর অর্দ্ধেক'ও বেগ দেয় না।" বলিতে বলিতে উইলসন্‌ বালকে লইয়া প্রস্থান করিল।

যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয়ে শোকসংবিগ্ন মনে ইশাবেল বসিয়া পড়িলেন। নিজের সন্তান, অথচ ধাত্রীকে তিনি বলিতে পারিলেন না "না, উহাকে তুমি মারিও না!"

—কিঞ্চিৎ পরে নিম্নতলে আপনার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, বড় ছেলেটি ও মেয়েটি বসিয়া রহিয়াছে এবং প্রাতর্ভোজন প্রস্তুত রহিয়াছে।

বালিকা অষ্টমবর্ষীয়া—দেহে লাবণ্য ধরে না। বালক এক বৎসরের ছোট—দেহ দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর। কিন্তু উভয়েই তাহার পূর্ব্বসৌন্দর্য্য-সম্পদের অধিকারী—তেমনই সুগঠিত মনোরম দেহ, তেমনই উজ্জ্বল মধুর দেহকান্তি, তেমনই বিশাল নীলতার নেত্রে তেমনই কমনীয় দৃষ্টি। তাহাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য মায়ের প্রাণে আবার একটা তীব্র আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিল; কিন্তু এবার তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন!—সুধু উভয়ের গণ্ডে একটি একটি আবেগাকুল চুম্বন করিলেন। স্বভাবতই বালিকা লুসী কিছু ধীর গম্ভীর, আর বালক উইলিয়ম্‌ কিছু কথাপ্রিয়।

সে জিজ্ঞাসা করিল "তুমিই আমাদের নূতন শিক্ষয়িত্রী?

"হাঁ, আমরা পরস্পরকে খুব ভালবাসিব—বন্ধুর মত ব্যবহার করিব।"

"অবশ্য! মিস্‌ ম্যানিংকে'ও আমরা বেশ ভালবাসিতাম। শীঘ্রই—

এই কাশিটা একটু সারিয়া গেলেই, আমি ল্যাটিন পড়িতে আরম্ভ করিব। তুমি ল্যাটিন্ জান?"

স্নেহের সর্ব্বপ্রকার মিষ্টভাষা যথাসাধ্য পরিহার করিয়া লেডি কহিলেন "না, শিখাইবার মত জানি না।"

"বাবাও বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা ল্যাটিন ভাল জানে না। তাই মিঃ কেন্‌কে আনান হইবে।"

নামটি যাইয়া ইশাবেলের স্মৃতিপটে আঘাত করিল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কেন্? সেই সঙ্গীতশিক্ষক বুঝি?"

অমনই ধূর্ত্ত উইলিয়াম্ জিজ্ঞাসা করিল "সে যে সঙ্গীত শিক্ষক, তা' তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

আপনার অজ্ঞাতসারে এমন ভাবে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলাতে ইশাবেল্ ভারি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; মিথ্যা বলিয়া ছেলেকে ভুলাইতে হইল বলিয়া তিনি আরও লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন।—উত্তর করিলেন "মিসেস্ ল্যাটিমারের নিকট শুনিয়াছিলাম।"

"হাঁ, সে গাইতে বাজাইতেও জানে বটে; কিন্তু তাহাতে বেশী কিছু পায় না। ল্যাটিন্ গ্রীক ভাষাও জানে। মিস্ ম্যানিং চলিয়া গেলে, মা বলিলেন ছেলে পেলেদের শিক্ষা বন্ধ হইতে পারে না—কেন্‌ই আসিয়া বরং ইহাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিক্।"

মা!—ইশাবেলের কাণে যাইয়া বড়ই তীব্রভাবে বাজিল।

তাহাদিগকে দুধ রুটি খাইতে দেখিয়া ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোজ সকাল বেলায়ই তোমরা দুধ রুটি খাও?"

"না, রুটি মাখন মধুও খাই।"

এবার বালিকা কহিল "আগে যখন বাবার সঙ্গে [illegible] সকাল বেলায় আমি ডিম্‌ও খাইতাম।"

"এখন্ খাও না কেন ?"

"বলিতে পারি না—মা আসিয়াছেন অবধিই আর বাবার সঙ্গে খাই নাই।"

মা নহে—বিমাতা, এই কথাটা ইশাবেলের মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া পড়িতেছিল।—তাহার মনে হইল, তবে কি বার্‌বারা ইহাঁদিগকে পিতার নিকট ঘেঁসিতে দিতে চাহে না ?

এমন সময়ে অদূরে মিং কার্‌লাইলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল ; বালিকা লুসী একেবারে নাচিয়া উঠিল। পাছে বা মেয়েটা বাহির হইয়া পড়ে, এবং তাহাকে দেখিয়া কার্‌লাইল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হ'ন, এই ভয়ে ইশাবেল তাড়াতাড়ি বালিকার হাত ধরিয়া বলিলেন "যেওনা ইশাবেল্।"

ত্বরিতে তাহার দিকে চাহিয়া উইলিয়ম্ কহিল "ওর নাম যে লুসী !—তুমি ওকে ইশাবেল্ বলিয়া ডাক কেন !"

পুনঃ পুনঃ ভুল করিয়া ইশাবেল্ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন ; ধীরে ধীরে, বাধ-বাধ, স্বরে কহিলেন "আমার মনে হয় যেন, কাহাকেও ইশাবেল্ বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিলাম।"

কন্যা উত্তর করিল 'হাঁ, আমার নাম ইশাবেল্ লুসীই বটে। কিন্তু বুঝিতে পারিনা, কে তোমাকে এ কথা বলিয়াছে।—কেহই ত' আমাকে তখন,—তখন—হইতে" তার পরে গলার স্বর নরম করিয়া বলিল "মা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—ইশাবেল্ বলিয়া ডাকে নাই।—আমাদের আগে আর এক মা ছিল কিনা, বুঝিলে !"

ইশাবেল্ বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন—কি যে বলিতেছেন সে দিকে আর তাহার খেয়াল নাই।—জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি পলাইয়া গিয়াছিল !"

কাণে কাণে লুসী বলিল "না, তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

ইশাবেল্ সবিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করিলেন 'চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল!'

"সত্যি; তা না হইলে কি আর মা চলিয়া যাইতেন! একটা ভারি দুষ্ট লোক বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; সে-ই মাকে চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। তখন বাবা বলিয়া দিলেন, আমাকে যেন আর ইশাবেল্ বলিয়া ডাকা না হয়—মা'র নাম যে ইশাবেল্ ছিল।"

শুষ্ক কণ্ঠে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাবা যে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"শুনিতে পাইয়াছিলাম। তিনি যয়েশকে বলেন, যয়েশ্ চাকর-বাকরদের বলিয়া দেয়। আমি শুধু লুসী বলিয়াই নাম লিখি। একবার ইশাবেল্ লুসী লিখিয়াছিলাম, বাবা "ইশাবেল্" কাটিয়া দিলেন।"

শুনিয়া ইশাবেলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; কিন্তু বালিকাকে তিনি নিবৃত্ত করিতে পরিলেন না। সে বলিয়া যাইতে লাগিল "লেডি ইশাবেল্ই আমাদের আপন মা ছিলেন—এ আমাদের আপন মা নয়।"

রুদ্ধ শ্বাসে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তা'কে যেমন ভালবাসিতে, একেও কি তেমনই ভালবাস?"

তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া লুসী বলিয়া উঠিল "মাকে আমি বড়—বড় ভালবাসিতাম। কিন্তু সব ফুরাইয়া গিয়াছে! উইল্‌সন্ এবং পিশি কর্ণেলিয়া বলিয়াছেন, আর আমরা তাহাকে ভালবাসিতে পারিব না।—উইল্‌সন্ বলিয়াছে, মা যদি আমাদিগকে ভালবাসিতেন, তবে কি আর আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেন?"

উত্তেজিত স্বরে লেডি ইশাবেল্ কহিলেন, "উইল্‌সন্ এই কথা বলিয়াছে?"

"সে বলিয়াছে যে মা না গেলেও আর সে লোকটা মাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, না জানি সে মাকে আমার

কতই না মারিয়াছে !—লইয়া যাইবার অল্পদিন পরেই মা মারা যান্। রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া আমি ভাবিতে থাকি, সে কি সত্যসত্যই তাঁকে মারিত ; আর কেনইবা তিনি মারা গেলেন। তিনি মরিয়া গেলে পর আমাদের এই নূতন মা বাড়ী আসেন। তখন বাবা বলিয়া দিলেন, ইহাকে আপন মায়ের মত ভালবাসিতে হইবে।"

উত্তেজিত হইয়া লেডি জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তোমরাও তা'কে তেমনই ভালবাস ?"

মাথা নাড়িয়া লুসী বলিল "না, আমি ত' না।"

এমন সময়ে যয়েশ্ আসিয়া ইহাদিগকে দ্বিতলে পড়িবার ঘরে লইয়া গেল। জানালার নিকট দাঁড়াইয়া ইশাবেল দেখিলেন, কার্‌লাইল্ পদব্রজে আফিসে চলিয়াছেন, আর বার্‌বারা, প্রেমে বিহ্বলা হইয়া তাহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়া, সদর দরজা পর্য্যন্ত চলিয়াছেন।—ইশাবেল্ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন—একদিন ত' তিনিই এমন করিয়া স্বামীর অঙ্গে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া তাহার সহগমন করিয়াছেন !

কিয়ৎক্ষণ পরে বার্‌বারা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তিনি বেশ ভদ্রোচিত ভাবে, কিন্তু দৃঢ় কর্ত্তৃত্বের স্বরে, কথাবার্ত্তা বলিলেন ; তাহার প্রতি কথায়, প্রতি চাহনীতে, প্রতি কাজে তিনি যে বাড়ীর কর্ত্রী এই ভাবটা প্রকট হইয়া উঠিল। ইতি-পূর্ব্বে নিজের অধীন অবস্থা আর কখনও ইশাবেল্‌কে এমন তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করে নাই—আর কখনও তাহার অন্তরাত্মাকে এমন ভাবে উত্যক্ত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তোলে নাই !—কিন্তু সব তিনি নীরবে সহ্য করিলেন। সহস্র, সহস্রবার সে দিন আপনার সন্তানগুলিকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার প্রাণে আকুল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল—কিন্তু সহস্র-বারই তিনি হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে আকাঙ্ক্ষা দমন করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহাদিগকে লইয়া ইশাবেল্, প্রান্তরের মধ্য দিয়া ওয়েষ্টলীনের দিকে যে নির্জ্জন পথটি গিয়াছে, সেই পথে বেড়াইতে বাহির হইলেন। কার্‌লাইল্ এবং বার্‌বারাও সেইপথে ওয়েষ্টলীন হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন; হঠাৎ ইহাদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। ইশাবেল্ বড় কাতর ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।—তখন তাহারা একসঙ্গে ইষ্টলীনের দিকে ফিরিয়া চলিলেন—কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা আগে আগে, সসন্তান লেডি ইশাবেল্ পিছনে। দম্পতি হইতে যত দূরে দূরে থাকিতে পারেন, ততই তিনি ভাল মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটু আসিয়াই তাহাদিগকে একটা বেড়া পার হইতে হইল। ইহার দুই দিকে দুই সীঁড়ি। মিঃ কার্‌লাইল্ হাত ধরিয়া বার্‌বারাকে পার করিয়া দিলেন; ছেলেপেলেরা নিজেরাই পার হইয়া গেল; তথাপি তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইশাবেল্ নিকটে আসিলে, তাহাকে পার করিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন।

নিকটে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইশাবেল্ কহিলেন "আপনার অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু আমি নিজেই পার হইতে পারিব।"

এই কথায় মিঃ কার্‌লাইল্ কর্ণপাতই করিলেন না। সীঁড়ি দুইটার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইশাবেলের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। তখন আর প্রত্যাখ্যান করা চলে না; ভয়ে ও সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া ইশাবেল্ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তাহার হাত ধরিয়া সীঁড়ির উপরে পা দিলেন; কিন্তু দেহে তার তখন এমনই জড়তা ও অবসাদের ভাব যে, পরিধেয়ে পা জড়াইয়া তিনি একেবারে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। তাড়াতাড়ি মিঃ কার্‌লাইল্ তাহাকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

স্বভাবসুলভ কোমলতার সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাকে লাগে নাইত?"

জড়িত স্বরে ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন "আজ্ঞে না; কেমন করিয়া কাপড়টা পায়ে জড়াইয়া গেল!"

বার্‌বারা একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাড়াতাড়ি কার্‌লাইল যাইয়া তাহাকে বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। বক্ষস্পন্দন প্রশমিত করিয়া লইবার জন্য ইশাবেল্‌ একটু ধীরে ধীরে চলিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় যখন উইলিয়ম্‌, লুসী ও আর্কিকে সঙ্গে করিয়া তিনি চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন হঠাৎ উইলিয়ম্‌ অনেকক্ষণ ধরিয়া বড় ভীষণ ভাবে কাশিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইশাবেল্‌ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উদ্বেগাকুল ভাবে দেখিতে লাগিলেন। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় মায়ের প্রাণে তখন আর অন্য ভাবনার স্থান নাই। হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই তিনি দেখিলেন—মিঃ কার্‌লাইল্‌ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার হস্তদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িল; তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ধপাস্‌ করিয়া বালক চেয়ারে পড়িয়া গেল।

স্বভাবসিদ্ধ মৃদুহাসিমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "ছেলেপেলের জন্য অপনার হৃদয়ে বেশ গভীর একটা টান আছে, দেখিতেছি।"

ইশাবেলের মুখ দিয়া গোলমেলে অসংবদ্ধ কয়েকটা কি কথা বাহির হইয়া গেল; তিনি নিজেই তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।—বলিয়াই তিনি কক্ষের অনালোকিত প্রান্তের দিকে সড়িয়া গেলেন। মিঃ কার্‌লাইল্‌ উইলিয়ম্‌কে কোলে করিয়া বসিলেন।

এমন সময়ে বার্‌বারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, হইয়াছে কি?"

"উইলিয়মের কাশিটা বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে, বার্‌বারা। আবার আমি ওয়েইন্‌রাইট্‌কে আনিতে পাঠাইব।"

স্ত্রী কহিলেন "না, তেমন কিছু নয়। চা রুটি খাইতেছিল ; বোধ হয় রুটির টুক্‌রা গলায় বাজিয়া থাকিবে। এসো, খাবার পড়িয়া রহিয়াছে যে !"

মিঃ কার্‌লাইল্ বালককে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তখনই চলিয়া না যাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কাশি থামিবার পরে সে বড়ই বিবর্ণ, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—মুখের সে উজ্জ্বলতা আর নাই। বাহু-পাশে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়, ইশাবেলের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বার্‌বারা কহিলেন "ম্যাডাম্, এই একটু পরেই লুসীকে সঙ্গে করিয়া আপনি যেন আমাদের ওখানে আসেন—আমরা আপনার গজল শুনিব।"

লুসীকে লইয়া !—অনুরোধটিও আবার আদেশের ভাবেই করা হইয়াছে !—কেনই বা হইবে না ? বার্‌বারা—মিসেস্ কার্‌লাইল্, গৃহ-স্বামিনী ; আর তিনি—যা' তা'ই।—ইহারা চলিয়া গেলে, আবার, আবার তিনি রুগ্ন সন্তানকে নিকটে বসাইয়া, আপনার ব্যথিত কপাল তাহার স্কন্ধের উপর রক্ষা করিলেন।

"বাবা আমার, রাত্রিতেও কি তুমি কাশ ?"

"না, তেমন বেশি নয়। বিছানার কাছেই যয়েশ্ একটু য্যাম্ রাখে, কাশির উপক্রম দেখিলেই আমি তা' একটু একটু খাই।"

রুটি মাখনে ভরা মুখে লুসী কহিল "না গো, য্যাম্ নয়—জেলি।"

"একই কথা।"

ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ঘরে কেহ শোয় কি ?"

"না, আমি একাই এক ঘরে শুই।"

জননী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই এক দিনের আলাপেই তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, বুদ্ধিতে উইলিয়ম্ অকালপক্ব। কোন গুরুতর

পীড়ায় শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখনই প্রায় এরূপ অবস্থা ঘটে। ৭ বৎসরের বালক, চৌদ্দবৎসরের বুদ্ধি! প্রবাদও ত' আছে 'অকালে বাড়ে সকালে যায়'!—ইশাবেলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। "এমন অসুখ, অথচ একা একঘরে পড়িয়া থাকে! ইহার একখানা ছোট বিছানা ত' আমার ঘরেও পড়িতে পারে। তাহারা কি দিবে?—একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব কি?"—উইলিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার ঘরে শুইতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

"বলিতে পারি না। কেন তোমার ঘরে শুইব?"

"আমি তোমার শুশ্রূষা করিতে পারিব। রাত্রিতে কাশির উদ্বেগ হইলে জেলি কি অন্য যা' আবশ্যক, দিতে পারিব। তোমার নিজের মা থাকিলে কত আদর-যত্ন করিতেন, কত ভালবাসিতেন!—আমিও ততখানিই করিব।"

বালক বলিয়া উঠিল "না, মা আমাদিগকে ভালবাসিতেন না—তাহা হইলে কি আর তিনি আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতেন?"

কথঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবে লুসী প্রতিবাদ করিয়া বলিল "নিশ্চয়ই মা ভালবাসিতেন। যয়েশ্‌ও এ কথা বলে, আর আমারও মনে আছে। তাঁকে যে চুরি করিয়া নিয়াছিল, সে ত' আর তাঁর দোষ নয়?"

"চুপ করিয়া থাক, লুসী। মেয়েরা কি জানে? মা—"

উষ্ণ অশ্রুতে ইশাবেলের নেত্রদ্বয় ভরিয়া গেল; তিনি কাতর অথচ ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "না, বাছা, তোমার মা তোমাদিগকে ভাল—খুবই ভালবাসিতেন। এত ভাল তিনি কাহাকেও বাসিতেন না।"

নাছোড়্‌বান্দা উইলিয়ম্‌ জেদ করিয়া কহিল "তুমি সে কথা কেমন করিয়া বলিবে, ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌। তুমি ত' এখানে ছিলে না; মাকে তুমি জানিতেও না।"

ম্যাডাম্ ভাইন্ বেশি বলিতে সাহস করিলেন না—শুধু কহিলেন "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তিনি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন মাত্র আমি এখানে আসিয়াছি; কিন্তু এই একদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি।" বলিতে বলিতে তিনি উইলিয়মের গণ্ডে দৃঢ় চুম্বন করিলেন। তাহার বিদ্রোহী অশ্রুও কোন বাধা না মানিয়া বালকের গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

উইলিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

মৃদু স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "একদিন তোমারই মত একটি ছোট, বড় আদরের, ছেলে আমি হারাইয়াছিলাম; কিন্তু আজ তোমাকে পাইয়া আমার সে দুঃখ গিয়াছে।—এতদিন প্রাণটা আমার যেন একটা শ্মশান হইয়া ছিল!"

উইলিয়ম্ সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিল "তাহার নাম ছিল কি?"

"উইলিয়ম্"—বলিয়াই ইশাবেল্ বুঝিলেন যে, এতটা অগ্রসর হওয়া ভাল হয় নাই।

বালক বলিল "উইলিয়ম্ ভাইন্, কেমন?—সে ইংরেজী না ফরাসী বলিত? তা'র বাপ ত' ফরাসী ছিল?"

"ইংরেজী বলিত।—কৈ, তোমার যে এখনও চা খাওয়া হইল না।" প্রসঙ্গটিকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিতে ইশাবেলের সাহসে কুলাইল না।

—কিঞ্চিৎপরে তিনি লুসীকে লইয়া মিঃ কার্লাইলের বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। ঠিক এমনই সময়ে মিঃ কার্লাইল্ও ভোজন-কক্ষ হইতে সেই দিকে আসিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়াই ইশাবেল্ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—ভাবিলেন 'পলাইয়া যাই',—কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া মিঃ কার্লাইল্ তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন, বুঝা গেল। তখন আর

ইশাবেল্ কি করেন! তিনি নিকটে আসিলে দরজায় হাত দিয়া, কথঞ্চিৎ রুদ্ধ স্বরে মিঃ কার্‌লাইল্ বলিলেন "ম্যাডাম্ ভাইন্, ছেলেপেলের অসুখ সম্বন্ধে বোধ হয় আপনার বেশ অভিজ্ঞতা আছে?"

"খুব বেশি নেই।—অবশ্যই অল্প কিছু যে না আছে তাও নয়।"

"উইয়িলমের এই কাশিটা কি বড় খারাপ রকমের বলিয়া আপনার মনে হয়?"

"আমার বিবেচনায় বিশেষ সতর্কতা লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা, বিশেষতঃ রাত্রে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।" তার পর মনের আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, কম্পিত দেহে, কম্পিত হৃদয়ে, বলিতে লাগিলেন "তাহার বিছানাটা আমার ঘরে দিলে মন্দ হইত না। চাকর-বাকররা যেমন যত্ন করিবে, আমি—আমি বোধ হয় তাহার চাইতে বেশি যত্ন করিতে পারিব।"

কার্‌লাইল্ সাগ্রহে উত্তর করিলেন "নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে অতটা কষ্ট দিতে আমাদের মন উঠিতেছে না। তা'র অসুখ এখনও এমন হয় নাই যে, রাত্রি জাগিয়াও তাহাকে দেখিতে হইবে। আর যদি তেমনই আবশ্যক হয়, তবে তখন চাকর-বাকরদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে।"

সাহসে বুক বাঁধিয়া ইশাবেল্ আবার কহিলেন "ছেলেপেলে আমি বড় ভালবাসি। বিশেষতঃ ইহাকে আমি বড় ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহার স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য দিনরাত্রি খাটিতেও আমার কোনই কষ্ট হইবে না—আমি বরং বিশেষ সন্তুষ্টই হইব।"

"আপনার হৃদয়ে অসাধারণ মমতা। কিন্তু আমার স্ত্রী বোধ হয়, আপনার এ প্রস্তাবে রাজী হইবেন না; ইহাতে আপনাকে অন্যায় রকমে বড় বেশি কষ্ট দেওয়া হইবে।" দৃঢ়কণ্ঠে এই কথাটি বলিয়া কার্‌লাইল্ দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন। ইশাবেল্ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গান করিতে হইবে ভাবিয়াই তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। উচ্চারণের যে একটু জড়তা হইয়াছে, গান করিবার সময় তাহা থাকেনা। স্বর ও সুর শুনিয়াই তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে। এই ভাবিয়া তিনি সংকল্প করিলেন, গাইতেই যদি হয়, তবে যে গান পূর্ব্বে এ বাড়ীতে গাইয়াছিলেন, সে গান ত' করিবেনই না; আর গলা ছাড়িয়াও গাইবেন না।—আজ না হয় বার্‌বারা কার্‌লাইলকে গান শুনাইয়া থাকেন; কিন্তু একদিন ত' তিনি পরম আগ্রহে, মুগ্ধ বিস্ময়ে, তাহারই গান শুনিতেন। গলা শুনিয়া কি আর তিনি গায়ককে চিনিতে পারিবেন না?

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে দিন আর গান শুনিবার অবসর হইল না। ইশাবেল্ যাইয়া ঘরে বসিতে না বসিতেই, যাষ্টিশ্ হেয়ার আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। যতই সুমিষ্ট হউক না কেন, সঙ্গীতের মাধুর্য্য তিনি উপভোগ করিতে জানেন না।

ইশাবেল্ উঠিয়া যাইয়া বার্‌বারার কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি এখন যাইতে পারি কি?"—বার্‌বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তিনি যাইয়া আপনার বসিবার ঘরে উপবেশন করিলেন।

দুর্ব্বিষহ অনুশোচনা ও শোকে, হৃদয়ের বিদ্রোহীতা ও অনুতাপে তাহার সন্ধ্যাটি বড়ই অশান্তিতে কাটিল। গত জীবনের ভুলভ্রান্তি ও পাপের কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয়ের উপর অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন হইতে লাগিল; আর, নিজের বর্ত্তমান অবস্থা ও বার্‌বারা-কার্‌লাইলের সুখশান্ত জীবন তুলনা করিয়া তাহার হৃদয় এই অসহনীয় পরিবর্ত্তন নীরবে সহিয়া যাইতে রাজী হইতেছিল না। এই ভাবে রাত্রি প্রায় দশটা হইল; তখন অতি কষ্টে উঠিয়া তিনি দ্বিতলে শয়ন করিতে গেলেন। পথে উইল্‌সনের সহকারিণী সারার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উইলিয়ম্ কোন্ ঘরে শয়ন করে?"

একটি পার্শ্বস্থ কক্ষ দেখাইয়া দিয়া পরিচারিকা কহিল "এই —এই ঘরে।"

সারা চলিয়া গেলে, মৃদুপাদসঞ্চারে ইশাবেল্‌ যাইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুদ্র একটি শুভ্র শয্যা—উইলিয়মের মুখখানা মাত্র দেখা যাইতেছে। তাহার গণ্ডদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল। হাত দুইখানা, অন্তর্জ্বরের জ্বালায় যেন দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দিব্য প্রশান্তভাবে বালক নিদ্রা যাইতেছে। শয্যার পাশেই একটি পাত্রে কতটুকু জেলি, একখানা চায়ের চামোচ এবং এক গেলাস জল রহিয়াছে।

উপাধানে মাথা রাখিয়া তিনি জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাহার শ্বাস উইলিয়মের মুখে এবং উইলিয়মের শ্বাস তাহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। তাহার নেত্রদ্বয় জলে ভরিয়া আসিল; নিদ্রিতের জাগিবার ভয় না থাকিলে, তিনি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়াই বুক জুড়াইতেন। —তাহার উইলিয়ম্‌ মরিবে!—না, সে কথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন না।

"আঃ, বাঁচিলাম! আলো দেখিয়া আমার ত' ভয়ই হইয়াছিল যে ঘরে আবার আগুণ লাগিল নাকি!" বলিতে বলিতে পরিচারিকা উইল্‌সন্‌ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইশাবেল্‌ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন; চিনিয়া ফেলিবে বলিয়া তিনি বার্‌বারার অপেক্ষা যয়েশ্‌ ও উইল্‌সন্‌কেই বেশি ভয় করেন।

যথাসাধ্য প্রশান্ত স্বরে তিনি কহিলেন "উইলিয়ম্‌কে দেখিতে আসিয়াছি। ইহার কাশির জন্ম মিঃ কার্‌লাইল্‌ একটু বেশি রকম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মুখের ভাবটা যেন বড় বেশি কোমল, লাল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

উইল্‌সন্‌ উত্তর করিল "ও কিছুই নয়। ইহার মায়েরও ঠিক এমনই মুখের ভাব ছিল।"

আর কোন কথা না বলিয়া ইশাবেল্‌ ক্ষিপ্র পদে আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন।

'এ আবার কেমনধারা শিক্ষয়িত্রী! মাথার বোধ হয় ঠিক নাই!' ভাবিতে ভাবিতে উইল্‌সন্‌ও বাহির হইয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

"তখন করিবে তুমি অভাগারে মনে।"

যাষ্টিশ্ হেয়ার লণ্ডনে গিয়াছেন; বার্‌বারা জননীকে ইষ্টলীনে লইয়া আসিয়াছেন। কর্ণেলিয়াও আসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় সকলের একসঙ্গে বসিয়া চা খাইবার কথা ছিল; কিন্তু কর্ণেলিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভয়ে ইশাবেল্ অসুস্থতার ভাণ করিয়া আপনার কক্ষ হইতে আর বাহির হইলেন না।

চা-পানান্তে মিসেস্ হেয়ার শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য উঠিয়া আসিলেন। লুসী বাড়ীতে নাই; উইলিয়ম্ ধাত্রীথানায় —ইশাবেল্ দুই হস্তে কপালের প্রান্তদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিসেস্ হেয়ার ধীর ভাবে কহিলেন "শুনিলাম আপনার শরীর নাকি তেমন ভাল নাই?"

"হাঁ, বড় মাথা ধরিয়াছে"—একেবারে মিথ্যাও বলা হইল না।

"এইরূপ একা থাকা বোধ হয় আপনার নিকট বড়ই বিরক্তিজনক বোধ হয়?"

"অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে।"

আসন পরিগ্রহ করিয়া মিসেস্ হেয়ার সম্মুখোপবিষ্টা যুবতী অথচ অপরূপাকৃতি রমণীকে সহানুভূতিব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।—ইশাবেলের মুখের উপর তীব্র মানসিক যন্ত্রণার যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাও তাহার চক্ষু এড়াইল না। সম্মুখের দিকে আনত

হইয়া অতি সকরুণ স্বরে তিনি বলিলেন "জীবনে বোধ হয় আপনি সুখী হইতে পারেন নাই!"

"ভয়ানক অসুখী হইয়াছি!"—ইশাবেলের মুখ দিয়া আপনা হইতে এই কথা গুলি বাহির হইয়া পড়িল। সে দিন দুঃখের স্মৃতি তাহার মনে বড়ই জাগরুক ছিল; তাহাতে আবার সমবেদনার স্বর শুনিয়া তাহার হৃদয়ের কবাট সবলে উন্মুক্ত হইয়া গেল।

দুঃখিত স্বরে বৃদ্ধা কহিলেন "আমার মেয়ের মুখে আপনার সকল দুঃখ কাহিনীই শুনিয়াছি।—আমার এমন শক্তি নাই যে, আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারি!"

ইহাতে ইশাবেলের যন্ত্রণার লাঘব না হইয়া তাহার আত্মসংযম বরং একেবারে বিনষ্ট হইল; দরদরধারে তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গুরু আবেগে আকুল হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "না, না, আমায় কেহ সহানুভূতি দেখাইবেন না; আমার দুঃখে কেহ দুঃখ প্রকাশ করিবেন না—আমি যে তাহা হইলে আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারি না।" তার পরে একটা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমরা কেহ কেহ দুঃখ যন্ত্রণা পাইবার জন্যই সংসারে আসিয়া থাকি।—তবে আর দুঃখ কেন?"

মিসেস্ হেয়ারও কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "সকলেই আমরা দুঃখ কষ্ট ভুগিবার জন্য সংসারে আসিয়াছি।—অন্ততঃ আমি ত' একথা ন্যায্য ভাবেই বলিতে পারি। আমি যে কত বড় মন্দভাগিনী—শোকের কি ভীষণ বোঝা যে অহোরাত্র আমার বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, তাহা আপনি জানেন না! আজ কত কত বৎসরের মধ্যে একটি মুহূর্ত্তেও আমি নিরাবিল সুখ ভোগ করিতে পারি নাই!"

"কিন্তু সকলকে এমন প্রাণান্তক যাতনা ভুগিতে হয় না।"

"কিন্তু ঠিক জানিয়া রাখিতে পারেন যে, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, কোন রকমের না কোন রকমের দুঃখ সকলকেই ভুগিতে হয়। আপনি জানেন, একটা কথা আছে যে, দুঃখ-দৈন্যে আমাদের হৃদয়ে, হয়, পাষাণ চাপা পড়ে, নতুবা স্বর্গের দিকে প্রধাবিত হয়। আমাদের হৃদয় হয়তঃ এমনই কঠিন যে, ক্রমাগত দুঃখের আগুন না পাইলে তাহার আর নরম হইবার সম্ভাবনা নাই।—কিন্তু পরজীবনে শান্তি-সুখ ভোগ করিতে পাইব, ইহাই আমাদের মস্ত সান্ত্বনা।"

কাতর স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "এই সান্ত্বনার বাণী মনে করিয়াই আমি বাঁচিয়া আছি।"

"এত অল্প বয়সে আপনার দুঃখের এত অভিজ্ঞতা কেমন করিয়া হইল?"

"বয়সের সঙ্গে দুঃখের পরিমাণের কোনই সম্পর্ক নাই। এক ঘণ্টায়ই আমরা এক জীবনের দুঃখ ভুগিয়া উঠিতে পারি।" তার পর অনুশোচনায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা নিজেরাই টানিয়া আনি। আমাদের চরিত্র যেমন হইবে, ফলও আমাদিগকে তেমনই ভোগ করিতে হইবে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মিসেস্ হেয়ার্ কহিলেন "না, সকল সময় একথা খাটে না। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, অধিকাংশ স্থলেই অসৎ কার্য্যের পরিণামে দুঃখ ভোগ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা এই যে, অনেক সময়ই এই অসৎ কার্য্যের ফল দোষী নির্দ্দোষ উভয়েই তুল্য ভাগে ভুগিয়া থাকে। স্বামীর ভুল ভ্রান্তিতে নিরপরাধা পত্নীকেও বিজড়িত হইতে হয়; পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানকেও করিতে হয়; আবার সন্তানকে পাপের ফল ভুগিতে দেখিয়া পিতামাতার হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। অহঙ্কার করিতেছিনা, কিন্তু একথা আমি ন্যায্য ভাবেই বলিতে

পারি যে, জীবনে আমি কখনও এমন কোন পাপ করি নাই যাহার জন্য আজ আমাকে এমন দারুণ মনস্তাপ ভুগিতে হইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল বিদ্রোহী হৃদয়কে শান্ত করিয়া একটু অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যেও আমরা ভগবানের করুণাময় মঙ্গল হস্তই দেখিতে পাইব।—আপনিও বোধ হয় এই গুরু দুঃখভাগিনী হইবার মত কোন কাজ করিয়াছিলেন না ?"

ইশাবেলের চক্ষুর পাতা আনত হইয়া আসিল ; মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু বৃদ্ধা তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন "সন্তানের মৃত্যুতে খুবই দুঃখ হয় সন্দেহ নাই—কিন্তু, আমার কথা বিশ্বাস করুন, বড় হইয়া যখন তাহারা দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তখন যে যন্ত্রণা হয়, এ যন্ত্রণা তাহার তুলনায় কিছুই নহে ! বাস্তবিক' সময় সময়, আমার এমনও মনে হয় যে, আমার বুকজুড়ানো ধনগুলি যদি আমার আগে স্বর্গে যাইয়া থাকিত, তবেই বোধ হয় ভাল হইত।—সংসারে আসিয়া দুঃখ ভোগ ত' করিতেই হইবে।"

এবার লেডি ইশাবেল্ বৃদ্ধার সঙ্গে একমত হইতে পারিলেন না। বলিলেন "না, সকলকে কি আর করিতে হয় ?—কেহ কেহ পরম সৌভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে।"

মিসেস্ হেয়ারের সংস্কার বদ্ধমূল ; তিনি কহিলেন "হউক্ না কেন ; যাহার যাহার নির্দ্দিষ্ট বোঝা তাহাকে বহন করিতেই হইতেছে। যতই সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হউক্ না কেন, যত দিনই পরম সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাউক না কেন, একদিন না একদিন শোক-দুঃখের অন্ধকারে সকলকেই অল্পবিস্তর আচ্ছন্ন হইতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ এ সংসারে হইতে পারে না।"

"আচ্ছা, এই মিঃ কার্লাইল্ ও তাঁহার স্ত্রীর কথা ধরুন্। সংসারে ইঁহাদের জন্য কোন্ দুঃখ থাকিতে পারে ?"—ইশাবেলের স্বর কেমন

একরকম ভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; মিসেস্ হেয়ার তাহা যে লক্ষ্য না করিলেন, তাহা নহে; তবে কারণ ও অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

একটি মধুর হাসিতে তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বেশ সন্তুষ্ট স্বরে তিনি উত্তর করিলেন "বার্‌বারার অদৃষ্ট খুব ভাল সন্দেহ নাই। সমস্তখানি হৃদয় দিয়া সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে; আর কার্‌লাইল্‌ও সম্পূর্ণরূপেই এই গভীর প্রেমের উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে তাহার অদৃষ্ট খুবই ভাল বলিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া সে যেন কখনও মনে না করে যে, দুঃখের হাত সে একবারে এড়াইয়া বসিয়াছে। কার্‌লাইলের দুঃখের ভাগ ত' কার্‌লাইল্‌কে বহন করিতেই হইয়াছে।"

"বটে!"

"আপনি নিশ্চয়ই তাহার ইতিহাস শুনিয়াছেন?—তাহার প্রথমা স্ত্রী তাহাকে, সুখের সংসার ও আপনার ছেলেপেলেগুলিকে ফেলিয়া চলিয়া যায়।—জগতের চোখে কার্‌লাইল্ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই কলঙ্ক ও যন্ত্রণা বহন করে; কিন্তু আমি জানি, ইহাতে তাহার হৃদ্‌পিণ্ড একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ইশাবেল্‌ই কার্‌লাইলের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের প্রথম আরাধ্য দেবতা ছিল।"

"ইশাবেল্!—বার্‌বারা নহেন?"—বলিয়াই ইশাবেলের খেয়াল হইল যে, আজ তিনি ম্যাডাম্ ভাইন্—মিঃ কার্‌লাইলের গৃহশিক্ষয়িত্রী। তাহার মুখে সুধু 'বার্‌বারা' কথাটি কিছুতেই মানায় না।

বৃদ্ধা আপনার চিন্তায়ই বিভোর ছিলেন; ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। ধীরে ধীরে কহিলেন "বার্‌বারা?—কখনই নহে। কার্‌লাইলের প্রথম প্রেম যদি বার্‌বারার উপরই পড়িত, তবে কি আর সে প্রথমে ইশাবেল্‌কে বিবাহ করিতে যাইত?"

"কিন্তু এখন ত' তা'কেই ভালবাসেন?"

মিসেস্ হেয়ার প্রায় হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন "তবে কি, যে মরিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ যে তাহার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাটাও কবরে যাইবে নাকি?—কিন্তু ইশাবেল্ যাহাই কেন না করিয়া থাকে, তাহার মত এমন চমৎকার মেয়ে আমি আর দেখি নাই। তখন তা'কে আমি ভালবাসিতাম, এখনো তাহার কথা মনে হইলে প্রাণে আমার আঘাত লাগে। সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়াছে—আমি কিন্তু সুধু মর্ম্মাহতই হইয়াছি। কার্‌লাইল্ ও সে যেন একেবারে মাণিকজোড় মিলিয়াছিল; একজন বড় ভাল, বড় মহৎ—অপরা অপরূপ সুন্দরী ও আদরনীয়া।"

গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "আঃ, মিঃ কার্‌লাইলের এত গুণ, এত ভালবাসা, সকল উপেক্ষা করিয়া সে এমন ভাবে চলিয়া গেল?"

"হাঁ। সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে যে, এমন স্বামী, এমন সন্তান ইশাবেল কেমন করিয়া ফেলিয়া গেল। কিন্তু তাহার এই সর্ব্বনেশে ভ্রান্তিতে তাহার নিজের দুর্দ্দশার একশেষ হইলেও আমার মেয়ের কপাল খুলিয়া গেল!"

উপহাসের স্বরে লেডি কহিয়া উঠিলেন "আপনি কি মনে করেন যে, ইহাতে ইশাবেল্‌কে বড় দুর্দ্দশাভাগিনী হইতে হইয়াছে?"

এইরূপ প্রশ্নে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধা কহিলেন "বিপথে যাইয়া কোন স্ত্রালোকেই দুর্দশার হাত এড়াইতে পারে নাই। বিশেষতঃ লেডি ইশাবেলের প্রকৃতিই আবার এমন ছিল যে, কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে অনুতাপ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। শিষ্ট, শান্ত, সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত হৃদয়—সে যে কখনও এমন কাজ করিতে পারিবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। অনেক সময়ই আমার মনে

হইয়াছে যে, স্বপ্নের ঘোরে যেন, কি করিতেছেন না বুঝিয়াই, ইশাবেল্ এই ভীষণ কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি ঠিক বলিতে পারি শেষে তীব্র অনুতাপের জ্বালায় তাহার হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়াছিল।"

অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? কাহারও নিকট শুনিয়াছেন কি?—সে—সেই ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ বুঝি একথা গাইয়া বেড়াইয়াছে? আপনি বুঝি তাহার নিকট শুনিয়াছেন?"

কথাগুলি ও গলার স্বরটা বৃদ্ধার ভাল লাগিল না। তাহার আত্ম-সম্মানেও যেন একটু আঘাত লাগিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে করিলেন, শোকে দুঃখে ম্রিয়মাণা শিক্ষয়িত্রী অতটা খেয়াল করিতে পারেন নাই।—বলিলেন "লেভিসনের সাধ্য কি যে, আমার নিকট কি কার্লাইলের অন্য কোন বন্ধুর নিকট এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে?—আমি একথা লর্ড মাউণ্ট-সেভার্ণের মুখে শুনিয়াছিলাম।"

"লর্ড মাউণ্ট্সেভার্ণের মুখে!"—ইশাবেল্ আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু চাপিয়া গেলেন।

"হাঁ। তিনি আমাকে গোপনে বলিয়াছিলেন যে, ইশাবেল্ শোকে, দুঃখে, রোগে ও অনুতাপে একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছে।"

তীক্ষ্ণ স্বরে ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "ইহাই ত' স্বাভাবিক ফল।"

"আমিও ত' তাহাই বলিয়াছি। অন্য কোন কারণে না হইলেও, সুধু পরিত্যক্ত সন্তানদের ভাবনায়ই তাহার সমস্ত সুখশান্তি অন্তর্হিত হইত।" শেষে কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিলেন "ওখানে যাইয়াও নাকি তাহার আবার একটি ছেলে হইয়াছিল! সুখশান্তির না হইয়া ইহা বরং তাহার আরও লজ্জা ও যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল।"

ইশাবেলের কম্পিত ওষ্ঠ দিয়া বাহির হইল "বাস্তবিকই!"

"অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। আমার বিবেচনায়, ভগবান্ তাহাকে বিশেষ দয়া দেখাইয়া ছিলেন। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই ছিল। যখন কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখনই আমরা ভগবানের দয়ার ভিখারী হই।"

তখন অস্পষ্ট স্বরে ইশাবেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ কি করিয়াছিলেন?"

"কেমন করিয়া বলিব? হর্ষবিষাদের কোন বাহ্যিক নিদর্শনই কার্‌-লাইলের ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই। তবে, আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে পর এক দিন সে আমায় বলিয়াছিল যে, ইশাবেল্ বাঁচিয়া থাকিলে সে কখনই বিবাহ করিত না।"

"কেন, তখনও—তখনও প্রাণে ভালবাসা ছিল নাকি?"

"না, আমার তেমন মনে হয় না। বোধ হয়, কর্ত্তব্য-জ্ঞান হইতেই সে এরূপ করিতেছিল। এখন তাহার সমস্ত ভালবাসাই তাহার বর্ত্তমান স্ত্রীর উপর পড়িয়াছে; এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার এই ভালবাসা গভীর, দৃঢ় ও স্থায়ী, যদিও প্রেমের প্রথম উন্মাদনাটা লেডি ইশাবেলের উপরই পড়িয়াছিল। হায়, হতভাগিনী এমন অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ হৃদয়, এমন সুখের সংসার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া যাইয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিল!"

ইশাবেলের মর্ম্মস্থল হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল "হতভাগিনী! নিতান্তই হতভাগিনী!"—কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিলেন না।

এমন সময় মিসেস্ হেয়ার বলিলেন "এতক্ষণে বোধ হয় কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা বৈঠকখানায় আসিয়া থাকিবে?"

"আমি দেখিয়া আসিতেছি" বলিয়া ইশাবেল্ উঠিয়া আসিলেন।

দম্পতি বৈঠকখানায় নাই। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কার এবং কার্‌লাইলের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল। মৃদুপাদ-

সঞ্চারে যাইয়া ইশাবেল্‌ অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজার মধ্য দিয়া উঁকি মারিলেন।—দেখিলেন, পিয়ানোর সম্মুখে বার্‌বারা বসিয়া রহিয়াছেন; আর তাহার চেয়ারে হাত রাখিয়া প্রায় তাহার মুখের সমতলে মুখ আনত করিয়া, কার্‌লাইল্‌ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—বোধ হয় তিনিও স্বর-লিপিটা দেখিয়া লইতেছিলেন। হায় বিধিলিপি!—একদিন ঠিক এমনই ভাবে, 'ঠিক এই গানটি শুনিবার জন্য বার্‌বারাই না এমন চোরের মত উঁকি-ঝুকি মারিতেছিলেন?—তখন ইশাবেল্‌ই কার্‌লাইলের সোহাগিনী পত্নী—সঙ্গীত সমাপনান্তে তাহাকেই কার্‌লাইল্‌ অধীরভাবে চুম্বনের পর চুম্বন করিয়াছিলেন!—দেখিয়া দেখিয়া বার্‌বারার হৃদয় বেদনায় শতখান হইতেছিল!—আর আজ সেই বার্‌বারা যাইয়া ইশাবেলের স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং ইশাবেল্‌ আজ বার্‌বারার অপেক্ষাও নীচে নামিয়া আসিয়াছেন!

বার্‌বারা গাঁইতে আরম্ভ করিলেন। স্বরে ইশাবেলের কণ্ঠের সে অপূর্ব্ব লহরী লীলা নাই সত্য; কিন্তু আওয়াজ বেশ মিষ্ট—শুনিতে শুনিতে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। বার্‌বারা গাইলেন!

"অপরের চাঁদমুখ যবে
ধীরে ধীরে সুধাধারা ঢালিবে শ্রবণে;
জানাইবে ভাষার ঝঙ্কারে,
চোখে চোখে, কত প্রেম তা'দের মরমে,—
ভুলে যাও, যাই কর; জানি—
তখন পড়িবে তব অভাগারে মনে।"

—তাহাকে কার্‌লাইলের মনে পড়িয়াছে কি?—প্রথম উন্মত্ত প্রেমের স্মৃতি একটিবারও কার্‌লাইলের মনে জাগিয়া উঠিয়াছে কি?—ঠিক এই খানে বসিয়া এই গানটিই ত একদিন তিনি গাইতেন! একটিবার, মুহূর্ত্তের

জন্যও কি তাহার কথা কার্‌লাইলের মনে হয় নাই ?—ইশাবেল্ বড় কাতর বোধ করিতে লাগিলেন।

এত মাথামাখি, এত ভালবাসাবাসি—আর আজ তাহাদের মধ্যে কত ব্যবধান! আজ তাহার ও বার্‌বারার অবস্থার মধ্যেই না কত পরিবর্ত্তন! কেন? কাহার দোষে?—ইশাবেলের হৃদয় মর্দ্দিত হইতে লাগিল। ভাবিতেও তাহার সাহসে কুলায় না।—বার্‌বারা আজ কার্‌লাইলের সম্মানিতা হৃদয়ের রাণী—ইষ্ট্‌লীনের অধিষ্ঠাত্রী! আর আজ তিনি কে? কোথায় তাহার স্থান? তাহার সময়ে ইষ্ট্‌লীনে বার্‌বারার যে টুকু সম্মান সম্ভ্রম ছিল, তাহার ত' আজ সে টুকুও নাই। প্রকৃত পক্ষে আজ ত' তিনি ঘৃণিতা কলঙ্কিণী। এ বাড়ীতে তাহার স্থান নাই—ছদ্ম বেশে আসিয়া তিনি ন্যায় ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। কার্‌লাইল যে বাড়ীতে, সে বাড়ীতে কি বার্‌বারার সঙ্গে থাকা তাহার পক্ষে উচিত হইতে পারে?—তাহার নিজের মনও বলিয়া দিল যে, না, কখনই হইতে পারে না। কিন্তু উপায় নাই!—বিপথে একবার পদক্ষেপ করিলে, শত সহস্রবার করিতে হয়। অসহ্য জ্বালার মধ্যেও কেমন একটা তীব্র তীক্ষ্ণ সুখ-বোধ তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; এখান হইতে সরিয়া যাইতেও তাহার ইচ্ছায় বা শক্তিতে কুলাইতেছে না। একটা থামের গায়ে কপাল সংন্যস্ত করিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির মত ইশাবেল্ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে প্রেমে ঢল-ঢল সুবিশাল নেত্রদ্বয় তুলিয়া বার্‌বারা স্বামীর দিকে চাহিলেন; স্বামীও তাহার মাথার উপর হাত রাখিলেন। ইশাবেল্ আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—এখনই নানা ভাবে সোহাগ আদরের অভিনয় হইবে; সে দৃশ্য তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। দুই হাতে বুক্ চাপিয়া ধরিয়া, রুদ্ধ শ্বাসে তিনি আপনার কক্ষের দিকে ফিরিয়া চলিলেন; পথে মিস্ কর্ণির সঙ্গে তাহার প্রথম দেখা হইল। কর্ণি

কি বলিলেন; কিন্তু তিনি সাহস করিয়া তাহার উত্তর দিতে কি তাহার দিকে চাহিতে পারিলেন না।

পরবর্ত্তী রবিবারে তাহার যন্ত্রণা ভোগের চূড়ান্ত সংঘটিত হইল। কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারার সঙ্গে সে দিন তাহাকেও ধর্ম্ম মন্দিরে যাইতে হইল। ইষ্ট্‌লীনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানের এক প্রান্তে যাইয়া লুসীকে লইয়া তিনি বসিলেন। আর কারলাইলের পার্শ্বে যে স্থান একদিন তাহার ছিল, বার্‌বারা যাইয়া সগৌরবে সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। সবলে স্মৃতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল—শোক দুঃখ অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।—হায়, আজ কারলাইল্‌ ও তাহার মধ্যে অনন্ত বিচ্ছেদ! ফিরিবার সময় লর্ড মাউন্ট্‌সেভার্ণের কবরের নিকট দিয়া যাইতে হইল। কেহ দেখিতে না দেখিতে ইশাবেল্‌ একবার বঙ্কিম নয়নে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার মর্ম্মস্থল হইতে একটা তীব্র আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল "আবার ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে বলিয়াই কি তোমার পার্শ্বে আমার স্থান হইল না! পিতা! পিতা!"

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাসভার সভ্য।

জাতীয় মহাসভায় ওয়েষ্টলীনেরও এক জন সভ্য থাকে। সম্প্রতি সেই পদ খালি হইয়াছে। গণ্যমান্য সকলেই আফিসে আসিয়া মিঃ কার্লাইলকে এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য ধরিয়াছেন; বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য তিনি এক দিনের সময় চাহিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিয়াছেন।

তাহারই প্রতীক্ষায় বার্‌বারা জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যাইয়া দরজা খুলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে না করিতেই 'আদুরে ছেলের' মত পত্নী আসিয়া আপনার সুন্দর মুখখানা তুলিয়া ধরিল; তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

মুগ্ধ স্বামী হাত দুইটি পশ্চাতে লইয়া ক্ষেপাইবার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি, অমন্ করিয়া তুমি কি চাও?"

"কি চাই!—তবে শোন। এখনো তুমি আমায় অভিবাদন করিলে না! কি সাজা হইবে, জান? এক সপ্তাহ আর তুমি আমার মুখে চুমো খাইতে পাইবে না।"

কার্‌লাইল্ হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, তাহাতে লোকসানটা কাহার হইবে, বল দেখি!"

সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় ফুলাইয়া, ছল-ছল নেত্রে বার্‌বারা কহিলেন "তা'র মানে, ইহাতে তোমার কিছু আসিয়া যাইবে না। আর্কিবল্ড, আমি তবে তোমার কেহ নই?"

তাড়াতাড়ি তাহাকে বাহু-পাশে জড়াইয়া ও বুকে চাপিয়া ধরিয়া কার্‌লাইল্‌, চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে করিতে মৃদু স্বরে বলিলেন "তা' কি আর তুমি জান না!"

—আড়ালে থাকিয়া ইশাবেল্‌ প্রেমিক প্রেমিকার এই প্রেমের অভিনয় দেখিয়া ফেলিলেন। তাহাতে আর দোষটা কি? একদিন ত' এমনি করিয়া কার্‌লাইল্‌ তাহাকেও আদর সোহাগ করিয়াছেন!—কিন্তু ইশাবেলের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল—বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; দাঁড়াইতে সাহস না করিয়া তিনি ত্রস্ত পদে সরিয়া পড়িলেন।

কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারার নিকট জাতীয় মহাসভায় যাইবার কথা পাড়িলেন।···পত্নীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "কিন্তু সব সময় ত' আর তুমি আমার সঙ্গে থাকিতে পারিবে না?"

বার্‌বারার হাত দুইটি অবসন্ন হইয়া পড়িল—সমগ্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল—"বল কি?"

"মনোনীত হইবার পরেই আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইবে।" (পত্নীর চিবুক ধরিয়া) "কিন্তু মনে হয় না ত' যে আমার এই ছোট্ট স্ত্রীটি এখন আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে।"

বার্‌বারার মুখ শুকাইয়া গেল। গভীর আবেগে বলিয়া উঠিলেন "আর, বছরের শেষ পর্য্যন্ত তুমি সেখানে থাকিবে; আর আমি এখানে থাকিব? এত দিন, এত দূরে দূরে!—না আর্কিবল্ড, তোমায় ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।"

"তবে আর কি করা যাইবে? আমি অস্বীকারই করিব।"—স্বামী এত বড় একটা উচ্চ পদ পাইবে; প্রেমময়ী পত্নীর পক্ষে ইহার চাইতে

গৌরবের কথা আর কি হইতে পারে? তাই অস্বীকার করিবার কথা শুনিয়া বার্‌বারা চমকিয়া উঠিলেন "অস্বীকার করিবে?—না, না, সে কি হয়! আমরা কেবল মন্দ দিকটাই দেখিতেছি, প্রিয়তম! এখন যাইয়া নিশ্চয়ই আমি দু'একমাস ত' তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিব।"

"ঠিক পারিবে?"

"পারিব বই কি?" তার পর স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া, কাতর অনুরোধের দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "কিন্তু মা যা'তে আমার যাওয়ার প্রতিবাদী হ'ন, তুমি কিন্তু এমন কোন কথা বলিও না। আমি সঙ্গে গেলে, তুমিও বোধ হয় সুখী হইবে?"

পত্নীর মুখে মুখ রাখিয়া স্বামী কহিলেন "একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতে!"

দুর্ভাগ্য বশতঃ ঠিক আবার এমনি সময়ে ইশাবেল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার তাহার পদশব্দ শুনিয়াই বার্‌বারা লাফাইয়া উঠিলেন; কার্‌লাইল্ ফিরিয়া চাহিলেন।—দেখিলেন ম্যাডাম্ ভাইন্। ম্যাডাম্ অগ্রসর হইয়া আসিলেন—তাহার ওষ্ঠদ্বয় ভস্মবৎ বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর চাপা ও অস্ফুট।

আজ প্রায় ছয় মাস হইবে যে তিনি ইষ্টলীনে আসিয়াছেন; এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কালক্রমে এবং মেশামেশির ফলে আমরা অনেক বিষয়েই অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। এমন কি তখন বিপদের ভয়ও কমিয়া যায়। ইশাবেল্‌ও এখন আর তেমন ধরা পড়িবার ভয় করেন না। ছেলেপেলেরা তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছে; বোধ হয় প্রকৃতিই আপনার নষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

উইলিয়মের খবর কি, পাঠক?—শীতকালে তাহার শরীর তেমন মন্দ ছিলনা। কিন্তু বসন্তের বাতাস পড়িতে না পড়িতেই তাহার শরীর আবার শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার দেহে সর্ব্বদাই একটা গ্লানির ও অবসাদের ভাব, পার্শ্বে বেদনা, আহারে অরুচি। দিনের বেলায়, তাহাকে এক রকম মন্দ দেখায় না, কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া আসিতে না আসিতেই তাহাকে বড়ই বিবর্ণ দেখায়; কথা বলিতে গেলে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—চক্ষু বুজিয়া, পড়িয়া থাকিতে চায়।—ইশাবেল্‌ প্রাণপণ করিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; বালকের অবস্থা যে অতিমাত্র শোচনীয়, একথা কখনও তাহার মনে হয় নাই।

যে দিন সন্ধ্যা বেলায় কার্‌লাইল্‌ ও বার্‌বারার মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সেই দিন পরিচারিকা হ্যানা আসিয়া কথায় কথায় ইশাবেলের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া গেল। ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল—মৃত্যু যেন আসিয়া একেবারে শিয়রে দাঁড়াইয়াছে, তাহার এমন মনে হইতে লাগিল। কার্‌লাইলকে বলিবার জন্য তিনি বাহির হইয়া আসিলেন, এবং, যখন তাহারা স্বামী স্ত্রীতে পরস্পরের সঙ্গ সুখে বিভোর ছিলেন, তখন যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। অলক্ষিতে দুই হস্তে বক্ষস্থল চাপিয়া ধরিয়া তিনি আবার ত্বরিদ্গতিতে বাহির হইয়া আসিলেন। এই সুখী দম্পতীর প্রেমের অভিব্যক্তি দেখিলে কেন তাহার হৃদয় এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠে? বার্‌বারা কি কার্‌লাইলের স্ত্রী নহেন?—ইহার সোহাগ আদর পাইবার তাহার কি ন্যায্য অধিকার নাই?—কে তিনি যে, ইহাদের এই সুখ দেখিলে হিংসায় তাহার প্রাণ জ্বলিয়া যায়? স্বেচ্ছায় আপনার দাবী ত্যাগ করিয়া, তিনিইত' বার্‌বারাকে এই সুখের ভাগিনী করিয়াছেন। তবে, তবে আজ এত জ্বালা কেন?—ইশাবেল্‌ আপনাকে ধিক্কার দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার চলিলেন—ভাবিলেন এতক্ষণে বোধহয় তাহাদের অভিনয় শেষ হইয়াছে। কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, বার্‌বারার মুখ বুকে করিয়া, আপনার ওষ্ঠে তাহার ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া, একদিন যে কার্‌লাইল্ তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল, সেই কার্‌লাইল্ বসিয়া রহিয়াছেন! কিন্তু এবার তাহারা তাহার পদ শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন; তাই শত অনিচ্ছা, তীব্র জ্বালা সত্ত্বেও তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল। নিকটে যাইয়া তিনি কার্‌লাইল্‌কে উইলিয়মের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। তাহারা উঠিয়া আসিলেন।

একটু পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া উইলিয়াম্ বলিল "কে? বাবা?"

"তোমার ভাল বোধ হইতেছে না, উইলিয়াম্?"

"হাঁ, খুব ভাল আছি; কিন্তু বড় ক্লান্তি বোধ করিতেছি।"

তখন পুত্রের হাত ধরিয়া কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন এমন ক্লান্ত হইয়াছ?"

"না, তেমন কিছু নয়। সর্ব্বদাই আমার এরূপ বোধহয়।"

"ডাক্তারকে বলিয়াছিলে?"

"না, সে কেবল ঐ বিশ্রী কড্‌লিভার অয়েল্‌টা খাইতে বলে।"

"সে ত' তোমার ভালর জন্যই।"

একটু পরে কার্‌লাইল্ বাহির হইয়া আসিলেন। লেডি ইশাবেল্‌ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন; বাহিরে আসিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কেমন বোধ হইতেছে?"

"বড় ভাল নয়। ডাক্তার কি বলে?"

"বিশেষ কিছু বলে নাই। আজিকার পূর্ব্বে আমার মনেও তেমন কোন সন্দেহ হয় নাই।"

"কেন আজ কি বড় বেশি খারাপ বোধ হইতেছে।"

"না, তা' নয়। অনেক দিন হইতেই এই রকম ভাব দেখিয়া আসিতেছি। আজ কেবল হ্যানার কথায় আমার মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছে। সে বলে যে মৃত্যু নাকি ধ্রুব নিশ্চয়।—কিছুতেই কি ইহাকে বাঁচান যাইবে না!"—আবেগাতিশয্যে ইশাবেল্ করে কর পেষণ করিতে লাগিলেন। সন্তানের—কার্লাইলের ঔরসে তাহার গর্ভে জাত সন্তানের—অশুভ ভাবনায়, বাস্তবিকই ইশাবেল্ মুহূর্ত্তের জন্য প্রায় ভুলিয়া গেলেন যে, কার্লাইল্ আর তাহার স্বামী নহেন।

"আরও ডাক্তার আনিয়া দেখাইতেছি" বলিয়া কার্লাইল্ চলিয়া গেলেন।

ব্যথিত ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে ইশাবেল্ আবার উইলিয়ামের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে বার্বারাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উইলিয়াম্ বলিতেছে "কিছু যদি খাইতেই হইবে, মা, তবে আমি একটা জিনিষ খাইতে চাই।"

"কি?"

"পনীর"

"পনীর! চা'র সঙ্গে পনীর!" বার্বারা উচ্চ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। ম্যাডাম্ ভাইন্ কহিলেন "অসুখ হইয়া অবধিই ইহার এই রকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল হইতেছে। কিন্তু আনিয়া দিলে, এতটুকুও মুখে তোলে না।"

এমন সময় সদর দরজায় কে আসিয়া সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করিল। এমন অসময়ে আবার কে আসিল, দেখিবার জন্য বার্বারা বাহির হইয়া আসিলেন।

মিস্ কর্ণির বাড়ী আর কার্লাইলের অফিস গৃহ পাশাপাশি। সন্ধ্যা বেলায় জানালায় দাঁড়াইয়া তিনি দেখিয়াছেন, অসংখ্য লোক কার্লাই-

লের আফিস্ হইতে বাহির হইয়া আসিল। ঔৎসুক্যময়ীর প্রাণে ব্যাপার জানিবার জন্য বড়ই কৌতুহল হইল। সর্ব্বশেষে ডিল অফিস হইতে যাইতেছিলেন, তাহাকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনি-লেন যে দেশের সকলেই একবাক্যে কার্লাইল্‌কে মহাসভার সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। কর্ণি একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন; বলিলেন "ইহার চাইতে একটা গাধাকে নিয়া বসাইলেই ভাল হইত না! আর্কিবল্ডও বুঝি স্বীকার করিয়া বসিয়াছে?"

"এখনও করেন নাই। যাহা হয় কাল সকালে করিবেন।"

কর্ণির আর দেরী সহিল না! এখনই যাইয়া কার্লাইল্‌কে নিবৃত্ত করিতে হইবে। তিনি ত্রস্ত ইষ্ট্‌লীনের অভিমুখে রওনা হইলেন। প্রস্তুত আহার্য্য পড়িয়া থাকিতেছে দেখিয়া ভৃত্য কহিল "আজ্ঞে, আপনার খাবার—"

"তা' তোমার কি? তুমি খাইয়াছ ত'! বলিয়া তিনি বিদ্যুদ্গতিতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া বার্‌বারাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ, আর্কিবল্ড কৈ?"

"এই যে এখানেই আছে। কেন কি হইয়াছে?" তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই কার্লাইল্ বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিয়া কর্ণি চিৎকার করিয়া উঠিলেন "তোমার মহাসভার সভ্য হইতে যাওয়ার কথা আবার কি শুনিতেছি?"

"সকলেরই ইচ্ছা যে আমি হই।—বস' না কর্ণেলিয়া।"

"নিজেই বস'—আমি বেশ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি।—আমার প্রশ্ন গুলির উত্তর দাও। তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবে?"

"না, স্বীকার করিব বলিয়াই ভাবিয়া ছ।"

টুপীটা খুলিয়া ফেলিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কর্ণি কহিলেন "কত ব্যয়বাহুল্য করিতে হইবে, একবার তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?"

"দেখিয়াছি, এমন বেশি আর কি হইবে ?"

তখন কর্ণি বড় কাতর স্বরে বিলাপ করিয়া বলিলেন "হায়, হায়, এত সব দেখিবার জন্তই আমি জীবিত রহিয়াছি নাকি! উঃ কি আহাম্মক! টাকাটাকে দেখে কিনা চাড়াটার মত!" তার পরে হঠাৎ বার্‌বারার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তীব্র স্বরে বলিলেন "তুমিই বুঝি ওকে উস্‌কাইয়া দিয়াছ ?"

ধীরে ধীরে বার্‌বারা উত্তর করিলেন "বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করিবার আগেই ইনি সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তবে আমিও যে ইঁহাকে উৎসাহিত না করিয়াছি, এমন নহে।"

"হ্যাঁ, অই হবে!—কিন্তু ঠাকুরাণী, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, এক সঙ্গে কয় কয় মাস তোমাকে এখানে একা পড়িয়া থাকিতে হইবে ?"

অজ্ঞাতসারে স্বামীর অধিকতর নিকটে যাইয়া, সজলনেত্রে বার্‌বারা কহিলেন "না, আর্কিবল্ড আমাকে এখানে ফেলিয়া যাইবে না।"

নীরবে মিস্ কর্ণি একবার তাহার দিকে ও একবার কার্‌লাইলের দিকে চাহিতে লাগিলেন।—শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে এ-ই ঠিক করিয়াছ ?"

হাসিয়া কার্‌লাইল্ রসিকতা করিয়া বলিলেন "তা' নয়ত' কি ? তবে কি তোমার ইচ্ছা যে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে থাকিবে না ?"

আর কথাটিও না বলিয়া কর্ণেলিয়া কম্পিত হস্তে টুপীটি মাথায় পরিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "না, আসিয়াছ যখন, তখন না খাইয়া যাইতে পারিবে না।"

'ঘা' হইয়াছে, তাহাতেই আমার একদিনের মত খাওয়া হইয়া গিয়াছে। হায়, হায়, আমার বাপের পুত্র হইয়া তুই কি না কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া একটা অকর্ম্মণ্য সভ্য হইতে চলিলি! আর ইহা দেখিবার জন্যই কিনা আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি!" বলিতে বলিতে কর্ণি বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ফ্রান্সিস্ লেভিসনের বিবাহ।

স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ (তখন কাপ্তান্ লেভিসন্) একদিন ইশাবেল্‌কে বলিয়াছিল যে ব্ল্যাঞ্চি চ্যালোনারের জন্য তাহার কিছুই আসিয়া যায় না।—কথাটা সে মিথ্যাও বলে নাই। কাহারও জন্য কোনদিনই তাহার হৃদয়ে স্থান ছিল না।

যা'ক্। মুখে কিন্তু চ্যালোনারের নিকট সে বড় ভালবাসার ভাণ করিত। সংসারানভিজ্ঞা যুবতী তাহার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণ করে। গোপনে গোপনে তাহারা পরস্পরের নিকট বাগ্‌দত্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিয়াছে সন্দেহ করিয়া জ্যেষ্ঠা লাইডিয়া কনিষ্ঠাকে প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। লেভিসনের পরামর্শ-অনুযায়ী ব্ল্যাঞ্চি সুধু যে আসল গোপন করিয়া গেলেন, তাহা নহে—বাড়াইয়াও বলিলেন যে, ভালবাসা ত' দূরের কথা, কাপ্তান্‌কে তিনি ঘৃণাই করেন। জ্যেষ্ঠা আশ্বস্ত হইলেন।

ইহার পরে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। লীলার উপর লেভিসনের লীলা চলিতে লাগিল। তাহার সকল কুকীর্ত্তি, সকল বিপদাপদ, সকল দেনাদুর্য্যোগের কথাই ব্ল্যাঞ্চির কানে যাইয়া পৌঁছাইল তথাপি হতভাগিনীর প্রেম অচল, অটল, অক্ষুন্নই রহিয়া গেল। "স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌রূপে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া সে আবার ব্ল্যাঞ্চির সঙ্গে বন্ধুত্ব ফলাইতে লাগিল—যদিও সকলই তাহার মৌখিক

শুধু জলের রেখামাত্র। বিমূঢ়া যুবতীর কিন্তু আশা হইয়াছে যে এবার বিবাহ করিয়া লেভিসন্ তাহাকে চিরসুখী করিবে।

আগাগোড়াই লেভিসন্ তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—এখনও দিতেছে। আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন ব্ল্যাঙ্কি বিবাহটা তাড়াতাড়ি করিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য জেদ্ করিতে লাগিলেন। কাপ্তান্ও একরকম সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে য়্যালাইস্ চ্যালোনার নামে ব্ল্যাঙ্কির যে এক সুন্দরী যুবতী কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন, তিনিও বাড়ী আসিয়াছেন। ব্ল্যাঙ্কির বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি ; তদুপরি সুদীর্ঘ বিরহে ও প্রিয়পাত্রের অসদাচরণে তাহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে। এদিকে য়্যালাইস্ বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী। তাহাকে দেখিয়াই লেভিসন্ প্রেমে পড়িয়া গেলেন। সেও কি আবার সহজ প্রেম ?—ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, অহর্নিশ তাহার কাণে সুধার ধারা ঢালিতে লাগিলেন—এমন কি, দিবারাত্রি তাহার রূপলাবণ্যের সুখ্যাতি করিতে করিতে একেবারে তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিলেন। এই রূপে যুবতী যখন ফাঁদে পড়িলেন, তখন কাপ্তান্ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল। যুবতীও আহ্লাদসহকারে সম্মত হইলেন। উভয়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহটা যাহাতে শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল।

—সকল শুনিয়া ব্ল্যাঙ্কির মস্তকে একেবারে বজ্রাঘাত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি একবার লেভিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু সে, কোনদিন যে ভালবাসার ভাণও করিয়াছিল, একথাও অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহারই দুরভিসন্ধিতে মজিয়া বিমূঢ়া, একদিন আপনার সহোদরার নিকটেও লেভিসন্ যে তাহাকে ভালবাসে একথা গোপন করিয়াছিলেন। আজ আর তাহার কোন উপায় রহিল না।

কিন্তু তিনি এক শেষ চেষ্টা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। আপনারই কনিষ্ঠা সহোদরা আবার এই পামরের গ্রাসে পড়িয়াছে। ব্ল্যাঙ্কি ভাবিলেন, তাহাকে এই আসন্ন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সমস্তটা জীবনই ইহার আশায় নষ্ট করিয়া এখনও তিনি নিজে ইহাকে বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু য়্যালাইস্‌ ত' আর ইহার মুখ চাহিয়া জীবনের সুখ নষ্ট করে নাই; তাহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

বাড়ীর সকলে শুইতে গেলে ব্ল্যাঙ্কি যাইয়া য়্যালাইশের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। যুবতী তখনও বিছানায় যা'ন নাই; অগ্নিস্থানের সান্নিধ্যে এক খানা আরাম কেদারায় বসিয়া তিনি লেভিসনের প্রেম-লিপি পাঠ করিতেছিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া জ্যেষ্ঠা কহিলেন "তোমায় একটা গল্প বলিতে আসিয়াছি, য়্যালাইস্‌। শুনিবে কি?"

"এই একটু অপেক্ষা কর" বলিয়া তিনি পত্র খানা পড়িয়া লইয়া, পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন "কি বলিলে? গল্প বলিতে আসিয়াছ?"

সম্মতিসূচকভাবে মস্তক নাড়িয়া ব্ল্যাঙ্কি বলিতে আরম্ভ করিলেন "কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই আমাদেরই মত ঘরে, অসচ্ছলঅবস্থাপন্ন একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে ছিল। তাহারই মত অবস্থার একজন ভদ্রলোক অনেক চেষ্টা করিয়া তাহার ভালবাসার অধিকারী হইল। অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, ভবিষ্যতে সুদিনের আশায় তাহারা গোপনে গোপনেই পরস্পরকে ভাল বাসিতে থাকিল! তাহার আশায় যুবতীর যৌবন ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল! হায়, য়্যালাইস্‌, আমার এমন শক্তি নাই যে তোমাকে বুঝাইয়া বলি, সে এই লোকটাকে কত ভাল বাসিয়াছিল—আজ পর্য্যন্তও কত ভাল বাসিতেছে! জগতের লোকে একবাক্যে তাহার কুৎসা

রটাইয়াছে, তথাপি মেয়েটা মনে মনে মাধবীলতার মত তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে!”

“যুবতীর নাম কি? সত্য ঘটনা না গল্প?”

“সত্য ঘটনা, মেয়েটাকে আমি জানি।” তার পর, য়্যালাইস্‌কে দেখিবার পূর্ব্বে তাহার ও লেভিসনের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সকল বলিয়া ব্ল্যাঙ্কি কহিলেন “শেষে কিনা লোকটা একজন অল্পবয়স্কা মেয়ে দেখিয়া ভুলিয়া গেল!—এমন কি হতভাগিনীকে একদিন যে ভাল বাসিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া সে শপথ করিয়াছিল, সে সকলই অস্বীকার করিয়া বসিল!”

“কি ঘৃণা, কি কলঙ্কের কথা! এদের ছ'জনের বিবাহ হইয়াছিল?”

“শীঘ্রই হইবে! তুমি কি এ রকমের স্বামী চাও, য়্যালাইস?”

“আমি?—কখনই না।”

“তবে শোন—তা'র নাম ফ্রান্সিস্ লেভিসন্।”

মর্দ্দিতলাঙ্গুল সর্পিণীর মত য়্যালাইস্ চম'কিয়া উঠিলেন—তাহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন “কোন্ সাহসে তুমি একথা আমায় বলিতে আসিয়াছ ব্ল্যাঙ্কি?—কে সে মেয়েটা? নিশ্চয়ই সে লেভিসনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে।”

ধীরে ধীরে ব্ল্যাঙ্কি কহিলেন “না, মিথ্যা অপবাদ দেয় নাই। সে মেয়ে অন্য কেহ নয়, আমি নিজে।”

ক্ষণেক উভয়েই নীরব রহিলেন—শেষে ঘাড় তুলিয়া ক্রুদ্ধ ঘৃণার স্বরে য়্যালাইস্ কহিলেন “হাঁ, আমি জানি। লেভিসন্ আমাকে আগেই বলিয়াছিল যে তুমি হয়তঃ এমনধারা কিছু বলিবে; তুমি ভাবিয়াছিলে যে সে তোমাকে ভালবাসিত; তাই এখন আমাকে পছন্দ করিয়াছে বলিয়া এই গল্প রটাইতে আসিয়াছ!”

ব্ল্যাঞ্চির গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। ভগিনীর দিকে দীন দৃষ্টিপাত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন "য়্যালাইস্‌ বোন্‌, আমার আত্মসম্মানবোধ সকল চলিয়া গিয়াছে। নিজের কলঙ্কের কথা, দুঃখের কাহিনী, বুক ফাটিয়া গেলেও স্ত্রীলোক সহজে মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহে না। কিন্তু আজ তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তাহাও করিয়াছি। আমায় বিশ্বাস কর—মাথার উপর যেমন ভগবান্‌ আছেন, আমিও তোমায় তেমন সত্যই বলিয়াছি। বাস্তবিকই লেভিসন্‌ আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া শপথ করিয়াছিল।"

তার পরে একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য সংঘটিত হইল। য়্যালাইস্‌ কিছুতেই তাহার কথা কাণে তুলিতেছে না দেখিয়া ব্ল্যাঞ্চি, লেভিসনের সম্বন্ধে যত কথা জানিতেন—লেডি ইশাবেলের প্রসঙ্গও—সকল বলিয়া ফেলিলেন। য়্যালাইস্‌ ভগিনীর উপর চটিয়া একেবারে আগুন হইলেন—বলিলেন "লেভিসনের গত জীবন লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই।" —কিন্তু মনে মনে য়্যালাইস্‌ ভগিনীর কথা অবিশ্বাস করিলেন না। তবে ইহাতে তাহার সংকল্পের বিশেষ ইতরবিশেষ হইল না। লেভিসন্‌কে ভালবাসিয়া ত' নহে, তাহার সম্পদ ও সম্মানের অংশভাগিনী হইবার জন্যই তিনি এই বিবাহে সম্মত হইয়াছেন।—ব্ল্যাঞ্চির বুক ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যথাসময়ে তাহাদের বিবাহও হইয়া গেল।

—কিন্তু ফল ভাল হইল না। আমরা যেমন বীজ বপন করি, ফলও তেমনই ভোগ করিয়া থাকি। বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই লেভিসনের উপর তাহার যে ভালবাসা ছিল, তাহা ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হইয়া পড়িল।

একদিন লেডি লেভিসন্‌ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন; তাহার একমাত্র সন্তান, দুইবৎসরের একটি বালক,

তাহার পাশে পাশে খেলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কি এক দুরন্ত ভাবনায় তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত সংকুচিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত। এমন সময় অলস উদাস ভাবে লেভিসন্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। গা মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিয়া লেডি পরুষ স্বরে, অপ্রসন্নভাবে কহিলেন "আমার কিছু টাকা চাই।"

"আমারও ত' চাই।"

তখন অস্থিরভাবে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া উদ্ধত ভাবে মাথা নাড়িয়া পত্নী কহিলেন "আমার চাই-ই-চাই। কালই তোমাকে আমি বলিয়াছি যে, আমাকে টাকা দিতেই হইবে। তুমি কি ভাবিয়াছ যে, বরাবরই আমাকে এমন রিক্ত হস্তে রাখিবে?"

তীব্র স্বরে ফ্রান্সিস্ উত্তর করিল "এমন না-হক্ ক্ষেপিয়া কি বড় লাভ হইবে বলিয়া মনে কর? সপ্তাহে যত যতবার তুমি টাকার জন্য ঘ্যাণ ঘ্যাণ করিতেছ, তত ততবারই তোমাকে আমি বলিতেছি যে তোমার আর একটি পয়সাও নাই। আমার নিজেরই কিছু নাই—আমাকে বিরক্ত করাও যে কথা, টাকার জন্য খোকাকে বিরক্ত করাও সে কথা।"

রাগিয়া আগুন হইয়া য়্যালাইস্ বলিলেন "এমন বাপের ঘরে জন্মাবার চাইতে ইহার না জন্মানই ভাল ছিল।"

কথাগুলি শুনিয়া ও সঘৃণ বিদ্রূপের স্বরটা উপলব্ধি করিয়া স্বামীর মুখ-চোখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু কিছু বলিবার আগেই একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল "আজ্ঞে, আমায় মাফ্ করিবেন: ব্রাউন্ নামের সেই লোকটা জোর করিয়াই আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে, আর—"

নিতান্ত নীচ ধরণের ভয়ে ভীত হইয়াই যেন, ফ্রান্সিস্ এক কোণে সরিয়া যাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "না, কিছুতেই তা'র সঙ্গে আমি দেখা করিব না।" লেডির ওষ্ঠপ্রান্ত সংকুচিত হইল।

ভৃত্য বলিতে লাগিল "আজ্ঞে, তা'কে ত' অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু সেই গোলযোগের সময় মেরিডিন্ যাইয়া একেবারে লাইব্রেরীতে বসিয়াছে--জেদ্ করিয়া বলিতেছে যে আপনি সুস্থই হউন আর অসুস্থই হউন, আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া সে কিছুতেই নড়িবে না।"

তখন ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কি যেন গালিগালাজ করিতে করিতে ফ্রান্সিস্ বাহির হইয়া আসিল। ভৃত্যও চলিয়া গেল। পুত্রটিকে কোলে করিয়া তাহার ঘাড়ে মুখ লুকাইয়া, য়্যালাইস্ কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন "বাবা আমার, আর যে সহ্য করিতে পারি না! তোমায় যদি কাড়িয়া রাখে, সুধু এই ভয়। নতুবা আর এক মুহূর্ত্তও আমি এ বাড়ীতে তিষ্টিতাম না।"

—অবস্থা শোচনীয় হইয়া, পড়াতে ফ্রান্সিস্ অনেক দিন হইতেই একটা কাজের চেষ্টায় ছিল; কিন্তু কাজটি আবার এমন হওয়া চাই যে, তাহাতে বিদ্যাবুদ্ধি বেশি খরচ করিতে হইবেনা—আর, এক রকম বসিয়া বসিয়াই মাসোহারাটা পাওয়া যাইতে পারে। তাহার একজন আত্মীয় মন্ত্রীর পদে অধিষ্টিত ছিল। তাহার প্ররোচনায় ফ্রান্সিস্ ওয়েষ্টলীনের প্রতিনিধিস্বরূপ জাতীয় মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে স্বীকার করিল। ইহাতে সফল হইতে পারিলে, মন্ত্রীসভার মধ্যে তাহার কাজ যোগাড় করিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

এইরূপ বন্দোবস্তের পরে, কোন এক উত্তমর্ণের ভরে ফ্রান্সিস্ কয়েক দিনের জন্য গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিল। রাষ্ট্র করিয়া দিল যে তাহার শরীর বড়ই অসুস্থ—আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সে কোথাও যাইতে পারিবে না, বা কেহ দেখা করিতে আসিলেও, তাহার সঙ্গে দেখা

করিবে না। তাই ভৃত্য আসিয়া অমন্ সভয়ে মেরিডিনের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছে।

লেভিসন্ আসিলে, মেরিডিন্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দোহাই বাবা! এত ত' অসুখের কথা শুনিয়াছি কিন্তু চেহারা ত' তোমার আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি রহিয়াছে!"

খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে লেভিসন্ কহিল "আজ অনেকটা ভাল আছি। কেন এখন আবার আমাকে দিয়া এমন কি গুরুতর প্রয়োজন? হেড্‌দি লট্ (তাহার মুরুব্বি মন্ত্রী) ত' এখন এখানে নাই।"

"এখানে নাই সত্য। বিশেষ কোন কাজও এখানে নাই, সেও ঠিক; কিন্তু অন্যত্র ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওয়েষ্টলীনের জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের চেষ্টা চলিতেছে। তিন চারিদিন আগেই তোমার সেখানে যাইয়া চেষ্টা করা উচিত ছিল।"

মাথা নাড়িয়া লেভিসন্ কহিলেন "না বাবা, সেখানে আর আমি যাইতেছি না। সে জায়গায় সভ্য মনোনীত হইবার আমার তেমন সুবিধা হইবে না।"

"কি বল? ওয়েষ্টলীন্ ত' তোমার জমিদারীরই লগ্ন। ইহার চাইতে বেশি সুবিধা তোমার কোথায় হইবে?"

"ভারি ত' লগ্ন!—দশ দশ মাইল ব্যবধান। সে যাই হউক, আমি সেখানে যাইতেছি না, মেরিডিথ্।"

"কিন্তু শোন—হেড্‌দি লট্ ফিরিয়া আসিয়াছেন। তুমি এখনও ওয়েষ্টলীনে যাও নাই শুনিয়া তিনি ভারি চটিয়া গিয়াছেন। তোমাকে এখনই সেখানে রওনা হইয়া যাইতে হইবে।"

"না, কিছুতেই আমি ওয়েষ্টলীনে যাইব না।"

"তাহা হইলে আর তোমার চাকুরী হইতেছে না। থর্ণটন্‌ ওয়েষ্টলীনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিবে, এবং হেড্‌ দি লট্‌ তাহাকেই কাজে নিযুক্ত করিবেন।"

"তিনিই কি তোমাকে একথা বলিতে পাঠাইয়াছেন?"

"হাঁ, আর জানিয়া রাখিও যে কথায় যাহা বলেন, কার্জেও তিনি তাহাই করিয়া থাকেন।"

লেভিসন্‌ মহা ফাঁপড়ে পড়িলেন। ওয়েষ্ট্‌লীনে যাইয়া মুখ দেখাইতে তাহার সাহসে কুলাইতেছে না; অথচ তাহা না করিলে, হেড্‌দিল্‌টের নিকট আর কোন সাহাযোর আশা নাই; এবং এই সাহায্য না পাইলে কোন্‌ দিন যে দেনার দায়ে জেলে যাইতে হয় তাহারও ঠিক নাই। এত সব ভাবিয়া সে আবার ওয়েষ্ট্‌লীনে যাইতেই সংকল্প করিল, এবং ভীত সঙ্কুচিত মনকে উত্তেজিত ও প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল "এত দিনে নিশ্চয়ই সে ব্যাপারের কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে।"

কথাটা মেরিডিথের কাণে গেল। সে বলিল "দেশের কাজ করিবার সময় ব্যক্তিগত কোন ভাবকে উর্দ্ধে স্থান দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ, ইহা না করিলে তুমি হেড্‌দি লটের কাছে আর কোন প্রত্যাশাই করিতে পারিবেনা। তোমাকে আজই সেখানে চলিয়া যাইতে হইবে। আগে গেলে কাজটা নির্ব্বিঘ্নে হইয়া যাইত; এখন আবার একজন প্রতিদ্বন্দী দাঁড়াইয়াছে।"

"কে সে?"

"কার্‌লাইল্‌।"

ফ্রান্সিস্‌ চমকিয়া উঠিল "কার্‌লাইল! ও বাবা! তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিব না।"

"ভাল, না পার, থর্ণ্‌টন্‌ই দাঁড়াইবে।"

"কার্‌লাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোন ফল হইবে না।"

"পাগল কোথাকার! সেখানে আমাদের ঢের প্রতিপত্তি। দেশের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে আর কি করিতে পারিবে?—গবর্ণমেণ্ট্ যে তোমার পিছনে। থাক্—যাইবে কি না, হাঁ কি না, জবাব দাও।"

নিরুপায় ফ্রান্সিস্ বলিল "হাঁ।"

ইহার এক ঘণ্টা পরেই সে ওয়েষ্ট্‌লীনের পুলিশ্ অফিসে এক গোপনীয় টেলিগ্রাম্ করিল, "অট্‌ওয়ে বীথেল্ সেখানে আছে কি না, এবং, না থাকিলে, শীঘ্র ফিরিবার সম্ভাবনা আছে কি না।" অবিলম্বে জবাব আসিল "এখানে নাই, কোথায় যে আছে তাহাও জানা যায় নাই।"

ব্যাপারটা লেডি লেভিসনের কাণেও গেল। তিনি একেবারে চাটিয়া আগুন হইলেন। যাইবার সময় স্বামী তাহাকে কিছু খুলিয়া না বলিলেও তিনি বলিলেন "তুমি একেবারেই পিত্ত পুড়িয়া খাইয়াছ! নতুবা, যে কাজের জন্য তুমি সেখানে যাইতেছ, তাহার বদলে তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতে!"

দম্পতির মধ্যে যে মনোমালিন্যের চূড়ান্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বোধ হয় পাঠকের আর বাকী নাই। মুখে কিছু না বলিয়া লেভিসন্ অনলবর্ষী চোখে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া য়্যালাইস্ আবার কহিলেন "লজ্জার যদি তোমার লেশও থাকিত, তবে কি আর তুমি কার্‌লাইলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যাইতে! যাহার এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহাকে দেখিলে, তুমি ছাড়া অন্য সকল লোকই বোধ হয় লুকাইবার পথ পাইত না।"

ফ্রান্সিস্ চিৎকার করিয়া উঠিল "মুখ সাম্‌লাইয়া কথা বলিস্!"

'অনেক দিনই বলিয়াছি। তুমি আমায় একেবারে পাগল করিয়া তুলিলেও স্বামী বলিয়া অনেক দিন সহ্য করিয়াছি। এখন দিবারাত্র

একটি মাত্র প্রার্থনা আমি ভগবানের নিকট করিয়া থাকি—যাহাতে আইনতঃ তোমার কবল হইতে আমি মুক্তি লাভ করিতে পারি।”

নাসিকা আকুঞ্চিত করিয়া লেভিসন্ কহিল “এমন যখন তোমার মনের ভাব, তখন ব্র্যাঙ্কির হাতেই আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল নাকি? তোমার ত’ আর অজানা নাই যে, আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি তাহার উপর একেবারে দিনে দুপুরে ডাকাতি করিয়াছ! জানিয়া শুনিয়াইত’ তখন তুমি একাজ করিয়াছিলে!”

য়্যালাইস্ চটিয়া একেবারে লাল হইলেন! কিন্তু যথাসাধ্য প্রশমিত স্বরে কহিলেন “মিঃ কার্‌লাইল্‌কে এরূপ ভাবে অপমানিত করিতে যাইবার আগে এখনও একবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া লও।”

“কেন সে তোমার কি?—তাহাকে ত’ তুমি কখনও দেখ নাই?”

“কিন্তু তাহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি।—শুনিয়াছি তিনি এক জন সম্মানার্হ, সদাশয় লোক; আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাকে ভালবাসে; শত্রুমিত্র সকলেই তাহাকে ভক্তি করে। সংসারে বোধ হয় তা’র ও তোমার মত বীপরীত চরিত্রের লোক আর দুইটি জন্মায় নাই। জগৎ-শুদ্ধ লোকে তাহাকে কত বড় মনে করে, তাহা ত’ তোমার নিজের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পার।”

বিদ্বেষাত্মক স্বরে লেভিসন্ কহিল “অন্য কেহ যদি আমার প্রতিদ্বন্দী হইত, তবে আমি নাও যাইতে পারিতাম। কিন্তু কার্‌লাইল যখন দাঁড়াইয়াছে, তখন আমি যাইবই—তাহাকে আমি একেবারে পিষিয়া চূর্ণ করিব।”

“দেখিও, নিজেই আবার চূর্ণ হইও না যেন। সকল সময়ই অধর্ম্মের জয় হয় না, মনে রাখিও।”

সপ্তম অধ্যায়।

—:০০:—
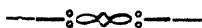
দৈবদুর্ব্বিপাক।

কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারা প্রাতর্ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডিল্, ষাষ্টিশ্ হেয়ার্, স্কোয়ার পিনার ও কর্ণেল্ বীথেল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহারা যে যাহার বক্তব্য একসঙ্গে এক নিশ্বাসে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কার্‌লাইল্ সকল কথা বুঝিতে পারিলেন না; কেবল এই টুকু বুঝিলেন যে তাহার একজন প্রতিদ্বন্দী দাঁড়াইয়াছে। হাসিয়া বলিলেন "প্রতিদ্বন্দী দাঁড়াইয়াছে?—ভালই, দেখা যাইবে কাহার শেষ জয় হয়?"

ডিল্ বলিলেন "কিন্তু লোকটার নাম ত' তুমি এখনও শোন নাই। সে অন্য কেহ নহে—"

হেয়ার্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তা'র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতা করিতে যাওয়া!"

"সে—"

কার্ণেল বীথেল বলিয়া উঠিলেন "তার ফাঁসি হওয়া উচিত।"

পিনার বলিলেন "তাকে একটা চুব্‌নি দিয়া উঠান যায় না?"

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন" লোকটা কে?"

সব নীরব। কার্‌লাইলের নিকট সে নামটা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না। অবশেষে অস্পষ্ট অনুচ্চ স্বরে বৃদ্ধ ডিল্ বলিয়া ফেলি-

লেন "সেই লোকটা—সেই লেভিসন্‌—তোমার প্রতিদ্বন্দী স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে।"

কার্‌লাইলের ভ্রূযুগ আরক্তিম হইয়া উঠিল; বার্‌বারা মুখ অবনত করিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডিল্‌ আবার বলিলেন "সে কাল আসিয়া বাক্স্‌হেড্‌ হোটেলে উঠিয়াছে।"

টেবিলের উপর প্রচণ্ড বেগে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিয়া বীথেল্‌ কহিলেন "গাইয়া বেড়াইতেছে যে তা'রই জয় হইবে। লোকটা পাগল নাকি? নইলে আবার এখানে ভোটের আশায় আসিয়াছে।"

মৃদু স্বরে পিনার কহিলেন "কার্‌লাইল্‌কে অপমান করিবার উদ্দ্যেশ্যেই আসিয়াছে।"

বীথেল্‌ কহিলেন "সুধু কি তাই?—আমাদের সকলকেই অপমান করিতে আসিয়াছে। কিন্তু তা'কে বড় সহজে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে না।"

যাষ্টিশ্‌ কহিলেন "কার্‌লাইল্‌, কর্ম্মক্ষেত্রে এখনই তোমার মনে প্রাণে নামিয়া পড়া উচিত।"

—কার্‌লাইল্‌ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া কর্ণেল্‌ বীথেল্‌ উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "নিশ্চয়ই এই পশুটার ভয়ে তুমি পশ্চাৎপদ হইবে না?"

এই প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "বাক্‌স্‌ হেডে একটা সভা আছে। একটু পরেই সেখানে যাইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইব।"

পিনার, ডিল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, সে বাক্‌স্‌ হেডে আছে বলিলে না?"

"ছিল। এখন আছে কি না ঠিক বলিতে পারি না। অধ্যক্ষকে আমি বলিয়াছিলাম এই রকম চরিত্রের লোককে স্থান দিলে, যাষ্টিশ্‌রা তাহার উপর ভারি চটিয়া যাইবেন।"

আর দুই চারিটা কথার পর আগন্তুকেরা চলিয়া গেলেন। প্রশান্ত ভাবে আবার কার্‌লাইল্‌ প্রাতর্ভোজন করিতে বসিলেন। ধীরে ধীরে বার্‌বারা আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন; মৃদু স্বরে কহিলেন "আর্কিবল্ড্‌, নিশ্চয়ই এই লোকটার নির্লজ্জ্য ধৃষ্টতার জন্য তুমি তোমার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইবে না?"

"না, তেমন ইচ্ছা নাই। এই ভাবে কাজ করিয়া সে আমাকে নিতান্ত নির্ল্লজ্জ ভাবে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সত্য; কিন্তু আমার বিশ্বাস, চরণ দলিত ধূলি কণার মত তাহাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করাই আমার পক্ষে সমীচিন।"

বার্‌বারার গণ্ডোপরি প্রস্ফুটিত স্বাভাবিক গোলাপ দুইটি গৌরবে অধিকতর উজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ঠিক, ঠিক, বলিয়াছ!"

একটু পরেই মিঃ কার্‌লাইল্‌ ওয়েষ্টলীনের অভিমুখে রওনা হইলেন। দেখিলেন, পথের দুই পার্শ্বে, প্রাচীরে প্রাচীরে, বৃহৎ বৃহৎ ঘোষণা পত্রে, তাহার নামের পার্শ্বেই তাহার ঘৃণিত, নির্ল্লজ্জ প্রতিদ্বন্দীর নাম বাহির হইয়াছে!

হঠাৎ মিস্‌ কর্ণি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা!—শুনিয়াছ ত?"—তাহার দেহ পূর্ণমাত্রায় দীর্ঘীকৃত, মুখমণ্ডল রক্তিম, নেত্রদ্বয় অনলবর্ষী!

"শুনিয়াছি। না শুনিলেও, এই সব প্রাচীর দেখিয়াই বুঝিতে পারিতাম।"

"ক্ষেপিয়াছে নাকি ?"

"নিজের ওজন জানেনা, বোধ হচ্ছে।"

উত্তেজনা প্রদীপ্ত মুখে এবার ভগিনী কহিলেন "হাঁ, এখন এই প্রতিযোগীতায় জয় লাভের জন্য তোমাকে মনে প্রাণে খাটিতে হইবে। আগে আমি আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি তোমাকে পরিষ্কারই বলিয়া যাইতেছি—একাজে যদি তুমি হট, তবে তুমি আমার ভাই-ই নও।"

"না, ইচ্ছা করিয়া আর আমি তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিব না।"

"হাঁ, এইত কথা।—এখন নিশ্চয়ই তুমি ভোট্ পাইবার জন্য খাটিবে ?"

"না। না খাটিয়াও, দেখিবে, আমিই সভ্য মনোনীত হইব।"

"তা, আমি জানি। তুমি আমার উদাসীন ভাই। কিন্তু অনেকেই তোমার জন্য খাটিবে। দেখ, যাহারা তোমাকে মনোনয়ন করিবে, তাহাদিগকে মদ খাইবার জন্য আমি পনের হাজার টাকা দিব।"

হাসিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "না, তাহার আবশ্যক নাই। ঘুষ দিয়া আমি কাজের যোগাড় করিতে চাই না।"

সেই দিন সকাল বেলায় বারবারা স্বামীর সঙ্গে সাধারণ প্রমোদ-উদ্যানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময় ম্যাডাম্ ভাইন্, লুসী ও উইলিয়ামের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল।

লুসী কহিল "বাঃ! মা, তোমাকে কেমন লাল দেখাচ্ছে!"

হাসিয়া বার্‌বারা কহিলেন "আমার বড্ড রাগ হইয়াছে!"

"কেন ?"

"একটা লোক আসিয়া তোমার বাবার প্রতিযোগীতা করিতেছে।"

উইলিয়াম্ কহিল "তাহাতে তোমার রাগ করিবার কি কারণ আছে ? বাবা ত' বলিয়াছিলেন যে, সকলেই একাজের জন্য চেষ্টা করিতে পারে।"

লুসী কহিল "তাহার নাম কি, মা !

"স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্।"

হঠাৎ শিক্ষয়িত্রীর মুখ দিয়া কেমন একটা অদ্ভুত ধ্বনি বহির্গত হইল —যেন যন্ত্রণা, ভয় ও বিস্ময় এই তিনের সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত। বার্‌বার তাড়াতাড়ি তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। ম্যাডাম্ তখন হস্তে মস্তক সংন্যস্ত করিয়া, ভস্মবৎ বিবর্ণ মুখমণ্ডল রুমালে ঢাকিয়া বড় কাশিতে ছিলেন।

মৃদু স্বরে বার্‌বারা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, আপনার অসুখ করিয়াছে নাকি ?"

"না, কোন অসুখ করে নাই। হঠাৎ মুখে কিছু ধূলা যাইয়া এই কাশিটা হইয়াছে।"—বলিবার সময় ইশাবেলের ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ কাঁপিতে ছিল ; কণ্ঠস্বরও কম্পিত বলিয়া বোধ হইল। বার্‌বারা বড় বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন "লেভিসনের সঙ্গে এর জানাশুনা আছে নাকি ? তাহার নাম শুনিয়াই কি এমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে ?"

—আশ্চর্য্যের কথা ম্যাডাম্ ভাইন্ আর সে দিন ছেলেদের পড়া শুনার সময় উপস্থিত হইলেন না।

লেভিসনের এই ব্যাপারে আর একজন লোকও বড় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অন্য কেহ নহেন, লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ স্বয়ং। একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কার্‌লাইল্ ওয়েষ্ট্‌লীনের সভ্যপদপ্রার্থী। তাহার মনে বড়ই স্ফূর্ত্তি হইল। আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমস্ত থানি প্যারাই পড়িয়া ফেলিলেন।—পড়িয়া,

আবার পড়িলেন ; চক্ষু রগ্‌ড়াই চশ্‌মা ঘষিয়া লইলেন। জাগ্রত আছেন কি স্বপ্ন দেখিতেছেন বুঝিতে না পারিয়া আপনার গায় আপনি চিম্‌টি কাটিলেন। সংবাদ-পত্রে যে লেখা আছে, লেভিসন্‌, কার্‌লাইলের প্রতিদ্বন্দী স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে, একথা কিছুতেই তাহার প্রত্যয় হইল না। শেষে একজন ঘনিষ্ট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, ব্যাপারটা বড়ই লজ্জাস্কর, বড় কলঙ্কজনক। তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান কি ?"

বন্ধুও যখন বলিলেন যে ব্যাপারটি ঠিকই, তখন তাহার দেহ ও মন যেন রাগে গস্‌গস্‌ করিতে লাগিল ; সংবাদ-পত্রটা দূরে ফেলিয়া দিয়া, একটা কার্পেটের ব্যাগ্‌ হাতে করিয়া তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শিস্‌ দিতে দিতে তখনই ওয়েষ্ট্‌লীনের অভিমুখে রওনা হইলেন।

প্রাতর্ভোজন সমাপনান্তে ছেলে মেয়েদের লইয়া ইশাবেল্‌ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে আসিয়া নামিয়াছেন, এমন সময়ে একজন সুপুরুষ যুবক ও একজন বয়স্ক পুরুষ আসিয়া ইষ্ট্‌লীনে উপস্থিত হইলেন। বোঁ বোঁ শব্দে ইশাবেলের মাথা ঘুরিতে লাগিল—তাহার সম্মুখে যে লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন ! ছেলেদের আদর করিয়া, একজন অপরিচিতা রমণীকে সম্মুখে দেখিয়া টুপী খুলিয়া লর্ড তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

লুসী বলিল "আমাদের শিক্ষয়িত্রী।"

নীরবে প্রত্যভিবাদন করিয়া ইশাবেল্‌ মুখ ফিরাইলেন ; শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল, হাঁফ্‌ ছাড়িলেন।

লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাবা বাড়ী আছেন ত ?"

লুসী কহিল "হাঁ। তুমি আসিয়াছ বলিয়া আমি ভারি খুশী হইয়াছি !"

তখন উইলিয়ামের হাত ধরিয়া মাউন্ট্ সেভার্ণ প্রসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে পুত্র লর্ড ভেন্ আনত হইয়া লুসীর মুখ চুম্বন করিলেন।

"বাঃ, তুমি ক্রমেই বড় চমৎকার হইয়া উঠিতেছ, লুসী! আমাদের সেই চুক্তিটার কথা মনে আছেত'?"

উচ্চ হাসিয়া বালিকা উত্তর করিল "হুঁ।"

"কখনো আবার ভুলিবে না ত'?"

মাথা নাড়িয়া লুসী কহিল "কখনো না। ভুলি না ভুলি তা' দেখিতেই পাইবে।"

তখন ম্যাডাম্ ভাইনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া লর্ড ভেন্ কহিলেন "লুসী আমার স্ত্রী হইবে। আমাদের দু'জনের মধ্যে এইরূপ পাকাপাকি কথা হইয়া রহিয়াছে। যতদিন না বড় হইয়া উঠে, ততদিন আমি বিবাহ করিব না—লুসীই ঠিক আমার মনের মত মেয়ে।"

লুসীও বলিল "আমিও ইহাকে খুব ভালবাসি—আমরা দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।"

লুসী বালিকামাত্র—লর্ড ভেনেরও এমন বয়স নয় যে তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। তথাপি ইশাবেলের হৃদয়টা শির্ শির্ করিতে লাগিল। শিক্ষয়িত্রীর মত নহে, লুসীর হতভাগিনী জননীরই মত তিনি উত্তর করিলেন "যা' হইবার নয়, যা' হইবে না, সে কথা আর ওকে বলিবেন না।"

হাসিয়া যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

"আপনার বাবা মা কিছুতেই এ বিবাহের অনুমোদন করিবেন না।"

"বাবা নিশ্চয়ই করিবেন—লুসীকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। মা—তিনি ত' আর সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা নহেন।" তারপর বালিকাকে বলিলেন "একটু সরিয়া যাও, লুসি—ইহার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা

আছে।” লুসী দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তখন যুবক ইশাবেল্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন “মিঃ কার্‌লাইল্ লোকটাকে খুন করিয়াছেন নাকি?”

ইশাবেলের ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন ‘কোন্ লোকটা?—কিন্তু বুঝিতে ত’ আর তার বাকী নাই! মুখ দিয়া প্রশ্নটা বাহির হইল না। তিনি নীরব রহিলেন।

লর্ড ভেন্ আবার কহিলেন “পাষণ্ড লেভিসন্‌টার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। কার্‌লাইল্ যদি তাহাকে টুকুরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলেন, তবেই তাহার উপযুক্ত পুরস্কার হয়! আঃ, সে সময়ে যদি আমার এ বয়স থাকিত, তবেই তখন আমিই তা’কে গুলি করিয়া মারিতাম! কি বেহায়া! কি নির্ল্লজ্জ!—আবার মিঃ কার্‌লাইলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে আসিয়াছে!” তার পর অতি মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি লেডি ইশাবেল্‌কে জানিতেন?”

“হাঁ—না—হঁা।”। কি বলিলেন, তাহা ইশাবেল্ খুঁজিয়া পাইতেছেন না; কি বলিতেছেন, তাহাও যেন বুঝিতে পারিতেছেন না।

“তিনিই এই লুসীর মা ছিলেন, তা’কে আমি বড় ভাল বাসিতাম। ঠিক তা’রই প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয় লুসীকে আমি এত ভালবাসি। কোথায় তা’র সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?—এখানে?”

এতক্ষণে ইশাবেল্ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন; এবার বিজড়িত স্বরে উত্তর করিলেন “না, সে রকম ভাবের জানাশুনা ছিল না। লোকের মুখে তাহার কথা শুনিয়াছি মাত্র।”

“ও—লোকের মুখে শোনা!—কার্‌লাইল্ সেই পশুটাকে গুলি করিয়াছেন না, সে এখনও স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করিতেছে? আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছিনা যে লোকটা কেমন করিয়া এত নির্ল্লজ্জ হইল যে, আবার ওয়েষ্ট্‌লীনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!”

কষ্টে শ্বাস ফেলিয়া ইশাবেল কহিলেন "এ সব সংবাদ আপনি আমার নিকট পাইবেন না—আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"—বলিয়াই তিনি দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে তাড়াতাড়ি লুসীর হাত ধরিয়া প্রস্থান করিলেন। লর্ড ভেন্‌ও ক্ষিপ্র পদে প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন!

—এখন ভোট্ সংগ্রহের ব্যাপারটা বড়ই সতেজ চলিতে আরম্ভ করিল। লেভিসনের দলে ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, ধূলিধূসরিত কয়েকজন নীম্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ মাত্র; আর কার্‌লাইলের পক্ষে প্রদেশের গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত সকল লোকই। লেভিসনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যখনই কার্‌লাইলের সঙ্গে দেখা হইবার উপক্রম হয়, তখনই বীর পুরুষ বেড়ার আড়ালে, ঝোপের নীচে যেখানে সেখানে যাইয়া আশ্রয় ল'ন!

একদিন অপরাহ্ণে বার্‌বারা শিক্ষয়িত্রী ও লুসীকে সঙ্গে করিয়া ওয়েষ্ট্-লীনে বাজার করিতে গিয়াছেন। লেভিসনের সম্মুখে পড়িবার ভয়ে প্রাণটা টিপ্ টিপ্ করিতে থাকিলেও ইশাবেল্ না যাইয়া পারিলেন না। পথে বার্‌বারার পিত্রালয়ের সম্মুখেই কর্ণির সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন "তোমার মা'র শরীর বড় ভাল নাই, বার্‌বারা। আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে কোঁ কোঁ করিয়া কাঁপিতেছেন। তা'র বিশ্বাস যে রিচার্ডের শীঘ্রই একটা অমঙ্গল হইবে।"

বার্‌বারা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন "আমি একবার মাকে দেখিয়া যাইব। ম্যাডাম্ ভাইন্‌কে সঙ্গে করিয়া আপনার ওখানে লইয়া যা'ন; আমি যাইবার সময় আপনার ওখান হইয়া যাইব।"

তখন ইশাবেল্ মিস্ কর্ণির সঙ্গেই চলিলেন, কিন্তু তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই একটা প্রবল বাতাস আসিয়া তাহার ঘোম্‌টা একেবারে উড়াইয়া লইবার উপক্রম করিল; তাড়াতাড়ি তাহা সাম্‌লাইয়া লইতে যাওয়ায় তাহার চশ্‌মা জোড়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল।

বিস্মিত কর্ণি বলিয়া উঠিলেন "ওকি! কেমন করিয়া ভাঙ্গিলে ?"

অবনত বদনে ইশাবেল্‌ নীরবে ভাঙ্গা চশ্‌মার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ঘোম্‌টা উড়িয়া যাইয়া বেড়ার উপর পড়িয়াছে; চশ্‌মা জোড়া ভাঙ্গিয়া অব্যবহার্য্য—এখন আপনার অনাবৃত মুখ কেমন করিয়া জগতের সমক্ষে বাহির করিবেন, তাহার সে-ই ভাবনা হইল। বিপদের উপর আবার বিপদ্‌!—মুখখানা তাহার তখন আবার আগের মত লাল, চক্ষু দুইটি আবার তেমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!—এই চক্ষুর ভাব দেখিয়া কর্ণি বিস্ময়বিমূঢ়ার মত নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। আপনা হইতেই যেন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "ওমা, কি ভয়ানক সাদৃশ্য!" শুনিয়া ইশাবেলের হৃদয়ের রক্ত জমাট্‌ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল।

আবার বিপদের উপর বিপদ্‌—কিন্তু এবার আরও সাংঘাতিক।—দুই পা যাইতে না যাইতেই ইশাবেল্‌ দেখিলেন—সম্মুখে স্যার ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন।

আবার চিনিয়া ফেলিবেনা ত?

অষ্টম অধ্যায়।

পানা পুকুরে জলকেলি।

হতবুদ্ধি ও অপ্রস্তুত ইশাবেল্ চশ্মার টুক্রাগুলি কুড়াইয়া লইতে-ছেন—এই এমন চেনা-চেনা মুখখানা দেখিয়া মিস্ কর্ণি হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে তাহার দুইজন বন্ধু ও জনকয়েক ইতর লোক। ভয়ে জড়সর হইয়া ইশাবেল্ যাইয়া কর্ণির পশ্চাদ্ভাগে লুকায়িত হইলেন। আর, ক্রোধে ও ঘৃণায় ভ্রূ কুঞ্চিত, ওষ্ঠ সংকুচিত করিয়া মিস্ কর্ণি লেভিসনের দিকে সঘৃণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভদ্রতার অনুরোধেই হউক, কি পরিহাস করিয়াই হউক, লেভিসন্ টুপি খুলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

পরিহাস মনে করিয়া মিস্ কর্ণি একেবারে অগুন হইলেন—গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কি আমাকে তুমি অপমান করিলে ?"

ধৃষ্ট লেভিসন্ উত্তর করিল "আপনার যেমন খুসী মনে করিতে পারেন।"

"কি, আমার সম্মুখে তুমি টুপী খুলিতে সাহস কর ? জান না কি তুমি যে আমি মিস্ কার্লাইল্ ?"

"একবার দেখিলে কি আপনাকে সহজে ভোলা যায় ?"

উত্তরটি যে বিদ্রূপের সঙ্গে করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকিল না। ইহার উপরে লেভিসনের স্বর এবং ভঙ্গিমাও বড়ই

ধৃষ্টতাব্যঞ্জক। ইশাবেল্‌ যথাসাধ্য মুখ লুকাইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর লোক চতুর্দ্দিকে জড় হইয়াছিল। তাহারা এই বাদানুবাদে বেশ একটু আমোদ উপলব্ধি করিতে লাগিল।

কর্ণি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কি, ধৃষ্ট, নির্ল্লজ্জ, পাষণ্ড, তুই কি মনে ভাবিয়াছিস্‌ যে আমাকে অপমানিত করিয়া ওয়েষ্টলীন্‌ হইতে নিরাপদেই ফিরিয়া যাইবি ?"

—এখনই কোন শাস্তি দেওয়া যাইবে, বক্তা বোধ হয় তাহা মনে করিয়া গালি দেন নাই। কিন্তু যে সকল ইতর লোক সেখানে দাঁড়ান ছিল, তাহারা কর্ণির এই ভয়-প্রদর্শন কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করিল না। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক কণ্ঠে হঠাৎ উচ্চারিত হইল "জলে ফেলিয়া একটা চুব্‌নি দিয়া তোলনা!" আর সকল কণ্ঠ সমস্বরে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। "দাও, দাও, বেশ ক'রে একটা চুব্‌নি দাও। ছুঁচো ব্যাটা, পাজী ব্যাটা, আমাদের কার্‌লাইলের সঙ্গে আড়াআড়ি করিতে আসিয়াছে! ইশাবেলকে নিয়া বোধ হয় তৃপ্তি হয় নাই, আবার কাহাকেও নিতে আসিয়াছে! ওয়েষ্ট-লীন এমন পাজী, এমন বদ্‌মায়েস প্রতিনিধি চাহে না। এসো এসো ব্যাটাকে একটা চুব্‌নি দিয়ে উপযুক্ত পুরস্কার দিই।"

—লেভিসনের মুখখানা শুকাইয়া একেবারে চুণ হইয়া গেল, শরীর ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এদিকে কথা শেষ হইতে না হইতেই সবল কর্ক্‌শ, সংকল্পে দৃঢ়ীকৃত, অন্ততঃ বিশ জোড়া হাত ত' তাহার গণ্ডে পৃষ্ঠে পতিত হইল। আর কিল, ঘুষি, লাথি চড় যে কত পড়িল, তাহার ত' সীমা সংখ্যাই নাই!

সকলে মিলিয়া তাহাকে একটা কণ্টকপরিপূর্ণ বেড়ার মধ্য দিয়া টানিয়া সমীপবর্ত্তী একটা পানাপুকুরে লইয়া চলিল। গোলমাল

করিলে তাহাদেরও এই দশা ঘটিবে, এইরূপ শাসনে লেভিসনের বন্ধুদ্বয় একেবারে চুপ করিয়া রহিল।

—তাহারা লেভিসন্‌কে একেবারে পুকুরের ধারে নিয়া হাজির করিল। সে কি পুকুর! কত কালের পানা পচা কালো জল এঁটেল কাদায় প্যাচ্ প্যাচ্ করিতেছে!—টানিয়া আনাতে তাহার পরিধেয় ছিঁড়িয়া শতছিদ্র হইয়াছে; চর্ম্ম ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে। কিন্তু এখনও কেহ তাহাকে ধাক্কা দিতেছে, কেহ অর্দ্ধচন্দ্র, কেহ কিল, কেহ ঘুষি, কেহ চড় মরিতেছে, আর সকলে সমস্বরে চিৎকার করিতেছে "ফ্যাল, ফ্যাল, ব্যাটাকে জলে ফ্যাল!"

লেভিসনের হাঁটুতে হাঁটু, দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে। সে কাতর স্বরে চিৎকার করিতেছে "দয়া, দয়া, একটু দয়া কর।—দোহাই ভগবানের!"

"ভগবানের দোহাই!—ওঃ ব্যাটাত খুব ভগবান চিনেছে!"

একটা তীব্র আর্ত্তনাদ, ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ—আর পরমুহূর্ত্তেই লেভিসন্ সেই পচাজলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে কত যে বেঙ, কত যে পোকা, কত যে ছাই মাটি যাইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই!—এদিকে যাহারা তাহার এই অবস্থা করিয়াছে, তাহারা আনন্দে করতালি দিয়া মহা কলরব করিতে লাগিল, পুকুরের চারিপারে ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। জীবনে এত মন খুলিয়া বুঝি তাহারা আর কখনো আমোদ করে নাই!

অজ্ঞান হইয়া পড়ায়—একেবারে মরিয়া যাইবার যখন আর বাকী নাই,—তখন তাহাকে তোলা হইল। তখন তাহার ঠিক ভিজে বিড়ালের মত শোচনীয় চেহারা হইয়াছে। মুখ শীর্ণ বিবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, জোঁক-পোক-কৃমি; আর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! এই

অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যে যাহার পথ দেখিল। ইশাবেলকে লইয়া মিস্ কর্ণিও সরিয়া পড়িলেন। তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময় ইশাবেল্‌ও সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিতেছিলেন। চাহিয়া দেখ, হতভাগিনি, তোমার এক দিনের মনোমোহন লেভিসনের কি চমৎকার চেহারা হইয়াছে!

মিস্ কর্ণি ইশাবেল্‌কে লইয়া নীরবে আপনার গৃহের দিকে চলিলেন। যতই ইশাবেলের চক্ষু দেখিতেছেন, ততই তাহার মনে হইতেছে "এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ত' আর কখনও দেখি নাই!"

পথিমধ্যে কোন চশমাবিক্রেতার দোকানে যাইয়া ইশাবেল্ আপনার চশ্‌মা জোড়া সারাইতে দিলেন; এবং যতদিন না সারান হয়, ততদিনের জন্য এক জোড়া অতি পুরাতন সবুজ রংএর চশ্‌মা কিনিয়া লইলেন।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি চশ্‌মা পরেন কেন?"

ইশাবেলের চক্ষুমুখ লাল হইয়া উঠিল; বাধ-বাধ স্বরে তিনি উত্তর করিলেন "আমার চক্ষু তেমন ভাল নয়।"

"কেন, খুব ত' ভাল মনে হয়। যাক্ রঙ্গিল চশ্‌মা পরিবার কারণ কি? সাদা চশ্‌মায় ত' সব কাজেই চলিতে পারে।"

"রঙ্গিল চশ্‌মাই আমি বরাবর চোখে দিয়া আসিতেছি, সাদা চশমার আমার অভ্যাস নাই।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ণি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার আসল নামটা কি?"

"জেন্।"

এমন সময় বাহিরে, রাস্তার উপর, দুইদিক হইতে দুইটি জন স্রোত আসিতেছে দেখিয়া, "এই যে! এই যে! এ আবার কি?"

বলিতে বলিতে মিস্ কর্ণি জানালার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন; ইশাবেল্ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। এক দলের অগ্রনী, মিঃ কার্লাইল্ ও লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ—দলে সকলেই ভদ্রলোক। অপর দলের অগ্রনী—লেভিসন্; পুকুর হইতে উঠিয়া সে বাসার দিকে চলিয়াছে। মরি, মরি! লোকটার কি চমৎকার অবস্থাই না হইয়াছে! তাহার চুল বহিয়া জল পড়িতেছে, পায়ে পা, দাঁতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছে, পরিধেয় ছিঁড়িয়া শত খান হইয়াছে, দুইজন লোক তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে! পশ্চাৎভাগে যত রাজ্যের ইতর লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাহাদের হাসি ঠাট্টা ভ্যাঙচানি, করতালিতে লেভিসনের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কার্লাইল্ একবার চাহিয়া দেখিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত সংকুচিত হইল, পর মুহূর্ত্তেই তিনি লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে টানিয়া লইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু লেভিসনের অবস্থা দেখিয়া তাহার দলের লোকদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না—তাহারা হৈ হৈ করিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। মর্ম্মে বৃশ্চিকদংশন অনুভব করিয়া লেভিসন্ ভাবিল "হায়! হায়! ওয়েষ্টলীনে আসিয়া আমি কি গাধার মতই না কাজ করিয়াছি!"

—ইশাবেলের বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হস্তপদ অলস অবশ হইয়া আসিতেছে। তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া কর্ণি কহিলেন "একবার আমার ভাই আর্কিবল্ডের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি।"

ইশাবেলের মুখ দিয়া থাকিয়া-থাকিয়া অস্ফুট স্বরে উত্তর হইল "দেখিয়াছি।"

"আর যমের অখাদ্য ওই পাষাণ্ড বর্ব্বরটার দিকেও একবার চাহিয়া দেখুন। একজন স্বর্গের দেবতা, অন্যজন নরকের কীট! দেখুন, একবার ভাল করিয়া দেখুন দেখি।"

রুদ্ধ শ্বাসে ইশাবেল্ কহিলেন "ঠিক বলিয়াছেন।"

"আর কিনা এই কীটের লোভে পড়িয়া এই দেবতার স্ত্রী ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল!—নিশ্চয়ই শেষে তাহাকে এই জন্য ভয়ানক অনুতাপ করিতে হইয়াছে—তীব্র জ্বালায় জ্বলিতে হইয়াছে। আপনার কি মনে হয়।"

ইশাবেল্ অস্ফুটস্বরে কি উত্তর করিলেন—কর্ণি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

—সে দিন অপরাহ্নে মিস্ কর্ণি ইষ্ট্লীনে আসিলেন। একটা নির্জ্জন কক্ষে যয়েশকে ডাকিয়া কহিলেন "আজ বেশ একটা রগড় হইয়া গিয়াছে, যয়েশ!"

"শুনিয়াছি। বেশ করিয়াছে—খুব করিয়াছে! একেবারে ডুবাইয়াই মারিল না কেন?—এখানে আসিবার সময় য়্যাফাই দেখিয়া আসিয়াছিল; তাহার মুখে সব শুনিয়াছি।—তাহার একেবারে হিষ্টেরিয়াই হইয়াছিল!"

"ও বাবা!—সে আবার কেন?" তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, যয়েশ, এই শিক্ষয়িত্রীকে দেখিয়া তোমার কা'র কথা মনে হয়?"

বিস্মিত হইয়া যয়েশ কহিল "কি বলিলেন?—শিক্ষয়িত্রীর কথা, ম্যাডাম্ ভাইনের কথা, বলিতেছেন?"

"নয় কি তোমার কথা না আমার কথা বলিতেছি?—আমরা কি শিক্ষয়িত্রী?"

তখন ধীর অনুচ্চ স্বরে যয়েশ কহিল "সময় সময় তাহার মুখে ও চাল চলনে আমাদের পূর্ব্বকর্ত্রীর আভাষ পাই। কিন্তু একথা আমি কাহাকেও বলি নাই।"

"চোখে চশ্মা ছাড়া কখনও দেখিয়াছ কি?"

"না, কখনও না।"

"আমি কিন্তু আজ দেখিয়াছি। সাদৃশ্যটা দেখিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি। ওঃ, কি অসাধারণ সাদৃশ্য!—মনে হয় যেন ইশাবেলের প্রেতাত্মা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে!"

সকাতরে অনুনয়ের স্বরে যয়েশ কহিল "আজ্ঞে, না, এসব বিষয় লইয়া পরিহাস করিবেন না।"

"পরিহাস? কখন তুমি আমাকে পরিহাস করিতে দেখিয়াছ?" কিন্তু আর কিছু বলিলেন না। কত ক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্যই কি উইলিয়ামের অবস্থা খারাপ হইয়াছে?"

"না, আমার তেমন মনে হয় না। খুব যে দুর্ব্বল এবং কাতর হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ রাত্রিতে যে হয়—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে আর সকলে যেমন খারাপ মনে করে, আমি তেমন করি না।"

"কিন্তু আজই ত' শিক্ষয়িত্রীর নিকট শুনিলাম যে, তাহার অবস্থা নাকি বড়ই খারাপ। সে ত' বলে যে এক রকম আশাই নাই বলিয়া মনে হয়।"

"হাঁ, তিনি এরূপই মনে করিয়া থাকেন বটে।—অন্য সকলের চাইতে তিনিই বড় বেশি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।" যয়েশের মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া কর্ণি এই শেষের কথাটিই ভাবিতে লাগিলেন।

ভোজনান্তে তিনি চুপি চুপি লর্ড মাউণ্টসেভার্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লেডি ইশাবেলের মৃত্যু সম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছিল কি? তিনি কি বাস্তবিকই মারা পড়িয়াছিলেন?"

কতক্ষণ পর্য্যন্ত লর্ড বাহাদুর তাহার দিকে হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন—এমন কিম্ভূত কিমাকার প্রশ্ন বোধ হয় এ জীবনে তিনি আর শুনেন

নাই। শেষে কহিলেন, "মারা গিয়াছিলেন! হাঁ, হাঁ, বাস্তবিকই মারা গিয়াছিলেন।"

তথাপি মিস্ কর্ণি এই একই প্রশ্ন নানা বারে নানা ভাবে করিলেন—তাহার মনের সন্দেহ কিছুতেই নিরাকৃত হইতেছে না।

শেষে লর্ড কহিলেন "কেন এরূপ প্রশ্ন করিতেছেন?"

"আজ—এই আজই—আমার মনে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে?"

"না, এরূপ সন্দেহের কোনই কারণ নাই। বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই সে আমার নিকট পত্র লিখিত—আমি তাহাকে বৎসর বৎসর যে টাকা দিব বলিয়াছিলাম, সে টাকা চাহিয়া লইত। কিন্তু ইহার কিছুই সে করে নাই। হতভাগিনী মরিয়া যে সকল জ্বালার হাত এড়াইয়াছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।"

বেশ প্রামাণিক যুক্তি।—কর্ণিও বিশ্বাস করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে লর্ড ভেন্, উইলিয়াম ও লুসী মাঠে দৌড়াদৌড়ি খেলিতে গেল।—উইলিয়ামের খেলা ত' নামে মাত্র। বালক আর্কিবল্ডও যাইতেছিল, লেডি ইশাবেল্ তাহাকে বুকে চাপিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এমন সময় তাহার সেই মোহন হাসি হাসিতে হাসিতে মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "না বলিয়া আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মাফ্ করিবেন ম্যাডাম ভাইন্।"

বালক ইশাবেলের কোল হইতে পড়িয়া গেল; তাহার গণ্ডদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, বুক্ ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।—তিনি নিতান্ত বিব্রত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বুঝিতে পারিয়া কার্‌লাইল্ কহিলেন "বসুন, বসুন। উইলিয়মের অবস্থা এখন কেমন মনে হয়?"

বক্ষস্পন্দন প্রশমিত করিবার জন্য ইশাবেল্ দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। আবার, কার্‌লাইলের সঙ্গে নির্জ্জনে একেলা সাক্ষাৎ! কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য প্রশমিত করিয়া তিনি অনুচ্চ অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "আগেরই মত।" তার পরে, সাহস বাড়িলে কতকটা নিঃসঙ্কোচে বলিলেন "আমার যেন মনে হয় সে দিন রাত্রে আপনি বলিয়াছিলেন যে আরও ডাক্তার দেখাইবেন?"

"হুঁ। লীনবরো লইয়া যাইব, ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সময়ই পাইতেছি না, কত দিনে যে পাইব, তাহাও বুঝিতেছি না।"

নিতান্ত ব্যগ্র স্বরে লেডি কহিলেন "আমিও ত' লইয়া যাইতে পারি। বাস্তবিকই আর সময় ক্ষেপ করা উচিত নয়।" তারপর তাড়াতাড়ি কহিলেন "আপনার ইহাতে কোন আপত্তি আছে কি? নির্ভয়ে তাহাকে আমার সঙ্গে পাঠাইতে পারেন।"

হাসিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "নিশ্চয়ই। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, আমার তবে কোনই আপত্তি নাই।"

অসুবিধা মনে না করেন!—মুমূর্ষু সন্তানের চিকিৎসার জন্য কোন্ জননী কষ্টকে কষ্ট মনে করিয়া থাকেন?—কিন্তু কার্‌লাইল্ ত' আর এতটা জানেন না।

নিতান্ত অসহিষ্ণু ভাবে ইশাবেল্ কহিলেন "তবে আজই আমরা চলিয়া যাই?"

"সে কথা এখন বলিতে পারি না। বার্‌বারার যদি গাড়ীর কোন আবশ্যক না থাকে, তবে যাইতে পারিবেন।" বলিয়া কার্‌লাইল্ বাহির হইয়া আসিলেন।

ইশাবেলের হৃদয় গর্জ্জিয়া উঠিল।—কি, আপনার সন্তানের প্রাণের অপেক্ষা বার্‌বারার "সখের" ও বেশি কদর হইল?—কিন্তু পর মুহূর্ত্তে

সকল কথা মনে করিয়া তিনি মনের আগুন মনেই নির্ব্বাপিত করিলেন। ইচ্ছা করিয়াই ত' তিনি এ কঠোর বজ্র বুক পাতিয়া লইয়াছেন। তবে এখন অসহ্য হইলে চলিবে কেন ?

—একটু পরেই কার্‌লাইল্‌ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "হাঁ, আপনারা আজই যাইতে পারেন।" তার পর টাকার থলিয়াটি বাহির করিতে করিতে বলিলেন "ডাক্তারকে ষোল টাকা দিতে হইবে—

ত্রস্ত বাধা দিয়া ইশাবেল্‌ কহিয়া উঠিলেন "সে আর বেশি কি ? আমি নিজেই এই টাকাটা দিব।"

অবাক্‌ হইয়া কার্‌লাইল্‌ শিক্ষয়িত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন— কিন্তু মুখে কিছুই না বলিয়া টাকা ষোলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। কি বলিয়াছেন মনে করিয়া ইশাবেল্‌ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন। আজ ত' তিনি বেতনভোগিনী শিক্ষয়িত্রী মাত্র—তবে কেমন করিয়া এতটা আত্মবিস্মৃত হইলেন ?

—এদিকে টাকাটা দেখিয়া হতভাগিনীর প্রাণে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূঁচিবিদ্ধ হইল! সে আজ কত বৎসরের কথা, যখন একদিন লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তাহাকে কয়েকটা টাকা দিয়াছিলেন, এবং তাহার একটু পরেই আর একজন একখানা হাজার টাকার নোট তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন! মুখ ফুটিয়া না বলিলেও লোকটি তখন তাহাকে সমস্ত খানি প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন। আর এখন!—মৃত্যু যন্ত্রণায় হতভাগিনীর হৃদ্‌পিণ্ড ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

—তার পর কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "ডাক্তার মার্টিন্‌কে একবার মনে করাইও দিতে পারেন যে, ইহার শরীরটি ঠিক ইহার মায়েরই অনুরূপ।" বলিবার সময় তাহার মুখখানা ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল; ইশাবেল্‌ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

কার্‌লাইল্ চলিয়া গেলে অভাগিনী দ্বিতলে যাইয়া আপনার কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। "হায়, কেন ইহাকে আগে এমন করিয়া ভাল বাসিতে পারি নাই!—যখন পাইয়াছিলাম, তখন চাই নাই; আর চিরজীবনের মত হারাইয়া আজ কিনা প্রাণে এত আগ্রহ, এত আকাঙ্ক্ষা, এত জ্বালা! একদিন আমি তা'র নয়নের মণি, হৃদয়ের রাণী ছিলাম। আর আজ পায়ের ধূলিকণার অপেক্ষাও হীন, উপেক্ষিত! উঃ, উঃ উঃ!"

শান্ত হও, ইশাবেল্। এমন করিয়া কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?

নবম অধ্যায়।

ওয়েষ্ট্‌লীনে রুশিয় ভল্লুক।

—০ঃ০ঃ০—

ভোট-সংগ্রহের জন্য একদিন অপরাহ্ণে লেভিসন্ এক প্রকাশ্য জায়গায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। চতুর্দ্দিক লোকে লোকারণ্য—অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছে; অধিকাংশই তাহাকে পরিহাস বিদ্রূপ করিতেছে।

এমন সময় ধীর মন্থর গতিতে একখানা উন্মুক্ত গাড়ী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। গাড়িতে কার্‌লাইল্-পত্নী বার্‌বারা। কর্ণেলিয়াকে অভিবাদন করিবার ফলে পানাপুকুরে তাহার যে চুব্‌নি লাভ হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া লেভিসন্ এবার আর বার্‌বারাকে অভিবাদন করিতে সাহস করিল না।

হঠাৎ বার্‌বারা তাহার দিকে চক্ষু ফিরাইলেন, আর ঠিক সেই সময়ে লেভিসন্ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া কপালের উপর হইতে চুল গুলি সরাইয়া দিল। হাতখানা সাদা ধব্‌ধবে, আর স্ত্রীলোকের হাতের মত কোমল ও ভঙ্গুর বলিয়া বোধ হইল। সূর্য্যকিরণে তাহার হীরকাঙ্গুরিয়টি জল্ জল্ করিয়া উঠিল। বার্‌বারার আরক্তিম গণ্ডদ্বয় অধিকতর লাল হইয়া উঠিল—কি যেন যন্ত্রণার কথা মনে হইয়া তাহার ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল।

"রিচার্ড ত' ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। ইষ্টলীনেও ত' ইহাকে এ রকম করিতে অনেক সময়ই দেখিয়াছি! আমার মন বলিয়া দিতেছে

এ লোকই সেই থর্ণ। রিচার্ড যে বলিয়াছিল যে সে ফ্রান্সিস্ লেভিসনকে চেনে, সে টা নিশ্চয়ই তা'র ভুল।"

এদিকে মিঃ ডিল্‌ও সে দিন লেভিসনের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। জন-সংঘের মধ্যে তাহার জেম্‌স্ বলিয়া একজন পূর্ব্বপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা একথা সে কথা, নানা কথা, বলাবলি করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ রাস্তার দিকে তাহাদের চক্ষু পড়িল। উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন—ও বাবা! একটা রুশীয় ভল্লুক তাহাদের দিকে আসিতেছে না!

মহা আতঙ্কে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া জেম্‌স্ শেষে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "দোহাই ধর্ম্ম! এযে বীথেল্ গো!"

—বাস্তবিকই এই 'রুশীয় ভল্লুক' অট্ওয়ে বীথেল্ ব্যতীত অন্য কেহ নহে। একটা কিম্ভূত কিমাকার পোষাক পরিয়া মাথায় একটা লোমশ টুপি দিয়া এইমাত্র সে নানা দেশ ঘুরিয়া ওয়েষ্টলীনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বীথেল নিকটে আসিলে, কতকটা পিছাইয়া যাইয়া—যেন কামড়াইবে বলিয়া তখনও সন্দেহ আছে—ডিল্ কহিলেন "তোমার নাম কি?"

"একদিন তঃ বীথেল্ ছিল। কি জেম্‌স্ তুমি, দেখিতেছি, এখনও বাঁচিয়াই রহিয়াছ!—এ সব হৈ চৈ কিসের?"

"আমাদের সভ্য হইবার জন্য লেভিসন্ বক্তৃতা করিতেছে।"

বীথেল্ কহিল "আচ্ছা, চল একবার লোকটাকে দেখা যা'ক্। নাম শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও দেখি নাই।"

কষ্টে রাস্তা করিয়া তাহারা আসিয়া লেভিসনের অতি নিকটে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বীথেল্ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "ও ক!—সে আবার এখানে আসিয়াছে কেন! করিতেছে কি!"

"কে ?"

অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বীথেল্‌ কহিল "ওই যাহার হাতে সাদা রুমাল।"

"ওইত' স্যার ফ্রান্সিস্‌।"

"বলেন কি !—এই স্যার ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ ?"

ঠিক এই সময়ে বীথেলের ও লেভিসনের চারি চক্ষুর মিলন হইল। বীথেল টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিল। লেভিসন্‌ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চোখে চশ্‌মা আঁটিয়া কঠোর, উদ্ধত দৃষ্টিতে অভিবাদকের দিকে তাকাইল—সে দৃষ্টির অর্থ যেন 'তুই কেরে ব্যাটা আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা করিতে আসিয়াছিস্‌ ?'—কিন্তু তাহার ওষ্ঠ ও গণ্ডদ্বয় একেবারে ভস্মবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িল।

ডিল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "লেভিসনের সঙ্গে জানাশুনা আছে নাকি বীথেল ?"

"একটু—কোন সময়ে ছিল।"

হাসিয়া জেম্‌স্‌ কহিল "এই যখন সে লেভিসন্‌ ছিল না, কি বল হে বীথেল ?"

তাহার দিকে ভৎ'সনাসূচক চক্ষুতে চাহিয়া বীথেল কহিল "কি বল ? —যা'র যা'র নিজের কাজ করিয়া যাও।" বলিয়াই সে অন্তর্দ্ধ্যান হইল।

ডিল জেমস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে, ব্যাপার খানা কি ?"

হাসিয়া জেম্‌স্‌ উত্তর করিল "না, এমন কিছু নয়। কেবল এই ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ তখন এত বড়টা ছিল না।"

"বটে !"

"আমার নিজের কথা নয় বলিয়া এত দিন এ বিষয়ে কোনই উচ্চবাচ্য করি নাই ! কিন্তু তোমায় বলিতে বাধা নাই। বিশ্বাস করিবে কি, এই

মস্তবড় লোকটা— পার্লামেণ্টের ভাবী সভ্য মহোদয়— একদিন অন্য নামে য্যাফাই হ্যালিজনের পিছনে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত ?”

রিচর্ডহেয়ার্ ও থর্ণ সংক্রান্ত ব্যাপারটা ধা করিয়া ডিলের মনে পড়িয়া গেল। ব্যগ্রভাবে বক্তার কাঁধের উপর হাত দিয়া তিনি কহিলেন, “তখন ইহার কি নাম ছিল, জেম্স্ ?”

“থর্ণ। ঠিক এখন যেমন, তখনও তেমন বিলাসীই ছিল।”

“তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?”

“অন্ততঃ দশ বার ত' তাহাকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। তখন আমি নিজেও য্যাফাইর জন্য পাগল হইয়া ছিলাম—মধ্যে মধ্যেই সন্ধ্যা বেলায় সেখানে যাইতাম।”

“এ যে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্, তখন তুমি জানিতে ?”

“না, বলিয়াছিই ত' সে তখন থর্ণ বলিয়া পরিচয় দিত। এবার ইহাকে দেখিয়া প্রথমটায় আমি একেবারে অবাকই হইয়া গিয়াছিলাম— ভাবিলাম, “তবে থর্ণ মরিয়া বুঝি লেভিসন্ হইয়াছে !”

“অট্ওয়ে বীথেলের সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া জানাশুনা হইল ?”

“না—তেমন বিশেষ কিছু আমি জানি না।”

“থর্ণ—অর্থাৎ লেভিসন্ ত' বীথেলের এই চেনাতে বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না !”

কেন-ই বা হইত ?—যৌবনের কত কি থাকে ; বড় হইয়া সে কথা কি আর কেহ মনে করিতে চায় ? বিশেষতঃ, এখন যে স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্, সে যে একটা থর্ণ সাজিয়া য্যাফাইর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত, এ কথাটা রাষ্ট্র হইলে কি আর তা'র মুখ দেখাইবার জায়গা থাকিবে ?”

“নিজের নাম গোপন করিয়া কেন থর্ণ বলিয়া পরিচয় দিত ?”

“জানি না—বলিতে পারি না।”

মিঃ ডিল্ আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সংবাদটি দিবার জন্য কার্লাইলের নিকট দৌড়াইলেন। তাহাকে দেখিয়া কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি, দৌড়াইয়া যে একেবারে দম্ বন্ধ হইয়াছে!"

"হইবে না কেন! এতদিন পরে থর্ণের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বাহির করিয়াছি। সে কে, বল দেখি?"

কলম রাখিয়া মিঃ কার্লাইল্ অবাক্ হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন।

ডিল্ কহিলেন "লেভিসন্ই থর্ণ।"

কার্লাইল্ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—বলিলেন 'কি বল!"

"যে লেভিসন্ আজ তোমার প্রতিযোগীতা করিতেছে, সে-ই হ্যাফাইর থর্ণ।"

কার্লাইল্ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—বলিলেন "অসম্ভব!—কোথায় শুনিলে?"

তখন যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, ডিল্ সে সকলই বিবৃত করিলেন; বীথেল্কে দেখিয়া লেভিসনের যে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, তাহাও বলিলেন।

মন্তব্যের ভাবে কার্লাইল্ কহিলেন "কিন্তু কৈ, বীথেলকে ত' আমি কতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে ত' বরাবরই বলিয়া আসিয়াছে যে, সে থর্ণকে চেনেনা, কি থর্ণ বলিয়া যে কোন লোক আছে, এ কথাও কখনও শোনে নাই?"

"নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল।—আজ ত' উভয়ই উভয়কে চিনিয়াছে।"

"আচ্ছা, বীথেল্ কি ইহাকে লেভিসন্ বলিয়া চিনিয়াছে, না থর্ণ বলিয়া চিনিয়াছে?"

"নিশ্চয়ই থর্ণ বলিয়া চিনিয়াছে। যদিও মুখে কিছু বলে নাই, তথাপি বেশ বুঝা গেল যে লেভিসন্ নামটা শুনিয়া সে বড়ই

আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে মিলিয়া যে কোন একটা বিষয় গোপন রাখিতেছে, সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নাই, আর্কিবল্ড।"

অনুচ্চ স্বরে যেন আপনা-আপনি, কার্‌লাইল্ কহিলেন "মিসেস্ হেয়ারের ত' বিশ্বাস যে খুনে বীথেলেরও হাত ছিল।"

"ইহাও ঠিক যে, খুনটাই যদি তাহারা গোপন রাখিতেছে, তবে তাহাতে বীথেল্‌ও সংশ্লিষ্ট ছিল। দেখ, আর্কিবল্ড, রিচার্ডের দোষ যদি কখনও ক্ষালন করিতে হয়, তবে এই-ই সময়।"

"তা ঠিক, কিন্তু কেমন করিয়া কি করা যাইবে?"

ইতিমধ্যে বার্‌বারাও যাইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কার্‌লাইলের মত তাহার মস্তিষ্কেরও আজ বিশ্রাম নাই। তাহার চাপা ওষ্ঠাধর ও অন্যমনস্ক ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন একটা গুরুতর কল্পনা তিনি মনে মনে আঁটিতেছেন। গাড়ী হইতে নামিলেই ম্যাডাম্ ভাইন্ ও উইলিয়ামের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। শিক্ষয়িত্রী কহিলেন "ডাঃ মার্টিনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম।"

"আর মা, সে বলে কি যে—"

"উইলিয়াম, এখন আমি কোন কথা শুনিতে পারিব না—পরে আসিয়া শুনিব," বলিয়া তিনি সীঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। ভৎ'সনার চক্ষুতে চাহিয়া 'শুনিবে কেন? ইহার ত' আর সন্তান নহে' ভাবিতে ভাবিতে, ম্যাডাম্ ভাইন্‌ও তাহার অনুগমন করিলেন।

ছাতাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, 'তাহাকে এখনই বাড়ীতে আনিতে হইবে' বলিতে বলিতে বার্‌বারা কালি-কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। যেমন বসা, অমনি উঠা—লিখিলেন

"প্রিয় স্মিথ্—তোমার এখানে আসা বিশেষ আবশ্যক। শনিবারের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। সে দিন সন্ধ্যাবেলায় এই বাগানে আসিয়া থাকিও।"

—লিখিয়া নিজেই ডাকে দিয়া আসিলেন। রিচার্ড তাহার নিকট পত্র লিখিবার এই ঠিকানাই দিয়াছিল। তৎপরে তিনি উইলিয়ামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার কি বলিয়াছে?"

"আমার বুক্ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন 'কোন ভয় নাই। পোর্ট, কড্‌লিভার অয়েল খাইও। আগামী বুধবার তিনি ওয়েষ্টলীনে আসিবেন, তখন আবার আমাকে দেখিবেন।'"

"তাহার সঙ্গে কোথায় দেখা হইবে?"

"বাবার আফিসে, কি পিশিমার বাড়ীতে।—ম্যাডাম্ বাবার আফিসের কথাই বলিয়া আসিয়াছেন। দেখ মা—"

"কি?"

"আসিয়া অবধি ম্যাডাম্ ভাইন্ কেবল কাঁদিয়াই কাটাইতেছেন। কেন?"

"জানি না ত'। কাঁদিতেছে?"

"হাঁ। কিন্তু চশ্‌মার নীচে হাত দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলেন, আর ভাবেন যে আমি দেখিতে পাই না! আমার যে খুব অসুখ করিয়াছে, তা' আমি জানি, কিন্তু তা'র জন্য তিনি এত কাঁদেন কেন!"

"পাগল কোথাকার! কে বলেছে তোমার খুব অসুখ?"

"কেহই না—আমার নিজেরই মনে হয়। যয়েশ কি লুসী আমাকে ছেলেবেলা থেকে জানে, তা'রা বরং কাঁদিতে পারে, কিন্তু ম্যাডাম্ ভাইন্ কাঁদেন কেন?"

"তুমি যত না-ই কথা ভাব! তোমার অসুখ বলিয়াই যে তিনি কাঁদেন, সে কথা তোমায় কে বলিল?"

—অপরাহ্নে কার্‌লাইল্ প্রভৃতি বাড়ী আসিলেন। হুজুগে মাতিয়া যাহারা কাজ করে, তাহাদের স্বভাব, হুজুগ পড়িয়া গেলেই ভাবিতে

বসেন 'কাজটা ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম?' রিচার্ডকে আসিতে লিখিয়া বার্‌বারাও সেই ভাবনা হইয়াছে। তাই চিরন্তন আশ্রয়স্থল স্বামীর নিকট যাইয়া বলিলেন "আর্কিবল্ড, আমি বুঝি আহাম্মকের মত কাজ করিয়াছি।"

হাসিয়া স্বামী কহিলেন "সময় সময় আমরা সকলেই সে রকম করিয়া থাকি!—যা'ক্, কি করিয়াছ?"

তখন যুবতী স্বামীর কাঁধে মাথা লুকাইয়া সসঙ্কোচে বলিলেন "অনেক দিন হইতেই কথাটা আমার মনে মনে আছে।—কিন্তু সাহস করিয়া তোমাকে বলিতে পারি নাই।"

"অনেক দিন যাবৎ!"

"সেই আজ কতবৎসর আগে, একদিন রাত্রে যে রিচার্ড ছদ্মবেশে কুঞ্জে আসিয়াছিল, সে কথা তোমার মনে আছে কি?"

"কোন্ রাত্রে?—সে ত' একাধিকবার আসিয়াছিল।"

তখন সোহাগে স্বামীর হাতে হাত দিয়া বার্‌বারা বলিয়া ফেলিলেন "যে রাত্রে ইশাবেল্ পলাইয়া যান্, সে রাত্রে রিচার্ড ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল যে সে থর্ণকে দেখিয়াছে। তোমার মনে পড়ে কি?"

"হুঁ।"

"সে থর্ণের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, তাহাতে তখন হইতেই আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছিল যে, লেভিসনই কাপ্তান্ থর্ণ।"

কত ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কার্‌লাইল্ কহিলেন "একথা আমায় আগে বল নাই কেন?"

"তোমার কাছে এ লোকটার নাম করিতে—বিশেষতঃ সে সময়ে—আমার সাহসে কুলায় নাই। তার পরে আর একবার যখন রিচার্ড আসে, তখন তাহার কথায় আমার মনে লেভিসনই থর্ণ কিনা এ

বিষয়ে একটু সন্দেহই হয়। কিন্তু আজ লেভিসন্‌কে দেখিয়া আমি ঠিকই বুঝিয়াছি যে, রিচার্ডেরই ভুল হইয়াছিল—লেভিসন্‌ই থর্ণ।”

“তা, আমি জানি।”

বিস্ময়ে পশ্চাতে সরিয়া বার্‌বারা অবাক্‌ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মুগ্ধ মহিমায় তাহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল “বল কি আর্কিবল্ড, তখনও তুমি জানিতে ?”

“না, এই আজ সন্ধ্যায় মাত্র জানিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে কখনও আমার মনে এরূপ সন্দেহই হয় নাই।”

“কি আশ্চর্য্য! তোমার মনে হয় নাই ?”

“আমিও ত’ এখন তাই ভাবি।” তার পরে আজ যেমন করিয়া জানিয়াছেন, তাহা পত্নীকে খুলিয়া বলিলেন। আরও বলিলেন “এখন আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে, বার্‌বারা, যে লেভিসনই হ্যালি-জন্‌কে খুন করিয়াছিল। বীথেলের যে এ ব্যাপারে কতটা হাত ছিল, তাহা জানিতেই আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।”

আনন্দে বার্‌বারা করতালি দিয়া বলিলেন “কি আশ্চর্য্য! এই কালই না মা বলিতে ছিলেন যে অতি শীঘ্রই খুন সম্বন্ধে নূতন কিছু জানা যাইবে! রিচার্ড, বীথেল এবং অন্য ‌কে একজনকে জড়াইয়া তিনি আবার ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন!—স্বপ্নে তার কি অদ্ভুত বিশ্বাস!—ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।”

“যে রকম তোমার আগ্রহ দেখা যায়, তাহাতে তোমার যে নাই তাহাও ত’ মনে হয় না!”

“না, না, স্বপ্নে আমার মোটেই বিশ্বাস নাই—তা’ ত’ তুমি জান। কিন্তু ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, যখনই নূতন একটা

কিছু ঘটিবে তার আগেই মা স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন! বীথেল্ কি থর্ণকে চেনে না বলিয়া তোমার নিকট বলিয়াছিল?"

"হাঁ।"

"আর এখন ত' দেখা যাইতেছে যে সে চেনে। মাও স্বপ্নে তাঁকেই বেশি দেখিয়া থাকেন।—কিন্তু আর্কিবল্ড, তোমাকে ত' একটা কথা বলিই নাই—রিচার্ডকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছি।"

"পাঠাইয়াছ?"

"হাঁ। লেভিসন্ই যে থর্ণ, এই প্রত্যয় হওয়া মাত্রই আমি তাহাকে লিখিয়াছি।" তার পর সজল নেত্রে কহিলেন "আর্কিবল্ড কেমন করিয়া রিচার্ডকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করা যাইবে?"

"আমি ত' লেভিসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবনা!"

"পারিবেনা? রিচার্ডের জন্য ও নয়?" সরল অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া কারলাইল্ কহিলেন "বল না প্রিয়তমে, কেমন করিয়া পারি।"

বার্বারা কোন উত্তর করিলেন না—ছল-ছল নেত্রে মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার চিবুক ধরিয়া স্বামী কহিলেন "অভিমানিনি, তুমি সব দিক ভাবিয়া দেখ নাই। আমি একাজে প্রকাশ্য ভাবে গেলে, লোকে মনে করিবে, আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া গিয়াছি।"

মৃদু স্বরে বার্বারা কহিলেন "ক্ষমা কর, আর্কিবল্ড। আমি রাগ করি নাই। সকল বিষয়ই তুমি ঠিক বুঝিয়া থাক। কিন্তু এখন তবে কি করা যাইবে?"

অন্যমনস্ক ভাবে কারলাইল্ কহিলেন "বিষয়টা বড় জটিল ও গুরুতর। রিচার্ড আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে।"

দশম অধ্যায়।

—:○:—

উইলিয়াম মরণের পথে।

এপ্রিল মাসের সন্ধ্যা। নৈশ অন্ধকার ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে। ইশাবেলের ঘরে ইশাবেল্ বসিয়া রহিয়াছেন। পার্শ্বেই একটি সোফার উপর উইলিয়াম শায়িত—নির্নিমেষ নেত্রে ইশাবেল্ তাহারই দিকে চাহিয়া আছেন। অনবরত চক্ষুর জলে ভিজিয়া যাইতেছে বলিয়া এখন তাহার চশ্‌মা নাই—বিশেষতঃ ছেলেপেলেদের নিকট ধরা পড়িবার ভয়ও নাই। শ্রান্তক্লান্ত ভাবে উইলিয়াম্ চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—কতক্ষণ পরে হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিল "আমার মরিবার আর দেরী কত?"

এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া ইশাবেলের মাথা ঘুরিতে লাগিল। "ওকি উইলিয়াম্, তুমি ও কি বলিতেছ? তোমায় মরিবার কথা কে বলিয়াছে?"

"আমি কি আর কিছু বুঝিনা! আমাকে লইয়া সকলেই যেমন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি। সে দিন রাত্রে হ্যানা কি বলিয়াছিল, শুনিয়াছিলে ত'?"

"কখন? কি বলিয়াছিল?"

"ওই যখন সে চা লইয়া আসে। আমাকে কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল যে আমি বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তুমি তাহাকে হুঁসিয়ার করিয়া দিলে।"

কথাটা শুনিয়া থাকিলে বালকের মনে মৃত্যুর আসন্নতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই একটা ধারণা জন্মিয়াছে; এই ধারণা দূর করা আবশ্যক। কিন্তু কেমন

করিয়া ইহা সাধন করা যাইতে পারে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া জননী কহিলেন "আমার ত' কিছু মনে নাই! আর হ্যানার কথা কে-ই বা কাণে তোলে?"

"সে বলিয়াছিল যে আমি শীঘ্রই মারা পড়িব।"

"বটে!—আঃ, তা'র কথা আবার একটা কথার মধ্যে! সে বোঝেই বা কি?—দেখিও, এই গরম হাওয়া আবার বহিতে আরম্ভ করিলেই তুমি সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

তখন বালক ভৎর্সনার চক্ষুতে চাহিয়া কহিল "ম্যাডাম্ ভাইন্, আমাকে ভুলাইয়া কি হইবে? তোমরা যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ, তা কি আমি বুঝিতে পারি না? আমি ত' আর এখন কঁচি খোকা নই—আর্কিকে ফাঁকি দিতে পার; আমাকে ভুলাইতে যাওয়া বৃথা। এখন বল, আমার কি অসুখ হইয়াছে।"

"বিশেষ কিছুই নয়—মাত্র তুমি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ। গায় জোর হইলেই তুমি আবার আগের মত সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

উইলিয়াম মাথা নাড়িল্। বয়সের হিসাবে সে বড়ই তীক্ষ্ণদর্শী, বড়ই চালাক—'হাঁ করিলে পেটের নাড়ী গুণিতে পারে'। সে বেশ জানে যে, যমের বাড়ীর রাস্তায়ই সে দাঁড়াইয়াছে।

—বলিল 'আচ্ছা, আমার যদি কিছুই না হইয়া থাকে, তবে ডাক্তার আমার সাম্‌নে তোমাকে কিছু বলিল না কেন?—আমাকে অন্য ঘরে পাঠাইয়া তবে বলিল কেন?—তোমার চাইতে আমি কম বুঝি না, ম্যাডাম্ ভাইন্!"

"হাঁ, তোমার খুব বুদ্ধি আছে, সে কথা ঠিক—কিন্তু সকল সময় ঠিক বুঝিতে পার না।"—কথা কয়টি ইশাবেলের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইল।

"দেখ, ভগবান্‌ যদি ভাল বাসেন, তবে মরিতে আবার ভয় কি? লর্ড ভেন্‌ও একথা বলেন—তা'রও একটি ছোট ভাই মারা গিয়াছে।"

ইশাবেল্‌ উত্তর করিলেন—"একটা রোগাটে ছেলে, মা'র পেট থেকে পড়া অবধিই তা'র অসুখ ছিল—সে ত' মারা যাইবেই।"

"তবে তুমি তা'কে দেখিয়াছিলে?" বলিয়া বালক শিক্ষয়িত্রীর মুখের দিকে চাহিল।

ইশাবেল্‌ মিথ্যা বলিলেন "না—না, দেখি নাই, শুনিয়াছি।"

"আচ্ছা, তুমি কি ঠিকই বুঝিয়াছ না যে আমি মারা পড়িব?"

"না।"

"তবে ডাক্তার চলিয়া যাওয়া অবধি তুমি কেবল কাঁদিতেছ কেন? আর আমার জন্যই বা তুমি কাঁদ কেন—আমিত' আর তোমার ছেলে নই?"

কথা শুনিয়া ইশাবেল্‌ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সোফার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উইলিয়াম্‌ কহিল "এই যে! আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলে!"

"হায়, উইলিয়াম্‌ একদিন তোমার মত আমার—আমারও একটি ছেলে ছিল। তোমাকে দেখিলেই আমার তার কথা মনে পড়ে, তাই আমি কাঁদি।"—ইশাবেল্‌ আনত হইয়া বালকের হাত আপনার হাতে তুলিয়া বলিতে লাগিল "দেখ বাবা, ভগবান্‌ যাহাদিগকে বেশি ভাল বাসেন, তাহাদিগকেই আগে আপনার নিকট লইয়া যান্‌। মৃত্যু যদি হয়ই, তুমি তবে সংসারের সকল জ্বালাযন্ত্রণার হাত এড়াইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইবে। ছেলেবেলায় মরিতে পারিলে, আমরা অনেকেই রক্ষা পাইতাম?"

"তুমি সুখী হইতে ?"

অনুচ্চ মৃদু স্বরে ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "হাঁ। আমার দুঃখের বোঝা বড় বেশি হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে মধ্যেই আমার মনে হয় যে, আর বুঝি বহন করিতে পারিব না !"

"এখন আর তবে তোমার কোন দুঃখ নাই ?"

"সর্ব্বদাই আছে—মরণ পর্য্যন্ত থাকিবে। উইলিয়াম্ ছেলেবেলায় যদি মরিতাম, তবে রক্ষা পাইতাম। দুঃখ, সংসারে কেবলই দুঃখ।"

"কি রকমের দুঃখ ?"

যন্ত্রণাসূচক স্বরে ইশাবেল্ বলিতে লাগিলেন "ব্যথাবেদনা, রোগ শোক, পাপ তাপ, ভাবনা চিন্তা,—আর ও কত কি ! আচ্ছা, উইলিয়াম্, তুমি যখন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়, তখন চুপ্ চাপ পড়িয়া একটু ঘুমাইতে পারিলে ভাল লাগে নাকি ?"

"হাঁ, খুবই লাগে।"

"সেই রকম যা'রা আমরা সংসারে একেবারে তিতিবিরক্ত হইয়া পড়ি, তা'রা মৃত্যুর জন্য লালায়িত হইয়া থাকি, এমন কি, ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করিয়া থাকি। আমাদের কত যে আকাঙ্ক্ষা হয় তা' তুমি এখন বুঝিতে পারিবে না।"

উইলিয়াম্ কহিল "আচ্ছা, ম্যাডাম্ ভাইন্, এমন সুন্দর পৃথিবী, এমন সূর্য্যের কিরণ, এমন সূর্য্যের কিরণে এমন সুন্দর প্রজাপতি সব বেড়ায়, ইহা দেখিয়া কে বলিবে যে এ সংসারে কেবলই দুঃখ ?"

"শোক তাপ না থাকিলে পৃথিবী সুন্দরই মনে হইতে পারে। কিন্তু যতই সুন্দর হউক না কেন, স্বর্গের তুলনায় ইহা কি ? সেখানে গোলাপে কাঁটা নাই —"

বাধা দিয়া উইলিয়াম্‌ উঠিয়া বসিতে বসিতে কহিল "হাঁ, হাঁ, আমি সে ফুল দেখিয়াছি। আহা কি সুন্দর! কেমন উজ্জ্বল রং!"

"দেখিয়াছ! কোথায় দেখিলে! স্বর্গে গেলেত' দেখা যায়।"

"ছবিতে দেখিয়াছি। একবার লীনবড়ো বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিয়াছিলাম।"

"কাহার সঙ্গে গিয়াছিলে?"

"বাবার সঙ্গে। তিনি লুসীকে ও আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গে মিসেস্‌ হেয়ার আর বার্‌বারাও—তখন ইনি আমাদের মা হ'ন নাই—গিয়াছিলেন। লুসী বাবাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

"কি কথা?"

"ছবিতে অনেক মানুষ আঁকা ছিল। জিজ্ঞাসা করিল আমাদের মাও—যে মা ছিল, এ মা নয়—সেখানে আছে নাকি।"

হাতে মুখ ঢাকিয়া ইশাবেল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাবা কি উত্তর করিলেন?"

"কোনই উত্তর করিলেন না—তখন তিনি বার্‌বারার্‌ সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন। লুসী কাজটা ভারি অন্যায় করিয়াছিল। উইল্‌সন্‌ কতবার বলিয়া দিয়াছিল যে বাবার কাছে লেডি ইশাবেলের নাম যেন কখনো করা না হয়!"

হঠাৎ ইশাবেলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "কেন, ইশাবেলের নাম তাহার নিকট লইতে নাই কেন?"

মৃদু স্বরে বালক কহিল "শোন, বলি। লেডি ইশাবেল বাবাকে ছাড়িয়া পলাইয়া যায় খুকী কিছুই জানেনা—আর বলে মাকে চুরি করিয়া নিয়াছে!"

"যখন ভগবান্ পাপীতাপীদের উদ্ধার করিবেন, তখন সেও স্বর্গে যাইতে পারে। আর তখন তুমিও তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে পার।"

ক্লান্তিসূচক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উইলিয়াম্ আবার নীরবে শুইয়া পড়িল। মুখ ঢাকিয়া ইশাবেলও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন— উইলিয়াম্ উচ্চৈঃস্বরে ডুকারিয়া কাঁদিতেছে— "না, না, আমি মরিতে চাই না—খুকীকে ও বাবাকে ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না।"

ইশাবেল্ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহার বুকে উপর হইয়া, তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার দীর্ঘনিশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাস মিলাইয়া, অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া তিনিও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে মৃদু স্বরে তাহাকে সান্ত্বনার কথাও শুনাইতে লাগিলেন। কত ক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া উইলিয়াম্ কহিল "শোন, শোন! ও আবার কি?"—কার্‌লাইল্, লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ ও লর্ড ভেন্ কথা বলিতেছিলেন। পদশব্দ শুনিয়া বুঝা গেল যে, তাহারা কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরে বার্‌বারা আসিয়া উইলিয়ামের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাড়াতাড়ি ইশাবেল্ চোখে চশ্‌মা আঁটিয়া, উঠিয়া চেয়ারে গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া, বার্‌বারা কহিলেন "ও মা, সব যে অন্ধকার! আগুন যে নিভিয়া যাইতেছে!" তারপর আগুন উস্‌কাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "ও কি, সোফার উপর কে?— উইলিয়াম, তুমি এখনও শুইতে যাও নাই!"

"না, মা—এখন আমি শুইব না।"

ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে বার্‌বারা কহিলেন "না, শুইতে যাও। এমন করিয়া রাত্রি জাগিলে শরীর সবল হইবে না।"

তখন বালককে যাইতে হইল। তার পর তিনি শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার কি বলিয়াছে ?"

"ফুস্‌ফুস্‌ দুইটিই আক্রান্ত হইয়াছে !"

বার্‌বারা তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মুখের উপর আলোক পড়িয়াছিল—ইশাবেল্‌ সরিয়া বসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "আগামী সপ্তাহে তিনি ওয়েষ্টলীনে আসিতেছেন। তখন আবার দেখিবেন। তাহার স্বর, তাহার এড়ানো গোছের উত্তর শুনিয়া আমার আশঙ্কা হইতেছে, আর বাঁচিবার আশা নাই।"

"আচ্ছা, এবার যখন ডাক্তার আসিবেন, তখন আমি তাহাকে লইয়া যাইব। আমার নিকট বোধ হয় তিনি কিছু গোপন করিবেন না।" তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "ফ্রান্সিস্‌ লেভিসনের সঙ্গে আপনার জানা শুনা আছে ?"

ইশাবেলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল; গণ্ডদ্বয় জ্বলিতে লাগিল; অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশনে মর্ম্মস্থল জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অস্পষ্ট, অনুচ্চ স্বরে তিনি উত্তর করিলেন "না।"

"সে দিন আপনার ভাব দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, আপনি তাহাকে জানিতেন।—তবে সে আপনার নিকট সম্পূর্ণই অপরিচিত ?"

আবার পূর্ব্ববৎ কণ্ঠে উত্তর হইল "হাঁ।"

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বার্‌বারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি অদৃষ্ট বিশ্বাস করেন ?"

দৃঢ় স্বরে উত্তর হইল "হাঁ।"

যদিও প্রশ্নটি হইতেই বেশ বুঝা যায় যে তিনি অদৃষ্টবাদ একেবারে অবিশ্বাস করিতেন না, তথাপি বার্‌বারা কহিলেন "আমি বিশ্বাস করি না।" তার পর সোফার উপর যাইয়া বসিতে বসিতে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন "না,

আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ এই পরিবারের কি ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহা কি আপনি জানেন?"

"অনিষ্ট—" ইশাবেলের মুখ দিয়া আর বেশি কথা বাহির হইল না।

শিক্ষয়িত্রী বিশেষ কিছুই জানেনা, ইহা মনে করিয়া বার্‌বারা কহিলেন "হাঁ, ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছিল। সে-ই লেডি ইশাবেল্‌কে এ বাড়ী হইতে—আপনার স্বামী-পুত্র হইতে—কাড়িয়া লইয়া যায়। না, ঠিক তা' নয়—লেডি ইশাবেলেরও যাইবার গরজ বড় কম ছিল না। বলিতে পারি না—"

অসতর্ক ম্যাডাম্ ভাইনের মুখ দিয়া আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল "আঃ, না, না," তার পর কি বলা উচিত তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন "অর্থাৎ আমার যেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

"সত্য মিথ্যা জানিবার আর সম্ভাবনা নাই। আর এখন জানিয়াইবা ফল কি? এটুকু ঠিক যে, সে চলিয়া গিয়াছিল; আর ইহাও তেমনই ঠিক যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ তাহাকে লইয়া যাইতে পারিত না। সব বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন কি?"

"না—আ"; ভাবিয়াছিলেন, উত্তর করিবেন হাঁ, কিন্তু "কাহার নিকট শুনিয়াছেন?" আবার এই প্রশ্ন হইবে, এই ভয়ে ঐরূপ উত্তর করিলেন।

বার্‌বারা বলিতে লাগিলেন "দেনার দায়ে লোকটা জেলে যাইতে বসিয়াছিল; ইংলণ্ডে তাহার পা দিবার জো ছিল না। ইশাবেলের আত্মীয় বলিয়া কার্‌লাইল্ তাহাকে ইষ্ট্‌লীনে আনান—ইচ্ছা ছিল, তাহার কোন সুবিধা করিয়া দিবেন। আর সে ও ইশাবেল্ কিনা কার্‌লাইলের সদাশয়তার এইরূপ পুরস্কার দিয়াছিল!"

"কেন মিঃ কার্‌লাইল্‌ তাহাকে ইষ্ট্‌লীনে আনিলেন?"—ইশাবেল্‌ প্রশ্নের ভাবে নহে, মর্ম্মান্তিক দুঃখে কথাটা বলিলেন; কিন্তু বার্‌বারা মনে করিলেন, শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করিয়াছেন,—রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন আনিয়াছিলেন? আপনিও কি তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—কার্‌লাইল্‌ কি জানিতেন যে লেভিসন্‌ এত বড় পামর? আর জানিলেই বা কি?—ইশাবেল কি তাহার স্ত্রী ছিল না? স্ত্রী হইয়া যে সে এমন করিয়া সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিলেন?—আজ যদি কার্‌লাইল্‌ যত রাজ্যের বদমায়েস্‌ লোক আনিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলেন, আমার তাহাতে কি? স্বামীর প্রতি ভালবাসা, ভক্তিশ্রদ্ধা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও দৌড়াইতে হইবে নাকি?"

ইশাবেল্‌ কোন উত্তর করিলেন না।

বার্‌বারা আবার বলিতে লাগিলেন "এই ঘটনা ভাবিতে ভাবিতেই আজ আমার নিয়তির কথা মনে হইয়াছে। কার্‌লাইলের সুনামে সে কলঙ্ক দিয়াছে, আবার আমার জীবনও সে তেমনই কলঙ্কিত, তেমনই বিষময় করিয়াছে। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আমার একমাত্র সহোদর কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছে?—লোকের চোখে সে কলঙ্কী; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যে তাহাকে এই কলঙ্ক ও দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে, কলঙ্কের কাজটা সেই লেভিসন্‌ই করিয়াছে। গল্পটা শুনিবার উপযুক্ত; দাঁড়ান, আপনাকে বলিতেছি।"

বার্‌বারা রিচার্ডের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; না শুনিয়া উপায় নাই, ইশাবেল্‌ শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোথায় যে লেভিসনের হাত আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

যখন বার্‌বারার নিজমুখে তাহার ও মিঃ কার্‌লাইলের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ ও যাতায়াতের কথা শুনিলেন, তখন তীব্র অনুশোচনা ও

অনুতাপে তাহার হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল! হায়, হায়! কেন তাহার মন এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এমন সর্ব্বনাশ ঘটাইল!—তার পর যখন বার্‌বারার মুখে তাহার পলায়নের রাত্রির প্রকৃত বিবরণ শুনিলেন—যখন জানিতে পারিলেন, কেন মিঃ কার্‌লাইল্ নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন না, কেন তিনি ও বার্‌বারা চন্দ্রালোকিত উদ্যানে পাদচারণা করিতেছিলেন, আর কেমন করিয়া দুরভিসন্ধি, প্রবঞ্চক লেভিসন্ তাহার মতিভ্রম ঘটাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিয়াছিল, তখন তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল; যন্ত্রণায় করে কর পেষণ করিতে করিতে তিনি ভাবিতে লাগিলেন "হায়, হায়! কেন গাড়ীতে সে দিন আমি ক্রোধে এমন আত্মহারা হইয়াছিলাম! কেন এমন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম!"

—কিন্তু রিচার্ডের সঙ্গে লেভিসনের যে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারিলেন না।

শেষে যখন তাহার পলায়নের রাত্রে রিচার্ড যে প্রকৃত থর্ণকে দেখিয়াছিলেন ও সেই থর্ণ যে লেভিসন্ ব্যতীত অন্য কেহ নহে, এ কথাটা শুনিলেন, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে 'হা' করিয়া বসিয়া রহিলেন—যেন যাহা শুনিলেন, তাহার অর্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যখন একটু একটু বুঝিলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন "ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ খুন করিয়াছিল! না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না। অন্য শতদোষ থাকিলেও, সে খুনী নয়।"

"নয়? আচ্ছা, অপেক্ষা করুন", বলিয়া বার্‌বারা, সে দিনকার সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। উপসংহারে বলিলেন "এই জন্যই আজ নিয়তির কথা মনে হইয়াছে। খুন করিল সে, আর এত বৎসর ধরিয়া কিনা আমার নির্দ্দোষ ভাই খুনের কলঙ্ক ও নির্ব্বাসিতের লাঞ্ছনা

ভোগ করিয়া আসিতেছে!—আঃ, আজ সেই মন্দভাগিনী বাঁচিয়া থাকিলে যখন শুনিত যে কার্‌লাইলের মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া সে যাহার সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিল, সে আবার খুনীও, তখন তাহার মনে না জানি কি-ই লইত?”

বার্‌বারা জানেন না সত্য, কিন্তু সেই মন্দভাগিনী ত' তাহারই সম্মুখে রহিয়াছেন। আজ তাহার মনে কি লইতেছে তাহা কি কেহ বলিয়া দিতে পারে, না, ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? লেভিসন্ খুনী! আর সেই খুনীর সঙ্গে কিনা—তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও, আত্মসংযমের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা সত্ত্বেও, ইশাবেলের মুখমণ্ডল শুষ্ক, বিবর্ণ হইয়া পড়িল; তাহার মুখ দিয়া ভয় ও নৈরাশ্যের একটা অনুচ্চ তীক্ষ্ণ ধ্বনি বাহির হইল।

বার্‌বারা বিস্মিত হইলেন। তাহার কথায় শিক্ষয়িত্রীর এমন ভাবান্তর হইল কেন?—অস্বীকার করিলেও তাহার সঙ্গে যে লেভিসনের বিশেষ একটু জানাশুনা আছে, এইরূপ সন্দেহ আবার তাহার মনে উদয় হইল। সম্মুখের দিকে আনত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “সে আপনার কে?”

হৃদয়ের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম করিয়া ইশাবেল্ কতকটা প্রকৃতিস্থতা লাভ করিলেন; ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন “আমার ভাবান্তর দেখিয়া আপনি এরূপ মনে করিতে পারেন সত্য। কিন্তু আমার ভাবান্তর সে কারণে হয় নাই। আমার কল্পনাশক্তি কিছু প্রখর। আপনার কথা শুনিতে শুনিতে আমি এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে আমার চোখের সাম্‌নেই যেন খুনটা দেখিতেছিলাম।—উঃ, কি ভয়ানক!”

“সে কি আপনার কেহই নয়? আপনি কি তা'কে জানেন না?”

“না, সে আমার কিছুই নয়—কোন জন্মে তা'র সঙ্গে আমার কোন

সম্বন্ধ ছিল না। আর কাল যখন তা'কে পুকুরে চুবুনি দেয়, তার আগে তা'কে আমি দেখিই নাই। উঃ, এমন সাংঘাতিক লোক!—তার কথা মনে হইলেও আমার গা কাঁপে!"

আবার বার্‌বারার মনের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন "বাস্তবিকই তাই।—দেখুন, এ কথাগুলি কিন্তু আপনাকে নিজের লোক ভাবিয়া বলিয়াছি।"

এমন সময় কার্‌লাইল্‌ প্রেমমধুর কণ্ঠে ডাকিলেন "বার্‌বারা, প্রিয়তমে!"

মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া স্বামীসোহাগিনী দৌড়িয়া স্বামীর নিকট চলিয়া গেলেন। নৈরাশ্যে ও যন্ত্রণায় সোফার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ইশাবেল্‌ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন—কত কত বার কাতর ভাবে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন! অহো, কি ভয়ানক! যার হাত নররক্তে রঞ্জিত, যা'র হৃদয় নরশোণিতে, সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্মের গ্লানিতে নিমজ্জিত, তারই জন্য তিনি কিনা পুণ্যোজ্জ্বল, দেবোপম কার্‌লাইলের মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন! এই ভাবে ইশাবেল্‌কে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের দারুণ প্রতিফল মাথা পাতিয়া লইতে হইল! উঃ, কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত!—কিন্তু এখনো জীবনের অনেক বাকী আছে।

একাদশ অধ্যায়

রিচার্ড হেয়ারের উকীল।

বারবারার পত্র যথাসময়ে রিচার্ডের হস্তগত হইয়াছে। নাবিকের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া, কাল, কুঞ্চিত, কৃত্রিম চুল ও গোঁফ লাগাইয়া তিনি আসিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবস সন্ধ্যাবেলায় ইষ্ট্‌লীনের উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় বারবারা উদ্যানে এক নিভৃত প্রান্তে পাদচারণা করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া একেবারে দৌড়িয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। প্রাণের আবেগে অভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরবে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। শেষে ভগিনীকে ছাড়িয়া দিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে রিচার্ড কহিলেন "এই যে, বারবারা! বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

"হাঁ, রিচার্ড। জগতে আমার মত সৌভাগ্যবতী স্ত্রী বোধ হয় আর নাই! অনেক সময়ই আমি মনে মনে ভাবিয়া থাকি, আমি এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে, ভগবান্ আমাকে এত সুখী করিয়াছেন!—এক তোমার জন্য যা' দুঃখ, তা না হ'লে সংসারে আমার মত সুখী কে? আমার একটি ছেলেও হইয়াছে—ছেলে ত' নয়, যেন রত্ন! ভগবানের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় আর একটিও হইবে। আর আর্কিবল্ড—রিচার্ড, কত যে সুখী আমি, তা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারি না।"

"আর্কিবল্ড্" বলিয়া যুবতী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। স্বামীর নামটি মাত্র স্মরণ হইলেও, তাহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

তার পর কয়েকটি কুশলাত্মক প্রশ্নোত্তরের পরে রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে আসিতে লিখিয়াছিলে কেন?"

উত্তরে, রিচার্ডে যে ফ্রান্সিস্ লেভিসন্‌কে চিনিতে পারেন নাই; সে-ই যে থর্ণ, এবং কেমন করিয়া তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বার্‌বারা এই সকল খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া রিচার্ড বলিলেন "তা হইতে পারে। আমি নিজে লেভিসন্‌কে চিনিতাম না; যে ঘোড়ার সহিসটা আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিল, হয়তঃ সে-ই ভুল করিয়াছিল, কিম্বা আমিই ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম না।"

এমন সময় কাহার পদশব্দ শুনিয়া, রিচার্ড যাইয়া দৌড়িয়া বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইলেন।—বার্‌বারা হাসিয়া উঠিলেন, আগন্তুক কার্‌লাইল্ স্বয়ং। তাহাকে দেখিয়া রিচার্ড বাহির হইয়া আসিলেন।

আন্তরিক সন্তুষ্টির সঙ্গে তাহার করমর্দ্দন করিতে করিতে কার্‌লাইল্ কহিলেন "এখনও ভয়!"

রিচার্ড কহিলেন, "মিঃ কার্‌লাইল্, বার্‌বারা বলে কি! স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসনই নাকি সেই থর্ণ!"

"আমাদের ত' সেই বিশ্বাস। তবু আগে তোমার একবার গোপনে তাহাকে দেখিয়া স্থির নিশ্চয় করা আবশ্যক।"

"কখন তাকে দেখিতে পারি?"

"যে কোন রকমে ইহার বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। সে যে হোটেলে আছে, তুমি যদি যাইয়া তাহার আশে-পাশে ঘুরিতে থাক, তবে একবার না একবার তাহাকে দেখিতে পাইবেই।—আচ্ছা, রিচার্ড খুনে বীথেল্ কি কোন রকমেই সংশ্লিষ্ট ছিল না?"

মাথা নাড়িয়া রিচার্ড কহিলেন "কিছুতেই সম্ভবপর নহে।—যা'ক্। আচ্ছা, আমি যদি বুঝিতে পারি যে লেভিসন্‌ই থর্ণ, তবে তখন কি করা যাইবে?"

"কথা ত' সেই।"

"কে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে?"

"তোমাকেই দাঁড়াইতে হইবে, রিচার্ড।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন "আমাকে—আমাকেই দাঁড়াইতে হইবে?"

"হাঁ, তোমাকেই। নহিলে আর কে দাঁড়াইবে? —ভাবিয়াত' আমি কাহাকেও দেখিতেছিনা।"

"কেন তুমি, কার্লাইল্?"

কার্লাইল্ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "না। লেভিসনের বিরুদ্ধে যে!"

উত্তেজিত স্বরে রিচার্ড বলিয়া উঠিলেন "আঃ, লোকটার মাথায় বজ্রাঘাত হইল না কেন!—কিন্তু তা'র বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতে তুমি দ্বিধা করিতেছ কেন? তোমার মত যা'র অনিষ্ট করিয়াছে, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার এমন সুযোগ পাইলে সে ত' একেবারে হাতে আকাশ পায়!"

"হ্যালিজন্কে খুন করিয়াছে বলিয়া আমি তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতেও উদ্যত। কিন্তু আমার নিজের যে অনিষ্ট করিয়াছে, তার জন্য আমি কিছুই করিতে প্রস্তুত নই। অবশ্য এরূপ সংকল্প করিতে আমাকে বিশেষরূপে বেগ পাইতে হইয়াছে। এবার সে ওয়েষ্ট্লীনে আসিয়াছে অবধি কত কষ্টে যে আমি আত্মদমন করিতেছি—কত কষ্টে যে চাবুকে চাবুকে তাহার পীঠ্ লাল করিয়া দিবার প্রবৃত্তি আমি সাম্লাইয়া যাইতেছি—তাহা আমিই জানি!"

"চাবুকে চাবুকে তাহাকে মারিয়া ফেলিলেই তা'র কাজের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়!"

"কিন্তু বিচারের জন্য আমি তাহাকে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিচারকের হাতে—যিনি বলিয়াছেন "প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইওনা—সে ভার আমার উপরই ন্যস্ত কর", তাঁহার হাতে—অর্পণ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হ্যালিজন্‌কে সে-ই খুন করিয়াছে; তথাপি, আমি অঙ্গুলিমাত্র উত্তোলন করিলে যদি তাহার কলঙ্কিত মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হয়, তবে আমি সেই অঙ্গুলি উত্তোলন করিবার চাইতে বরং আমার হাতও কাটিয়া ফেলিতে প্রস্তুত আছি।—কারণ, হ্যালিজনের হত্যাকারী বলিয়া প্রকাশ্যতঃ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও, সে যে আমারও ভীষণ শত্রু, একথা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আর লোকেও মনে করিবে যে, এত দিনে আমি আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলাম!—না রিচার্ড, আমি এমন কাজে কিছুতেই যাইতে পারিব না।"

"তবে, বার্‌বারা যাইয়া অভিযোগ স্থাপন করিতে পারে না?"

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না—বার্‌বারা আমার স্ত্রী।"

তখন রিচার্ড হতাশ ভাবে বলিলেন "তবে আর কি হইবে!—আমরণই তবে আমাকে এই যন্ত্রণা, এই কলঙ্কের ডালি বহন করিতে হইবে।"

কার্‌লাইল্ উত্তর করিলেন "না, কিছুতেই না। এ ব্যাপারে তোমার বাবারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তা' তিনি হইবেন না। স্বাস্থ্যের অভাবে, উৎসাহ উদ্যমের অভাবে মা ত' কিছুই করিতে পারিবেন না। আমার হাত ত' বাঁধা; আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া বার্‌বারারও ত' সেই অবস্থা, কাজেই এখন একমাত্র তোমার উপরই সব নির্ভর করিতেছে।"

কাতর স্বরে রিচার্ড কহিলেন "তা'ত যেন করিতেছে। কিন্তু আমার কি সাধ্য আছে? তোমার ত' এক, হাত বাঁধা, আর আমার

সর্ব্বশরীরই—হাত, পা, ঘাড়, সকলই, বাঁধা ; ঘাড়ের ত' আমার প্রতি-মুহূর্ত্তেই মহা বিপদের সম্ভাবনা।"

"বেশি বিপদের মধ্যে না যাইয়াও তুমি এ কাজ করিতে পারিবে। কয়েকটা দিন তোমাকে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে থাকিতেই হইবে—"

ভীতিবিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রিচার্ড বাধা দিলেন "সর্ব্বনাশ!—কয়েক দিন এখানে থাকিতেই হইবে!—না, বাবা, তা' আমি কিছুতেই পারিব না।"

দৃঢ় স্বরে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "শোন, রিচার্ড। তোমাকে ভয় ত্যাগ করিয়া আমার কথামত কাজ করিতে হইবে। আর যদি তা' না করিতে পার, তবে এ জীবনে আর তোমার মুক্তি নাই। আমি পরামর্শ দিয়া তোমাকে বিপদে ফেলিব বলিয়া তুমি মনে কর নাকি?"

তখন নিরুপায় ভাবে রিচার্ড কহিলেন "আচ্ছা, বল, কি করিতে হইবে?"

ওয়েষ্ট্‌লীনে, বল্‌ নামে একজন উকীল ছিলেন। কার্‌লাইল্‌ তাহাকে ধরিবার জন্য রিচার্ডকে পরামর্শ দিলেন। অনেক বাদানুবাদের পরে, গত্যন্তর অভাবে রিচার্ডও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তার পর কহিলেন "তবে এখন আমার প্রথম কর্ত্তব্য কি?"

"প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, কোন জায়গায় যাইয়া সোমবার পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাক। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আবার এখানে আসিও। ইতি মধ্যে তোমার সুবিধার জন্য আমি একটু কাজ করিয়া রাখিব। যাহাতে বল্‌ তোমার কথা প্রকাশ করিয়া না দেয়, আমি তাহার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার আদায় করিব। কিন্তু বল্‌কে ধরিবার আগে আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই যে, থর্ণ ও লেভিসন্‌ একই লোক।"

ব্যগ্র ভাবে রিচার্ড কহিলেন "আমি এই মুহূর্ত্তেই যাইতেছি ; তাহাকে দেখিয়াই আবার এখানে আসিয়া তোমাকে বলিয়া যাইব।" ক্ষিপ্র পদে তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বার্‌বারা কহিলেন "এই আসিয়াছ, আবার এখনই গেলে তোমার বড় কষ্ট হইবে, রিচার্ড!"

"কষ্ট হইবে! বল কি বার্‌বারা? থর্ণের জন্য আমি এখন আরও একশ' মাইল্‌ও যাইতে পারি!—যাও, আমার জন্য ভাবিও না। দু' এক ঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু আবার আমি এখানে আসিবই।"

অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগিনী কহিলেন "তোমার না জানি কতই ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইয়াছে! হায়, একবার, একটি মুহূর্ত্তের জন্য, যদি তোমায় ভিতরে লইয়া যাইতে পারিতাম!—সে যখন হইবার নয়, এখানেই না হয় কিছু আনিয়া দি!"

"না, না, কিছু আবশ্যক নাই" বলিয়া রিচার্ড দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী আজ তাহার উপর সুপ্রসন্ন। লেভিসনের আড্ডাস্থানে আসিয়া তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তাহার আসিবার একটু পরেই দুই জন লোক বাহির হইয়া আসিল। একজনকে রিচার্ড চিনিলেন—থর্ণ; অপর জনকেই তিনি লণ্ডনে লেভিসন্ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী একজন দর্শককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাহার থর্ণ ই লেভিসন্। তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না—বিদ্যুদ্গতিতে ইষ্ট্‌লীনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

—সে দিন হু-হু-শব্দে বাতাস বহিতেছিল। লেডি ইশাবেল্ সন্ধ্যার পরে বাগানের নির্জ্জন প্রান্তের দিকে বেড়াইতে বাহির হইলেন—যেন এই প্রবল বাতাসে তাহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। বাগানের যে লোকচলাচলবিরল রাস্তা ধরিয়া তিনি চলিলেন, রিচার্ডও সেই রাস্তা দিয়াই আসিতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া ইশাবেল্ বৃক্ষান্তরালে যাইয়া লুকাইলেন—কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, এরূপ তাহার ইচ্ছা নহে।

ইশাবেল্‌ ভাবিয়াছিলেন, পথিক চলিয়া গেলে তিনি আবার বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু তাহা হইল না, তাহাকে বন্দিনীস্বরূপ রাখিয়া রিচার্ড সেই রাস্তার উপরই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একটু পরে বার্‌বারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বাস হইল না—চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া ইশাবেল্‌ আবার চাহিয়া দেখিলেন,—বার্‌বারা ও পথিক আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ!

একজন বিদেশীয়ের আলিঙ্গনে কার্‌লাইলের সহধর্ম্মিনী আবদ্ধ!—সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যাইয়া প্রবলবেগে ইশাবেলের মাথায় উঠিতে লাগিল। তবে কি ইনিও—কার্‌লাইলের দ্বিতীয়া পত্নীও, তাহার নিকট বিশ্বাস-ঘাতিনী? তিনিও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এমন করিয়া কার্‌লাইলেরই বুকের উপর বসিয়াত' করিয়াছিলেন না।—তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, বার্‌বারা নিশ্চয়ই দ্বিচারিণী—তাহার হৃদয়ে একটা ভীষণ তোল্‌পাড়, মস্তিষ্কে একটা বিকট কোলাহল উঠিল।—সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের কোন এক নিভৃত কোণে যে একটা উল্লাসেরও হাওয়া বহিতেছিল না, ইহা বোধ হয় তিনিও শপথ করিয়া বলিতে পারিতেন না। বার্‌বারা পরপুরুষে আসক্ত, তাহাতে তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? তাহার অন্ধকার হৃদয়ে উল্লাসের আজ এ বিদ্যুৎ-ঝলক কেন? ইহাতে তাহার অবস্থার ত' চুলপরিমাণ উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই—কার্‌লাইলের নষ্ট ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার ত' কোনই আশা নাই। তবে?—

একটু পরে নাবিকবেশী ও বার্‌বারা পরম স্নেহে গলগালি ধরিয়া রাস্তার উপর পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ইশাবেল্‌ ভাবিলেন "উঃ, কি নির্লজ্জ, কি বেহায়া!"—পরের নিন্দনীয় আচরণ দেখিলে বাস্তবিকই তিনি কিছুতেই তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিতেন না।

—কিন্তু আর একটু পরেই যখন দেখিলেন যে কার্‌লাইল্‌ও সেই দিকেই আসিতেছেন, অথচ তাহাকে দেখিয়া ইহাদের এই নির্লজ্জ ব্যবহারের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না, এমন কি নাবিক তাহার হাত একটুও সরাইয়া লইল না, তখন আর তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিল না। ইহারা তিন জনে দল বাঁধিয়া দুই তিন মিনিট পর্য্যন্ত কি বলাবলি করিলেন, তার পর দম্পতির নিকট বিদায় লইয়া নাবিকটি কোথায় চলিয়া গেল। আর বার্‌বারা? যে স্থানে এতক্ষণ নাবিকের হাত ছিল, সেই স্থানে হাত দিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ নির্ব্বিকার চিত্তে পত্নীকে বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। তখন প্রকৃত ব্যাপারটা—নাবিকবেশী যে বার্‌বারার সহোদর—ইহা হঠাৎ ইশাবেলের মনে পড়িয়া গেল।

একটা ফাঁকা হাসি হাসিয়া তিনি আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন "আমি কি পাগল হইয়াছিলাম নাকি! ভাবিয়াছিলাম, বার্‌বারাও কার্‌লাইলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে!—হায়, হায়, সে অদৃষ্ট লইয়া কেবল আমিই আসিয়াছিলাম!"

তিনিও তাহাদের অনুগমন করিলেন। প্রাসাদে পৌছিয়া জানালার মধ্য দিয়া বৈঠকখানা কক্ষের অভ্যন্তরে কটাক্ষপাত করিলেন, গৃহে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো জ্বলিতে ছিল—দেখিলেন পরস্পরের প্রেমপূত সঙ্গসুখে বিভোর হইয়া তাহারা কথা বলিতেছেন। অগ্নিস্থানের সান্নিধ্যে সোফার উপর বার্‌বারা উপবিষ্ট—তাহার প্রেমোজ্জ্বল চক্ষু দুইটি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ। আর তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বিশেষ আগ্রহসহকারে কার্‌লাইল্‌ যেন কি বলিতেছেন। একটু পরে, একদিন তাহার দিকে চাহিয়া যেমন মধুর ভাবে তিনি হাসিতেন, আজ তেমনই করিয়া তিনি বার্‌বারার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। তাহাদের অবিমিশ্র, অমেঘান্তরিত সুখ দেখিয়া ইশাবেল্‌ নিস্তেজ ও কাতর হৃদয়ে আপনার নির্জ্জন কক্ষের দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে কার্লাইল্ সমব্যবসায়ী মিঃ বলের আফিসে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বল্ তাহাকে পরম বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। কার্লাইল্ কহিলেন “বল্, আমি তোমার নিকট একটা কাজের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু আমার বিষয় আমার বলিবার আগে তোমাকে শপথ করিতে হইবে যে, এই কাজ যদি তুমি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নাও হও, তথাপি বিষয়টা তোমাকে খুব গোপন রাখিতে হইবে।”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—কিন্তু বিষয়টা কি? তোমার আফিসের শ্লীলতার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া বুঝি নিজে গ্রহণ না করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ?”—শেষের কথাটি পরিহাসের স্বরে বলা হইল।

“এটি এমন একটি মক্কেলের কাজ যে, ইহা আমি গ্রহণ করিতে পারি না—কিন্তু শীলতার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া নহে।” তার পর সম্মুখের দিকে আনত হইয়া ও কণ্ঠস্বর একটু নরম করিয়া কহিলেন “ব্যাপারটা হ্যালিজনের খুন সংক্রান্ত।”

একেবারে চমকিয়া উঠিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া বল্ কহিয়া উঠিলেন “বল কি! সে যে আজ কত কত যুগের কথা! আর তা’র ত’ সবই শেষ হইয়া পুরাণ হইয়া গিয়াছে!”

কার্লাইল্ বলিলেন “না, এখনও পুরাণ হয় নাই। এমন সব ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে মনে হয় যে, রিচার্ড হেয়ার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ ছিলেন; অন্য কেহ একাজ করিয়াছিল।

“তাহার সঙ্গে যোগাযোগে?”

“না, একাই। রিচার্ড এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; এমন কি সে সময়ে সেখানে উপস্থিতও ছিলেন না।”

“তুমি এ সব বিশ্বাস কর?”

“অনেক বৎসর যাবৎই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি।”

"তবে কে খুন করিয়াছে?"

তখন কার্‌লাইল্‌ সংক্ষেপে রিচার্ড থর্ণের ইতিহাস বিবৃত করিলেন।

"সেই থর্ণকে পাওয়া যাইবে?"

"পাওয়া গিয়াছে, এই ওয়েষ্টলীনেই আছে। কিন্তু, দেখ, আমি তাঁহাকে দোষী বলিতেছি না। তাহার অপরাধ সম্বন্ধে আমি কোনই মতামত প্রকাশ করিতেছি না। সুধু রিচার্ড যে নির্দ্দোষ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি, সেই কথাই তোমাকে বলিতেছি। খুন হয়তঃ রিচার্ড কি থর্ণ কেহই করে নাই—অন্য কেহ করিয়াছে, এমনও হইতে পারে। মোকদ্দমা চালাইবার সুবিধা দেখিলেই আমি নিজে এই কাজটা হাতে লইব, এতদিন আমার এই সংকল্প ছিল; কিন্তু আজ যখন সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর একাজে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি আমার নাই।"

"কেন?"

প্রশ্নটী উপেক্ষা করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ বলিতে লাগিলেন "তাই তোমার নিকট আসিয়াছি—রিচার্ডের পক্ষ হইয়া। সম্প্রতি তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। আমি নিজে তাহার মোকদ্দমা হাতে লইতে পারিব না বলিয়া তাহাকে তোমার নিকট আসিতে বলিয়াছি। দেখ যদি শপথ কর যে, তাহার কাজ করিতে অস্বীকার করিলেও তাহাকে তুমি নিরাপদে, নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে দিবে, তবে তাহাকে একবার তোমার নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি।"

নিতান্ত সরল ভাবে মিঃ বল্‌ উত্তর করিলেন "সন্তুষ্ট চিত্তে আমি এরূপ শপথ করিতে প্রস্তুত আছি। ঠিক জানিও রিচার্ডকে অনিষ্ট করিবার আমার এতটুকুও ইচ্ছা নাই। আর তাহার সততা ও নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সে যদি আমার মনে প্রত্যয় জন্মাইতে পারে, তবে

তাহার নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদনের জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে খাটিতেও প্রস্তুত আছি। রিচার্ড কি ওয়েষ্ট্‌লীনেই আছে?"

"না, নিকটেই আছে, আজ রাত্রেই তাহাকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিতে পারি।"

"বেশ, এখানে পাঠাইয়া দিও।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

—:০০:—
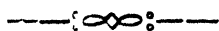
ম্যাজিষ্ট্রেটের বেঞ্চে আবেদন।

সেইদিন রাত্রেই বেলের সঙ্গে রিচার্ডের সাক্ষাৎ হইল। তাহার বর্ণিত সকল কথাই উকীল বিশ্বাস করিলেন,—কেবল স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ই যে সেই থর্ণ, এই অংশটুকু বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।—বলিলেন "থর্ণের সম্বন্ধে তুমি যা কিছু বলিতেছ, সে সকলই আমি বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ই যে এই থর্ণ, এ কথাটা বড়ই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।"

"অন্য লোকের মুখে শুনিলে হয়তঃ বিশ্বাস করিতে পারেন। অট্ওয়ে বীথেল্ এ বিষয় খুব ভাল রকমই জানে—কিন্তু সে হয়তঃ কিছু বলিবে না। এবিনেজার জেম্স্ ও জানে; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।"

আশ্চর্য্যান্বিত স্বরে বল্ কহিলেন "সে কি জানে! সে ত' এখন আমাদের আফিসেই আছে।"

"তবে তা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। লেভিসনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

"এত টুকুও না। একবার আমার মনে তাহার ও থর্ণের একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইয়া দাও, আমি কাজে প্রবৃত্ত হইতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না। লেভিসন্ এক জন পাকা বদ্মায়েস্—নিজের নামে সে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহাতেই তাহার ফাঁসি হওয়া উচিত।—আচ্ছা, এখনই জেম্স্কে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।"

রিচার্ড একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, "না, না, আমি এখানে থাকিতে আনিবেন না।—দোহাই ঈশ্বরের, আমার যে কি বিপদ্‌ হইতে পারে, একবার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

বল্‌ হাসিয়া উঠিলেন "পাগল কোথাকার!—আমার কি এই একটি মাত্র ঘরই নাকি?—আমরা পাখী আর বিড়াল এক খাঁচায় পুষি না।"

রিচার্ড যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে উপবেশন করিলেন। একটু পরেই জেম্‌স্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল।—"বলিল" এত রাত্রে যে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন?—কোন নকলের কাজ জরুরি করিয়া দিতে হইবে কি?"

"না, দুই একটি কথা মাত্র তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। নিজের নাম ছাড়া কি লেভিসন্‌ কখনও অন্য নামে আপনার পরিচয় দিতেন?"

"হাঁ, থর্ণ নামে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বল্‌ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কখন?"

"সে আজ অনেক দিনের কথা—যখন হ্যালিজন্‌ খুন হয়। মধ্যে মধ্যেই সন্ধ্যাবেলায় ইনি সেই কুটীরে, ও বনে শিকার অন্বেষণে যাইতেন!"

"কি শিকার?"

জেম্‌স হাসিয়া উঠিল—"যে শিকারের অন্বেষণে আরো কেহ কেহ—যথা আমি—বেড়াইতাম।—য়্যাফাই হ্যালিজনের সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে যাইত।"

"থাকিত কোথায়? ওয়েষ্টলীনে দেখিয়াছি বলিয়াত' আমার মনে পড়ে না!"

"সে ত' এখানে থাকিতও না। সন্ধ্যার অন্ধকারে সোয়ান্‌সনের নিকট হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিত, আর ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত।"

বল্ ভাবিলেন, বিষয়টা ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "জেমস্! লেভিসন্‌ই যে থর্ণ, এ সম্বন্ধে তোমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ আছে কি?"

"আপনি যে মিঃ বল্, কি আমি যে এবিনেজার জেম্‌স্, এ বিষয়ে কি আমার কোন সন্দেহ আছে? আপনাকে আমি যেমন চিনি, তা'কেও আমি তেমনই চিনি।"

"বিচারালয়ে একথা শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছ?"

"প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, উভয়ই আছি। কালই বলিতে প্রস্তুত আছি।"

"বেশ। তবে তুমি এখন যাইতে পার। কিন্তু সাবধান, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।"

"তথাস্তু" বলিয়া জেম্‌স্ চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে রিচার্ড ও চলিয়া গেলেন—বল্ তাহার ওকালতি গ্রহণ করিয়াছেন।

পরদিবস প্রত্যুষে মিঃ বল্ মোকদ্দমাসংক্রান্ত বিষয় বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কি ভাবে কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাহা ঠিক করিলেন। বৈকালে আবার লেভিসন্ পার্কে যাইয়া কি-কি তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পরে রিচার্ড আবার লিভারপুলে চলিয়া গেলেন—এখন আর তাহাকে দিয়া কোন আবশ্যক নাই।

লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণ এবং তাহার পুত্র লর্ড ভেন্ বুধবারে আবার ইষ্টলীনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভ্য মনোনয়ন ব্যাপারের ফলাফল জানিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ে একটা বিশেষ ব্যগ্রতা হইয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া ইহাঁদিগকে লইয়া মিঃ কার্‌লাইল্ ওয়েষ্ট্‌লীনে রওনা হইলেন।

মনোনয়ন ব্যাপার লইয়া ওয়েষ্ট্‌লীন্ একেবারে সরগরম্ হইয়া উঠিয়াছে। এই সপ্তাহেই সভ্যনির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হইবে। কার্‌লাইলের পক্ষীয়-

গণ বাকস্ হেডের নিম্নতলে সমিতির অধিবেশন করিতেছেন—দ্বিতলে ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়াও বিচারপতিগণ এই প্রসঙ্গ লইয়াই তোল্‌পাড় করিয়া থাকেন।

ওয়েষ্টলীনে আসিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "দশ মিনিট পরে যাইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হইব।" বলিয়া তিনি আপনার আফিসের দিকে চলিয়া গেলেন। লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণ বাক্সহেডে প্রবেশ করিলেন। আর লর্ড ভেন্, লেভিসনের বাসস্থানের দিকে প্রস্থান করিলেন।

আফিসে যাইয়া কার্‌লাইল্ তাড়াতাড়ি চিঠিপত্রগুলি দেখিয়া মিঃ ডিল্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আসিলে, তাহার হাতে পত্রগুলি দিয়া তিনি যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডিল্ কহিলেন "তুমি কি বড় ব্যস্ত আছ, মিঃ আর্কিবল্ড ?"

"হাঁ, বাক্‌স্‌হেডে যাইতে হইবে। কেন ?"

"কাল একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে—লেভিসন্ ও অট্‌ওয়ে বীথেলের মধ্যে একটা তর্কবিতর্ক হইয়াছে; আমি তাহা গোপনে শুনিয়াছি।"

"বটে !"

"হাঁ, যাহা শুনিয়াছি," তাহাতে বীথেলের হউক, না হউক, লেভি-সনের ত' ফাঁসি হইবেই হইবে। নিশ্চয়ই আর্কিবল্ড, হ্যালিজনের হত্যা সংক্রান্ত রহস্য তাহারা দুজ'নে গোপন রাখিয়া আসিতেছে। বোধ হয় যে লেভিসন্—"

বাধা দিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "থাক্, আমি শুনিতে চাইনা। লেভিসন্ তাহাকে খুন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমার কি ?"

বৃদ্ধ একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন—প্রতিবাদের স্বরে বলিলেন "কিন্তু রিচার্ড যে অনর্থক বড় নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে !"

"তা' জানি।"

"দোষীর অপরাধের জন্য নির্দ্দোষ সাজা পাইবে, এটা কি ন্যায়-সঙ্গত কথা?"

"না,—নিতান্তই অন্যায়, নিতান্তই অসঙ্গত।—কিন্তু এরূপ ত' সচরাচরই হইতেছে।"

তখন কার্‌লাইলের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিয়া ডিল্ কহিলেন, "এখন যদি কেহ রিচার্ডের পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা চালায়, তবে সহজেই সে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইতে পারে।"

"শীঘ্রই মোকদ্দমা রুজু হইতেছে।"

হৃদয়ের আনন্দে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন "আঃ, এমন সুখের কথা অনেক দিন শুনি নাই!—আমার সাক্ষ্যও আবশ্যক হইবে। লেভিসন্—"

—"এ মোকদ্দমার ভার আমি নিই নাই—আমার কাছে এ কথা বলিয়া কোন ফল নাই। মিঃ বলের সঙ্গে রিচার্ড দেখা করিয়াছিল; বল্‌ই তাহার কেস্ চালাইবে।"

ডিলের চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। "লেভিসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন করিবে?"

"বলিতেছি ত' আমি কিছুই জানিনা—কিছু জানিতেও চাইনা।"

"বুঝিলাম। তবে এখনই আমি তা'র আফিসে যাইয়া যা' যা' শুনিয়াছি, সকলই তা'কে বলিয়া আসিব।"

কার্‌লাইল হাসিয়া বলিলেন "তোমার যেমন খুসী।"

—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।—ডিল্‌ও মিঃ বলের আফিসে যাইয়া ঘণ্টা খানেক বসিয়া কি কি বলিয়া আসিলেন।

—নির্ব্বাচন ব্যাপারে তন্ময় হইয়া যাষ্টিস্‌রাও যথারীতি বিচারকার্য্য

করিতেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজ সমস্তদিন হৈ চৈ করিয়া তাঁহারা—তা'ও আবার দু'জন মাত্র—তিনটার সময় যাইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। একটু পরেই উকীল বল্ সাহেব আসিয়া গোপনে কোন অভিযোগ জানাইবার জন্য এক আবেদন পেশ করিলেন।

বাষ্টিশ দুইজন কি পরামর্শ করিলেন, কতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিলেন, শেষে সম্মত হইলেন।—তখন বল্‌কে লইয়া তাহারা একটা নির্জ্জন কামরায় যাইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া তাহার বর্ণিত অভিযোগ শ্রবণ করিলেন। যখন তাহারা বাহির হইয়া আসিলেন—তখন তাহাদের মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি শূন্য; যেন যাহা শুনিয়া আসিলেন, তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছে—কি কর্ত্তব্য তাহা তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—•:○:•—

পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিয়াছে।

ডিনারে বসিয়া বালক উইলিয়াম্ বলিল "আজ বৈকালেই ত' বাবার অফিসে ডাক্তার মার্টিনের সঙ্গে দেখা হইবার কথা। আমরা কি হাটিয়া যাইব, ম্যাডাম্ ভাইন্?"

"বলিতে পারি না। মিসেস্ কার্লাইল তোমাকে লইয়া যাইবেন।"

"না, তাঁহাকে যাইতে হইবে না—তুমি যাইবে।"

তাহাকে মিঃ কার্লাইলের আফিসে যাইতে হইবে! যদিও কথাটা বিশ্বাস হইল না, তথাপি শুনিয়াও তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। বলিলেন "না, মিসেস্ কার্লাইল্ নিজেই বলিয়াছিলেন যে, তিনিই তোমাকে লইয়া যাইবেন।"

বালক দৃঢ় স্বরে কহিল "বলিতে পারি না। কিন্তু এই আজ সকালেই মা বলিতেছিলেন যে, তুমিই আমাকে লইয়া যাইবে।"

এমন সময়ে বার্বারা আসিয়া তর্কের মীমাংসা করিয়া দিলেন—তিনি বলিলেন "ম্যাডাম্ ভাইন্, উইলিয়াম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য তিনটার সময় প্রস্তুত থাকিবেন।"

—তিনটা বাজিল; তাহারা ওয়েষ্টলীনে রওনা হইলেন—আফিসে পৌঁছিয়া দেখিলেন মিঃ কার্লাইল্ সেখানে নাই। উইলিয়াম্ যাইয়া নির্ভয়ে পিতার খাস্‌কামড়ায় প্রবেশ করিল—বাধ্য হইয়া ইশাবেল্‌কেও তাহার অনুগমন করিতে হইল।

একটু পরেই মিঃ কার্লাইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্যাডাম্ ভাইন্‌কে দেখিয়া বলিলেন "এই যে—আপনি আসিয়াছেন!—চলুন, কর্ণির বাড়ীতে।"

তিন জনেই মিস্ কর্ণির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ তখন বাড়ীতে ছিলেন না। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উইলিয়াম্ একটা সোফার উপর শুইয়া পড়িল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। ডাক্তার আসেন নাই দেখিয়া তখনই আবার কারলাইল্ চলিয়া গেলেন।

সময় যেন বড় ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল—মিনিটগুলি যেন ঘণ্টায় পরিণত হইয়াছে! কেমন যেন একটা ভীষণ নিস্তব্ধতা বাড়ীটাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে!—ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষায় ইশাবেল্ নীরবে সুষুপ্ত বালকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন,—নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দগুলি পর্য্যন্ত শ্রুত হইতেছে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বাজিল। প্রবেশ দ্বারে পদশব্দ শুনা গেল—না, শব্দ এই দিকেই আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল। "এই আসিতেছে! কিন্তু ডাক্তারের পদশব্দ ত' নহে! আমার বুক তবে এমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিবে কেন?"—ইশাবেল্ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

"ডাক্তারের আসিতে বড় দেরি হইতেছে", বলিতে বলিতে মিঃ কার্লাইল্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। "আপনার বোধ হয় বড় বিরক্তি বোধ হইতেছে, ম্যাডম্ ভাইন্?"

অত্যন্ত অস্পষ্ট অনুচ্চ স্বরে ইশাবেল্ উত্তর করিলেন "না, না, মোটেই না।"

হঠাৎ বালকের দিকে চাহিয়া, কারলাইল্ আপনাআপনি বলিয়া উঠিলেন 'আঃ, কি রকম বিবর্ণই হইয়া পড়িয়াছে!—আর অত ঘুমাইতেই বা চায় কেন?—জানিনা, কি হইবে!"

কিছু বলা আবশ্যক, অথচ কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া ম্যাডাম্ কহিলেন "মিসেস্ কার্লাইল্ ইহাকে লইয়া আসিবেন, ভাবিয়াছিলাম।"

"তাহার কয়েকজন বন্ধু আসিবার কথা আছে। আর তা' না হইলেও বোধ হয় তিনি আসিতে পারিতেন না। তাহার শরীর বড় ভাল নয়—এ অবস্থায় তাহাকে আমি এত দূর আসিতে দিতে পারি না।"

ইশাবেলের হৃদয়ে একটা তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ হইল।—এমন সময়ও ছিল যখন তাহার—তাহার জন্য কার্লাইলের এমন ভাবনা ছিল! হায়, হায়, অতীত মুছিয়া ফেলিয়া আবার কি তাহার হওয়া যায় না!

"হঠাৎ এই যে তিনি আসিয়াছেন" বলিয়া কার্লাইল্ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই ডাক্তার মার্টিনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের পদশব্দে উইলিয়াম উঠিয়া বসিয়াছে।

"কেমন, এখন কড্‌লিভার কেমন লাগে? আগের চাইতে ভাল, কেমন?" বলিতে বলিতে ডাক্তার তাহাকে আলোর নিকট লইয়া আসিলেন।

"না, আগের চাইতে আরও খারাপ লাগে।"

তাহার মুখচোখ দেখিয়া, নাড়ি টিপিয়া, গায়ের চামড়া পরীক্ষা করিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন "যাও, এখন আবার ঘুমাও যাইয়া।"

বালক কহিল "বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। একটু জল খাইতে পারি কি?"

মিঃ কার্লাইল্ কহিলেন "যাও তোমার পিশিমার ঝিকে যাইয়া বল।"—উইলিয়াম চলিয়া গেল।

জানালার উপর পিঠ্ লাগাইয়া মিঃ কার্লাইল্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন

সম্মুখে বুকের উপর হাতে হাত রাখিয়া, ডাক্তার দণ্ডায়মান। তাহার নিকটেই লেডি ইশাবেল্‌।

কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "কি রকম দেখিলে, ডাক্তার?"

অতিমাত্র ব্যবসায়ীর মত ডাক্তার কহিলেন "শরীরটা খুবই খারাপ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু—"

বাধা দিয়া অনুচ্চ আবেগপূর্ণ স্বরে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "আমার নিকট কিছু গোপন করিও না। যাহা সত্য, তাহাই আমাকে বলিও—তাহাই আমি শুনিতে চাই। আমাকে ফাঁকি দিবার কোন আবশ্যক নাই। প্রকৃত কথাটা আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পার।"

একটু থামিয়া ডাক্তার বলিলেন "সত্যং মনোহারিচ দুর্ল্লভং বচঃ।"

"জানি। সেই জন্যই সত্য কথা শুনিতে চাই।—যাহাই কেন না হউক, আমায় সব খুলিয়া বল। ইহার ও আর মা নাই যে, শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িবে।"

"অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছে বলিয়া আমার ভয় হইতেছে।"

"কি—মারা পড়িবে?"

"হাঁ।"

"কোনই ভরসা নাই কি?"

তাহার দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন "আমাকে ত' সত্য কথা বলিতে বলিয়াছিলে।"

যন্ত্রণা ও আদেশ ব্যঞ্জক স্বরে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "হাঁ—আর কিছুই শুনিতে চাহিনা।"

"তবে, শোন, কোনই আশা নাই—দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ই ভয়ানক আক্রান্ত হইয়াছে।"

"কত দিন—"

প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, বাধা দিয়া ডাক্তার বলিলেন "তা বলিতে পারিবনা। বছর খানেকও টিঁকিয়া যাইতে পারে, আবার খুব শীঘ্রও মারা যাইতে পারে।—লেখাপড়ার জন্য তা'কে আর তাগিদ দিওনা—তাহার সে আবশ্যকতা নাই।"

বলিয়াই তিনি শিক্ষয়িত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন।—এ নিদেশ স্বধু কার্‌লাইলের উপর নহে, তাহার উপরও করা হইল। ইশাবেলের দিকে চাহিয়াই ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন—তাহার মুখে একেবারে রক্তের লেশও নাই! এ যে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম ভাবিয়া, ডাক্তার তাড়াতাড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি! আপনার অসুখ করিয়াছে?"

কথা বলিবার জন্য ইশাবেল্ মুখ খুলিলেন—কিন্তু তাহার কম্পিত ওষ্ঠ তাহার আদেশ মান্য করিল না। উদ্বেগাতিশয্যে তাড়াতাড়ি ডাক্তার তাহার চশ্‌মা খুলিয়া ফেলিলেন। এক হাতে চশ্‌মা ধরিয়া বসিয়া পড়িয়া, ইশাবেল্ আর এক হাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি অসুখ করিয়াছে, ম্যাডাম্ ভাইন্?"

ইশাবেলের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া পড়িল। কম্পিত হস্তে তাড়াতাড়ি চশ্‌মা পরিতে পরিতে তিনি উত্তর করিলেন "না, না, আমার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আপনাদের কথা আপনারা বলিতে থাকুন। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ আমার এরূপ হয়; কিন্তু বেশী সময় থাকে না। এই ত' এখন আমি অনেকটা ভাল বোধ করিতেছি।"

তখন ডাক্তার ও কার্‌লাইল্ আবার উইলিয়'মের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি রকম চিকিৎসা করা যাইবে?"

"যা খুসী।—রোগীর ইচ্ছামত চিকিৎসা করাই ভাল। তাহাকে

স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে, খেলিতে, খাইতে, পরিতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যাই কেন না করুক, রোগের তাহাতে ইতর বিশেষ কিছুই হইবে না।”

“ডাক্তার! আশা নাই বলিয়া, বড় সহজেই যেন এ ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলিলে না?”

মাথা নাড়িয়া ডাক্তার কহিলেন “না,—আমি যেমন জানি, তেমনই বলিতেছি। তুমি ত’ আমার যথার্থ অভিমতই জানিতে চাহিয়াছিলে?”

“আচ্ছা, কোন উষ্ণতর স্থানে লইয়া গেলে হয় না?”

“তাহাতে কয়েকদিন বেশি বাঁচিতে পারে, এই মাত্র—অন্য কিছু হইবে না। আর কে তাহাকে লইয়া যাইবে? তুমি যাইতে পারিবে না; তাহার মা’ত নাই-ই। না, এমত অবস্থায় স্থানান্তরিত না করাই যুক্তি-সঙ্গত।”

তার পর ডাক্তার বিদায় হইবার জন্য উঠিলেন। কার্‌লাইল্‌ বলিলেন “মধ্যে মধ্যেই ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া উইলিয়াম্‌কে দেখিয়া যাইও।”—

“আচ্ছা, তোমার মনে যদি তা’তে শান্তি হয়।” বলিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিলেন, কার্‌লাইল্‌ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। মৃদু স্বরে চিকিৎসক কহিলেন “আঃ, তোমার শিক্ষয়িত্রী উইলিয়ামকে বড়ই ভাল বাসে!—সে দিন যখন লীন্‌বড়ো গিয়াছিল, তখনই আমি ধরিয়াছিলাম। —আজ যে, তাহাকে এতটা অস্থির দেখিলে, সে সুধু আমার কথা শুনিয়া —উইলিয়ামের বাঁচিবার আশা নাই বলিয়া।—তবে, এখন আসি।”

তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া আকুল কণ্ঠে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন “কিছু-তেই কি বাঁচাইতে পার না?”

“দেখ, কার্‌লাইল্‌, ভগবান্‌ যাহাকে লইয়া যাইতে চাহেন, আমাদের মত নশ্বর মানুষ যদি তাহাকে রাখিতে পারিত, তবে ত’ পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমাদেরই পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়াইত! অস্থির হইওনা—গভীরতম

বিপদের পশ্চাতেও ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত লুক্কায়িত আছে। তবে এখন আসি, ভাই" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কার্‌লাইল্ আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন, ইশাবেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "বড় সাংঘাতিক সংবাদ! কিন্তু আপনি বোধ হয়, আমার চাইতে বেশি প্রস্তুত ছিলেন।"

ইশাবেল্ চমকিয়া উঠিলেন—তাড়াতাড়ি জানালার নিকট যাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। তাহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতেছে; কণ্ঠ রুদ্ধ, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর কথা বলিবার সময় আত্ম-গোপন করা, আত্মদমন করিয়া চলা কি তাহার পক্ষে বড় সহজ কথা? —তথাপি, মিঃ কার্‌লাইল্ কি মনে করিবেন, ভাবিয়া, তিনি রুমালে কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং শান্তভাব অবলম্বনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মিঃ কার্‌লাইলের দিকে একটু খানি ফিরিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন "ছেলাটাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। তাই হঠাৎ ডাক্তারের মুখে এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া আমি আর সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারি নাই।"

তাহার আরও নিকটে আসিয়া কার্‌লাইল্ কহিলেন "আপনার প্রাণে অসাধারণ মমতা; নতুবা আমার সন্তানের জন্য আপনি এত ব্যাকুল হইবেন কেন?"

ইশাবেল্ কোন উত্তর করিলেন না।

কার্‌লাইল্ আবার বলিতে লাগিলেন "আমার স্ত্রীর নিকট যেন কথাটা প্রকাশ না করেন। এখন তাহাকে হঠাৎ কোন শোকের কি আশ-ঙ্কার কথা বলা ঠিক হইবেনা—সময় বুঝিয়া আমিই বলিব এখন।"

"কেন, তাহার শোকের বা আশঙ্কার কারণ কি?—তিনি ত' আর

মা ন'ন"—হঠাৎ উগ্র কণ্ঠে, ক্রুদ্ধ স্বরে ইশাবেলের মুখ দিয়া এই কথাগুলি বাহির হইয়া গেল।

চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া কার্‌লাইল্ উদ্যত অসন্তুষ্টির সঙ্গে বলিলেন "আপনি কি বলিতেছেন, আপনার খেয়াল নাই!"

ভর্ৎসনাটি যাইয়া ইশাবেলের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—লজ্জা ও ধিক্কারের সঙ্গে নিজের অবস্থা তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল। শিক্ষয়িত্রী তিনি, তাহার মুখে কি একথা শোভা পায়? মিঃ কার্‌লাইল্ নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল—পাগলের ও অধম—মনে করিয়াছেন!

কার্‌লাইল্ চলিয়া যাইতেছিলেন; তাড়াতাড়ি ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন "লইয়া যাইবার লোক নাই বলিয়া উইলিয়ামকে উষ্ণতর স্থানে পাঠান যাইবে না, আপনারা যেন এরূপই কিছু বলিতেছিলেন না?—আমি লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছি—বিশ্বাস করিয়া আমার সঙ্গে দিতে পারেন!"

"না, তাহাকে পাঠান হইবে না। ডাক্তারের কথা ত' আপনি শুনিয়াছেনই—ইহাতে তাহার বিশেষ কোন উপকার হইবে না।"

"কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ত' বেশি বাঁচিতে পারে। সেটাও কি প্রার্থনীয় নহে?"

"হাঁ, কয়েকদিন বেশি বাঁচিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ লাভ কি?—বাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে যাইয়া দূরে একাকী থাকিতে হইবে। না, ম্যাডাম্ ভাইন্, ছেলে আমার যখন চিরদিনের মতই আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, তখন যে কয়দিন সে আছে, সে কয়দিন আর তাহাকে আমি কাছছাড়া করিব না।"

এমন সময় উইলিয়াম্‌কে দরজার নিকট উঁকি মরিতে দেখা গেল। এদিক ও দিক চাহিয়া সে বলিল "ডাক্তার তবে গিয়াছে! সে থাকিতে

আমার ঘরে আসিতেই সাহস হয় না—কেবলই কডলিভার খাইতে দেয় !"

বসিয়া পড়িয়া মিঃ কার্লাইল্ বালককে হাঁটুর উপর তুলিয়া লইয়া তাহার মাথার উপর কপাল রাখিয়া সস্নেহ স্বরে বলিলেন "বাবা আমার, লক্ষ্মী আমার, কডলিভার ত' তোমার ভালর জন্যই খাইতে দেয়। খাইলে তোমার গায় বল হইবে।"

বালক বলিল "কিন্তু কৈ, বল হইতেছে বলিয়া ত' আমার মনে হয় না। ডাক্তার কি বলিল ? আমি মরিব না কি ?"

"মরিবার কথা তোমাকে কে বলিয়াছে ?"

"কেন, কেহ কেহ ত' বলেই।"

কি উত্তর করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া ও আপনার হৃদয়ের বেদনা যথাসাধ্য গোপন করিতে চেষ্টা করিয়া পিতা উত্তর করিলেন "তোমাকে কি আমরা সহজে মরিতে দিতে পারি ?—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ত' দেখিব।—কিন্তু বাঁচিয়াই থাকি, আর মরিয়াই যাই, এটা জানিও যে আমরা সর্ব্বদাই ভগবানের হাতে, এবং তিনি যা করেন, আমাদের ভালর জন্যই করেন।" বালক উত্তর করিল্ "হাঁ, বাবা, তা' আমি জানি।"

কার্লাইল্ উঠিয়া দাড়াইলেন—শিক্ষয়িত্রীর হাতে তাহাকে দিয়া বলিলেন "ইহাকে ভাল করিয়া দেখিবেন, ম্যাডাম্ ভাইন্।"—তিনি চলিয়া গেলেন।

তিনি বাহির হইয়া যাইতে না যাইতেই শিক্ষয়িত্রীর হাত ছাড়াইয়া "বাবা, বাবা, শোন শোন" বলিতে বলিতে উইলিয়াম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিল। "আমি তোমার সঙ্গে হাটিয়া যাইব বাবা। তুমি হাটিয়া যাইবে ত' ?"

এখন কোন্ প্রাণে আর তিনি ইহার ইচ্ছা অতৃপ্ত রাখিতে পারেন ?—বলিলেন "আচ্ছা, যাইও। আমি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব—ততক্ষণ এখানেই থাক।"

বালক ফিরিয়া আসিয়া ম্যাডাম ভাইন্‌কে বলিল "আমরা আজ বাবার সঙ্গে বাড়ী যাইব।"

ব্যবস্থাটায় ইশাবেল্ বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্তু উপায় নাই।

একটু পরেই কার্‌লাইল্ ফিরিয়া আসিলেন; এবং বালককে মধ্যে রাখিয়া দু'জন দু' পাশে হাটিয়া চলিলেন।

"উইলিয়াম্ ভেন্ কোথায় বাবা ?"

"লর্ড মাউন্ট সেভার্ণের সঙ্গে গিয়াছে।"

কথাটা শেষ হইতেই না হইতেই একজন লোক পোষ্ট অফিস হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া একেবারে যেন তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল।—শেষে অপ্রতিভ হইয়া একেবারে যাইয়া নর্দ্দামায় নামিল। উইলিয়াম্ চিনিতে পারিল—ফ্রান্সিস্ লেভিসন্। বলিল "বাবা, সংসারের বদলেও আমি এর মত জঘন্য লোক হইতে রাজী নই। তুমি রাজী আছ বাবা ?"

মিঃ কার্‌লাইল্ কোন উত্তর করিলেন না। ওষ্ঠ প্রান্তে একটু ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই মাত্র; নতুবা তাহার মুখ দেখিয়া মানসিক অবস্থা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

যাষ্টিশ্ হেয়ারের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহারা দেখিলেন, তিনি সদর দরজার নিকটই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাহার মুখ শুষ্ক—যেন রক্তের লেশও নাই। তাহার সে 'হামবড়া' ভাবও যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

কার্‌লাইল্‌কে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন "এসব আবার কি শুনিতেছি, কার্‌লাইল্ ? আজ আমি কাছারীতে যাই নাই; কিন্তু পিনা-

রের নিকট একখানা—একখানা দরখাস্তের কথা শুনিলাম। দরখাস্তের বর্ণিত বিষয় সত্য বলিয়া আমারত' মনে হয় না—সত্য হইতেই পারে না। তুমি কিছু জান কি ?"—তাহার স্বর আজ অস্বাভাবিক রূপে নরম।

"কিছুই না—কোন দরখাস্তের সঙ্গেই আমার কোন সংশ্রব নাই।"

চারিদিকে সভয় সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া, অতি অনুচ্চ স্বরে যাষ্টিশ্ কহিলেন "দরখাস্তের মর্ম্ম এই যে রিচার্ড নাকি হ্যালিজন্‌কে খুন করেই নাই!"

"বলেন কি!"

"লেভিসন্—লেভিসন্ নাকি করিয়াছে!"

কার্‌লাইল্ সুধু একবার ভ্রূ টান করিলেন—মুখে কিছুই বলিলেন না।

যাষ্টিশ্ আবার কহিলেন "কিন্তু নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা—আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

এবার কার্‌লাইল্ কথা বলিলেন "রিচার্ডের যে কোন দোষ নাই, তা' আমি অনেক দিন হইতেই খুব ভাল রকম জানিয়াছি।"

বিমূঢ় বিস্ময়ে চাহিয়া যাষ্টিশ্ কহিলেন "লেভিসনের অপরাধ সম্বন্ধে ?"

গম্ভীর ভাবে কার্‌লাইল উত্তর করিলেন "এ সম্বন্ধে আমি কোনই মতামত প্রকাশ করিতে চাইনা।"

"অসম্ভব, নিশ্চয়ই অসম্ভব! রিচার্ড কখনই নিরপরাধ নহে। তার দোষ নাই বলাও যে কথা, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিয়াছে বলাও সে কথা!"

"তাও সময়-সময় হয় বৈকি ? রিচার্ড যে নির্দ্দোষ, তা, শীঘ্রই, দিনে দ্বিপ্রহরেই, প্রমাণ হইবে।"

"যদি—যদি ওই লোকটাই করিয়া থাকে, তবে, আমার বিবেচনায়, পুলিশের হাত হইতে ওয়ারেণ্ট্ লইয়া গিয়া তোমারই তা'কে গ্রেপ্তার করা উচিত।"

ঘৃণায় ওষ্ঠ সংকুচিত করিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "তার ছায়াও আমি মারাইতে চাই না। শাস্তি হয়, হউক—আমি তাহাতে সহায়তা করিব না।"

আবার যাষ্টিশ্‌ যেন আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন "রিচার্ড নির্দ্দোষ, এও কি সম্ভব হইতে পারে? তবে, কেন সে পলাইয়া পলাইয়া থাকিতেছে? কেন ফিরিয়া আসিয়া সে কথা সে বলে নাই?"

"হাঁ, তা' হ'লেইত' আপনি তা'কে ধরাইয়া দিতে পারিতেন!—কেন, শপথ যে করিয়াছিলেন, তা' কি মনে নাই?"

যাষ্টিশ্‌ যেন একেবারে 'কাবু' হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হঠাৎ লেভিসনের কীর্ত্তিকলাপ মনে পড়িয়া তিনি বড়ই উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন "কিন্তু সে—সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তবে তা'র উপর আজ তোমার কি ভীষণ প্রতিশোধই না লওয়া হইত!— আজ তাহার পতনের কথাটা যাইয়া কি নিদারুণ ভাবেই না তাহার মর্ম্মে আঘাত করিত!"

"অন্যায়ের ফল অনেককেই এরূপ ভাবে ভুগিতে হয়" বলিতে বলিতে উইলিয়ামের হাত ধরিয়া কার্‌লাইল্‌ ইষ্ট্‌লীনের অভিমুখে রওনা হইলেন।

—সেই 'সে', লেডি ইশাবেল্‌ও, আবার তাহার সঙ্গেই চলিলেন! কিন্তু এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে, হৃদয় একেবারে মুর্‌ষিয়া গিয়াছে।

তখনও স্তব্ধ বিমূঢ় যাষ্টিস্‌ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন "রিচার্ড—যে রিচার্ডকে আমি এই কলঙ্কিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিবার জন্য এমন প্রাণপণ করিয়াছিলাম, সেই রিচার্ড নির্দ্দোষ! আর দোষী হইল ঐ লোকটা! বলে কি! পূর্ব্বের সূর্য্য যে বাস্তবিকই পশ্চিমে উঠিল!"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মিস্ কর্ণি ও য়্যাফাই।

বৃহস্পতিবার দিন রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ওয়েষ্টলীনের রাস্তাঘাট সব লোকে লোকারণ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গবাক্ষে গবাক্ষে নরমুণ্ড কিল্ কিল্ করিতেছে; গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘণ্টাগুলি আনন্দে ঢং ঢং করিতেছে—আজ মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবে।

দশটার সময় নির্ব্বাচন হইবার কথা; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ওয়েষ্টলীনে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, খ্যাতনামা অজ্ঞাতনামা, বালকবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ আসিয়া একটা বিপুল জনসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে।

ছেলেপেলেদের ও শিক্ষয়িত্রীকে লইয়া বার্‌বারা গাড়ী করিয়া ওয়েষ্টলীনে চলিলেন। ইশাবেলের যাইতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু কর্ত্রীর জেদ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

তাহারা আসিয়া মিস্ কর্ণির বাড়ীতে অবতরণ করিলেন। তাহাদের আগেই আসিয়া ওয়েষ্টলীনের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা তামাসা দেখিবার জন্য—মিঃ কার্‌লইলের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য—এখানে সমবেত হইয়াছেন। আজ মিস্ কর্ণিরও স্ফূর্ত্তির সীমা নাই—জীবনে যিনি কখনও একটা ভাল জামা গায়ে দেন নাই, আজ সেই তিনিও মহা জাঁক্ জমক করিয়া বেশভূষা করিয়াছেন।

একটু পরেই বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া কার্‌লাইল্ সেই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। স্বামীর গৌরব দেখিয়া স্বামী-সোহাগিনী

বার্বারার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। এমন সময় চতুস্পার্শ্বস্থ জনসংঘ হইতে জয়ধ্বনি উঠিল "কার্লাইল—কার্লাইলকেই আমরা চাই।"

একটু পশ্চাতে বন্ধু ড্রেকের হাত ধরিয়া লেভিসন্ আসিতেছিল। জয়ধ্বনি শুনিয়া ড্রেক বলিল "কার্লাইলের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতে আসাটাই তোমার ঠিক হয় নাই; সময় থাকিতেই তোমার সরিয়া পড়া উচিত ছিল।"

ক্রুদ্ধ স্বরে ফ্রান্সিস্ কহিল "কাপুরুষের মত!—না, আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখিবই।"

দ্বিতলে গবাক্ষসমীপবর্ত্তিনী বার্বারার দিকে চাহিয়া ড্রেক্ বলিল "বাঃ, ওর স্ত্রীটা কি পরমা সুন্দরীই না! আচ্ছা, লেভিসন্ প্রথমটিও কি এমন মনোমোহিনীই ছিল?"

অভিলক্ষ্য বিষয়টি লেভিসনের মোটেই ভাল লাগিল না। সে রোষ-কোষায়িত নেত্রে বন্ধুর দিকে চাহিল; কিন্তু কোন কথা বলিতে না বলিতেই জনসংঙ্ঘের মধ্য দিয়া কষ্টে রাস্তা করিয়া, পুলিশের পোষাক পরিহিত কে একজন আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিল "স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্, আপনাকে আমি বন্দী করিলাম।"

লেভিসনের তখন ঋণ-দায়ের কথা ব্যতীত অন্য কোন গুরুতর অপরাধের কথাই মনে হইল না। ক্রোধে লাল হইয়া সে গর্জ্জিয়া উঠিল "হাত সরাইয়া নে, শূয়ার! তোর এত সাহস?"

সামান্য একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল, খটাং করিয়া একটু শব্দ হইল, চারি পার্শ্বের লোকগুলা একটু হৈ চৈ করিয়া উঠিল—আর লেভিসনের হাতে হাতকড়ি পড়িল। অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ড্রেক্ কনেষ্টবল্কে কিছুই বলিতে পারিলনা—কিন্তু জন কয়েক লোক আসিয়া গালাগালি করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

তখন কতকটা ফ্রান্সিস্‌কে লক্ষ্য করিয়া, কতকটা সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহার কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিবার ছলে, কনেষ্টবল্ বলিল "এরূপ প্রকাশ্য স্থানে, এরূপ প্রকাশ্য ভাবে, এরূপ কাজ করিতে হইল বলিয়া বাস্তবিকই আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করিব, কাল রাত্রে শত চেষ্টা করিয়াও আমি ইহার কাছেই যাইতে পারি নাই—অথচ কাল বৈকাল হইতেই এই ওয়ারেণ্ট্ আমার জিম্মা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জর্জ্জ হ্যালিজন্‌কে হত্যা করিয়া ছিলেন বলিয়া, আজ আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া চতুস্পার্শ্বস্থ জনতা পিছাইয়া গেল। কথাটা লোকের মুখে মুখে দূর দুরান্তরে রাষ্ট্র হইয়া একটা গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। কারণ বুঝিতে না পারিলেও, কর্ণির গবাক্ষে যে সকল মহিলা বসিয়াছিলেন, তাহারা এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। সকলেরই মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িল, কেহ কেহ বা ভয়ে চিৎকার করিয়াও উঠিলেন।

কিন্তু লেভিসনের তুলনায় ইহাদের মুখ আর কি শুকাইয়াছে! তাহার ব্যাকুলতা দেখিতে কষ্ট হয়, তাহার মুখ দেখিতে ভয় করে। দুই একবার, তীব্র যন্ত্রণায় যেন, সে হা করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু হঠাৎ অট্ওয়ে বীথেলের উপর তাহার চক্ষু পড়িল, আর আন্তরিক নিষ্ফল রোষে তাহার মুখ দিয়া অনিচ্ছায়ই বাহির হইয়া পড়িল "আরে কুকুর, তোর এই কাজ!"

"না! দোহাই—"বীথেল 'দোহাই সয়তান', কি যা হয় কিছু, বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। আর একজন কনেষ্টবল্ আসিয়া তাহাকেও লেভিসনের মত হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল। "মিঃ অট্‌ওয়ে বীথেল, জর্জ্জ হ্যালিজনের হত্যাব্যপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করিতেছি।"

আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে পারি, সুধু ইহারা দুই জন নহে, সমবেত জনমণ্ডলীই যেন গ্রেপ্তার হইল—উৎকর্ণ হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে, তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণপণা কর্ণেল বীথেলের অজানা ছিলনা। কিন্তু তাহার হাতে হাতকড়ি দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সবের অর্থ কি ?"

একজন কনেষ্টবল্ উত্তর করিল "আমাদের কোন অপরাধই নাই, কর্ণেল্,—আমরা সুধু ওয়ারেণ্ট্ অনুসারে কার্য্য করিয়াছি। ইহারা দুই জনে হ্যালিজনের হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া যথেষ্ট সন্দেহের কারণ পাওয়া গিয়াছে।"

স্তব্ধ বিস্ময়ে কনেষ্টবল্দিগের দিকে ও বন্দীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কর্ণেল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, রিচার্ড হেয়ারের সহযোগে ?"

লোকটি উত্তর করিল "রিচার্ড হেয়ার নাকি একেবারেই নির্দ্দোষ, এখন ত' এইরূপই প্রকাশ।"

উত্তেজিত স্বরে অট্ওয়ে বীথেল্ বলিয়া উঠিল "শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি নির্দ্দোষ।"

ভদ্র ভাবে কনেষ্টবল্ কহিল "প্রমাণ করিতে পারিলেইত' আপনি খালাস।"

মিস্ কর্ণি ও লেডি ডোবেদীর পার্শ্বে মিসেস্ হেয়ার দণ্ডায়মান ছিলেন। শেষোক্ত দুই জনের ঔৎসুক্য কিছুতেই আর নীরব থাকিতে পারিলনা। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহারা ব্যপার কি জানিতে চাহিলেন।

দর্শকমণ্ডলী হইতে কোন কণ্ঠে উত্তর হইল "ইহারা নাকি হ্যালিজনকে খুন করিয়া আপনাদের অপরাধ রিচার্ড হেয়ারের ঘাড়ে চাপাইয়া ছিল !"

একটা আকস্মিক যন্ত্রণাধ্বনি মিসেস্ হেয়ারের মুখ হইতে বাহির হইল। বার্‌বারা দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন "অমন্ অস্থির হইওনা, মা। রিচার্ড তোমার নির্দ্দোষ প্রমানিত হইবে।" তার পর জনতাপরিবেষ্টিত স্বামীকে ডাকিয়া কহিলেন "আর্কিবল্ড্, আর্কিবল্ড্, একবার আসিয়া মাকে আশ্বস্ত করিয়া যাও।"

কার্‌লাইল্ তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না সত্য, কিন্তু তাহার চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে, "খুব শীঘ্রই আবার আমি ফিরিয়া আসিতেছি" বলিয়া তিনি কোন প্রকারে রাস্তা করিয়া, পত্নী ও শাশুড়ীর নিকট চলিয়া আসিলেন।

অন্য একটি প্রকোষ্ঠে মিসেস্ হেয়ারকে লইয়া যাওয়া হইল। অন্য কোন লোক আসিয়া বিরক্ত করিতে না পারে, এই জন্য এখানে আসিয়াই কার্‌লাইল্ দরজায় চাবি লাগাইয়া দিলেন। ঘরে কেবল তিনি, বার্‌বারা, মিসেস্ হেয়ার ও লেডি ইশাবেল্ রহিলেন। ইশাবেল্ একটা স্মেলিং সল্টের শিশি লইয়া আসিয়াছিলেন, আর যাইতে পারেন নাই।

বৃদ্ধার কপালে ও বিবর্ণ মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্জাত হইয়াছে। নিতান্ত ব্যগ্রভাবে কার্‌লাইলের হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন "দোহাই আর্কিবল্ড, আমায় সত্য কথা বল। তুমি, তুমি নিশ্চয়ই আমায় ফাঁকি দিবে না।—আমার বাছা যে নির্দ্দোষ, সে কথা প্রমাণ?"

"হাঁ।"

"ঐ অবিশ্বাসী শঠই কি প্রকৃত দোষী হইবে?"

উপস্থিত কয়জন ব্যতীত অন্য কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইবেনা, ইহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, কার্‌লাইল্ কহিলেন "হাঁ, আমার ত' তাই আন্তরিক বিশ্বাস। একথা আমি সুধু আপনার ও বার্‌বারার

কাছেই বলিলাম—অন্য কাহাকেও বলিবনা। আপনি প্রফুল্ল ও আশ্বস্ত হউন—আবার, সুখের দিন ফিরিয়া আসিয়াছে।”

মিসেস্ হেয়ার নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বার্বারা উঠিয়া তাহার মস্তক সস্নেহে আপনার বুকে টানিয়া লইলেন।

“ইহাঁকে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিও, আর কাহাকেও এ ঘরে আসিতে দিওনা” পত্নীর কাণে কাণে এই কথা কয়টি বলিয়া কার্লাইল্ ফিরিয়া চলিলেন। ফিরিবার সময় ম্যাডাম্ ভাইনের ঘাড়ে তাহার হাত লাগিয়া গেল। “মাফ্ করিবেন” বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। ইশাবেল্ বসিয়া পড়িলেন—তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া তাহার বিদ্রোহী হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

—জনতার চিৎকারঝঙ্কার, পরিহাসবিদ্রূপের মধ্যে লেভিসন্ ও বীথেলকে নিয়া হাজতে রাখা হইল। লেভিসনের দলের লোকেরা সভ্য-পদ প্রার্থীর লিষ্ট হইতে তাহার নাম উঠাইয়া লইল।

—আর একটি কথা বলিলেই আজিকার সকল ঘটনা বলা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভ্রাতার মহত্ত্বে গর্ব্বিতা ও গৌরবান্বিতা মিস্ কর্ণি আজ বেশভূষার চূড়ান্ত করিয়াছেন।—তাহার প্রাণে আজ আর স্ফূর্ত্তি ধরে না! কিন্তু তিনি যদি জানিতেন, তাহারই মাথার উপরে, কে, কি ভাবে বসিয়া আছে, তবে আজ তিনি একটা মহা ‘অতুলন্ত’ করিয়াই ছাড়িতেন।—তাহারা যে গবাক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহারই উপরের গবাক্ষে “নির্লজ্জ কুলটা” য়্যাফাই হ্যালিজন, চাকর বাকরদের সহযোগে ও সহায়তায় গৃহকর্ত্রীর অলক্ষিতে আসিয়া, মহা আড়ম্বরে বসিয়া ছিল।—তাহার পোষকের কি বাহার!

যখন লেভিসন আসিয়া কর্ণির বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সে বলিয়া উঠিল “যাই হউক, লোকটার চেহারা কিন্তু ভারি সুন্দর!”

যে পরিচারিকার নিকট বলা হইল, সে উত্তর করিল "কিন্তু কি ভয়ানক বেহায়া! মিঃ কার্লাইলের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতে আসিয়াছে, ভাবিলেও যে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়!"

এমন সময় য়্যাফাই বলিয়া উঠিল "ও আবার কি! ওরা সব চুপ করিয়া দাঁড়াইল যে? আবার পুলিশও যে দেখিতেছি!" তার পর একেবারে চিৎকার করিয়া উঠিল "ও বাবা! তা'র হাতে যে হাতকড়ি দিচ্ছে গো! কেন, সে আবার কি করিল?"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মিঃ জিফিন্।

একটু পরেই য্যাফাইর মূর্চ্ছাপনোদন হইল; কর্ণির ভয়ে চোরের মত আসিয়াছিল, চোরের মত সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। গুরুতর দুঃখকষ্টের মধ্যেও সে সহজেই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে; তাই মনে খুব দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া, কি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, কি বড় বেশি গরম পড়িয়াছিল বলিয়া, যে কারণেই তখন তাহার মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, সহজেই সে আত্মস্থা হইয়া বসিয়াছে। আবার তাহার হাবভাব, কুটীল কটাক্ষ, সকল লইয়া সে তাহার আবাসস্থান, মিসেস্ ল্যাটিমারের বাড়ীর দিকে চলিয়াছে।

মিস্ কর্ণির বাড়ীর অনতিদূরে একটা পণীর ও মাখনের দোকান ছিল; দোকানের মালীক একজন অল্পবয়স্ক যুবক, নাম মিঃ জিফিন্। য্যাফাই যখন দোকানের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, জিফিন্ তখন দরজার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। ইতিপূর্ব্বেই তাহার রূপে জিফিন্ একেবারে মজিয়া ছিল;—য্যাফাইরও তাহাতে আপত্তি ছিল না, বরং সে একটু সুখানুভবই করিত। যুবকের রসিকতার সেও দু'একটা রসের জবাব না করিয়া যাইত না।

জামাকাপড় নষ্ট না হয়, এইজন্য দোকানের কাজকর্ম্ম করিবার সময় বুকের উপর জিফিন্ একরকমের একটা আচ্ছাদন-বস্ত্র ব্যবহার করিত। য্যাফাই কিন্তু এটাকে বড়ই অবজ্ঞার চোখে দেখিত।

তাই তাড়াতাড়ি এই ঘৃণার বস্তুটাকে কোন প্রকারে চক্ষুর আড়াল করিয়া, হাসিতে হাসিতে হাত বাড়াইয়া দিয়া সে কহিল "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত, মিস্ হ্যালিজন্!"

এতক্ষণ যেন তাহাকে দেখিতেই পায় নাই, এই ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া য়্যাফাই বলিল "কে? তুমি, জিফিন্!" তার পর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাত্র দিয়া তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া, রুমাল দোলাইয়া, অলকগুচ্ছ নাড়িয়া, কুটীল কটাক্ষ করিয়া কহিল "ওকি, আজিকার দিনেও দোকান পাট বন্ধ কর নাই!"

য়্যাফাইর অনন্ত মাধুর্য্যে আত্মহারা হইয়া জিফিন্ উত্তর করিল "দোকানের কাজকর্ম্ম ত' দেখিতেই হইবে। তবে, জানিতাম যদি যে, তুমি আজ ছুটি লইয়াছ, তবে আমিও কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখিতাম—এক জায়গায় না একজায়গায় যাইয়া তোমাকে দেখিয়া ক্ষতিপূরণ করিতামই।"

কথাটা সে মনে প্রাণেই বলিয়াছে। য়্যাফাই তাহা বুঝিতে পারিল, মনে মনে কহিল "প্রকাণ্ড একটি বলদ আর কি!"

যুবক বলিতে লাগিল "আমার দোকানের সম্মুখ দিয়া যখন তুমি চলিয়া যাও, তখন আমার যে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই! মনে হয় যেন তখন স্বয়ং চন্দ্র আসিয়া অবতীর্ণ হ'ন।"

মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া যুবতী কহিল "বটে! জানিনা তাহাতে তোমার কি লাভ, যে এত আনন্দ হয়।—চোখ থাকিলে ত' দু'ঘণ্টা আগেও আমাকে এখান দিয়া যাইতে দেখিতে পারিতে।"

বড়ই অনুতপ্ত হইয়া হতভাগ্য যুবক বলিতে লাগিল "হায়, হায়! আমার চোখ দু'টা তখন ছিল কোথায়!—নিশ্চয়ই কোন মাখনের পাত্রে ডুবিয়া ছিল!—কতকগুলি খারাপ জিনিষ আসিয়াছে, সে গুলি ফেরত পাঠাইতে হইবে, মিস্ হ্যালিজন।"

কথাটায় ভারি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া য়্যাফাই বলিয়া উঠিল "কি !—আমি তোমার মাখন-পাত্রের কোন ধার ধারিনা।"

"তা' বটে, তা' বটে।—তবে যা'রা ব্যবসায় করে, তা'দের পক্ষে এগুলি বড় লাভজনক।"

অদূরে একটা বিকট কোলাহল শুনিয়া য়্যাফাই বলিয়া উঠিল "ওকি! ও কলরব কিসের ?"

"সকলে মিলিয়া মিঃ কার্লাইলের জয়ধ্বনি করিতেছে। বোধ হয় জান যে, তিনিই সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।"

"না, আমি জানিনা—কে এসব খোঁজখবর রাখে ?" বলিয়া, একটু কুটিল কটাক্ষ করিয়া ও রুমাল দোলাইয়া য়্যাফাই সরিয়া পড়িল।

যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল "পাখীটা বড় মন্দ—হইবে না। অবশ্যই জিনিষ কিনিতে যাওয়া ব্যতীত, তার দোকানের ছায়াও আমি মারাইতেছি না।—বাঃ বেশ! এই যে একটা গুপ্ত দরজাও আছে। শুনিতে পাই যে, দোতালার উপর বড়ই সুসজ্জিত একটা ঘর আছে। বসিবার ঘরটা যদি না সাজান হইয়া থাকে, তবে তাহাও করাইতে হইবে। এই ঘরের জন্য একটা পিয়ানো আনাইতে হইবে—না বাজাইতে জানিলেও জিনিষটা রাখা কায়দাদুরস্ত বটে। দু'টো চাকর, একটা রাঁধুনী ও একটা ঝি রাখিতে হইবে। একটা চাকরে যা'র সব কাজ করিবে, এমন লোকের সঙ্গে আমি বিয়ে বসিতেছি না! জিফিন্ যে রকম আহাম্মক, তা'তে তা'কে দিয়া এই সব কাজই করাইয়া লইতে আমাকে এতটুকুও বেগ পাইতে হইবে না। দোকানটার সঙ্গে আমার কোনই সংশ্রব নাই—বাকী বাড়ীটা আমার মতেই সাজাইতে গুছাইতে হইবে।—আমার সুখের জন্যই যদি না খাটিবে, তবে স্বামী করিতে যাওয়ার আবশ্যক কি ? অন্য সকল বিষয়েইত' তা'রা সুধু বাধা, সুধু

যন্ত্রণা! ক'টা শোবার ঘর আছে, তা'ত জানিনা। ছোট ঘরে আমি শুইতে পারি না। যদি বড় ঘর না থাকে, তবে দু'টো ভাঙ্গিয়া একটা করিতে হইবে। শোবার ঘরটা খুব বড় মানুষি ধরণে সাজাইতে হইবে। আবশ্যক হইলে, তা'কে না হয় এক কোণে একটা লোহার খাট করিয়া দেওয়া যাইবে। বড় বড় লোকের ঘরে ভিন্ন বিছানার এখন বড়ই চল্। যা'ক্, সময়ে দেখা যাইবে।—সব দিক্ ভাবিতে গেলে, ধরাটা বড় মন্দ হয় নাই। কিন্তু নামটা বড়ই বদ্খদ্। জিফিন্—জো জিফিন্! উঃ, মিসেস্ জো জিফিন্ নামটা আমার একেবারেই অসহ্য হইবে! না—বারে বা! কি গো, কি চাই!" বলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—এবিনেজার জেম্‌স্! তাহাকে ধরিবার জন্য জেম্‌স্ ত্রস্ত হাটিয়া আসিয়া তাহার গাউনের পশ্চাদ্ ভাগ ধরিয়া একটা টান দিয়াছে। আকাশ-কুসুম রচনায় বাধা পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া য়্যাফাই বলিল "বা রে বা! কি চাই!"

"কি য়্যাফাই, কেমন আছ?—তোমরা খোঁজে আমি মিসেস্ ল্যাটি-আরের ওখানে যাইতে ছিলাম।"

"নাও, নাও, আর জ্যাঠামো করিতে হইবে না! আবারও তুমি আমাকে য়্যাফাই য়্যাফাই বল! সে দিন যখন তুমি আবল্ তাবল্ বকিতেছিলে, তখনও আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। আমি কি শুনি নাই যে তুমি জিফিনের কাছে বলিয়াছিলে, একদিন নাকি আমি তোমার প্রণয়িণী ছিলাম?"

হাসিয়া জেম্‌স্ বলিল "তা' ছিলে না কি?"

অনলবর্ষী চক্ষুতে চাহিয়া য়্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল "কথনই না—মিথ্যা কথা! তখনকার দিনে আমি এমন লোকের সঙ্গে মিশিতাম, যাহাদের ছায়াও তুমি মারাইতে পাইতে না।—আর তা' না হইলেও, তোমাকেত

আমি ঘৃণাই করিতাম। কেন ভুলিয়া গিয়াছ নাকি যে তুমি কেবল অনর্থকই ঘুরিয়া বেড়াইতে ?"

"আর তুমিও কি বড় কম ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?" জেম্‌সের প্রফুল্ল হাসির অন্তস্তলে একটা গম্ভীর স্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

য়্যাফাইর গণ্ডদ্বয় জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল; সে তাড়া-তাড়ি এমন ভাবে হাত উঠাইল যে, বোধ হইল যেন সদর রাস্তায় না হইলে জেম্‌সের কানই মলিয়া দিত। উঠাইয়াই আবার হাত নামাইল, শেষে টান হইয়া দাঁড়াইয়া সঘৃণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "যদি ভাবিয়া থাক যে আমার বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যা কুৎসা রটাইয়া তোমার কোন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবে, তবে তুমি ভুল বুঝিয়াছ, এবিনেজার জেম্‌স্‌। এ জায়গায় আমার যথেষ্ট সুনাম, সম্মান আছে। তাই বলিতেছি ওসবের মধ্যে যাইও না।"

"কেন, য়্যাফাই, আজ এমন চটিয়াছ কেন ? আমি ত' তোমার কোনই অনিষ্ট করিতে চাইনা।" তার পর একটু গম্ভীর ভাবে হাসিয়া বলিল "আর চাহিলেই বা কি ? তুমি ত' জানই যে আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। নিজের বিপদ্‌ই সামলাইয়া উঠিতে পারি না, পরকে আবার বিপদে ফেলিতে যাইব কেন !"

"এই ত' বেশ কথা ! যাও, এখন সরিয়া পড়। রাস্তায় দাঁড়াইয়া তোমার সঙ্গে কথা বলা বড় সম্মানের বিষয় নয়।"

"—তা' বেশ। আমি যে কাজের জন্য আসিয়াছি, তাহা করিতে দাও ; আমিও তোমাকে মুক্তি দিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু 'সম্মানের' কথাটা যা' বলিলে—থাক্‌ তোমাকে আর চটাইব না। আজ তিনটার সময় তোমাকে বিচারালয়ে যাইতে হইবে—দেখিও, ভুলিওনা যেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া য়্যাফাই কহিল "বিচারালয়ে যাইতে হইবে ? আমাকে ? কেন ?"

জেম্‌স্ এ কথারও কোন উত্তর না করিয়া বলিল "দেখিও, ভুলিও না যেন। দেখিয়াছ ত' যে লেভিসন্‌কে—তোমার পুরাণো প্রণয়ীকে—"

ক্রোধে ও ঘৃণায় মাটিতে পদাঘাত করিয়া য়্যাফাই বলিয়া উঠিল "মুখ সাম্‌লাইয়া কথা বলিও, এবিনেজার জেম্‌স্! প্রণয়ী! সে?—তোমার নামে আমি মানহানির মোকদ্দমা করিব।"

"অত আহাম্মক হইওনা, য়্যাফাই। আমাকে রাগাইয়া তোমার লাভ নাই। জান তুমি, কোথায় আমি তোমাকে – ও তাহাকে, একসঙ্গে দেখিয়াছিলাম। লোকের বিশ্বাস ছিল, তুমি রিচার্ডের কাছেই গিয়াছ; ইচ্ছা করিলেই আমি তাহাদিগকে আসল কথা বলিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তখন আমি আবশ্যক মনে করি নাই, এখনও করিনা। লেভিসন্, ওরফে থর্ণ, তোমার বাপের খুনের জন্য ধৃত হইয়াছে; তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।"

য়্যাফাইর আর সে উদ্ধত, তেজোদৃপ্ত ভাব নাই; সে গরিমাবঞ্জক দৃষ্টি নাই—ভীত না হউক, একটা কাতর ব্যাকুল ভাব তাহার চক্ষুতে প্রকাশ পাইল। কথায় এবং স্বরে সাহসের পরিচয় দিবার জন্য বাধ-বাধ স্বরে সে এখনও বলিল "খুনের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না—আমি আদালতে যাইব না।"

তখন একখানা কাগজ তাহার হাতে দিয়া জেম্‌স্ কহিল "তোমাকে যাইতেই হইবে, য়্যাফাই। ধর, এই তোমার শমন।"

শমনখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া রাস্তায় ছড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে য়্যাফাই কহিল "লেভিসনের বিরুদ্ধে আমি কখনই সাক্ষ্য দিবনা, শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনই দিব না। রিচার্ড আমার বাপকে মারিয়াছে, আর আমি কিনা যাইয়া একজন নিরপরাধ লোকের ফাঁসীর সহায়তা করিব?—না, তা কখনই হইবেনা। আমি বরং একশ'

মাইল দূরে কোন জায়গায় যাইয়া মোকদ্দমা না হওয়া পর্য্যন্ত লুকাইয়া থাকিব। আর তুমি, শোন এবিনেজার জেম্‌স্‌, তুমি আমার উপর যে এই এক হাত খেলিয়া লইলে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না।”

“আমি খেলিলাম! কেন তোমার মনে এমন একটা ধারণা হইল? না, য়্যাফাই, এরূপ বিশ্বাস মনে স্থান দিওনা। মিঃ বল্‌ আমার হাতে না দিয়া এই শমন অন্য লোকের হাত দিয়াও জারি করাইতে পারিতেন। তোমার মন্দ কেন করিব? আমি বরং তোমার ভাল করিতেই প্রস্তুত।”

হস্ত সঞ্চালন করিয়া য়্যাফাই রেলের গতিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রস্থানোদ্যত হইয়া জেম্‌স্‌ আবারও কহিল “দেখিও, যাইতে যেন ভুলিও না।”

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া য়্যাফাই বলিতে লাগিল—তাহার চক্ষু দিয়া যেন আগুনের কণা ছুটিয়া পড়িতেছে—“ভুলিবনা?—সাক্ষ্য দিতে অবশ্যই ভুলিব। বলে, ছলে, কিছুতেই তা’রা আমাকে আদালতে নিতে পারিবে না।”

দ্রুতগামিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া জেম্‌স্‌ আপনাআপনি বলিতে লাগিল “একবার চটাইয়া দিতে পারিলে, য়্যাফাইর কি তেজই না দেখা যায়! বাধা না দিলে এখনই, হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। কি আহাম্মক! তুই নিজে না বলিলে তো’তে ও থর্ণে কি হইয়াছে না হইয়াছে, তা’ তোকে দিয়া কে বলাইতে পারে? এই যে মিঃ বল্‌ এই দিকেই আসিতেছেন। তা’কে যাইয়া সব বলিতে হয়।”

বায়ুবেগে য়্যাফাই যাইয়া একেবারে মিসেস্‌ ল্যাটিমারের নিকট উপস্থিত হইল, কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল “উঃ, ঠাকুরানি, বড় সাংঘাতিক সংবাদ পাইয়াছি, আমার একজন নিকট আত্মীয় মৃত্যু শয্যায়—আমাকে দেখিতে চাহিতেছেন। পরের গাড়ীতেই আমার যাওয়া দরকার।”

কর্ত্রীর শরীর কিছু অসুস্থ ছিল, কতক্ষণ কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "বল কি! তোমাকে ছাড়িয়া আমার চলিবে কেমন করিয়া?"

তখন রুমালে চক্ষু আবৃত করিয়া পরিচারিকা কাতর স্বরে বলিতে লাগিল "ঠাকুরানি, মরণ সময়ের অনুরোধ বলিয়াই যাইতে চাহিতেছি। নতুবা আপনার এরূপ অসুস্থ অবস্থায় কি আর আপনাকে ফেলিয়া যাইতে মন উঠিত?"

"তোমার আত্মীয় কোথায় থাকে? তুমি আবার কত দিনে ফিরিবে?"

সর্ব্বপ্রথম যে সহরের নামটা য্যাফাইর মনে আসিল, তাহারই কথা বলিয়া সে কহিল 'কালই ফিরিতে পারিব, আশা করি।'

মিসেস্ ল্যাটিমার অগত্যা স্বীকার হইলেন। য্যাফাই দৌড়াইয়া দ্বিতলে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল; তথনই সাজগোজ করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল।

রাস্তার অপর পার্শ্বে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া একজন কনষ্টেবল্ নিষ্কর্ম্ম ভাবে পাদচারণা করিতেছিল। য্যাফাইর সঙ্গে তাহার সামান্য একটু জানা-শুনা ছিল; রাস্তা পার হইয়া আসিয়া সে বলিল "নমস্কার, মিস্ হ্যালিজন! আজিকার দিনটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে, নয়?"

বাধা পাইয়া বিরক্ত ভাবে য্যাফাই কহিল "হঁা, বড়ই সুন্দর হইয়াছে।—কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলিবার আমার সময় নাই—বড় ব্যস্ত আছি।"

যত তাড়াতাড়ি সে হাটিতে লাগিল, কনষ্টেবল্ও তত তাড়াতাড়িই তাহার পাশে পাশে হাটিয়া চলিল। য্যাফাই আরও তাড়াতাড়ি চলিল, সেও তাহাই করিল। একটু যাইয়া কনষ্টেবল্ জিজ্ঞাসা করিল "এত ব্যস্ত দেখিতেছি কেন?"

"তা'তে তোমার কি? তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? সকল কাজেরই একটা সময় আছে—অন্য সময় তোমার সঙ্গে দু'টো রসের গল্প করা যাইবে। এখন আমার সময় নাই।"

"বোধ হয় যেন গাড়ী ধরিবার জন্য এত তাড়াতাড়ি চলিয়াছ?"

"হাঁ, তাই—কেমন, তোমার কৌতুহলের এখন চরিতার্থতা হইল ত? আমি একটু সখের ভ্রমণে যাইতেছি, মিঃ কুতূহলি!"

"অনেক দিন লাগিবে কি?"

"হুঁ-উঃ কালই সম্ভবতঃ ফিরিয়া আসিব।"

এমন সময় কনষ্টেবল্‌ য়্যাফাইয়ের গাত্র মৃদু স্পর্শ করিল। যুবতী ভাবিল, তাঁহাকে দেখিয়া লোকটা এমনই মজিয়া গিয়াছে যে, সহজে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না, তাই রসিকতা করিয়া হাত দিয়াছে।—বলিল "আঃ, কি পাগ্‌লামো করিতেছ!—রঙ্গ রস করিবার এখন আমার সময় নাই।" তার পর, পাহাড়াওয়ালার হস্তসংস্পর্শটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল "হাত সরাও, বলিতেছি।"

হাসিয়া কনষ্টেবল্‌ বলিল "স্ত্রীলোকের মনে আঘাত দিতে, বিশেষতঃ তোমার মনে আঘাত দিতে, আমার প্রাণে বড়ই লাগে, মিস্‌ হ্যালিজন। কিন্তু তোমার উপর হইতে হাত সরাইয়া লইতে, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে, আমার সাহসে কুলাইতেছে না। তোমাকে এখনই সাক্ষীর কাটগড়ায় লইয়া যাইতে হইবে—আজ বৈকালেই তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।"

ভূত যদি কখনও দেখিয়া থাকেন, তবে সেই ভূতের রক্তহীন মুখের কথাটা একবার মনে করুন। য়্যাফাইর মুখখানা তদপেক্ষাও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এবার আর তাহার মূর্চ্ছা হইল না, কিন্তু বোধ হইল যেন মৃত্যু আসিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিতেছে। একটু চিৎকার, একটু ধ্বস্তাধ্বস্তি, করিয়াই সে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিল।

শেষে অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত স্বরে বলিল "আমি কি সাক্ষ্য দিব? আমি কিছুই জানিনা।"

"সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনা। তোমাকে লইয়া যাইবার হুকুম পাইয়াছি যথাসাধ্য ভদ্রতার সঙ্গে সেই হুকুমই আমি তামিল করিয়াছি।"

"তুমি কি মনে করিতেছ, যে ওয়েষ্টলীনের মধ্য দিয়া আমাকে তুমি এমন করিয়া ধরিয়াই লইয়া যাইবে?"

"আবশ্যক নাই—যদি প্রতিজ্ঞা কর যে পলাইবে না। চেষ্টা করিলেই সুধু লোকের নজরে পড়িবে। আমার হাত ছাড়াইয়া যে যাইবে, কি দৌড়ে যে আমাকে হটাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। শান্ত ভাবে চল, আমি তোমাকে স্পর্শ ও করিব না।"

"আচ্ছা চল, হাত সরাও" বলিয়া য়্যাফাই নিরুপায় ভাবে কনষ্টেবলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

——০:*:০-

আদালত।

যথাসময়ে বিচারপতিগণ আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। সহরের লোক আসিয়া আদালত-গৃহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিচার্য্য বিষয়ের কথা লইয়া চতুর্দ্দিকে একটা ভয়ানক উত্তেজনার তরঙ্গ উঠিয়াছে। লেভিসনের বন্ধুবান্ধব আসিয়া সব উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা এই অভিযোগের একটি অক্ষরও বিশ্বাস করে নাই—তাহাদের বিশ্বাস, কারলাইলের দলের লোকেরা এই মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া লেভিসন্ যাহাতে সভ্যপদের জন্য চেষ্টা করিতে না পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছে। লর্ড মাউণ্ট সেভার্ণও আসিয়াছেন; বিচারপতিদের পার্শ্বেই তাঁহার বসিবার স্থান হইয়াছে৷ আজিকার বিচারে চেয়ারম্যান হইয়াছেন যাষ্টিশ্ হেয়ার স্বয়ং। তিনি গম্ভীর ভাবে দৃঢ়সংকল্পতাব্যঞ্জক মুখে বসিয়া রহিয়াছেন—অনুগ্রহ তিনি কাহাকেও প্রদর্শন করিবেন না, তবে অবিচারও করিবেন না। নিজের পুত্রের জীবন রক্ষার জন্যও তিনি বিবেকের বিরুদ্ধে লেভিসন্‌কে দোষী সাব্যস্ত করিতে প্রস্তুত নহেন। কার্ণেল্ বীথেল্‌ও আসিয়াছেন—তাহার মূর্ত্তিও আজ ভীষণ ও গম্ভীর।

এটা একটা আদালত। জোর দু'এক মাসের জেল্ জরিমানাই এখানকার প্রদেয় শাস্তি। বিচারে আইন কানুনের তেমন ধার ধারা হয় না। শোনা কথা, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, এই সকলই এখানে গ্রহণ করা হয়। লেভিসনের পক্ষ হইয়া কেস দেখিবার জন্য মিঃ রুবিনি আসিয়াছেন।

মিঃ বল্ মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন। রিচার্ডের প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, প্রথমেই সে সকল বিবৃত করিলেন; কিন্তু সংবাদদাতার নাম প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, সে কথা প্রকাশ করা এখন বড় সুবিধাজনক হইবে না। যাষ্টিশগণ লেভিসনই যে থর্ণ, ইহা লইয়াই বড় সমস্যায় পড়িলেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এবিনেজার জেম্‌স্‌কে তলব করা হইল।

যাষ্টিশ্ হারবার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্দী, স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসম্বন্ধে তুমি কি জান?"

"বিশেষ কিছুই জানিনা। আমি তাহাকে স্বধু কাপ্তান্ থর্ণ বলিয়া জানিতাম।"

"কাপ্তান্ থর্ণ?"

"য়্যাফাই হ্যালিজন্ ইহাকে কাপ্তানই বলিত। কিন্তু আমি জানিতাম যে ইনি তখন লেফ্‌টেনেণ্ট ছিলেন।"

"কাহার নিকট এ কথা শুনিয়াছিলে?"

"য়্যাফাইর ই কাছে। ইহার কথা তাহার মুখে ছাড়া আর কাহারও নিকট শুনি নাই।"

"তুমি বলিতে চাও কি যে তুমি ইহাকে কথিত স্থানে—আবে উডে—প্রায়ই দেখিতে পাইতে?"

"সেখানে ও হ্যালিজনের কুটীরে প্রায়ই আমি ইহাকে দেখিয়াছি।"
"থর্ণ হিসাবে ইহার সঙ্গে কখনও কথা বলিয়াছ?"

"দুই তিনবার। আমি ইহাকে থর্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, ইনিও সেই ভাবেই জবাব দিয়াছেন।" তার পর অট্‌ওয়ে বীথেলের দিকে চাহিয়া বলিল "অট্‌ওয়ে বীথেল্‌ও ইহাকে থর্ণ বলিয়াই জানিত। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে লক্সলিও তাহাই জানিত।"

"আর কেহ ?"

"হতভাগ্য হ্যালিজনও জানিত। একদিন আমারই মোকাবেলা সে য়্যাফাইকে বলিয়াছিল যে এই সয়তান থর্ণকে সে কিছুতেই তাহার বাড়ী আসিতে দিবে না।"

"ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল ?"

"হাঁ, এই কথাই—'এই সয়তান থর্ণ' ঠিক এই কথাই বলিয়াছিল। য়্যাফাইর উত্তরও আমার মনে আছে। উদ্ধত ভাবে সে বলিয়াছিল যে অন্য দশজনের যেরূপ আসিবার অধিকার আছে, থর্ণেরও সেরূপ আছে। আর এমন করিয়া তাহার দোষ ধরিতে গেলে সে ওখানেই থাকিবেনা—স্বধীন হইয়া থাকিবার তাহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।"

"এ কথায় কোন আবশ্যক নাই। থর্ণের সঙ্গে অন্য কাহারও পরিচয় ছিল ?"

"আমার যেন মনে হয় যে, য়্যাফাইর্‌ বড় ভগিনী যয়েশও তাহাকে চিনিত। সকলের চাইতে রিচার্ড হেয়ারই তা'কে বিশেষরূপে জানিত।"

বিচারাসনে বসিয়া যাষ্টিশ্‌ হেয়ার কল্পানিক রিচার্ডকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভয় দেখাইলেন।

"এত ঘন ঘন থর্ণ কেন ঐ বনে যাইত ?"

"য়্যাফাইর সঙ্গে প্রেম করিতে।"

"বিবাহ করিবার উদ্দেশ্যে ?"

অধরপ্রান্ত সংকুচিত করিয়া জেম্‌স্‌ কহিল "আজ্ঞে, না। আমার ত' বোধ হয় না যে এমন কোন উদ্দেশ্য ইহার ছিল। দিব্য একটা ঘোড়া দৌড়াইয়া ইনি সোয়েইন্‌সন্‌ কি তাহার নিকটবর্ত্তীই কোন জায়গা হইতে আসিতেন।"

"ইহাকে কি রকম অবস্থার লোক বলিয়া মনে হইত ?"

"বড় লোক বলিয়া মনে হইত। ইহার চালচলন, পোষাকআষাক কথা বলিবার ভঙ্গিমা, এই সকলই বড় মানুষি ধরণের ছিল। কেহ ইহাকে দেখিতে পায়, এটা যেন তখন ইহার ইচ্ছা ছিলনা। সন্ধ্যা হইয়া না গেলে প্রায়ই ইনি হ্যালিজনের ওখানে যাইতেন না।"

"হ্যালিজন্ যে রাত্রে খুন হয়, সে রাত্রেও ইহাকে তুমি সেখানে দেখিয়াছিলে ?"

"না। আমি সে দিন ওখানে ছিলাম না। কেমন করিয়া আর দেখিতে পাইব ?"

"ইনি যে খুন করিয়াছিলেন, কখনও তোমার মনে এরূপ কোন সন্দেহ হইয়াছিল ?"

"কখনই হয় নাই। রিচার্ড হেয়ার্ দোষী সাব্যস্থ হইয়াছিল ; আমার কখনও মনে হয় নাই যে, সে ছাড়া আর কেহ একাজ করিয়াছে বা করিয়া থাকিতে পারে।"

সাক্ষীর জেরা হইয়া গেল দেখিয়া মিঃ রুবিণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কত বৎসর হইল যে এই খুন হইয়াছে ?"

"হিসাব না করিয়া আমি এক বৎসরের কথাও বলিতে পারিনা। বোধ হয় বার বৎসরের বেশি ছাড়া কম হইবে না।"

"আর এত বৎসর পরেও তুমি শপথ করিয়া বলিতেছ যে, স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসনই সেই লোক !"

"হ্যাঁ আমি যে এবিনেজার জেম্স্ এ যেমন ঠিক, ইনি যে সেই থর্ণ, সেও তেমনই ঠিক।"

পরিহাসের স্বরে উকীল কহিলেন "এতগুলি বৎসর কাটিয়া গেল, একবার দেখা হইল না ; তবুও তোমার মনে এতটুকুও সন্দেহ হইল না ! বাঃ, বেশ সাক্ষী যা' হউক !"

জেম্‌স্‌ বলিল "না, আমিত এমন কথা বলি নাই।'—আদালত কাণখাড়া করিয়া শুনিতে লাগিলেন। একজন জজ জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই তখন আর এই এখন, এর মধ্যে আর কখনও ইহাকে দেখিয়াছ?"

"একবার।"

"কোথায় এবং কখন?"

"লণ্ডনে—খুনের প্রায় আঠারো মাস পরে।"

"ইহার সঙ্গে তোমার কি কথা হইয়াছিল?"

"কিছুই না। হঠাৎ দেখা হইয়াছিল মাত্র।"

"তখন ইনি কে বলিয়া তোমার মনে হইয়াছিল?—থর্ণ কি লেভিসন্‌?"

"থর্ণ বলিয়াই। এই এবার এখানে আসার পূর্ব্বে ইনি যে আবার লেভিসন্‌ একথা 'কখনও আমার স্বপ্নেও মনে হয় নাই।"

কথাগুলি শুনিয়া লেভিসনের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটা তীব্র বর্ব্বরোচিত অভিসম্পাত উত্থিত হইল। হায়, হায়, কোন্‌ সয়তানের প্ররোচনায় ভুলিয়া সে আসিয়া আবার এই সিংহের গুহায় মাথা দিয়াছে? তাহার স্ত্রীত' তাহাকে ওয়েষ্টলীনে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল? হায় কেন, কেন সে তাহার কথা উপেক্ষা করিয়াছিল?—

আবার জেম্‌সের জেরা চলিতে লাগিল—

"লণ্ডনে যাহাকে দেখিয়া তুমি থর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলে, সে ত' থর্ণ নাও হইতে পারে? তোমার কি ভুল হইতে পারে না?"

জেম্‌স্‌ কেমন এক রকম ভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল "না, আমার ভুল হয় নাই। শপথ করিয়া, তবে আমি এখানে কথা বলিতেছি!" তাহার স্বরে একটা নিগূঢ় ভাব যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

তখন জেম্‌স্‌কে বিদায় দিয়া য়্যাফাইকে ডাকা হইল। একটু পরেই তাহার বন্ধু, সেই কনেষ্টবলের বাহু অবলম্বন করিয়া যুবতী আসিয়া হাজির হইল।

তাহার জেরা আরম্ভ হইল।

"তোমার নাম কি?"

লেভিসন্‌ ও অট্‌ওয়ে বীথেলের দিকে কৌশলে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর দিকে তরবাল-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে উত্তর করিল "য়্যাফাই।"

"পুরো নামটা কি? য়্যাফাইত' আর নামকরণের সময়ের নাম নহে।"

"য়্যাফ্রোডাইট্‌ হ্যালিজন্‌। আমার নাম আপনারা কে না জানেন? বৃথা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় লাভ কি?"

"সাক্ষীকে শপথ করাও"—যাষ্টিশ্‌ হেয়ারের মুখ দিয়া এই প্রথম কথা বাহির হইল।

"না, আমি শপথ গ্রহণ করিব না।"

যাষ্টিশ্‌ হার্‌বার্ট বলিলেন "তোমাকে করিতেই হইবে।"

য়্যাফাই আবারও বলিল "আমি বলিতেছি যে, আমি করিব না।"

"তাহা হইলে আদালত অবজ্ঞার অপরাধে তোমাকে জেলে যাইতে হইবে।"—যাষ্টিশের স্বরে দয়ার কি অনুকম্পার লেশও নাই। য়্যাফাই একেবারে দমিয়া পড়িল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। স্যার জন্‌ ডোবেদী উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি যুবতী, তোমার বাপের হত্যায় তুমিও সংশ্লিষ্ট ছিলে নাকি?"

অতিমাত্র রুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া য়্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল "আমি! কেমন করিয়া মহাশয়, আপনি এমন একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিতে সাহস করিলেন ?” তার পর উদ্গত অশ্রু অতিকষ্টে প্রতিরোধ করিতে করিতে বলিল “এমন দয়ালু বাপ! আমি তাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতাম। নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলে আমি পশ্চাৎপদ হইতাম না।”

“আর এদিকে তাহার হত্যাকারী যাহাতে শাস্তি পায়, তাহার জন্য সাক্ষ্য দিতেও তুমি রাজী নও!”

“না, সে জন্য আমি অস্বীকার করিতেছি না। যে তাহাকে খুন করিয়াছিল, তাহার ফাঁসী হউক, আমি যাইয়া দেখিয়া আসিব। কিন্তু কে জানে, যে প্রশ্নে কোন লাভ নাই, যে প্রশ্নে আপনাদের কি অন্য কাহারও কোন উপকার হইবে না, এমন অবান্তর প্রশ্নও আপনারা জিজ্ঞাসা করিবেন না? সেই ভয়েই আমি আপত্তি করিতেছি।”

“খুনের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের সংস্রব আছে, অমরা কেবল সেই সকল বিষয়েই প্রশ্ন করিব।”

তখন য়্যাফাই ভাবিয়া দেখিল—দেখিয়া শপথ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। এই খুনসংক্রান্ত প্রশ্নই যে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা তাহার বুদ্ধিতে কুলাইল না। এম্নিতে শতকরা নিরনব্বইটা মিথ্যা বলিলেও আদালতে শপথ গ্রহণ করিয়া মিথ্যা বলা তাহার পক্ষেও বড় সহজ হইবে না।

প্রশ্ন হইল—“তখনকার দিনে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার খুব দেখা সাক্ষাৎ হইত। তাহার নাম থর্ণ। কেমন করিয়া তাহার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল?”

কাতর ভাবে য়্যাফাই বলিয়া উঠিল “এই যে! আপনারা ত' এখনই যা' তা' জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন! এ ব্যাপারে তা'র কোনই সংস্রব ছিলনা—তিনি খুন রেকন নাই।”

মোলায়েম স্বরে প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন "যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তাহার যথাযথ উত্তর দিবে বলিয়া শপথ করিয়া আবার এ গোলযোগ করিতেছ কেন ?—কেমন করিয়া থর্ণের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইয়াছিল ?"

তখন য়্যাফাই উদ্ধত ভাবে উত্তর করিল "সোয়েইন্সনে এক পিষ্টকবিক্রেতার দোকানে তাহার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।"

এমন সময় বল্ উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর অমনি তোমার এই সুন্দর মুখখানা দেখিয়া তিনি একেবারে ভুলিয়া গেলেন ?"

সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি শুনিয়া য়্যাফাই রমণীস্বভাবসুলভ সঙ্কোচসম্ভ্রম ভুলিয়া গেল। বিচারপতিদিগের দিকে চাহিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিল "হাঁ, সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"

"তারপরে, তোমার বাড়ীর ঠিকানা তোমার নিকট হইত জানিয়া লইয়া, প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যা বেলায় যাইয়া তোমার সঙ্গে প্রেম করিবার চেষ্টা করিতেন ?"

"তা' তে আর দোষ কি ?"

সাক্ষীকে স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, সরল মধুর স্বরে উকীল কহিলেন "তা বৈ কি ?—আমি বরং ভালই বলিতে চাই। আমি দুঃখই বোধ করিতেছি যে, আমার এমন সৌভাগ্য হয় নাই!—তা'র প্রকৃত নাম যে লেভিসন, তা' তুমি তখন জানিতে ?"

"না, তিনি বলিয়াছিলেন যে তা'র নাম কাপ্তান্ থর্ণ; আমিও তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

"তিনি কোথায় থাকিতেন, তাহা তুমি জানিতে ?"

"না। সে কথা কখনও আমাকে বলিতেন না। আমি ভাবিতাম যে, কয়দিনের জন্য হয়তঃ সোয়েন্সনে বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

"আর—বাঃ, কি চমৎকার টুপীটিই না মাথায় পরিয়াছ!"

য়্যাফাইর সকল দোষের মধ্যে আত্মপ্রশংসাটাই ছিল বড় বেশি। কেহ তাহার রূপের কি বেশভূষার প্রশংসা করিলে, য়্যাফাই তখন আপনাতে আপনি থাকিত না।—মিঃ বলের কথা শুনিয়া একবার সে টুপীটার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিল না!—সুখ্যাতিতে গলিয়া এখন সে একেবারেই মিঃ বলের হাতে আসিয়া পড়িল।

"প্রথম দেখার কতদিন পরে তুমি তাহার আসল নাম জানিতে পারিয়াছিলে?"

"কয়েক মাস পরেই।"

"খুনের পরে বোধ হচ্ছে?"

"হাঁ, তাই।"

মিঃ বল্ একটু কটাক্ষ করিলেন। অন্য সকলের অলক্ষিতে য়্যাফাইও একটী অঙ্গুলি দিয়া সীঁথিটা সমান করিয়া লইল।

"কাপ্তান্ থর্ণ ছাড়া, খুনের রাত্রিতে তোমাদের ওখানে আর কে কে ছিল?"

"রিচার্ড হেয়ার ছিল। অট্‌ওয়ে বীথেল্ আর লক্‌স্‌লিও ছিল। ইহার পরেত' অনেক লোকই আসিয়াছিল।"

"অন্য দুইজনের মত, অট্‌ওয়ে বীথেল্ আর লক্‌স্‌লিও কি তোমার রূপে পাগল হইয়াছিল?"

ক্রুদ্ধ বিরক্তির সঙ্গে ঈষৎ মাথা নাড়িয়া য়্যাফাই বলিল "ছি! তা'দের মত পাখীচোরকে কে স্থান দিত?"

"সেই দিন রাত্রে তোমার সঙ্গে ঘরে কে ছিল?—থর্ণ না রিচার্ড?"

এত ক্ষণে য়্যাফাইর কাণে জল গেল। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল;—কি জানি এরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহার মুখ দিয়া আবার কি কথা বাহির করিয়া লইবে!

ষাষ্টিশ্ হেয়ার বজ্রনাদে গর্জ্জিয়া উঠিলেন "সাক্ষী, সত্য কথা বলিবে বলিয়া তুমি শপথ গ্রহণ করিয়াছ। বল, আমার—রিচার্ড হেয়ার তোমার সঙ্গে ছিল কিনা। সত্য গোপনের চেষ্টা করিলে চলিবেনা।"

য়্যাফাই চমকিয়া উঠিল। বলের দিকে চাহিয়া বলিল "থর্ণ আমার সঙ্গে ছিল।"

"রিচার্ড হেয়ার কোথায় ছিল?"

"জানি না। একবার আসিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাকে বসিতে দিয়াছিলাম না। তবে একথা আমি জেদ্ করিয়াই বলিতে পারি যে, সে বনের মধ্যেই কোথাও ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল।"

"সে কি তোমাকে কোন বন্দুক দিয়া গিয়াছিল?"

"হাঁ; কয়েকদিনের জন্য আমার বাবাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিল। আমি ঘরের ভিতর রাখিয়া দিয়াছিলাম। সে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল যে বন্দুকটা বোঝাই আছে।"

"ইহার কতক্ষণ পরে তোমার বাবা আসিয়া তোমাদের কাজে বাধা জন্মান্?"

"তিনি কখনই বাধা দেন নাই—মরিবার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নাই।"

"বরাবরই তোমরা কুটিরে ছিলে, না?"

"না—বাড়ীর পিছনে একটু হাটিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতেই কাপ্তান্ থর্ণ চলিয়া যান—কিন্তু তখনও আমি বাহিরেই থাকি।"

"বন্দুকের কোন আওয়াজ শুনিয়াছিলে?"

"আমি একটা গাছের গোড়ার উপর বসিয়া কি ভাবিতে ছিলাম, এমন সময় একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কিন্তু কুটীরের দিক্‌ হইতে যে আসিয়াছে এমন বোধ না হওয়াতে, আমি উহা গ্রাহ্যই করিলাম না।"

"তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাপ্তান্‌ থর্ণ কি আনিতে আবার কুটীরে গিয়াছিলেন? সেখানে তিনি কি ফেলিয়া আসিয়াছিলেন?"

প্রশ্নটা বড় আকস্মিক হইল। রিচার্ডের বর্ণিত বিষয় শুনিয়া, তীক্ষ্ণ-দর্শী বল্‌ মনে মনে সকল বিষয় তলাইয়া দেখিয়া ইহাই সম্ভবপর মনে করিয়াছিলেন। য়্যাফ্‌াই ধরা পড়িল—বলিল "স্বধু টুপীটা সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। বেশ গরম পড়িয়াছিল বলিয়া টুপী ছাড়াই তিনি আমার সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন।"

আবার এক আকস্মিক শর নিক্ষিপ্ত হইল। "রিচার্ড হেয়ারের দোষ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে এমন করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে তোমার মনে আর কোন সন্দেহই রহিল না!"

"কাহারও বুঝাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। এম্‌নিতেই আমি জানিতাম; অন্য সকলেও জানিত।"

বেশ প্রশান্ত স্বরে মিঃ বল্‌ বলিলেন "সে ত' ঠিক কথাই। কাপ্তান্‌ থর্ণ কি খুন করিতে দেখিয়াছিলেন? তিনি কি তোমাকে একথা বলিয়াছিলেন?"

"তিনি আমাদের বাড়ী হইতে একটু দূরে যাইতে না যাইতেই একটা তকবিতর্ক শুনিতে পান; গলার স্বর শুনিয়া একজনকে তিনি আমার বাবা বলিয়া চিনিতে পারেন। ইহার একটু পরেই বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার মনে হইল যে নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যপার সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, এমন গুরুতর!"

"থর্ণ তোমাকে একথা বলিয়াছিলেন? কথন?"

"সেই রাত্রেই—অবশ্যই অনেক পরে।"

"কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে তা'র দেখা হইল?"

য়্যাফাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—শেষে তীব্র ধমক খাইয়া বলিল "একটা ছোক্‌ড়া আসিয়া আমাকে বলিল যে, একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এবং এই সংবাদ আনিবার জন্য তাহাকে দু'আনা দিয়াছেন। আমি যাইয়া কাপ্তান্ থর্ণকে দেখিতে পাইলাম। বাড়ীতে এত গোলমাল কিসের, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি বলিলাম যে, রিচার্ডহেয়ার আমার বাবাকে খুন করিয়াছে। তিনি বলিলেন "হাঁ, তোমার কথা শুনিয়া এখন আমি চিনিতে পারিয়াছি যে, তোমার বাবার সঙ্গে তর্কে রিচার্ড হেয়ারের গলাই শুনা গিয়াছিল।"

"তখন বোধ হয় তিনি তোমাকে খুনের এই ইতিহাস বলিলেন?"

রুষ্ট ভাবে য়্যাফাই বলিল "এই ইতিহাসই সত্য।"

"কেমন করিয়া জানিলে?"

"আবার কেমন করিয়া জানিব?—আমি এম্‌নিতেই বুঝিয়াছিলাম। রিচার্ড ছাড়া কে আর আমার বাবাকে খুন করিতে যাইবে?—বড়ই ঘৃণার কথা, বড়ই লজ্জার কথা যে, দোষটা আপনারা এখন থর্ণের ঘাড়ে চাপাইতে যাইতেছেন!"

"আচ্ছা, একবার বন্দী স্যার্ ফ্রান্সিসের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি—ইনিই কি সেই থর্ণ?"

"হাঁ, ইনিই সেই থর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইনি আর খুনের জন্য দায়ী হইতে পারেন না।"

প্রসন্ন ভাবে বল্ স্বীকার করিলেন "হাঁ, সে ত' ঠিক কথাই। কাপ্তান্

থর্ণের সঙ্গে লণ্ডনে তুমি কতদিন ছিলে ?—সেই যে একটু দেখা করিতে গিয়াছিলে ?”

উন্মাদিনীর মত য়্যাফাই মিঃ বলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন “কাপ্তান্‌ থর্ণের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইবার জন্যই ত’ তুমি খুনের অব্যবহিত পরে লণ্ডনে চলিয়া যাও। বলি কি, কতদিন তা’র সঙ্গে ছিলে ?

প্রশ্নটা বড়ই আকস্মিক হইল—য়্যাফাই ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলনা।—তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে চিৎকার করিয়া বলিল “কে বলে যে আমি তার সঙ্গে ছিলাম ? কে বলে যে, আমি তা’র পিছনে পিছনে গিয়াছিলাম ?”

তাহার হতবুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া বল্‌ কহিলেন “আমি বলিতেছি। যাহা করিবার তাহাত’ করিয়াছ, এখন আর অস্বীকার করা কেন ? সময়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে আমরা সকলেই যাইয়া থাকি।”

য়্যাফাই উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল “এমন ধৃষ্টতা আমি আর দেখি নাই। ইহার পরে আর কোথায় গিয়াছি, বলিবেন ?”

আবার জলদগম্ভীর স্বরে যাষ্টিশ্‌ হেয়ার্‌ বলিলেন, ‘রমণি, তুমি শপথ গ্রহণ করিয়াছ। বল, তুমি কাহার সঙ্গে ছিলে ?—বন্দী লেভিসনের কি রিচার্ডের ?” তাহার স্বর কঠোর, গম্ভীর অথচ কম্পিত ও উত্তেজিত। পরাজয়ে ও কেমন একটা অজ্ঞাতকারণ আতঙ্কে কদলীপত্রের মত কাঁপিতে কাঁপিতে য়্যাফাইও উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিল “আমি রিচার্ড হেয়ারের সঙ্গে ছিলাম! কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর অপবাদটা আপনারা আমার মুখের উপরই দিতেছেন ? খুনের রাত্রির পরে, আর আমার সঙ্গে রিচার্ড হেয়ারের সাক্ষাৎ হয় নাই। শপথ করিয়া আমি একথা বলিতেছি। শপথ করিয়া বলিতেছি যে তদবধি

তা'র সঙ্গে আমার আর দেখাই হয় নাই। আর আপনারা বলেন কিনা আমি তা'রই কাছে গিয়াছিলাম!—ইহার চাইতে আপনারা যদি বলিতেন যে আমি জল্লাদ ক্যাল্ ক্র্যাফ্‌টের কাছে ছিলাম, তাহাতেও আমি আপত্তি করিতাম না।"

তাহার কথায় ও স্বরে মিথ্যার লেশও নাই—সকলেরই এই বিশ্বাস হইল। আত্মর্ভৎসনার উপক্রমে যাষ্টিশ্ হেয়ারের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল। এক অপরাধ হইতে ত' রিচার্ড নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন; বাকীটুকুতেও যদি তাই হ'ন, তবে কেমন করিয়া যাষ্টিশ্ আপনার নিষ্ঠুর আচরণ সমর্থন করিবেন? সমগ্র ওয়েষ্টলীনের মত তিনিও ত' খুনের অপেক্ষাও য়্যাফাইকে লইয়া থাকার জন্যই রিচার্ডকে অধিকতর অপরাধী মনে করিয়াছেন। কিন্তু শপথ করিয়া আজ য়্যাফাই এ কি বলিতেছে?"

—সোহাগের স্বরে উকীল আবার বলিতে লাগিলেন "আমি কখনও মনে করি নাই যে তুমি আবার রিচার্ডের কাছে গিয়াছ। ওয়েষ্টলীনের লোকগুলি কি মন্দপ্রকৃতির! তা'রা যা' নয়, তাই বিশ্বাস করিয়াছে! অন্য অন্য যুবতীরা যেমন করিয়া থাকে, তুমিও তেমন লেভিসনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে?"

শোচনীয় রূপে নরম হইয়া পড়িয়া, য়্যাফাই মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

যাষ্টিশ্ হেয়ার আবার বলিলেন "কৈ, উত্তর দাও। থর্ণের সঙ্গে ছিলে কি?"

নিতান্ত দুর্ব্বল কণ্ঠে উত্তর হইল "হঁ।।"

অর্থসূচক কাশি কাশিয়া বল্ কহিলেন "তাহার সঙ্গে তুমি অনেক দিন ছিলে—দু' তিন বৎসর হইবে, কেমন?"

"না, তিন বৎসর হইবে না।"

"দু' বৎসরের কিছু বেশি হইবে, কেমন?"

রুষ্ট মেজাজে ম্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল "তা'তে দোষটা কি? আমার খুসী আমি যাইয়া লণ্ডনে ছিলাম; আর অনেক দিনের বন্ধুত্ব বলিয়া মধ্যে মধ্যে সকাল বেলায় ইনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাহাতে আর সকলের অত মাথা ব্যথা কেন? বলি, এমন কি অন্যায় কাজটা করা হইয়াছিল?"

একটু কটাক্ষ করিয়া উকীল কহিলেন "বাস্তবিকই এমন কি অন্যায় করা হইয়াছিল?— আমি কিন্তু সেরূপ মনে করি নাই। আচ্ছা দেখ, যখন—যখন তিনি তোমার সঙ্গে এরূপ ভাবে সকাল বেলায় সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখনই তুমি জানিতে পারিয়াছিলে যে ইনি লেভিসন্?"

"হাঁ, তখনই ইহাকে কাপ্তান্ লেভিসন্ বলিয়া জানিতাম।"

"কেন থর্ণ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথাটি কখনও তিনি তোমায় বলিয়াছেন?"

"বলিয়াছিলেন যে খেয়ালে পড়িয়া করিয়াছিলেন। যে দিন আমার সঙ্গে প্রথম তার সোয়েইন্‌সনে দেখা হয়, সে দিন হঠাৎ কেমন তা'র মনে হইল যে আসল নামটা বলিবেন না; তাই, যে নামটা প্রথম মনে আসিল তাহাই বলিলেন। এ নাম তাহার বেশি দিন রাখিবার ইচ্ছা ছিল না, কি অন্য কেহ যে জানে. এমন ইচ্ছাও ছিল না।"

শুষ্ক কণ্ঠে উকীল কহিলেন "নিশ্চয়ই অন্য কেহ যে জানে এমন ইচ্ছা কখনই ছিল না। আচ্ছা, এখনকার মত তুমি যাইতে পার" বলিয়া একজন কর্ম্মচারীর কাণে কাণে বলিলেন "আবার জেম্‌স্‌কে চাই।"

জেম্‌স্ আসিলে, তাঁহার উপর সুকৌশলে শর নিক্ষেপ করিলেন "খুনের প্রায় আঠারো মাসে পরে লণ্ডনে থর্ণের সঙ্গে তোমার দেখা

হইয়াছিল; আচ্ছা, সে বোধ হয় র‍্যাফাই যখন সেখানে ছিল? তার সঙ্গেও নিশ্চয়ই তোমার দেখা হইয়াছিল?"

জেম্‌সের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। র‍্যাফাই যে এইমাত্র কি বলিয়া গিয়াছে, তাহা সে জানেনা; তাই কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া সে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল। শেষে থতমত খাইয়া কহিল "র‍্যাফাই?"

সুস্পষ্ট স্বরে বল্‌ কহিলেন "হাঁ, র‍্যাফাই। হুজুরেরাও জানেন যে সে যখন ওয়েষ্টলীন হইতে যায়, তখন থর্ণের কাছেই গিয়াছিল। বলি, তুমি তা'কে দেখিয়াছিলে কি?"

"হাঁ—আ। দেখিয়াছিলাম—তাহাকেই প্রথম দেখিতে পাই।"

"কেমন করিয়া দেখা হইল?"

"সম্ভ্রান্ত মহিলার বেশে র‍্যাফাইকে একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখিতে পাই। সে একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল।—দিব্য বাড়ী, বেশ সাজসজ্জা। আমাকে চা খাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, আমিও রক্ষা করিয়াছিলাম।"

"কাপ্তেন্‌ লেভিসন্‌কেও সেখানে দেখিয়াছিলে?"

"তখন থর্ণ বলিয়া জানিতাম— থর্ণকে দেখিয়াছিলাম। র‍্যাফাই আমায় বলিল যে আটটার মধ্যেই আমাকে বিদায় দিতে হইবে: তখন তাহার কোন এক জন বন্ধু আসিয়া তাহার সঙ্গে গল্পসল্প করিয়া থাকে। কিন্তু কথায় কথায় তাহার অজ্ঞাতসারেই আট্‌টা বাজিয়া গেল। তখন তাড়াতাড়ি করিয়া সে আমাকে বিদায় করিয়া দিল। আমিও গেটের বাহির হইয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, গাড়ী করিয়া কে আসিয়া সেখানে নামিল—চাহিয়া দেখিলাম, থর্ণ। একটা গুপ্ত চাবি দিয়া দরজা খুলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহার বেশি কিছুই জানি না।"

"আচ্ছা, দেশে প্রচার হইয়াছিল যে ম্যাকাই পলাইয়া রিচার্ড হেয়ারের কাছেই গিয়াছে। জানিয়া শুনিয়া আসিয়া কেন তুমি একথা প্রকাশ করিয়া রিচার্ডকে এ সম্বন্ধে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলে না?"

"কথাটা প্রকাশ করার আমার ত' কোন আবশ্যক ছিল না। তাহার সঙ্গে যে আমার দেখা হইয়াছিল, একথা প্রকাশ না করিবার জন্য ম্যাফাই আমায় অনুরোধ করিয়াছিল; আমিও স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আর এ কলঙ্ক ত' রিচার্ডের পক্ষে বোঝার উপরে শাকের আটি মাত্র ছিল।"

জেম্‌সের বিদায় হইবার সময় আসিয়াছে দেখিয়া, লেভিসনের উকীল্ মিঃ রুর্বিণি কহিলেন "দাঁড়াও একটু। রাত্রি আটটার সময় দেখা হইয়াছিল, বলিতেছ। আচ্ছা, তখন অন্ধকার ছিল?"

"হাঁ,।"

"তবে কেমন করিয়া বল যে থর্ণ ই গাড়ী হইতে নামিয়া ঐ বাড়ীতে গিয়াছিল?"

"ঠিক জানি বলিয়া। ঠিক ঐখানেই একটা গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল—তাহাতেই তাহাকে আমি অতি স্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলাম। তা' ছাড়া তা'র গলার স্বরও আমার বেশই জানা ছিল। আর তা'র সেই চমৎকার হীরার আংটিটা—তা'ও আমি খুব ভাল রকমই চিনিতাম।"

"গলার স্বর!—তিনি কি তোমার সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন?"

"না। গাড়ীওয়ালার সঙ্গে তার বাদানুবাদ হয়। তাহাতেই শুনিতে পাই।"

জেমস্ বিদায় হইল। ইহার পরে লেভিসনের খুল্লপিতামহ স্যার পিটার লেভিসনের একজন কর্ম্মচারীর জবানবন্দীতে ও প্রকাশ পাইল

যে, হ্যালিজন্ যে সময়ে খুন হয়, তখন বন্দী কিছু দিন ওয়েষ্ট্‌লীন পার্কে বাস করিতেছিল এবং প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পরে ঘোড়া দৌড়াইয়া ওয়েষ্ট্-লীনের দিকে চলিয়া যাইত। তাহার কথায় ইহাও প্রকাশ পাইল যে "কাপ্তান থর্ণ"—শিরোনামা সম্বলিত দুই খানা পত্র সে বন্দীর ঘরে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। খুনের অব্যবহিত পরেই বন্দী লণ্ডনে চলিয়া যায়।

"আশ্চর্য্য স্মৃতি শক্তি!" রুবিনীর এই ব্যঙ্গ মন্তব্যে সাক্ষী উত্তর করিলেন 'বিশেষ কোন ঘটনার জন্য হ্যালিজনের খুনের পরেই যে বন্দী চলিয়া যা'ন, এ কথাটা আমার মনের উপর একেবারে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।"

বিচারপতিরা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিশেষ ঘটনা?"

"একদিন আস্তাবলের নিকট দাঁড়াইয়া আমার মৃত মুনিব ইহাকে আরও কয়েক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে গাড়োয়ান্ আসিয়া বলিল যে রিচার্ড হেয়ার হ্যালিজন্‌কে খুন করিয়াছেন। আমার মুনিব কহিলেন "অসম্ভব! নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাকৃত খুন নহে—দৈবাৎ হইয়া থাকিবে।"

"এই মাত্র?"

"না, আরও আছে। তার পর সলজ্জভাবে ইনি তাহার নিকট কয়েকটা টাকা চাহিলেন। স্যার পিটার বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! কাল সকালে যে তোমাকে পাঁচশত টাকার একখানা নোট দিয়াছিলাম, তাহা কি করিলে?' ইনি উত্তর করিলেন "এক জনের নিকট ঋণী ছিলাম, তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি!'—মুনিব বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন "তা' তুমি কথনই কর নাই—নিশ্চয়ই কোন কলঙ্কজনক কাজে ব্যয় করিয়াছ।" ইনি অস্বীকার করিলেন—কিন্তু বড়ই অপ্রতিভভাবে। আর বাস্তবিকই সেই সমস্তটা সকাল বেলাই ইহাকে বড় হতবুদ্ধি ও বিমনা বোধ হইয়াছিল।

"টাকাটা পাইয়াছিলেন?"

"ঠিক বলিতে পারিনা। তবে, আমার খুবই বিশ্বাস যে পাইয়াছিলেন। সেই রাত্রেই তিনি লণ্ডনে চলিয়া যা'ন।

ইহার পরে মিঃ ডিলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। তিনি বলিলেন গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় বোচ্যাম্পের ওখান হইতে ফিরিবার সময় বার্ষ্টিশ্ হেয়ারের গৃহের সম্মুখবর্ত্তী মাঠে একটা গোলমাল শুনিতে পাই। চাহিয়া দেখিলাম, স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ ও অট্‌ওয়ে বীথেল্ দাঁড়াইয়া বচসা করিতেছেন। বীথেল্ কহিল "এখন তুমি আমাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতেছ!" ক্রুদ্ধ স্বরে লেভিসন কহিলেন তুমি কে, কি বলিতেছ, আমি তাহার কিছুই জানি না।' শুনিয়া পরিহাসের স্বরে বীথেল্ কহিল "তা, আজ জানিবে কেন? হ্যালিজনের খুনের রাত্রে কিন্তু খুব জানিয়াছিলে!—জান নাকি যে আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতে পারি? আমার মুখ হইতে একটি কথা বাহির হইলেই আজ তোমাকে রিচার্ড হেয়ারের স্থলাভিষিক্ত হইতে হয়? রুষ্ট স্বরে লেভিসন্ কহিলেন "মূর্খ তুমি!—নিজের গলায় দড়ি না লাগাইয়া কি আর তুমি আমাকে ঝুলাইতে পার? কেন, টাকা দিয়া তোমার মুখ বন্ধ করিয়াছিলাম না? —আরও টাকা আদায় করিতে চাও বুঝি?"

তখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বীথেল কহিল "ভারি ত' পাঁচশ' টাকার একখানা নোট দিয়াছিলে! তার পরে কত, কতবার আমার মনে হইয়াছে 'হায়! হাত দিয়া এই নোট্ ধরিবার আগে আমার হাতটাই খসিয়া গেলনা কেন!'—সেই সময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া না পড়িলে কিআর তোমার টাকা আমি লই? তদবধি আর আমি মিসেস্ হেয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলিতে পারি নাই!—আমার মুখের একটা কথা খসিলে তাহার ছেলে যমের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে, অথচ সে কথাটা আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছি না!"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া লেভিসন বলিলেন "যাও না, বল না যাইয়া ! তা' নহিলে আর নিজের গলায় দড়ি লাগিবে কেমন করিয়া !"

"না, আমার গলায় লাগিবে না—লাগিতে তোমার গলায়ই লাগিবে।"

"হইতে পারে। কিন্তু তোমাকে না লইয়া আর আমি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিব না। কিছুতেই তোমারও অব্যাহতি হইবে না, জানিয়া রাখিও।'—আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া বাগ্ বিতণ্ডা চলিয়াছিল ; কিন্তু সারমর্ম্ম এই-ই।"

মিঃ রুবিনী বিশেষরূপে আপত্তি করিলেন যে এ সাক্ষ্য "শুনা কথা,' "সম্পূর্ণ অগ্রহণীয়' ; "আইন্-বিরুদ্ধ' ; কিন্তু ধমক দিয়াই বিচারপতিগণ তাহাকে বসাইয়া দিলেন—"আপনাকে আসিয়া আর আমাদিগকে আইন্ শিখাইতে হইবেনা !"

অন্য সকল সাক্ষীর সময় লেভিসন্, যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, এরূপ উদ্ধত ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন।—সময় সময় তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে একটু একটু বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখাও ফুটিয়া উঠিতেছিল—যেন বলিতেছিল "ষ্ট্যাফা-ইর ব্যাপারে আমাকে যতই কেন না দোষী সাব্যস্থ কর, হত্যা-ব্যপারে তোমরা আমাকে কোন প্রকারেই দোষী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছ না !" কিন্তু যাই ডিলের সাক্ষ্য গৃহীত হইল, অমনি তাহার মুখের উপর কি ভীষণ পরিবর্ত্তনের ছাপ পড়িল ! সে উদ্ধত উপেক্ষার ভাব আর নাই—মুখ তাহার শুকাইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়াছে !

সাক্ষ্য গ্রহণ হইয়া গেলে মিঃ রুবিনি কহিলেন "হুজুরেরা নিশ্চয়ই স্যার ফ্রান্সিস্‌কে জামিনে ছাড়িয়া দিবেন, আশা করি।"

জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া ! যাষ্টিশ্‌রা এ উহাঁর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসনের মত সম্ভ্রান্ত লোক !—নিশ্চয়ই আপনারা জামিন লইতে অস্বীকার করিবেন না !"

বিচারকগণ ভাবিলেন, কি নির্লজ্জ আবেদন! এমন গুরুতর অপরাধীর জন্য আবার জামিনের প্রার্থনা!—না, কিছুতেই লওয়া হইবেনা। স্বয়ং প্রধান বিচার পতি যদি লণ্ডন হইতেও আসেন, না, তবুও জামিনে খালাস দেওয়া হইবেনা।

তখন তাহারা লেভিসন্ ও বিথেল্, উভয়কেই হ্যালিজন্‌কে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করার অপরাধে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলেন।

আর সেই মন্দভাগিনী য়্যাফাই?—সাক্ষীদিগকে যে ঘরে রাখা হয়, সাক্ষ্য দিয়া সেই ঘরে যাইয়া একাকিনী বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল। "আমি যে লণ্ডনে যাইয়া কিছু দিন বাস করিতেছিলাম, আর লেভিসন্ যে সে সময়ে যাইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিত, একথা শুনিয়া এরা সব কি ভাবিতেছে? ওয়েষ্টলীনের গুজবওয়ালীরা একথার কি ব্যাখ্যা করিবে?—মরুক্ গে ছাই!—আমি তা'দের বড় গ্রাহ্য করি কিনা! কেহ আসিয়া এক কথা বলিলে, আমি যাইয়া তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিব।"

কাছারি ভাঙ্গিবার পর, সে মিঃ বল্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "কি, কি হইল?"—মিঃ বল্ অবিবাহিত বলিয়া য়্যাফাই তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিবার ভাণ করিয়া থাকে। জো জিফিন্ ত' হাতের পাঁচ আছেই—তবুও, কখন যে আবশ্যক হইতে পারে, তাহা ত' আর বলা যায় না; কাজেই আরও দুই এক জন হাত করিয়া রাখিতে হয়!

"দু'জনেই দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লীন্‌বরো লইয়া যাওয়া হইবে।"

য়্যাফাই গর্জ্জিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য! কি লজ্জা! দু' দু'জন নির্দ্দোষ লোককে এইরূপ অপরাধে দায়রায় সোপর্দ করা হইল!"

বল তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, লেভিসন্ যে নির্দ্দোষ এরূপ ভ্রান্তি

যেন সে আর মনে না স্থান দেয়। পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহারা দুই জনেই প্রকৃত দোষী আর রিচার্ড হেয়ার্ সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ।

র্যাফাইর মুখ খানা একেবারে সাদা হইয়া পড়িল। দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব যাইয়া, তাহার মুখের উপর ভয় ও নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল; তাহার গর্ব্ব দীনতা ও হীনতায় পরিণত হইল।

রুদ্ধ কণ্ঠে বাধ-বাধ স্বরে সে বলিল "না—না—হইতে—পারে না।"

"হইয়াছে। আমার কথা বিশ্বাস কর, থর্ণই তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে।"

বলের কথার যাথার্থ্য যতই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, ততই যেন র্যাফাইর রক্ত জমিয়া আসিতে থাকিল। থর্ণ—থর্ণ খুন্ করিয়াছে!—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় হইল; হৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল। একটা তীব্র চিৎকার করিয়া, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—————•:*:•—————

আগুন! আগুন!

ইষ্ট্‌লীনে আজ নিমন্ত্রণ। অপরাহ্লেই সাজসজ্জা করিয়া বার্‌বারা, অভ্যাগত দিগের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিয়াছেন। তাহাকে আজ বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে; স্তবকে স্তবকে লাল ও বেগুন রং এর ফুল তাহার মস্তকে ও বক্ষস্থলে শোভা পাইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনি ঘড়ি খুলিয়া দেখিতেছেন—ক্রমে সাড়ে ছয়টা বাজিল। সাতটার সময় সকলের ভোজনে বসিবার কথা।

একটু পরে লর্ড মাউণ্ট্‌সেভার্ণ, পুত্র লর্ড ভেন্ ও মিঃ কার্‌লাইল্ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। পত্নীকে আপনার কক্ষে টানিয়া লইয়া, সোহাগ-চুম্বন করিয়া কার্‌লাইল্ মোকদ্দমার বিবরণ—রিচার্ডের নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইবার কথা—সংক্ষেপে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, তিনি পার্লা-মেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই আসি-লেন—আসিলেন না কেবল, মিঃ হেয়ার ও তদীয় পত্নী। জননী বার্‌-বারাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে তাহার পিতার শরীর আজ বড় ভাল নাই।

না থাকিবারই কথা। লেডি ইশাবেলের মত 'অসৎকর্ম্মের বীপরীত ফল' আজ কিয়ৎ পরিমাণে তাহাকেও ভোগ করিতে হইতেছে। প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হ্যাকাইর পিছুনে ঘুরিয়া বেড়ান'টা বাদ দিলে, রিচার্ড সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে দোষ শূন্য! আর তিনি কিনা চিরটা কালই এমন

পুত্রের সঙ্গে অস্বাভাবিক কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন। ওয়েষ্ট্ লীনের লোকেরা—সর্ব্বসাধারণেই—একথা ভুলে নাই; কখনও ভুলিবেও না। আর তিনি তাহাদের সমালোচনার প্রকৃতি বিশেষ রূপেই জানিতেন! এবং জানিতেন বলিয়াই আজ বড় উৎকণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন। যে পুত্র-স্নেহ তিনি এতদিন সর্ব্বপ্রকারে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—শুধু তাহাই নহে, যাহা তিনি এত দিন ঘৃণা ও বিদ্বেষের খাতে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহা নিতান্ত অপ্রীতিকর ভাবে বড়ই দুর্দ্দমনীয় বেগে আসিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

কপালের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে ব্যথিত স্বরে তিনি পত্নীকে কহিলেন "য়্যান্—আর, আমি ত' তা'কে যমের বাড়ী পর্য্যন্তও তাড়াইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত ও প্রস্তুত ছিলাম!"—জীবনে বোধ হয়, এই তাহার প্রথম ঘা'ট মানা!

মিসেস্ হেয়ারের গণ্ডদ্বয় বহিয়া আজ অবিরল আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু কোমলস্বভাব স্বামীগতপ্রাণার প্রাণে স্বামীর অনুশোচনা যাইয়া বড়ই আঘাত করিল। তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তিনি মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন "সে কথা আর কেন?—আজ ত' আমাদের সকল দুঃখযন্ত্রণার অবসান হইয়াছে!"

"কিন্তু সে যদি একবার এখানে আসিত, তবে ত' ধরাইয়া দিয়া আমি তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতাম ই!"

"না, এত অস্থির হইও না! আর অতীতের কথা এমন করিয়া ভাবিও না। শীঘ্রই আবার হয়তঃ আমরা তা'কে এ বাড়ীতে ফিরিয়া পাইব; তখন সুখী করিতে পারিব।"

"কেমন করিয়া আবার ফিরিয়া পাইব?—হয়তঃ মারা পড়িয়াছে। কে জানে, সে এখন কোথায় আছে? আমার ত' বিশ্বাস, মারাই গিয়াছে।"

"না, কখনই না। সময়মত আমরা তা'কে ফিরিয়া পাইবই পাইব। কার্‌লাইল্‌ আজ আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে রিচার্ড কোথায় আছে তাহা সে অনেক দিন হইতেই জানে। সময় সময় নাকি তা'র সঙ্গে এর দেখাও হয়। দেখ, কার্‌লাইলের মত আর আমাদের হিতৈষী বন্ধু নাই।"

"ঠিক কথা। দুষ্ট বার্‌বারাটার কপাল বড় ভাল! কার্‌লাইল্‌ জানিলে, সে-ও নিশ্চয়ই জানে। সময় সময় বড় অবাধ্য দুর্ব্বিনীত হইলেও, মেয়েটা আমার বড়ই লক্ষ্মী!"

তার পরে মিঃ হেয়ার আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলেন "দেখ. য়্যান্‌, এখনও কিন্তু কথাটা আমার তেমন বিশ্বাস হইতেছে না। যদি তা'র দোষই না থাকিবে, তবে আগে সেটা প্রমাণ হইল না কেন?—আজ এত এত বৎসর পরে কেন?—তোমার কি মনে হয় যে সে নির্দ্দোষ?"

আনন্দে মৃদু হাসিয়া পত্নী উত্তর করিলেন "হাঁ, অনেক বৎসর যাবৎই আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে। কার্‌লাইলেরও সেই বিশ্বাস।"

"তবে হইলেও হইতে পারে। কার্‌লাইলের বেশ বিচার-শক্তি আছে।—তার ঘরের দরজা জানালা ইত্যাদি খুলিয়া রাখা হইয়াছে ত?"

"কার ঘরের?"

"হতভাগ্য রিচার্ডের।"

"প্রাণেশ্বর, তোমার যে ভুল হইতেছে। সে ত' আর এখনই ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। তা'দের দু'জনের অপরাধ প্রমাণ না হইলে রিচার্ড কেমন করিয়া আসিবে?"

"ঠিক, ঠিক।"

—বেশ আমোদ আহ্লাদে ইষ্ট্‌লীনের নিমন্ত্রণ-পর্ব্বটা সমাধা হইল। —কিন্তু সমাধা হইতে প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উঠিয়া যে যাহার ঘরে শয়ন করিতে গেলেন। ঘণ্টা দেড়েক কি দুই

পরে, নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে বিপদাহ্বানে সর্ব্বাগ্রে পরিচারিকা উইল্‌সনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার স্বভাবতই বড় আগুনের ভয় ছিল ; জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল "কি, আগুন নাকি ?"

যথাসাধ্য উচ্চ স্বরে এক জন লোক চিৎকার করিয়া উত্তর দিল "হাঁ।"

আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, একহাতে বার্‌বারার ছেলে ও অপর হাতে ইশাবেলের ছেলে আর্কিকে লইয়া "আগুন ! আগুন !" চিৎকার করিতে করিতে সে উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া পড়িল। উইলিয়ামের ঘরে যাইয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল ; লুসীর ঘরে যাইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিল ; ম্যাডাম্ ভাইনের ঘরের দরজা সবলে সশব্দে খুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিল—আর অবিশ্রান্ত 'আগুন আগুন' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তার পর, বালকবালিকা-দিগকে লইয়াই একেবারে মিঃ কার্‌লাইল্ ও বার্‌বারার শয়ন কক্ষে যাইয়া হুট্ পাট্ করিয়া উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে, আগুনের ভয়ে নহে, হিড়্ হিড়্ করিয়া নীচে টানিয়া লইয়া যাওয়াতে হতবুদ্ধি হইয়া ছেলেপেলেগুলিও বিকট চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইহাদের একটু পরে ম্যাডাম্ ভাইন্ ও তাহার পিছনে পিছনে যশেও আসিয়া উপস্থিত হইল

উইল্‌সন্ কেবলই চিৎকার করিতেছে "আগুন ! আগুন !—আমরা সব পুড়িয়া মরিলাম গো, সব পুড়িয়া মরিলাম !"

বার্‌বারা একেবারে নৈশ পোষাকেই বাহির হইয়া পড়িলেন। মিঃ কার্‌লাইলও কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়া বাহিরে আসিলেন ; সীঁড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে আগুন নাই। পলায়নের পথ

পরিষ্কার রহিয়াছে দেখিয়া কতকটা নিশ্চন্ত হইলেন। শেষে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "কৈ, আমি ত' কোথাও আগুন দেখিতেছিনা! সর্ব্বপ্রথম কে চিৎকার করিয়াছিল?"

এমন সময় আবার অধিকতর বেগে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জানালা দিয়া চাহিয়া কার্‌লাইল্ কহিলেন "কেও?"—ম্যাডাম্ ভাইন্ আর্কিকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

"আজ্ঞে আমি।"—কার্‌লাইল্ তাহাকে মিঃ হেয়ারের বাড়ীর চাকর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। লোকটা বলিতে লাগিল "কর্ত্তা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। মা ঠাকুরুন্ আপনাকে ও 'মিস্ বার্‌বারাকে' লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কর্ত্তাকে যাইয়া যদি জীবিত দেখিতে চা'ন, তবে আর দেরী করিবেন না।"

কার্‌লাইল্ কহিলেন "কে ষ্যাম্প্যার!—বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে নাকি?—এ বাড়ীর কথা বলিতেছি।"

"আজ্ঞে তা'ত আমি বলিতে পারি না। তবে ভিতরে ত' ভয়ানক চেঁচামেচি শুনিতেছি।"

কার্‌লাইল্ বুঝিলেন যে ভয়েই শুধু এতটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। তিনি বড়ই বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। বার্‌বারার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যে কারণে-অকারণে তাহাকে ভয়দেখান কোন মতেই উচিত নহে। বার্‌বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থরহ'র কাঁপিতেছিলেন। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী কহিলেন "প্রিয়তমে, কোন ভয় নাই। কোথাও আগুন লাগে নাই। আহাম্মকীতে এই সব ঘটিয়াছে।" তার পর অন্ত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন "যাও, তোমরা সব যাইয়া এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাও। দেখ, উইলসন্ ভবিষ্যতে আর না জানিয়া না শুনিয়া এমন "আগুন, আগুন' ভয় দেখাইও না।"

এখনও বার্‌বারার বুদ্ধি স্থির হয় নাই ; তিনি কার্‌লাইলের কথা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না ; তাড়াতাড়ি যাইয়া জানালা খুলিলেন। কার্‌লাইল্ দেখিলেন, এ সময়ে হঠাৎ যদি মিঃ হেয়ারের অসুস্থতার কথাটা ইনি শুনিতে পান, তবে একটা বিষম অনর্থ ঘটিবে, তাই তাড়াতাড়ি যাইয়া এক হাতে ইহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও অপর হাতে জানালা টানিয়া দিলেন। শেষে তাহাকে ঘরে লইয়া যাইয়া ধীরে ধীরে, যথাসম্ভব মোলায়েম্ করিয়া, পিতার অসুস্থতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। বার্‌বারা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন "বল বল, আর্কিবল্ড, আমায় ফাঁকি দিতেছ না ত ? বাবা মারা যা'ন নাইত ?"

প্রফুল্ল স্বরে কার্‌লাইল্ প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন "মারা যা'ন নাই ত ?—বল কি ! উইল্‌সন্ তোমাকে বড়ই ভয় দেখাইয়াছে, দেখিতেছি ! যাও, কাপড় চোপড় পরিয়া এসো, এখনই যাইয়া আমরা তাহাকে দেখিয়া আসিব।"

আশ্চর্য্যের কথা, ইশাবেলের এবং কার্‌লাইলের যাহা মনে হয় নাই, এই দুঃশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্যেও বার্‌বারার তাহা মনে হইল। বারেন্দায় দাঁড়াইয়া উইলিয়াম কাঁপিতেছিল, তাড়াতাড়ি "সে বুঝি মারাই পড়িল" বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া যাইয়া তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন—বলিলেন "ইঃ, উইলসন্ করিয়াছ কি ? এর কাপড়চোপড় যে হিমে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে !"

উইলিয়ামের ভার বহন তাহার পক্ষে অসাধ্য হইলেও, তিনি কোন মতে তাহাকে আপনার বিছানায় আনিয়া ফেলিলেন। কার্‌লাইল্‌ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বারেন্দায় আসিয়াছিলেন। তখনও ম্যাডাম্ ভাইন্ আর্কিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছেন দেখিয়া বলিলেন "ধ্যাম্পার, যাও আর্কিকে লইয়া যাও।"

এদিকে ঘরে আসিয়া বার্‌বারা উইলিয়ামের গায়ে আপনার নৈশ পোষাকটা জড়াইয়া দিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন ; স্বামী আসিয়া কহিলেন "দেথ, দেথ একবার এর জামায় হাত দিয়া দেথ ! উইলসন্—'

তাহার কথা আর সমাপ্ত হইতে পারিল না। ভীষণ ভয় পাইয়া যেন, যয়েশ্ একটা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। আর্কিকে লইয়া সে উপরে যাইতেছিল, ধপাস্ করিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সীঁড়ির রেইলিং ধরিয়া সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কার্‌লা-ইল্ বলিলেন "ওকি যয়েশ্ ! তোমার হইয়াছে কি ? যেন একেবারে ভূত দেখিয়াছ বলিয়া বোধ হইতেছে !"

কাতর অস্ফুট স্বরে সে বলিল "আজ্ঞে—আজ্ঞে, দেখিয়াছি, বাস্তবিকই দেখিয়াছি !"

বাড়ীতে এসব হইল কি, আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে ভাবিতে কার্‌লাইল্ তীব্র স্বরে কহিলেন "তোমাদের সকলের মাথা কি একসঙ্গে খারাপ হইল ? ভূত দেখিয়াছ ! তুমি, যয়েশ্ ?"

যয়েশ মাটিতে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। সে ভয়ানক কাতর ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে। কার্‌লাইল্ তাহাকে বড়ই বিশ্বস্ত ও ও বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতেন, এবং তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহার মাথা বড় সহজে গরম হয় না। তাই অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ধীর সস্নেহ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি, ব্যপার কি, যয়েশ্ ?"

দুর্ব্বোধ্য উত্তর হইল "আজ্ঞে—আজ্ঞে—ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

"বল না কি হইয়াছে ?"

কোনও উত্তর না করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যয়েশ্ আর্কির হাত ধরিয়া সেথান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বার্‌বারা স্বামীর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি এর হইয়াছে কি? ভূতের কথা যে বলিল, তার মানে কি?"

"নিশ্চয়ই ভূতের গল্প পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। উইল্‌সনের নির্ব্বুদ্ধিতায় বাড়ীময় উলট্‌পালট্‌ হইয়াছে।—তাড়াতাড়ি করিয়া চল।"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:০০০:—

আরও তিন মাস।

বসন্ত গিয়া গ্রীষ্ম আসিয়াছে; সেই গ্রীষ্মও যায়-যায় হইয়াছে। এই কয়মাসে ওয়েষ্টলীনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য পাঠক নিশ্চয়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

মিঃ হেয়ারের অসুখ বাতব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। সন্তানের প্রতি অস্বাভাবিক কঠোরতা প্রদর্শন করিয়া, মানুষ যখন আপনার ভুল বুঝিতে পারে, তখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত বড়ই ভীষণ হইয়া থাকে। এখন তিনি অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছেন সত্য, কিন্তু আর যে সেই আগের মানুষটি হইতে পারিবেন, এমত সম্ভাবনা নাই।

তাহার অসুখের সংবাদ ইষ্টলীনে লইয়া যাইয়া ঝ্যাম্পার যে গোলযোগটা ঘটাইয়াছিল, তাহার ফলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া উইলিয়ামের অসুখ বাড়িয়াছে; আর যয়েশ কেমন একপ্রকার আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে—প্রায় সর্ব্বদাই বিমনা হইয়া বসিয়া বসিয়া কি ভাবে, হঠাৎ কোন শব্দ হইলে একেবারে চমকিয়া উঠিয়া কাঁপিতে থাকে। মিঃ কার্‌লাইল্ এখন পার্লামেণ্টের সভ্য। শ্বশুরের জীবনের আর যখন আশঙ্কা রহিলনা, তখন তিনি সস্ত্রীক লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। কার্‌লাইল্ তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া উইলিয়াম্ও তাহাদের সঙ্গে গেল। যয়েশ্ও তাহাদের সহগমন করিল।

লেভিসনের গ্রেপ্তারের অল্প কয়েকদিন পরেই তাহারা লণ্ডনে আসিয়াছেন। আসিয়া দেখিলেন এই ব্যাপার লইয়া সহরময় একটা

ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছে। ঠিক যে দিন তাহারা আসিয়া লণ্ডনে পদার্পন করিলেন, সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় একটি সুন্দরী যুবতী মহিলা তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আগন্তুকা তাহার নাম বলিতে অস্বীকৃতা হইলেন কিন্তু কার্‌লাইল্ দেখিলেন, ইহার সঙ্গে ব্ল্যাঙ্কি চ্যালোনারের বিশেষ সাদৃস্য আছে।

বাহিরে যাইবার জন্য টুপী হাতে করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আগন্তুকা কহিলেন "আশা করি, এইরূপ অনাহুত ভাবে আসিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া, আপনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন। বিপদে পড়িয়া সাহায্যের জন্য আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। স্যার ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ আমার স্বামী।"

বার্‌বারার্ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। নির্ব্বেদ ভাবে কার্‌লাইল্ কিন্তু, তাহাকে লইয়া যাইয়া চেয়ারে উপবেশন করাইলেন। মুহূর্ত্ত বসিয়াই তিনি আবার লাফাইয়া উঠিলেন—তাহার মনে একটা ভীষণ আলোড়ন চলিতেছে।

"হাঁ, আমি তার স্ত্রী—অনিচ্ছায়ও তাহাকে আমার স্বামী বলিতে হইতেছে। সে যে ভয়ানক দুষ্ট লোক তা' আমি অনেক দিন যাবৎই জানিয়াছি—কিন্তু এমন যে গুরুতর অপরাধী তা' আমি জানিতাম না। লোকের মুখে তাহার অপরাধের কথা শুনিতেছি—কিন্তু কেহই আমাকে খাঁটি খবর দিতে পারিতেছে না। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণের নিকটও গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিশেষ বিবরণ বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাই, আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।"

—কার্‌লাইল্ কোন উত্তর করিলেন না। লেভিসন্-পত্নী আবার বলিতে লাগিলেন "মিঃ কার্‌লাইল্, সে আপনার ও আমার, উভয়েরই,

ভীষণ অনিষ্ট করিয়াছে। কিন্তু আমার এ ভোগ আমি স্বেচ্ছায়ই মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম। আমায় ভগিনী ব্ল্যাঙ্কির সঙ্গে সে বড়ই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল। ব্ল্যাঙ্কি এবং ইহার নিজের পিতামহী উভয়ই, আমাকে এই বিবাহ করিতে দুই হাতে মানা করিয়াছিলেন। বিবাহের আগের দিন রাত্রে আসিয়াও ইনি আমায় নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে ইহাকে বিবাহ করিলে সমস্ত জীবন আমাকে তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। তখনও ফিরিবার সময় ছিল, কিন্তু ফিরিলাম না। গর্ব্বে ও মূর্খতায় অন্ধ হইয়া, সুধু তাই নয়, ভগিনীর পরাজয়ে একটা নষ্ট বিজয়োল্লাসে দিশাহারা হইয়া, আমি দৃঢ়পদে এই মরণের পথেই অগ্রসর হইলাম।" তার পর নেত্রপল্লব অবনত করিয়া কহিলেন "আবার একটি ছেলেও হইয়াছে!" শেষে সম্মুখের দিকে আনত হইয়া করে কর পেষণ করিতে করিতে বলিলেন, "কি সাজা হইবে?" —তাহার মুখখানা প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিস্পন্দ ও রক্তহীন!

সদয় ভাবে কার্লাইল্ কহিলেন "এখনও তাহার বিরুদ্ধে ঠিক-ঠাক ভাবে কিছুই প্রমাণ হয় নাই।"

একেবারে আত্মসংযমভ্রষ্ট হইয়া যুবতী অধীর ভাবে চিৎকার করিয়া উঠিলেন "আঃ, একবার যদি বিবাহ-বন্ধনটা ছিন্ন করিতে পারিতাম!—পারিতাম ত' অনেক দিন আগেই! কেবল লোক জানা-জানির ভয়ে, কলঙ্ক লজ্জার ভয়েই ত' কিছু করিতে পারিতেছি না! অন্ততঃ ছেলেটার নামও যদি বদ্‌লান যাইত!—আমার প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা আছে কি?"

মোটেই নাই—কোন সম্ভাবনা যে আছে, এ কথা কার্লাইল্ও বলিলেন না। কয়েকটি সদয় সহানুভূতির কথা বলিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, রমণী সরিয়া আসিয়া তাহার পথ

আঙুলিয়া দাঁড়াইলেন। "না, সব কথা আমায় না বলিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না। দোহাই আপনার, যাইবেন না। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আজ আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে আমাকে এখনই যাইতে হইতেছে। আর তা' না হইলেও, আমি আপনাকে কিছু বলিতাম না—আপনার কি আমার, কাহারও পক্ষেই ইহা প্রীতিকর নহে। আমাকে অভদ্র মনে করিবেন না, লেডি লেভিসন্। আপনার নিকটও তাহার কথা বলিতে হইলে আমার মুখে বোধ হয় ফোঁস্কা পড়িবে!"

"তাহাকে আপনি যতই কেন না ঘৃণা ও অবজ্ঞা করুন, তাহাতে আমি এতটুকু ও দুঃখিত নহি। বরং সর্ব্বান্তকরণে আমিও আপনার সঙ্গেই যোগদান করিব; আমার হৃদয়ও আপনার হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি করিবে।"

বার্‌বারার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি মৃদু স্বরে কহিলেন "আপনার তঁ' স্বামী!"

উত্তেজিত ভাবে লেডি লেভিসন্ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "স্বামী!—হঁা, তাই বলিয়াই ত' সে আমার এত অনিষ্ট করিতে পারিয়াছে! নিজের চরিত্র, নিজের আচরণ জানিয়া শুনিয়া কেন, কেন সে আমায় তাহাকে বিবাহ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল? আমারই উপর বরং আপনার দয়া হওয়া উচিত—আপনিও একজনের স্ত্রী, আপনারও সন্তান আছে। কেমন করিয়া এই সকল অসচ্চরিত্র লোক বিবাহ করিতে সাহস করে? অন্য সকল দুষ্কর্ম্মের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, এমন একটা গুরুতর পাপ জানিয়া শুনিয়া করিয়া কোন্ সাহসে সে আসিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল? আমার যে ভীষণ অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার আর প্রতীকার নাই—নিজের সন্তানের মাথায় সে যে কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে, তাহাও আর এ জীবনে নামিবে না!"

তাহার মনের প্রচণ্ড ভাব দেখিয়া বার্‌বারা কতকটা ভীত হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ নিজে কখনও এরূপ অবস্থায় পড়েন নাই বলিয়া তিনি ইহা কতকটা অস্বাভাবিক মনে করিলেন।—তথাপি আবারও বলিলেন "শত দোষ করিয়া থাকিলেও আপনার ত' স্বামীই।"

"প্রতারণা করিয়া সে আমার স্বামী হইয়াছে; প্রকাশ্য ভাবে আমি তাহাকে ত্যাগ করিব। ন্যায়ধর্ম্ম আমার একাজে বাধা প্রদান করিতেছে না। অসৎকার্য্য করিয়া করিয়া সে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমার এবং তাহার সন্তানেরও করিয়াছে। এই সকল দুষ্কর্ম্মে আমিও তাহার অংশভাগিনী ছিলাম একথা আমি কিছুতেই জগতের লোককে মনে করিতে দিতে পারিনা।" তারপর মিঃ কার্‌লাইলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "সাহস করিয়া সে যখন আবার ওয়েষ্ট্ লীনে যাইয়া আপনার সম্মুখীন হইল, তখন কেমন করিয়া আপনি তাহার গলা চাপিবার লোভ সম্বরণ করিলেন?"

"বলিতে পারিব না। একথা ভাবিয়া আমি নিজেই অনেক সময় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি।"—বলিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ বাহির হইয়া গেলেন।

বার্‌বারা এই ভীষণ মর্ম্মপীড়িতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না—সংক্ষেপে সেই ভীষণ কাণ্ডের মোটামুটি ইতিহাস তাহার নিকট বিবৃত করিলেন। মুখব্যাদানও না করিয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, লেডি লেভিসন্ সকল শুনিলেন।

বার্‌বারা বিরত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এবং মিঃ কার্‌লাইল্ কি তাহাকে দোষী মনে করেন?"

'হঁ্যা।"

"মিঃ কার্‌লাইলের প্রথমা পত্নী ইশাবেল্ ভেন্ কি পাগল ছিলেন নাকি?"

বিস্মিত হইয়া বার্‌বারা বলিয়া উঠিলেন "পাগল?"

"তা না হইলে আবার ইঁহাকে ফেলিয়া তা'র সঙ্গে যায়? পাগল, নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছিল! কারলাইলের জন্য বরং লেভিসনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে; ইহার বিপরীত কার্য্যত' একেবারেই আমার বুদ্ধির অগম্য!"—আর একটিও কথা না বলিয়া যেমন ক্ষিপ্রভাবে আসিয়াছিলেন, তেমনই ক্ষিপ্রভাবে তিনি চলিয়া গেলেন।

সপ্তাহ তিনেক পরেই বার্‌বারা ইষ্ট্‌লীনে ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে মিঃ কার্‌লাইল্‌ও ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, মাসখানেক হইল, একটি থুকী হইয়াছে।

—এদিকে উইলিয়ামের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বেশ বুঝা গেল যে, 'শেষের সে দিনের' আর বড় বাকী নাই।

আর একজনও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিলেন। যন্ত্রণা ও মর্ম্ম-পীড়ার ভারটা বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে—ইশাবেল্‌ আর তাহা বহন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। প্রথমটায় যেমন সংকল্প করিয়া ছিলেন, তেমন যদি নীরবে, সহিষ্ণুতার সঙ্গে, তিনি এই ভার বহনের চেষ্টা করিতেন, তবে বোধ হয় সফল হইলেও হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ক্রমেই তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল—ফলে, নিজের জীবনই এখন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইষ্ট্‌লীনে আসাই তাহার পক্ষে বড় আহাম্মুকী হইয়াছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, কত খুঁটিনাটি লইয়া তাহাকে অস্থির হইয়া উঠিতে হইয়াছে—সুখ দুঃখের, পুণ্যপাপের কত স্মৃতি জাগরিত হইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। মিঃ কার্‌লাইল্‌ বার্‌বারাকে লইয়া লণ্ডনে চলিয়া গেলে, এই অবিচ্ছিন্ন উত্তেজনা-স্রোত অনেকটা কমিয়া আসে সত্য, কিন্তু যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল, তাহাও বড় ভীষণ হইল। কোথাও শান্তি নাই, কিছুতেই আসক্তি নাই;

কেবলই ঔদাস্য, কেবলই নৈরাশ্য, কেবলই নিস্তেজ নির্ব্বেদ! উত্তেজনায় তাহার শরীর টিকিয়াছিল—অভাবে, ভয়ানক রূপে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাহ্যতঃ কোনই অসুখ নাই, অথচ দিনের দিন তাহার শরীর শুকাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে।

—সেই বিচারের পরে ষ্যাফাইর কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের মনে কৌতুহল হইতে পারে। সেই সাক্ষ্য দিবার পরে ওয়েষ্ট্লীনের চক্ষুতে তাহার দর অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাহার লণ্ডনের কুকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়াও লোকে তাহাকে অধিকতর ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু এতটুকুও না দমিয়া সে আপনার প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। তাহার বক্তৃতা শুনিলে মনে হইবে যে তাহার চরিত্রে কখনও দোষের লেশও ছিলনা। কেহ কেহ তাহার কথা বিশ্বাসও করিল এবং তাহার পক্ষ সমর্থণ করিতে লাগিল। তাহার বক্তৃতায় মিসেস্ ল্যাটিমার কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। প্রথমটায় একটু দোলায়মান হইলেও, শেষে জো জিফিন্ তাহার ওজস্বিনী বাগ্মিতায় একেবারে মজিয়া গেল। সে ইহাকে দেবতা করিয়া তুলিল; নিজের জীবন যৌবন, দোকান পাট সকলই ইহার চরণে উৎসর্গ করিয়া বসিল।

এই প্রকারে আপনাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গর্ব্বিতা ষ্যাফাই আবার উন্নত মস্তকে ওয়েষ্ট্লীনের বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। নূতন জামা কাপড় প্রস্তুত করাইয়া, সম্ভ্রান্ত মহিলা সাজিয়া মিস কর্ণির বাড়ীর সম্মুখে সে একখানা সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল। এখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই জো জিফিন্ আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিত; সম্ভ্রম ও কায়দা রক্ষা করিবার জন্য অন্য দুই এক জন স্ত্রী লোকও

উপস্থিত থাকিত। তাহার এ ব্যবহার দেখিলে মনে হইবে যেন সে একেবারে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। মুগ্ধ জো ভাবিল "ওয়েষ্ট্‌লীনের লোকগুলি কি পাজী! এমন পবিত্র দেব-কুমারীকেও কিনা তা'রা এমন নিন্দা করে।"

য়্যাফাইকে গ্রহণ করিবার জন্য জো জিফিনের বাড়ীর ভিতর-বাহির সুসজ্জিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; গাড়ী-গাড়ী সাজসরঞ্জাম আসিয়া বোঝাই হইতেছে। আভাষে য়্যাফাই বলিয়াছিল মাত্র, আর জিফিন্ জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছে।

একদিন য়্যাফাই তাহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে; জানালা দিয়া জিফিন্ দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "লোকগুলি খুব খাটিতেছে, মিস্ য়্যাফাই। আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বোধ হয় শেষ হইবে। বৈঠক খানার প্রাচীরের কাগজগুলি টাঙ্গান হইয়াছে। বাঃ, ভারি চমৎকার হইয়াছে—সোণালি রং এর পা'ড় গুলির ত' কথাই নাই! অনুগ্রহ করিয়া একবার উপরে যাইয়া দেখিলে হইত না?"

য়্যাফাই যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল—বলিল "বল কি! এম্‌নিতেই ওয়েষ্ট্‌লীন কত কথা বলিয়াছে। আবার তোমার সঙ্গে যাইতে বল!"

অপ্রতিভ হইয়া জিফিন্ কহিল "ক্ষমা কর, আমি কোন মন্দ ভাবিয়া বলি নাই।" তার পরে জিজ্ঞাসা করিল "কাল সকালের গাড়ীতেই বোধ হয় তুমি লীনবড়ো যাইতেছ?"

"সে কথা ত' সকলেই জানে। অনেকেই বোধ হয় যাইবে। নয়টার সময় বিচার আরম্ভ হইবে, একটু আগে যাওয়াই ভাল। রিচার্ড হেয়ারের সম্বন্ধে যে জনরবটা উঠিয়াছে, তা' শুনিয়াছ কি?"

"না।"

"কেন, ওয়েষ্টলীনময় ত' ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তারও নাকি বিচার হইবে।"

বিস্মিত জিফিন বলিল "তাহাকে পাওয়া গিয়াছে নাকি?"

"বলিতে পারি না।" তার পরে সগৌরবে মস্তক উত্তোলিত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল "সে-ই দোষী হউক, কি লেভিসনই দোষী হউক, তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না। অনেক দিন হইতেই আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এরা দুজনেই সমান পাজী।"

বলিয়াই য়্যাফাই হাসিতে আরম্ভ করিল। একটু যাইয়াই মিঃ কার্-লাইলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। কার্লাইল বলিলেন "তবে, য়্যাফাই, এতদিন পরে তোমার বিবাহ হইতে চলিল?"

"জিফিন্ সেই রকমই মনে করিতেছে বটে। কিন্তু আমার মন ফিরিয়া যাইবে কিনা তা' আমি এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। জিফিন্ অবশ্যই আমাকে দেখিয়া একেবারে মজিয়া গিয়াছে—সে মনে করে, আমার মত সুন্দরী আর নাই; আমি যদি সোণারূপা খাইতে চাই, তবে সে তাহাই দিতে প্রস্তুত! এ সবই খুব ভাল। তবে জানেন কি মহাশয়, সে কতকটা আহাম্মকগোছের লোক!"

হাসিয়া মিঃ কার্লাইল্ বলিলেন "তা' তোমার সম্বন্ধে হইতে পারে। আমার কিন্তু বিশ্বাস যে সে খুব সভ্য, সম্মানার্হ লোক।"

তখন আরব্ধ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়া য়্যাফাই জিজ্ঞাসা করিল "ষয়েশের কি হইয়াছে?"

গম্ভীর মুখে কার্লাইল্ উত্তর করিলেন "জানি না। একটা গুরুতর কিছু যে হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা'র চেহারার ভারি পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"উঃ, এমন পরিবর্ত্তন যে আমি আর কাহারও দেখিয়াছি তা' ত' মনে পড়ে না! তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হয় যে, কি যেন একটা গুপ্ত কথা সে মনে মনে চাপিয়া যাইতেছে।"

"আমারও তাই মনে হয়।" বলিয়া কার্‌লাইল্‌ বিদায় হইলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিচার।

লীন্‌বড়োর সেসন্ আদালত একটা প্রকাণ্ড গৃহে বসিয়া থাকে। আজ লেভিসনের বিচার—এই প্রকাণ্ড গৃহেও তিল ধারণের স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। লেভিসনের পদমর্য্যাদা, লেডি ইশাবেলসংক্রান্ত তাহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস, প্রভৃতি নানা ঘটনার সমাবেশে এই বিচার ব্যাপারটি বড়ই একটা ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে।

নয়টা বাজিবার একটু পরেই বিচারপতি আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। এমন সময় রাষ্ট্র হইল যে, অট্‌ওয়ে বিথেল নাকি রাজার সাক্ষী হইয়াছে।

কাঠগড়ায় লেভিসন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—শুকাইয়া সে অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে; তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু বসিয়া পড়িয়াছে। ভয়ের কেমন একটা বীভৎস ছায়া তাহার সমগ্র মুখখানা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

বিচার আরম্ভ হইল। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বিতীয় বার বলিবার আর কোনই আবশ্যক নাই। নিঃসন্দেহে প্রমান হইয়া গেল যে, লেভিসন্‌ই সেই থর্ণ। খুনের রাত্রে সে যে সেখানে ছিল, তাহাও প্রমাণ হইল। থর্ণ যে তাহার টুপী আনিতে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহাও ষ্ল্যাফাইর মুখ দিয়া আবার বলান' হইল। কিন্তু তাহাতে খুন সম্বন্ধে ত' আর বিশেষ কিছু প্রমানিত হইল না। এ দিকে ডিলের শুনা কথাও সাক্ষ্য

স্বরূপ গ্রাহ্য হইল না। অনেকেই ভাবিল, লেভিসনের বিরুদ্ধে মোক-দ্দমা বুঝি আর টিঁকিল না।

বাদী সরকারী পক্ষের উকীল বলিলেন "রিচার্ড হেয়ারকে ডাক।"

উত্তরে একজন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুন্দর সুনীল চোখ, সুন্দর সোণালি চুল, সুন্দর প্রফুল্ল মুখ। এ-ই সেই পূর্ব্বের দণ্ডিত যুবক রিচার্ড হেয়ার।

আদালতময় একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। যে নির্ব্বাসিত রিচার্ড হেয়ার মরিয়া গিয়াছে বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল, যাহার জীবন এখনও সঙ্কটাপন্ন, সে-ই রিচার্ড আসিয়াছে! তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য, সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া, পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল,—চক্ষু টান করিয়া তাকাইতে লাগিল। এই গোলমালে রিচা-র্ডের অজ্ঞাতসারে দুইজন কনেষ্টবল্ আসিয়া চুপি চুপি তাহার দুই পাশে দাঁড়াইল—রিচার্ড এখন বন্দী। যথারীতি শপথ গ্রহণ করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "তোমার নাম কি?"

"রিচার্ড হেয়ার।"

জজ্ জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারই বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খুন করার অপরাধ প্রমানিত হইয়া রহিয়াছে?"

"আজ্ঞে, হঁা।"—জানিনা কেমন করিয়া রিচার্ড আজ তাহার চিরা-ভ্যস্ত ভীরুতা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে।

"তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যে প্রশ্নের উত্তরে তোমার নিজের অপরাধ সপ্রমাণ হইতে পারে, সে প্রশ্নের উত্তর করিতে তুমি বাধ্য নহ।"

কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গেই রিচার্ড বলিলেন "বিচারপতি, যে কোন প্রশ্নের উত্তর করিতেই আমি প্রস্তুত আছি। একটি মাত্র আশা আমার

প্রাণে আছে। ইহাতেই বোধ হয় যাহারা যাহারা এই ব্যপারে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের অপরাধ প্রমাণ হইবে।”

উকীল বলিলেন—“বন্দীর দিকে চাহিয়া দেখ, ইহাকে চেন কি?”

“এখন ইহাকে লেভিসন্‌ বলিয়া জানিতেছি। কিন্তু বিগত চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আমি ইহাকে থর্ণ বলিয়া জানিতাম।”

“খুনের রাত্রিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তুমি যতদূর জান, বলিয়া যাও।”

“সে দিন সন্ধ্যাবেলায় য়্যাফাই হ্যালিজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল, তদনুসারে যথাসময়ে আমি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হই—”

“দাঁড়াও, এই সাক্ষাৎকার কি গোপনে হইয়াছিল?”

“কতকটা। বাবা ও মা য়্যাফাইর সঙ্গে ঘনিষ্টতার জন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আজ বলিতে লজ্জা হইতেছে—তাই, বাবার নিকট আমি মিথ্যা বলিয়া গিয়াছিলাম যে শীকারে যাইতেছি।” তার পরে রিচার্ড বন্দুকের আওয়াজ শুনা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন।

তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন “বীথেল্‌ও ত' বন্দুকটা ছুঁড়িয়া থাকিতে পারে?”

“কিছুতেই না” বলিয়া রিচার্ড, কেমন করিয়া থর্ণকে বন্দুকেব শব্দ শুনিবার পরেই ব্যস্ত সমস্ত ভাবে হ্যালিজনের বাড়ী হইতে পলাইতে দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরেই সেখানে যাইয়া কি ভাবে আপনার বন্দুকটি ও হ্যালিজনকে দেখিতে পা'ন, তাহা বিবৃত করিলেন। তার পরে তাহার বন্দুক তুলিয়া লওয়া, লক্‌স্‌লির সঙ্গে সাক্ষাৎ, আবার বন্দুক ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করা, য়্যাফাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ, বীথেলের সঙ্গে কথা,

ওয়েষ্টলীন হইতে পলায়ন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই তিনি আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেলেন।

"আপনার জ্ঞানবিশ্বাসে ইহাই আপনি সত্য বলিয়া জানেন?"

"হাঁ। আমি যাহা জানি, এতটুকুও গোপন না করিয়া তাহার সকলই বলিয়াছি। ভগবানের সম্মুখেও আমি ইহার অধিক সত্য কি অধিকতর সরলভাবে বলিতে পারিতাম না।"

তাহাকে খুব তীব্র ভাবে জেরা করা হইল—কিন্তু কোথাও কোন গলদ্ পাওয়া গেল না। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যাহার মনে এখন আর তাহার সততা ও নির্দোষিতা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহও রহিল।

তখন তাহাকে বিদায় দিয়া আবার ঝ্যাকাইকে ডাকা হইল জেরা করিয়া রিচার্ডের তাহাদের বাড়ী যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মুখ দিয়া যাহা বাহির করান হইল, তাহা রিচার্ডের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল।

"আসিতে বলিয়া কেন আবার রিচার্ডকে ঘরে বসিতে দিয়াছিলে না?"

"আমার খুসী।"

"কেন দিয়াছিলে না, এই জুরীর নিকট তাহা খুলিয়া বল।"

"এই—এই, সে দিন আমার আর এক বন্ধু—কাপ্তান্ থর্ণও সেখানে ছিলেন। দেখা হইলে ইহারা দুইজনে ঝগড়া করিবে বলিয়া আমি আর রিচার্ড হেয়ারকে ভিতরেই যাইতে দিলাম না।"

"বলিতে পার কি কেন রিচার্ড বন্দুক লইয়া গিয়াছিলেন?"

"বাবা চাহিয়াছিলেন বলিয়া?"

"খুব নিরাপদ স্থানে—প্রাচীরের গায় রাখিয়া দিয়াছিলে?"

হাঁ, খুব নিরাপদ স্থানে।"

"রাখিবার পরে আবার কে ধরিয়াছিল? তুমি না এই বন্দী?"

"আমি ধরি নাই—আর ইঁহাকেও আমি ধরিতে দেখি নাই।"

তার পরে অট্ওয়ে বীথেল্‌কে ডাকা হইল। তাহার সাক্ষ্যের সার মর্ম্ম এইরূপ—যে রাত্রে হ্যালিজন খুন হয় সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় বন্দুক হাতে করিয়া রিচার্ডকে আমি তাহার বাড়ীর দিকে আসিতে দেখি।"

"রিচার্ড তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিল?"

"না। আমি ঠিক বনের মধ্যে ছিলাম। দেখিলাম, রিচার্ড যাইয়া ঘরের দরজায় পা দিতে না দিতেই, য়্যাফাই বাহির হইয়া আসিয়া দরজা টানিয়া ধরিল—যেন রিচার্ডকে ঘরে যাইতে দিতে তাহার ইচ্ছা নাই। তাহাদের মধ্যে কি তর্ক বিতর্ক হইল,—দূরে ছিলাম বলিয়া শুনিতে পাইলাম না। তাহার একটু পরে দেখি কি, বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া রিচার্ড রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সে আবার এ কি করিতেছে ভাবিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। এমন সময়ে একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—হ্যালিজনের ঘরের নিকটে হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আর—"

"দাঁড়াও—রিচার্ড হেয়ার কি এই বন্দুক ছুঁড়িয়া থাকিতে পারে না?"

"না, হ্যালিজনের বাড়ী হইতে সে তখন অনেক দূরে ছিল। আমিও বরং তাহার অপেক্ষা কাছে ছিলাম।"

"বলিয়া যাও।"

"কেন বন্দুকের শব্দ হইল বা কে করিল, তাহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্যপার কি জানিবার জন্য রাস্তার মোড় ফিরিতেই দেখিলাম, দৌড়াইয়া কাপ্তান্ থর্ণ—তখন ইহার এই নামই ছিল কিনা—ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে; তাহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার মুখে রক্তের লেশও নাই—এক কথায়,

ইহাকে উদ্বিগ্নতার পরাকাষ্ঠাস্বরূপ দেখাইতেছিল! "কি, করিতেছিলে কি? তুমিই বুঝি বন্দুক ছুঁড়িয়াছিলে?" বলিয়া আমি ইহার হাত ধরিলাম। ইনি—"

"র'সো—ইহার উপর তোমার সন্দেহ হইয়াছিল কেন?"

"অতটা ভীত ও উদ্বিগ্ন দেখিয়াই। ইহাকে দেখিয়াই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া আমার সন্দেহ হইল—তখন দেখিলে, আপনাদেরও সেইরূপ সন্দেহই হইত। আমি ধরায় ইনি আরও অস্থির হইয়া উঠিলেন; আমাকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তখন কহিলেন "কথাটা চাপিয়া যাইও, বীথেল। তোমাকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার দিব। হঠাৎ রাগের মাথায় হইয়া গিয়াছে!—বাস্তবিক আমার এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না।—মেয়েটার ত' আমি কোনই অনিষ্ট করি নাই, তবু লোকটা কেন আমাকে গালাগালি করিল?" বলিয়াই যে হাত ছাড়া ছিল, সেই হাত দিয়া পকেট বই বাহির করিয়া পাঁচ শত টাকার এক খানা ব্যাঙ্ক্ নোট আমার হাতে দিলেন। আবার বলিলেন 'দেখ, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রত্যাহার নাই। আর তুমি আমাকে এখানে দেখিয়াছ, ইহা বলিলেও বিশেষ যে কোন উপকার হইবে, তাহা নহে। তবে আর বলিবে কেন? কেমন, চাপিয়া যাইবে ত?' নোট্ খানা হাতে লইয়া আমি গোপন রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম—তখন কি আর জানি যে এমন একটা সাংঘাতিক কাজ হইয়াছে!—নোট্ দিয়াই থর্ণ দৌড়াইয়া চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইয়া যাইয়া বনের মধ্যে লুকাইলাম। দেখিলাম, রিচার্ড হ্যালিজনের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল; কিন্তু একটু পরেই ভারি উত্তেজিত ভাবে ফিরিয়া আসিল এবং আমাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'সেই কুকুরটাকে পলাইয়া যাইতে দেখি-

য়াছ কি?—আমি বলিলাম 'কোন্‌ কুকুরটা?'—সেই যে থর্ণ নামের সৌখীন ছোক্‌ড়াটা য়্যাফাইর পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়।"—আমি একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলাম।"

"আর এই ভাবে ঘুষ খাইয়া তুমি এমন একটা দুষ্কর্ম্ম চাপিয়া গেলে!"

"লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতেছি যে ইহার প্রদত্ত অর্থ আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আগে যদি জানিতাম যে এমন গর্হিত কার্য্য গোপন রাখিবার জন্য ইনি আমাকে টাকাটা দিতেছেন, তাহা হইলে ইহার কপর্দ্দকও আমি স্পর্শ করিতাম না। যখন প্রকৃত ব্যপার জানিতে পারিলাম এবং যখন দেখিলাম যে সেই অপরাধে রিচার্ড অভিযুক্ত হইয়াছে, তখন এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার নিজকে আমি কতই না অভিসম্পাত করিয়াছি! নিরপরাধে রিচার্ডের যে দণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে প্রতিনিয়ত আমার বিবেক বৃশ্চিকদংশনে জ্বলিয়াছে!"

"খুলিয়া বলিলেই ত' সেই দংশন হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতে?"

"বলিয়া আর কি হইত? তখন সময় বহিয়া গিয়াছে; থর্ণও অন্তর্ধ্যান হইয়াছেন। মিঃ কার্‌লাইলের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতে এই যে সে দিন ইনি, স্যার ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ রূপে, ওয়েষ্ট্‌লীনে গিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে এই কয় বৎসরের মধ্যে ইহার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয় নাই—বা ইহার সম্বন্ধে কোন কথাও আমি শুনি নাই। এদিকে রিচার্ডও পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারও আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; বরং, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে সে মারা গিয়াছে। তবে আর বলিয়াই বা কি হইত?—লাভের মধ্যে হয়ত, আমার নিজের উপরই লোকের সন্দেহ হইত। তা' ছাড়া, যে মর্ম্মে টাকাটা লইয়াছিলাম, সেই মর্ম্ম রক্ষা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম।"

রিচার্ডকে আর কি জেরা করা হইয়াছিল ?—জেরা হইল বীথেলের ! বিচারপতি তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন "দেখা যাইতেছে যে, এই এতগুলি বৎসর রিচার্ড হেয়ারের নির্দ্দোষতার প্রমাণ তুমি মনে মনে চাপিয়া রাখিয়াছিলে !"

"আজ অনুতপ্ত ভাবে সকলই স্বীকার করিতেছি।"

"সেই সময়ে থর্ণের সম্বন্ধে তুমি কি জানিতে ?

"য়্যাফাই হ্যালিজনের উদ্দেশ্যে মঠবনে যাতায়াত করিত, ইহা ছাড়া আর কিছুই জানিতাম না। ঐ রাত্রির আগে তাহার সঙ্গে কখনও আমার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হয় নাই ; তবে নাম—থর্ণ নামটা—আমার জানা ছিল।"

বাদীর পক্ষের জেরা ও জবানবন্দী শেষ হইল। আসামীর পক্ষে সুবিজ্ঞ উকীল মস্ত বড় বক্তৃতা করিলেন—বলিলেন "এখনও দৃঢ়তা সহকারে একথা বলা যায় না যে লেভিসনই প্রকৃত অপরাধী। আর এই লোমহর্ষণ ব্যাপারটা যে আকস্মিক নয়, স্বেচ্ছাকৃত—একথাও তেমন পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হয় নাই। এমত অবস্থায় জুরীদিগকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আসামীর প্রতি 'সন্দেহজন্য দয়া' প্রদর্শন করুন। আমি আর কোন সাক্ষী—সচ্চরিত্রতা প্রমাণের জন্য সাফাই সাক্ষী পর্য্যন্তও—তলব করিব না।"—সচ্চরিত্রতা প্রমাণের জন্য সাফাই সাক্ষীর কথা শুনিয়া, গম্ভীর বিচারপতি ব্যতীত, উপস্থিত জনমণ্ডলীর সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

তখন বিচারপতি সংক্ষেপে মাম্‌লার সার বৃত্তান্ত ও আপনার অভিমত বিবৃত করিলেন— তাঁহার কথা আসামীর সম্পূর্ণই প্রতিকূল হইল ; অট্‌ওয়ে বীথেল্‌ও দুই এক ঘা খাইলেন ; কেবল রিচার্ড হেয়ারই সহানুভূতির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন।—জুরীরা উঠিয়া গেলেন, বিচারপতিও বিশ্রাম করিতে গেলেন।

একটু পরেই আবার সকলে ফিরিয়া আসিলেন।—আসামীকেও আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইল। তাহার চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, মুখ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিস্পন্দ ও মলিন।—বিচার ফল জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব ভাবে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

জজ্‌ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "জুরী মহাশয়দিগের কি অভিমত? —দোষী কি নির্দ্দোষ?"

"দোষী।"— আদালতময় একটা স্পর্শানুভূয় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। আসামী লেভিসন বার দুই 'হা' করিয়া নিশ্বাস লইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জুরীরা আবার কহিলেন "কিন্তু আমরা তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।"

"কি হেতুতে?"

"হুজুর, আমাদের বিশ্বাস যে, আসামী খুন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে সংকল্প কারয়াছিল না—রাগের মাথায় করিয়াছে।"

পকেট হইতে কালো একটা কি বাহির করিয়া বিচারপতি কতক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আসামী, কেন তোমার উপর মৃত্যু-দণ্ড ব্যবস্থা হইবেনা, সেই জন্য তোমার কিছু বক্তব্য আছে কি?"

লেভিসন্‌ মাথা তুলিয়া চাহিল—তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। বলিল "হুজুর, সুধু এই টুকু বলিতে চাই। আমার প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য জুরীরা যাহা বলিয়াছেন, আমিও তাহাই বলিতেছি। যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরে আর অস্বীকার করিতে পারি না যে, খুন আমি করি নাই।—খুন আমি বাস্তবিকই করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বেচ্ছায় নহে, ক্রোধে অন্ধ হইয়া।"

তখন কালো টুপীটা মাথায় পরিধান করিয়া ও হাতের উপর হাত রাখিয়া জজ্ সাহেব বলিতে লাগিলেন "আসামী, স্পষ্টরূপে, নিঃসন্দেহাতীত ভাবে, প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিয়াই তুমি খুনটা করিয়াছিলে। জুরীরা তোমাকে দোষী সাব্যস্থ করিয়াছেন—এ বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে আমারও মতের মিল হইয়াছে। সেই হতভাগ্য নিরপরাধ লোকটাকে তুমি যে খুন করিয়াছিলে, সে বিষয়ে সন্দেহের ছায়াটুকু পর্য্যন্তও নাই! তুমি নিজেও একথা স্বীকার করিয়াছ। উঃ, কি ঘৃণিত, কি গর্হিত, কি শোচনীয় দুষ্কর্ম্ম! সে তোমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, কি, না করিয়াছিল, তাহা আমি দেখিতে চাই না। কিছুতেই খুনটাকে সমর্থন করা যায় না। তোমার উকীল বলিতেছিলেন যে, তুমি একজন ভদ্রলোক; ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে তুমিও একজন; এবং সেই জন্যই তোমার বিষয় একটু বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। আমি বলিতেছি, তা'র মত লোকের মুখে একথা শুনিয়া বাস্তবিকই আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার বিবেচনায় তোমার পদমর্য্যাদা তোমার অপরাধটিকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছে। বরাবরই আমি এইরূপ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি যে, সরলপ্রকৃতি, দরিদ্র, নিরক্ষর লোকের প্রতি বরং দয়া প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু উচ্চবংশে জন্মিয়া, উচ্চশিক্ষা পাইয়াও যাহারা পাপের পথে পদার্পণ করে, তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্রও কৃপা প্রদর্শন করা উচিত নহে। প্রকৃত অপরাধের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, আজ তোমার বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর কথা জানা গিয়াছে। কোন সাধু উদ্দেশ্য লইয়া ত' তুমি ইহার মেয়ের নিকট যাতায়াত করিতে না! এ বিষয়ে রিচার্ড হেয়ার তোমার অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। তা'রও ত' তোমারই মত ভদ্রবংশে জন্ম। তবে এ বৈসাদৃশ্য কেন?—এই অসদভিপ্রায় সাধনের জন্যই তুমি তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলে; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া, ঘৃণিত মিথ্যা বলিয়া খুনের

অপরাধ অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, তুমি তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়াছিলে! না, আর বেশি বলিতে সাহস হয় না; বলারও আবশ্যক নাই। বিনা অপরাধে, বিনা কারণে, এতটুকুও অনুতপ্ত না হইয়া, একজন লোককে তুমি যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছ; এখন নিজের প্রাণ দিয়া তোমাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। জুরীরা তোমাকে দয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন; যথাস্থানে সেই অনুরোধের কথা লিখিয়া পাঠান হইবে। কিন্তু মনে রাখিও, অনেক বিচারেই এরূপ অনুরোধ করা হইয়া থাকে—আর উপযুক্ত কারণের অভাবে খুব কম সময়ই সেই অনুরোধ রক্ষা হইয়া থাকে। তোমাকে আমি শুধু এই বলিতে পারি, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা বলিতেছি, যে আর যে সময়টুকু তুমি এ জগতে আছ, সে সময়টুকু অনুতাপ ও ভগবানের নিকট করুণাপ্রার্থনায় ব্যয় করিও। নিজের দুষ্কর্ম্মের কথা তুমি নিজে ভালরূপই জান; কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে পাপী, অনুতপ্ত হইলে, তাহাকেও জগদীশ্বর দয়া করিয়া থাকেন। অধিক আর কি বলিব—এখন আমি তোমার উপর আইনের ভীষণ দণ্ড ব্যবস্থা করিতেছি। শোন লেভিসন, যেখান হইতে এখানে আনিয়াছে, আবার সেইখানে তোমাকে লইয়া যাইবে, এবং সেখান হইতে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া, আমৃত্যু তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিবে। অনন্ত করুণাময় ভগবান্ যেন তোমার অবিনশ্বর আত্মার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন!"

"তথাস্তু।"

আবার আদালতগৃহ জনশূন্য হইয়া পড়িল। এতদিন যাহারা রিচার্ড হেয়ারকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, আজ তাহারা সকলেই আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

যাষ্টিশ হেয়ারও বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া রিচার্ড যাইয়া স্মিত প্রফুল্ল মুখে পিতাকে অভিবাদন করিলেন, এত বৎসরের দুঃখ যন্ত্রণা, পিতার পরুষব্যবহার, আজ আর কিছুই তাহার মনে নাই!

জড়িত স্বরে পুত্রের নিকট ক্ষমা চাহিয়া বৃদ্ধ তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। দরদর ধারে তাহার অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, বালকের মত তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। সে অহঙ্কার, সে তেজ, আজ আর তাহার কিছুই নাই!

অশ্রুকলুষিত নয়নে রিচার্ড কহিলেন,—"বাবা, আমি ত' সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। একবার মনে কর দেখি এখন আবার আমরা—তুমি, মা ও আমি—কত সুখে, কি আনন্দেই না দিন কাটাইব!"

অকস্মাৎ যাষ্টিশের হাতে ও মুখে খিঁচুনি আরম্ভ হইল; পুত্রের গলদেশ হইতে তাহার হাত খসিয়া পড়িল; পক্ষাঘাতের দ্বিতীয় আক্রমণে মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কার্ণেল বীথেলের গায় পড়িয়া গেলেন।

বিংশ অধ্যায়।

—:০০০:—

মৃত্যুশয্যায়।

মুমূর্ষু উইলিয়ামের শয্যাপার্শ্বে লেডি ইশাবেল্ জানু পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সময় হইয়া আসিয়াছে; বালকও অদৃষ্টলিপি অকাতরে মাথা পাতিয়া লইতে, প্রস্তুত হইয়াছে। করুণাময় ভগবান্ সস্নেহে পীড়িত শিশুসন্তানদিগকে আপনার বক্ষে টানিয়া ল'ন, এই দৃঢ় সরল বিশ্বাসেই উইলিয়াম তাহার এই অজ্ঞাতদেশ-যাত্রায় বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই।

তাহার মুখে এখন আর সে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নাই। দেহ কঙ্কালে পর্য্যবসিত; চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও উজ্জ্বল। যন্ত্রণায় হাত দুইখানা শয্যার দুই পার্শ্বে ছড়াইয়া ফেলিয়া সে বলিল "কেমন ম্যাডাম্ ভাইন, আর বোধ হয় বড় বেশি দেরী করিতে হইবে না?"

"কিসের কথা বলিতেছ, বাবা?"

"বাবা, মা, লুসী ও আর সকলের যাইবার।"

ইশাবেলের ক্লান্ত হৃদয়ে একটা হিংসার ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল। কৈ, তাহার কথা ত' বলিল না? তবে কি তিনি কিছুই নহেন? বলিলেন "আমিও যে যাইব সে কথা কি তোমার মনে হয় না?"

"হাঁ, তুমিও যাইবে বৈ কি! কিন্তু দেখ, স্বর্গে কি আমরা সকলেই সকলকে চিনিতে পারিব? না, কেবল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেই জানা শুনা হইবে?"

"না, বাবা, এখানকার মত সেখানে আর কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্বন্ধ থাকিবেনা। যা'ক্, এ বিষয়ে আমাদের ভাবিবার আবশ্যক নাই, ভগবান, যাহা ইচ্ছা, করিবেন।"

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে উইলিয়াম্ সুনীল শান্ত আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে সে আপনা আপনিই বলিয়া উঠিল "আঃ, কি মজাটাই না হ'বে! কি চমৎকার সব সহর!—সিংহদরজাগুলি সব মুক্তার, বাড়ীঘরগুলি সব কি সুন্দর চক্ চ'কে পাথরের, আর রাস্তাগুলি কেমন সোনায় ঢালা! নদীর জল কেমন টল্ টল্ কচ্ছে! গাছে গাছে, লতায় লতায় কেমন সুন্দর ফুল ফল সব ফু'টে র'য়েছে। পাতাগুলিরই বা গুণ কত!—খাও, অম্‌নিই ব্যারাম ভাল হ'য়ে গেল! আর দিন রাত্রিই কেবল গান আর বাজনা। বাঃ, কি চমৎকার!—আরও যে কত কি আছে, তা'ত জানিই না!"

"যা' কিছু সুন্দর, যা' কিছু প্রার্থনীয়, সবই সেখানে আছে, উইলিয়াম।"

আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বালক কহিল "আচ্ছা, ম্যাডাম্ ভাইন্,—যীশু নিজেই কি আমার জন্য আসিবেন, না কোন দেবদূতকে পাঠাইবেন?"

"যাহারা তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য তিনি নিজেই আসিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

"হাঁ, হাঁ। তা'র পর ই ত' চির দিনের মত আমার সকল দুঃখকষ্ট দূর হইবে। কেমন? সেখানে যাইয়া থাকা কি সুখেরই না হইবে!—আর ক্লান্তি অবসাদ থাকিবে না, অসুখ ও করিবে না।"

"সুখের?—হাঁ, উইলিয়াম, সুখের, বড় সুখেরই হইবে। কবে সে দিন আসিবে?" নিজের কথা, নিজের মুক্তির কথা, মনে করিয়া ইশা-

বেল্ এই কথাগুলি বলিলেন। উইলিয়াম্ তাহা বুঝিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ইশাবেল্ মৃদু স্বরে বলিতে লাগিলেন "সেখানে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, জরাব্যাধি যন্ত্রণা নাই। কেবলই শান্তি, কেবলই আরাম!"

একটু পরেই উইলিয়াম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "ম্যাডাম্ ভাইন্, মাও সেখানে আছেন বলিয়া তোমার মনে হয় কি?—যে মা মরিয়া গিয়াছেন, তা'র কথা বলিতেছি।"

"হঁা, অবিলম্বেই যাইবে।"

"কিন্তু চিনিব কেমন করিয়া? তাঁ'কে যে প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছি!"

তাহার ক্ষীণ বাহুর উপর কপাল রাখিয়া ইশাবেল দরবিগলিত ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন "পারিবে, তা'কে চিনিতে পারিবে। সে ত' আর তোমাকে ভোলে নাই।"

ক্ষণ কাল কি চিন্তা করিয়া বালক সন্দেহসূচক স্বরে কহিল "মা যে সেখানে আছেন, তা' কেমন করিয়া বলিতে পারি?" গলার স্বর নামাইয়া বাধ-বাধ স্বরে সে বলিতে লাগিল "মা ত' আর তেমন ভাল লোক ছিলেন না। বাবার সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেন নাই। সময় সময় আমার মনে হয়, মা যদি না শেষে ভাল হইয়া থাকেন, ঈশ্বরের নিকট যদি না শেষেও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তবে ত' আর তিনি সেখানে যাইতে পারিবেন না!"

জোরে জোরে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মর্ম্মাহতা উত্তর করিলেন "তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া সমস্তটা বাকী জীবনই তিনি তীব্র অনুতাপে, ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় কাটাইয়াছেন। এতই তাহার যন্ত্রণা হইয়াছিল, এতই অনুতাপের জ্বালা হইয়াছিল যে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া—"

তাহাকে বিরত হইতে দেখিয়া কুতুহলী বালক জিজ্ঞাসা করিল "সহ্য করিতে না পারিয়া কি করিলেন?"

"তোমাদের জন্য এবং তোমাদের বাবার জন্য তাহার বুক ফাটিয়া গেল!"

"কিসে তুমি একথা বুঝিলে?"

"বাছা, আমি জানি।"

উইলিয়াম চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। শরীরে তেমন সামর্থ্য থাকিলে সে হয়তঃ লাফাইয়া উঠিয়া বলিত "কি! তুমি জান?—মা না বলিলে, তুমি কেমন করিয়া জানিবে? তবে নিশ্চয়ই তাঁ'র সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল?"—শেষের প্রশ্নটি বাস্তবিকই সে জিজ্ঞাসা করিল।

ইশাবেলের এখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই—বলিলেন "হাঁ, আমি তাঁ'কে চিনিতাম।"

উইলিয়াম কহিল "অ্যাঁ!—তবে এতদিন বল নাই কেন? তিনি কি বলিয়াছিলেন? দেখিতে কেমন ছিলেন?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ইশাবেল বলিতে লাগিলেন "তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহলোকে যদিও তিনি নিজের সন্তানদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, পরলোকে আবার নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য মিলিত হইবেন! উইলিয়াম, বাবা, একদিন নিশ্চয়ই আমাদের এ সংসারের সকল যন্ত্রণা, সকল পাপ ধৌত হইয়া যাইবে—একদিন ভগবান্ অবশ্যই আমাদের চক্ষুর জল মুছাইয়া কোলে তুলিয়া লইবেন।"

ধীরে ধীরে উইলিয়াম্ জিজ্ঞাসা করিল "তাঁহার মুখ খানা দেখিতে কেমন ছিল?"

"তোমার মত। অনেকটা লুসীর মত।"

"তিনি কি খুব সুন্দর ছিলেন?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "হঁা।"

"ও বাবাগো! আমার কেমন করিতেছে! আমায় ধর" বলিয়া চিৎকার করিয়া উইলিয়াম্ উপাধানের উপর নিৰ্জ্জীব ভাবে পড়িয়া গেল। তাহার মুখের উপর বড় বড় ঘৰ্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইশাবেল্ ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

—ত্রস্ত উইল্সন্ আসিয়া উপস্থিত হইল। উইলিয়ামের অবস্থা যে এমন সাংঘাতিক, তাহা জানিতে না পারিয়া বার্বারা আজ ষয়েশ্‌কে লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছেন। লুসী আর আর্কিও আজ মিস্ কর্ণির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে শয্যার নিকট যাইতে যাইতে উইল্সন্ বলিল "কি, আবার কি মূৰ্চ্ছা হইয়াছে নাকি?"

"তাই বোধ হইতেছে, আমার সঙ্গে ধরিয়া উঠাও দেখি।"

—অন্যান্য বারের মত এবার উইলিয়ামের মূৰ্চ্ছা হয় নাই। তাহার চৈতন্য বেশ অবিকৃতই রহিয়াছে, কেবল কম্প জ্বরে যেমন কাঁপুনি হয়, তেমন কাঁপুনি হইয়াছে; আর দুই হাতে ম্যাডাম্ ভাইন্ ও উইল্সন্‌কে সে আকড়িয়া ধরিয়াছে!

—তাহারা যখন ধরাধরি করিয়া উঠাইতেছিল, তখন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "দেখিও, ফেলিয়া দিওনা যেন।"

কোথায় ফেলিব? তুমি যে বিছানার উপরে রহিয়াছ!"

তথাপি কাঁপিতে কাঁপিতে আড়ষ্ট ভাবে তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া সে কেবলই চিৎকার করিতে লাগিল "দিওনা, ফেলিয়া দিও না, আমায় ফেলিয়া দিওনা!"

একটু পরেই এই ভাব অপসারিত হইল। উইলিয়াম তখন উপাধানে মুখ লুকাইয়া উপর হইয়া পড়িয়া রহিল।

মৃদু স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "এ আবার কি হইয়াছিল ?" সবজান্তা গোছের উত্তর হইল "তা' আমি জানি। আর এক ক্ষেত্রেও আমি এরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম।—বোধ হয় মরিবার কাছাকাছি হইয়াছিল ?

"কে ?"

মুখে কোন উত্তর না করিয়া উইল্‌সন্ শয্যার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিল।

"না, না, তেমন অসুখ করে নাই। আজ সকালেও ত' মিঃ ওয়েইন্ রাইট্ বলিয়া গিয়াছেন যে আরও দুই এক সপ্তাহ টিকিয়া যাইতে পারে।"

একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে বসিতে উইল্‌সন বলিল "সে একটা গাধা ডাক্তার। কি বোঝে!"

আর কোন কথা না বলিয়া ইশাবেল নির্নিমেষ নয়নে উইলিয়ামের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অন্য দিনের অপেক্ষা আজ যেন অধিকতর কষ্টে বালক শ্বাস ফেলিতেছে বলিয়া বোধ হইল।

হঠাৎ উইল্‌সন্ বলিয়া উঠিল "জানিনা, সুপুরুষটি আজ কেমন মজাটা টের পাইতেছেন!"—তাহার স্বরে সঘৃণ ব্যঙ্গের ভাব ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

উইলিয়ামের ভাবনায় বিভোর ইশাবেল্ ভাবিলেন, পরিচারিকা নিশ্চয়ই উইলিয়ামকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তাই বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন।

বুঝিয়া উইল্‌সন্ কহিল "লীন্ বড়োর জেলে যে উজ্জ্বল রত্নটি আছে, তা'র কথা বলিতেছি। কাল থেকে তা'র, বড়ই মজাটা ভোগ হইতেছে, না! জানিনা তাহার ফাঁসির দিন টে্‌ইনে সে লোক ধরিবে কি না!"

ইশাবেলের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল ; হৃদয় বেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। কাল বিচার হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই প্রথম তিনি বিচার ফল অবগত হইলেন। এ পর্য্যন্ত সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই।

নিতান্ত অস্ফুট স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি দণ্ডিত হইয়াছে ?"

"হাঁ, দণ্ডিত হইয়াছে—তা'র কপাল ভাল! বীথেল্ কে আবার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে. তা'র ও কপাল ভাল। দিব্য মানিক জোড় তা'রা! একমাত্র রিচাড হেয়ারের কথায়ই লেভিসনের সাজা হইয়াছে। সে আবার বাড়ী আসিয়াছে।"

হঠাৎ দুর্ব্বল অস্পষ্ট কণ্ঠে উইলিয়াম্ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাহার নিকট শুনিলে, উইল্‌সন্, যে রিচার্ড হেয়ার ফিরিয়া আসিয়াছে ?"

তাড়াতাড়ি শয্যার নিকট আসিয়া পরিচারিকা তাহাকে নিদ্রা যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল—কোনও উত্তর না করিয়া উইলিয়াম উপাধানে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল ; তাহার ছট্‌ফটানি বড় বাড়িয়াছে। ক্ষীণ জীবন স্রোতটি জোয়ার ভাটা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

৭টা॥৮টার মধ্যে মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিয়া বালকের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডাকিল "বাবা!"

শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কার্‌লাইল্ তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া সেই মুখের উপর পড়িয়াছে। কার্‌লাইল্ শিহরিয়া উঠিলেন—মৃত্যুর ছায়া যে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে!

তাড়াতাড়ি তিনি ম্যাডাম্ ভাইন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি অবস্থা বেশি খারাপ ?"

"হাঁ, আজ বড় বেশি দুর্ব্বল বোধ হইতেছে।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে উইলিয়াম্ বলিল 'বাবা, বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে কি ?"

"কি বাবা, কার বিচার ?"

"লেভিসনের।"

"কালই হইয়াছে, তা'র কথা ভাবিতে যাইও না, বাবা। সে তোমার ভাবনার অযোগ্য।"

"কিন্তু বাবা, জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। তা'কে ফাঁসি দিবে কি ?

"সেই দণ্ডাজ্ঞাই হইয়াছে।"

"সে কি হ্যালিজন্‌কে খুন করিয়াছিল ?"

"হাঁ।" তার পর ম্যাডাম্ ভাইনের দিকে চাহিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিলেন "কে আবার এ সব কথা ইহার নিকট বলিয়াছে ?"

মৃদু স্বরে উত্তর হইল "উইল্‌সন্ বলিয়াছিল।"

"আহা! বাবা, সে কি করিবে? যীশু কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন ?"

"আশা করি, করিবেন।"

"তুমিও আশা কর, বাবা ?"

"হাঁ। যে যেমন কেন পাপই না করিয়া থাকে, ভগবান্ যেন সকলকেই ক্ষমা করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা।—একি! তুমি আজ এমন ছট্‌ফট্ করিতেছ কেন ?"

"এক জায়গায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, বাবা। বিছানাটা কেমন গোলমেলে হইয়া যায়! বালিশের উপর মাথাটা তুলিয়া দাও না, ম্যাডাম ভাইন্।"

কার্‌লাইল্ ধীরে ধীরে তাহাকে বালিশের উপর তুলিয়া দিলেন।

তখন বালক, যেন কি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ ভাবে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল "আহা, মনে হইতেছেনা যে!"

"কি কথা উইলিয়াম্?"

"তোমাকে কি বলিব ভাবিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি। লুসী বাড়ী আসে নাই?"

"বোধ হয় না।"

"যয়েশ কোথায়? সে কেন আমার কাছে আসিতেছে না?"

"এই একটু পরেই তোমার মাকে আনিতে যাইব। তখন যয়েশও আসিবে। আসিলেই তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

"মাকে আনিতে যাইবে?—হাঁ, হাঁ, মনে পড়িয়াছে। বাবা মাকে—এখানকার মাকে নয়—সেই মাকে স্বর্গে যাইয়া কেমন করিয়া চিনিব?"

কার্লাইল্ কোন উত্তর করিলেন না। হয়তঃ, কি উত্তর করিবেন, তাহা তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বালক আবার বলিল "জান, বাবা, মাও স্বর্গেই যাইবেন!"

ত্রস্ত কার্লাইল্ কহিলেন "হাঁ, হাঁ।"

"ম্যাডাম্ ভাইন্ জানে যে মা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইবেন। ফরাসী দেশে মা'র সঙ্গে ইহার দেখা হইয়াছিল। মা বলিয়াছিলেন যে—কি না বলিয়াছিলেন ম্যাডাম্ ভাইন্?"

ইশাবেলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। কার্লাইল্ তাহার আরক্তিম মুখের দিকে চাহিলেন; তখন কোন রকমে ঘর হইতে পলাইতে পারিলে তিনি হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচেন।

ম্যাডাম্ কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া উইলিয়াম্ নিজেই বলিতে লাগিল "মার এত যন্ত্রণা হইয়াছিল যে, তিনি আর তাহা সহ্য করিতে

পারেন নাই! তোমাকে হারাইয়া, আমাদিগকে হারাইয়া, তাঁ'র বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বাবা! শেষে সেই দুঃখেই তিনি মারা যান।"

কার্‌লাইলের মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। তিনি অনুসন্ধিৎসু ভাবে ম্যাডাম্ ভাইনের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

যথাসাধ্য আত্মসম্বরণ করিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "আজ্ঞে, আমায় মার্জ্জনা করিবেন। উইলিয়াম্ তা'র মার কথা জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমার বিশ্বাসানুসারে তাহাকে আমি এইরূপে প্রবোধ দিয়াছি।"

মিঃ কার্‌লাইল্ কতক্ষণ জলে-পড়া মানুষের মত চাহিয়া রহিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার মার সঙ্গে কি আপনার দেখা হইয়াছিল?—আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।"

দায় ঠেকিয়া সন্তানের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াও ইশাবেল্‌কে ফাঁকি দিতে হইল। তিনি বলিলেন "আজ্ঞে, না।"

এমন সময় তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া কার্‌লাইল্ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন 'দেখিতেছেন কি, ইহার মুখের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে!"

"হাঁ, অনেকক্ষণ যাবৎই দেখিতেছি। বৈকালে কেমন একটা কাঁপুনি হইয়াছিল; তার পর হইতেই এমন হইয়াছে। বোধ হয় একটি দিনের বেশি আর টিঁকিবে না!"

জানালার উপর কনুই রাখিয়া মিঃ কার্‌লাইল্ দুই হাতে কপাল চাপিয়া ধরিলেন। তাহার নেত্রপল্লব ভার হইয়া আসিল। কাতর কণ্ঠে তিনি বলিলেন "উঃ, কেমন করিয়া সহ্য করিব!"

নিজের বুক্ ফাটিয়া ভীষণ হাহাকার উঠিতেছিল; প্রাণপণে তাহা চাপিয়া রাখিয়া কাতর স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "আজ্ঞে, ইহার পক্ষে ত ভালই হইবে। মৃত্যুর বিচ্ছেদই সংসারের চূড়ান্ত বিচ্ছেদ নহে;

মৃত্যু ত' আমরা অনায়াসেই সহ্য করিতে পারি। এই নিষ্ঠুর সংসারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে যাইয়া স্বর্গে আশ্রয় পাইবে। আঃ, আমরা সকলেই যদি সেখানে যাইতে পারিতাম!"

—ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আলো হাতে করিয়া মিঃ কার্‌লাইল্‌ পুত্রের শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া গেলেন। উইলিয়াম্‌ কাৎ হইয়া শুইয়াছিল; তাহার নিশ্বাসের ফাঁকা আওয়াজ কক্ষমধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আলোর তেজে সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

"না, বাবা, আলো লইয়া যাও। অন্ধকারেই আমার ভাল লাগে।"

"এই এক মুহূর্ত্ত মাত্র" বলিয়া কার্‌লাইল্‌ তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। এখনও যে মৃত্যুর বিকট ছায়া পূর্ব্ববৎ প্রকট!

এমন সময় মিস্‌ কর্ণির বাড়ী হইতে লুসী ও আর্কিবল্ড আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যগ্র ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মুমূর্ষু বালক বলিল লুসি, তবে এখন বিদায়!"—বলিয়া আপনার বরফের মত ঠাণ্ডা ঘর্ম্মাক্ত হাতখানা বাড়াইয়া দিল।

বালিকা কহিল "কৈ, আমিত' কোথাও যাইতেছিনা। এই মাত্রত' আমি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলাম!"

উইলিয়াম্‌ আবারও কহিল "বিদায় লুসী।"

এবার আনত হইয়া লুসী তাহার ক্ষুদ্র হাতখানা ধরিয়া চুম্বন করিল। "বিদায় উইলিয়াম্‌।—কিন্তু আমি ত' কোথাও যাইতেছিনা!"

"আমি যাইতেছি—আমি চলিয়াছি। আর্কি কোথায়?"

মিঃ কার্‌লাইল্‌ আর্কিকে ধরিয়া শয্যার উপরে তুলিলেন। ভ্রাতার কথা শুনিয়া লুসী ভীত ও আর্কি চমকিত হইয়া উঠিয়াছে।

"আর্কি, ভাই, বিদায়, বিদায়। আমি স্বর্গে, ওই যে সুন্দর নীল আকাশ, জান ত'—আমি ঐখানে যাইতেছি। সেখানে মার সঙ্গে

আমার দেখা হইবে। বলিব যে তুমি আর লুসীও শীঘ্রই আসিতেছ।''

লুসী বড় সহজেই বিচলিত হইয়া পড়ে। সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন কার্‌লাইল্ তাহাকে ও আর্কিকে 'কাল সকালে আবার উইলিয়াম্‌কে দেখিতে পাইবে' এই ভরসা দিয়া গৃহান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

শয্যাস্তরণে মুখ ঢাকিয়া, শয্যাস্তরণের প্রান্তভাগ মুখে দিয়া, উদ্দাম হাহাকার কোন প্রকারে রুদ্ধ করিয়া ইশাবেল্ পুত্রের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রাণের বেদনা আজ তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিজের স্বামী পার্শ্বে বসিয়া; অথচ সেই স্বামীর মুখ হইতে একটি সান্ত্বনার কথা শুনিবারও তিনি অধিকারী নহেন!

তাহার রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনি শুনিয়া কার্‌লাইল্ একবার মাত্র তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। শিক্ষয়িত্রী ত' শিক্ষয়িত্রী মাত্র; "তাহার সঙ্গে, কি, তাহার পুত্রের সঙ্গে ত' আর ইহার কোন প্রাণের সংশ্রব নাই!—কেবল সহজ সমবেদনায় যেটুকু কষ্ট পাইতেছেন!'—ইহাই কার্‌লাইলের মনে হইল।

কার্‌লাইলের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল; মাথা ক্রমেই সন্তানের বুকের উপর আনত হইয়া পড়িতে লাগিল।

দুর্ব্বল হস্তে সোহাগে পিতার গণ্ড স্পর্শ করিয়া বালক কহিল "কাঁদিও না বাবা! আমার ত' যাইতে ভয় হইতেছে না! আমাকে লইয়া যাইবার জন্য যীশু আসিতেছেন।"

"না, বাবা, তুমি যাইতে ভয় করিবে কেন?—তুমি যে ভগবানের নিকট যাইতেছ, সুখের, শান্তির রাজ্যে যাইতেছ! অল্প কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই আমরা সকলেই তোমার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইব। তোমার ভয় কি, উইলিয়াম্!"

"হাঁ, বাবা, তুমি নিশ্চয়ই যাইবে। আমি যাইয়া মাকে একথা বলিব। নিশ্চয়ই মা আমার পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। হয়তঃ বা নদীর পারেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি সকলগুলি নৌকা দেখিতেছেন।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বালক আবার বলিতে লাগিল 'আচ্ছা, বাবা, যীশু ত' সকল নৌকায়ই থাকিবেন। তবে বোধ হয় সব নৌকাগুলি একসঙ্গে যায় না। কেমন?"

মৃদু অথচ ঐকান্তিক স্বরে পিতা কহিলেন "তোমার নৌকায় তিনি নিশ্চয়ই থাকিবেন।"

"সে আমি জানি বাবা। সমস্ত পথ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া যীশু পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন 'এই দুঃখী ছেলেটিকে ক্ষমা করিতে হইবে।—ইহাকে স্বর্গে যাইতে দিতে হইবে।'—বাবা, শোকে দুঃখে মার বুক যে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা কি তুমি জান?"

একটি সোহাগসিক্ত চুম্বনমাত্র করিয়া কার্‌লাইল্ তাহার প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

উইলিয়ামের দেহে যেরূপ জ্বালা, তাহার মনেও সেইরূপ জ্বালা। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "বাবা মা'র বুক যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তা' কি তুমি জান?"

"উইলিয়াম, আমার মনে হয় যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তা'র অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। যা'ক্ তা'র কথায় এখন আমাদের কোন লাভ নাই। তুমি কেমন আছ? তোমার কি বড় যন্ত্রণা হইতেছে?"

"শ্বাস ফেলিতে পারিতেছিনা; ঢোক গিলিতেও কষ্ট হয়। যয়েশ্ এখানে থাকিলে ভাল হইত।"

"শীঘ্রই আসিবে।"

তখন বালক পিতার বাহুর মধ্যে গুড়ি মারিয়া পড়িয়া রহিল; কয়েক মিনিট পরেই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এরূপ বোধ হইল। একটু পরে তাহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কার্‌লাইল্‌ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অমনি চক্ষুর্দ্বয় ব্যগ্রভাবে বিস্ফারিত করিয়া, গভীর যন্ত্রণাসূচক কাতর অনুরোধের স্বরে পুত্র বলিয়া উঠিল "বাবা, বাবা, একবার আমার নিকট বিদায় লইয়া গেলে না?"

আবার, কার্‌লাইল্‌ তাহার উদ্যত মুখখানা বুকে টানিয়া লইলেন; দরদরধারে তাহার অশ্রু সেই মুখের উপর পড়িতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন "চাঁদ আমার, তোমার বাবা বেশি সময় তোমাকে ছাড়িয়া থাকিবে না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমার মাকে লইয়া ফিরিয়া আসিবে।"

"খুকী য়্যানাও আসিবে?"

"হাঁ, তুমি যদি দেখিতে চাও, তবে সেও আসিবে। না, লক্ষ্মী আমার, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বেশি সময় অনত্র থাকিব না। তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া সমস্ত রাত্রিতেও আর আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না।"

"তবে আমাকে শোওয়াইয়া রাখিয়া তুমি যাও বাবা।"

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কার্‌লাইল্‌ আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন —ছাড়িতে আর ইচ্ছা করে না। শেষে অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে শোওয়াইয়া রাখিয়া ত্রস্ত পদে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বালকের ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল "বিদায় দাও, বাবা।"

—কিন্তু কার্‌লাইলের কাণে যাইয়া কথাটা পৌঁছিল না।—তিনি তত ক্ষণে চলিয়া গিয়াছেন—এ জীবনের মত উইলিয়ামের সঙ্গে আর তাহার সাক্ষাতালাপ হইবেনা।

"তুমি, উইলিয়াম, এই মৃত্যুর মুহূর্ত্তে আমাকে তোমার মা বলিয়া মনে কর।" বলিতে বলিতে অভাগিনী ইশাবেল্‌ পাগলিনীর মত আসিয়া উইলিয়ামের কাছে পড়িলেন।

আবার বালক শূন্য উদাস দৃষ্টিতে চক্ষু মেলিয়া চাহিল—বুঝি, ইশাবেলের সকল কথা বুঝিতে পারে নাই। বলিল "বাবা ত' তাঁকে আনিতে গিয়াছেন ?"

"না, তাঁকে, তোমার আপন মাকে, নয়। আমি, আমি—"বলিয়াই তাহার চৈতন্য হইল; আর কিছু না বলিয়া তিনি যাইয়া শোকাকুল ভাবে শয্যার উপর পড়িলেন।—এই শেষ মুহূর্ত্তেও, যখন সমস্ত সংসারের সঙ্গে পুত্রের বন্ধন ছিন্ন হইতে বসিয়াছে, তখনও, তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না—আমিই তোমার মা !

আবার যেন বালকের ঘুমের আবেশ হইয়াছে। জানু পাতিয়া বসিয়া ইশাবেল্‌ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—মুমূর্ষু পুত্রের আত্মার সদ্গতির জন্য, আর যাহাতে নিজেও সত্বর যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন, সেই জন্য।

ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুর সম্মুখে অতীতটা যেন ভাসিয়া উঠিল। কার্‌লাইলের নবোঢ়া পত্নীরূপে এই বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ হইতে বর্ত্তমান অবস্থান পর্য্যন্ত সকলগুলি ঘটনাই তাহার মানস চক্ষুর সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিল। এরূপ অসময়ে কেন যে সে গুলি মনে হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

উইলিয়াম্‌ বেশ প্রশান্ত ভাবে ঘুমাইতে লাগিল ; আর, তাহার পার্শ্বে বসিয়া তিনি অতীতের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাহার সেই প্রথম ব্যারামের কথা তাহার মনে পড়িল ! শুইয়া শুইয়া স্বামীর প্রতি ভিত্তি-হীন সন্দেহ ও অবিশ্বাসে কেমন তিনি আপনার মৃত্যু কল্পনা করিয়াছিলেন,

আর তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার পাত্রী বার্‌বারাকে এই গৃহের কর্ত্রী-স্বরূপ, কার্‌লাইলের সোহাগিনী পত্নীস্বরূপ, আপনার সন্তানের বিমাতা স্বরূপ, দেখিয়া কেমন তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়াছিলেন, সে সকল কথাই তাহার মনে পড়িয়া গেল। আরও মনে পড়িল, জ্বরের প্রকোপে একদিন তাহার অর্দ্ধ-প্রলাপের অবস্থা; সেই সময়ে উইল্‌সনের মুখে এক আজগুবি গল্প শুনিয়া কেমন বিচলিত হইয়া উঠিয়া স্বামীকে তিনি বলিয়াছিলেন 'বার্‌বারাকে বিবাহ করিও না!' আর স্বামীর সেই সরল সহজ উত্তরটি এখনও তাহরে কাণের নিকট ঝঙ্কার দিতে লাগিল—"তাহাকে আবার বিবাহ করিতে যাইব কেন? এই যে আমার প্রেমময়ী স্ত্রী, তুমি ইশাবেল্, রহিয়াছ! বার্‌বারা কে? কে তাহার কথা ভাবিতে যায়?"—আজ ত' সে সকলই ঘটিয়া গিয়াছে!—কিন্তু, কার্‌লাইল্ ঘটা'ন নাই, বার্‌বারা ঘটায় নাই;—ঘটাইতে, তিনি নিজেই ঘটাইয়াছেন!—অতীতের এই ভীষণ দৃশ্যে ইশাবেল্ বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টা খানেক এই ভাবে কাটিল। ইতিমধ্যে উইলিয়াম একটি বারও পাশ ফিরে নাই। হঠাৎ যয়েশ্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

"কর্ত্তা বলিলেন যে উইলিয়াম্ নাকি আমায় ডাকিতেছে," ইহা বলিতে বলিতে ক্ষিপ্র পদে বালকের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া পরিচারিকা তাহার আবরণ অপসারিত করিল। কিন্তু করিয়াই, "একি!" বলিয়া তীব্র স্বরে চিৎকার করিয়া দুই তিন পা পিছাইয় গেল। ম্যাডাম্ ভাইন্‌ও দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন,—বালকের বিবর্ণ শুষ্ক মুখখানা একেবারে নিষ্পন্দ হইয়াছে; তাহার ক্ষুদ্র বুকের স্পন্দন চির দিনের জন্য রহিত হইয়াছে! যীশু আসিয়া তাহার আত্মাটিকে লইয়া গিয়াছেন!

আর ইশাবেল্ আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। এত দিন তাহার

বিশ্বাস ছিল যে, উইলিয়ামের মৃত্যুর জন্য তিনি বেশ প্রস্তুত হইয়াছেন, বিশেষ বিচলিত না হইয়াই তাহাকে চির বিদায় দিতে পারিবেন ; কিন্তু এত শীঘ্র, এমন আকস্মিক ভাবে যে সেই বিদায়ের মুহূর্ত্ত আসিবে, তাহা তিনি মনে করেন নাই। তাই শোকের ঝড়ে এখন তিনি একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন—তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া, ভীষণ কোলাহল করিয়া, তিনি যাইয়া পুত্রের বুকের উপর পড়িলেন ; প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন ; আত্মগোপনের প্রধান অবলম্বন, চশ্‌মা জোড়া, দুই হাতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, আপনার মুখে বালকের মুখ চাপিয়া ধরিলেন ; আর চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "এসো বাবা আমার, এত দিনের হারাণো ধন, একবার এসে তোমার মায়ের বুক শীতল কর, একবার আসিয়া তাহার নিকট শেষ বিদায় লইয়া যাও!"

যয়েশ ভয়ে—ইহার ফল কি হইবে, ভাবিয়া, আশঙ্কায়,—একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু একটু পরেই সবলে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল "ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শান্ত হউন, ঠাকুরানি!" সেই পূর্ব্ব পরিচিত সম্বোধন! শুনিয়া, ইশাবেলের নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসিল—শোকের উপর ভয় প্রাধান্য লাভ করিল—তিনি শান্ত হইলেন। ক্ষণকাল যয়েশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া তিনি পশ্চাতে সরিয়া গেলেন—কোন বীভৎস দৃশ্য দেখিলে মানুষ যেমন করিয়া সরে, তেমনি করিয়া সরিয়া গেলেন!

তখন যয়েশ বলিল "ঠাকুরানি, চলুন, আপনার ঘরে আপনাকে রাখিয়া আসি। কর্ত্তা বাড়ী আসিয়াছেন, এখনই গৃহিনীকে লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাহার সম্মুখে যদি আপনি এমন ভাবে অস্থির হইয়া পড়েন, তবে কি ভয়ানক কাণ্ডই না হইবে! দোহাই আপনার, আমার সঙ্গে আসুন।"

ক্ষাঁকা স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "তুমি আমায় কেমন করিয়া চিনিলে ?"

যে রাত্রে 'আগুন! আগুন!' বলিয়া একটা মহা সোর-গোল পড়িয়াছিল, যয়েশ্, সেই রাত্রের কথা পাড়িল। বলিল তখনই সে আপনার কর্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াছিল। তার পর কহিল "আসুন, আসুন. কর্ত্তা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন।"

গভীর দৈন্যে, মহা আতঙ্কে, ইশাবেল্ জানু পাতিয়া বসিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "আমায় দয়া কর, যয়েশ্! দোহাই তোমার, আমায় ধরাইয়া দিওনা। আমি যা'বো, এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া আমি নিশ্চয়ই যা'বো। তবে যতক্ষণ আছি, তত ক্ষণ আর আমার কথা প্রকাশ করিও না।"

"না, ঠাকুরানি, আমা দ্বারা আপনার কোনই ভয়ের কারণ নাই। সে দিন হইতেই ত' একথা আমি মনে মনে চাপিয়া আসিতেছি। কিন্তু ধরা পড়িলে কি যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিয়া দিবারাত্রি আর আমার সুখ শান্তি নাই। বাস্তবিকই আপনার আসাটা ঠিক হয় নাই, ঠাকুরানি।"

ক্ষীণ বিবর্ণ মুখ খানা তুলিয়া ইশাবেল্ পূর্ব্ববৎ স্বরে উত্তর করিলেন "যয়েশ, আমার অভাগ্য সন্তানদের ছাড়িয়া আমি যে আর থাকিতে পারিলাম না!" তার পরে একটু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন "বুঝিতে পার না কি, যে এখানে আসিয়া থাকাটা আমার পক্ষে কি ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক? তাঁ'কে—আমার নিজের স্বামীকে—আজ আমি অপরের স্বামীরূপে দেখিতেছি! ইহাতে তিল তিল করিয়া প্রাণ আমার তুষের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে! আবার কি গুরুতর শাস্তি আছে যয়েশ!"

"আসুন, আসুন, ঠাকুরানি, ঐ তা'র কথা শুনা যাইতেছে।" বলিতে বলিতে কতকটা প্ররোচিত করিয়া ও কতকটা টানিয়াই লইয়া যয়েশ ইশা-

বেল্‌কে তাহার ঘরে রাখিয়া আসিল। ঠিক এই সময়ে মিঃ কার্‌লাইল্‌ও আসিয়া রোগীর ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দৌড়িয়া আসিয়া যয়েশ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ভয়ে ও প্রাণের যন্ত্রণায় তাহার মুখ ভস্মবৎ বিবর্ণ, তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরহরি কম্পমান।

তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "ওকি, যয়েশ!— তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পরিচারিকা কহিল "আজ্ঞে, প্রস্তুত হউন। উইলিয়াম—আমাদের উইলিয়াম—"

"কি, যয়েশ! তবে কি নাই?"

"আজ্ঞে—"

কার্‌লাইল্‌ দৌড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। উপাধানের উপর বালকের নীরব নিস্পন্দ প্রশান্ত মুখ খানা দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "বাবা, বাবা আমার!" তার পর ভক্তিবিনম্র স্বরে কহিলেন "জগদীশ, ইহার জননীকে ইতিপূর্ব্বেই তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাকেও সেই খানে স্থান দিও, দয়াময়!"

একবিংশ অধ্যায়।

—— ০:*:০ ——

মৃত্যুর পথে।

লেডি ইশাবেল্ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন; মন অস্বস্থ, দেহ সাংঘাতিক্ ব্যাধিগ্রস্ত। উইলিয়াম্‌কে মৃত অবস্থায় রাখিয়া তিনি সেই যে ঘরে গিয়াছিলেন, আর সেখান হইতে বাহির হ'ন নাই। দিবারাত্রি যয়েশ তাহার পরিচর্য্যা করে। সকলেই মনে করিলেন যে উইলিয়াম্‌কে লইয়া তাহাকে অনেক খাটিতে হইয়াছে; সেই খাটুনীর ফলেই শরীর এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ, তিনি ডাক্তার দেখাইতে সম্মত ছিলেন না বলিয়া কেহই তাহার পীড়া তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করিলেন না। কিন্তু তিনি নিজে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে মৃত্যু ক্রমেই তাহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে – 'চিকিৎসক বাটিয়া খাইলেও' তাহার রক্ষা নাই। তাই, শয্যায় পড়িয়া দিবারাত্রি তিনি কেবল কেমন করিয়া ইষ্ট্‌লীন্ হইতে সরিয়া পড়িবেন, সেই ভাবনা করেন। এখানে থাকিয়া মরিতে তাহার ইচ্ছা নাই—যদিও ধরা পড়িবার ভয় আর এখন তিনি করেন না। মরণমুহূর্ত্তে পার্থিব আশাভয় মনের উপর আর তেমন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না।

ইষ্ট্‌লীনে আসাটাই তাহার পক্ষে ভয়ানক দুঃসাহসের কার্য্য হইয়াছে। দৈহিক পরিবর্ত্তনের জন্য কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না, এই ভরসায়ই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। একটি বারও ভাবিয়া দেখেন নাই, তাহার শক্তি ও তেজে কুলাইবে কিনা। মনুষ্যসুলভ

বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলি মানুষের হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত করা মানুষী শক্তির অতীত। চাপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু একেবারে তাহাদের বিলোপ সাধন করা, কেহ কখনও পারে নাই, পারিবেও না। সজাগ আত্মপর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা ব্যতীত অতি উর্দ্ধে অবস্থিত যে সাধুমহাপুরুষ, তিনিও পদস্খলন এড়াইতে পারেন না। প্রবৃত্তি ও কামনা লইয়াই আমরা পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছি—শ্মশানভস্মে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি ও কামনা লইয়াই থাকিতে হইবে। এই মহাতথ্য বিস্মৃত হইয়া ইশাবেল্ ইষ্ট্‌লীনে আসিয়াছিলেন বলিয়া আজ তাহাকে প্রাণ বলি দিতে হইতেছে।

যখন কার্‌ল্‌াইল্ তাহার স্বামী ছিলেন, তখন তাহাকে তিনি সমস্তখানি হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে পারেন নাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, মমতা, ইহাদের একত্র সংমিশ্রণের অর্ঘ্যমাত্র ইশাবেল্ তখন স্বামীর চরণে দান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রেম বলিয়া যে রহস্যময় তন্ময়তার ভাব—যাহা অতি অল্প স্ত্রীলোকই অনুভব করিয়া থাকেন—তাহা মিঃ কার্‌লাইলের প্রতি তিনি কখনই অনুভব করেন নাই। সংসারের রীতিই অদ্ভুত। যাহা আছে, আমরা তাহা তুচ্ছ করি; আর যাহা নাই, যাহা হইবার নহে, তাহার জন্যই আমাদের প্রাণ যায়! কার্‌লাইল্ যখন ইশাবেলের ছিলেন, তখন ইশাবেল্ তাহাকে চাহেন নাই; কিন্তু যেই তিনি পরের হইয়াছেন, অমনই ইশাবেলের প্রেম অপ্রতিহত ভাবে তাহার দিকে সহস্রধারায় বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইষ্ট্‌লীনে ফিরিয়া আসা অবধি তাহার হৃদয় আকাঙ্ক্ষার তুষানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বার্‌বারা আসিয়া যদি না কার্‌লাইলের প্রেমের রাজ্য জুড়িয়া বসিতেন, তবে তিনি নিত্য দর্শনালাপের মধ্যেও এই তুলনায় ব্যবধান কোন প্রকারে সহ্য করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু বার্‌বারার সোহাগআদর, সুখশান্তি দেখিয়া,

অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া জ্বলিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অকালে মৃত্যু আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

আরও দেখুন। তাহার যন্ত্রণার বোঝা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন ফ্রান্সিস্ লেভিসন্ও আসিয়া ওয়েষ্ট্লীনে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ইশাবেলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তার পর যখন তিনি আবার লেভিসনের বিরুদ্ধে সেই ভীষণ অভিযোগের কথা শুনিলেন, তখন তাহার অনুতাপের মাত্রা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে তাহাকে—লেডি ইশাবেলকে—উদ্দেশ্য করিয়া নানা জনে নানা ভাবে বিষদিগ্ধ বাক্যবাণ বর্ষন করিতে লাগিল! ইহার উপর আবার অহর্নিশই ধরা পড়িবার ভয় আছে!

নিজের ক্ষীয়মাণ শক্তি ও শোচনীয় মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ইশাবেল্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে যে মৃত্যু বড় বেশি দূরবর্ত্তী নহে; কিন্তু এতটা যে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। জননীর মত, বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলেও, তাহার শরীরও তিল তিল করিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যপিয়া মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; এবং বুঝিতে পারিয়াই ইষ্ট্লীন্ হইতে যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কোথায় যাইয়া উঠিবেন, সে ভাবনা তাহার নাই। নির্ব্বিঘ্নে, উপযুক্ত কারণ দেখাইয়া, একবার এখান হইতে বাহির হইতে পারিলেই হইল। ভয়ে ভয়ে যয়েশও এ বিষয়ে জেদ করিতেছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমেই বার্বারার সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক; তাই উইলিয়ামের মৃত্যুর পরবর্ত্তী দিবসই ইশাবেল্ যাইয়া বার্বারার্ সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার কথা শুনিয়া কার্লাইল্-পত্নী কহিলেন "আপনি চলিয়া গেলে আমরা সকলেই খুব দুঃখিত হইব। লুসীর জন্য আমরা আপনার চাইতে

ভাল লোক পাইবার আশা করিতে পারি না। আর মিঃ কার্‌লাইল্‌—তাহার ছেলেকে আপনি যেরূপ ভাল বাসিয়াছেন, যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই তিনি আপনার নিকট বড় কৃতজ্ঞ।”

ম্যাডাম্ ভাইন্ মৃদু স্বরে কহিলেন “আজ্ঞে, আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমার প্রাণেও বড় লাগিবে!”—জীবনের সর্ব্বস্বদিগকে ইষ্টলীনে রাখিয়া তিনি জন্মের মত বিদায় লইতেছেন! ইহাতে তাহার প্রাণে কত যে লাগিবে, তাহা বার্‌বারা বুঝিবেন কেমন করিয়া?

“না, আপনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না। আপনাকে এরূপ অবস্থায় বিদায় দিলে আমাদের পক্ষে বড়ই অন্যায় কথা হইবে। উইলিয়ামের পরিচর্য্যা করিতে করিতেই আপনি অসুস্থ হইয়াছেন। তাই, আমরা আপনাকে কাজ হইতে অবসর দিতেছি কিন্তু এখান হইতে যাইবার বিদায় দিতে পারিব না। চিকিৎসা ও পরিচর্য্যা করিতে দিলে, আপনি শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠিতে পারেন।”

“আপনার বড় দয়া! কিন্তু আমি এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিতেছি দেখিয়া আমাকে যেন হৃদয়হীন মনে করিবেন না। আমার বিশ্বাস যে, আমার শরীর আর সারিয়া উঠিবে না; আমি আর পড়াইতে পারিতেছি না।”

স্বভাবসুলভ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বার্‌বারা কহিলেন “যত নাই কথা! ব্যারাম হইলে আমরা সকলেই যত আকথা-কুকথা ভাবিয়া থাকি। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার অসুস্থতার সময় আমিও এ কথা বলিতাম; তখন আর্কিবল্ড কত সান্ত্বনার কথা বলিয়া আমার এই বিশ্বাসটা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন! আঃ, আপনারও যদি এই রকম এক জন স্বামী থাকিতেন!”

ইশাবেলের বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। দুই হাতে তিনি বেদনাকাতর হৃদয় চাপিয়া ধরিলেন।

বার্‌বারা আবার বলিতে লাগিলেন "কেমন করিয়া আপনি যাইবার কথা ভাবিতেছেন? আপনার স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয়, সর্ব্বদাই আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত; এ সময়ের ত' কথাই নাই। উইলিয়ামের জন্য আপনাকে ভয়ানক খাটিতে হইয়াছে; তাহাতেই আপনার শরীর এই ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

ইশাবেল্ তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন "না, উইলিয়ামের পরিচর্য্যায় আমার কিছুই হয় নাই।—আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি যাইবই।"

তখন বিশেষ আগ্রহ সহকারে বার্‌বারা বলিলেন "সমুদ্রের ধারে যাইবেন কি? আমি সেখানে যাইতেছি। চলুন, লুসীকে লইয়া আপনিও আমার সঙ্গেই চলুন।"

মাথা নাড়িয়া ইশাবেল্ কহিলেন "না, তাহাতে আমার শরীর আরও খারাপ হইবে। আমি একেবারে বিশ্রাম চাই।—আমি যাইবই।"

তখন কয়েক মুহূর্ত্ত কি বিবেচনা করিয়া বার্‌বারা কহিলেন "তবে একটা কাজ করুন। এখন যাইয়া আমি সপ্তাহ দুইমাত্র সমুদ্রের ধারে থাকিব। এ কয়টা দিন আপনি থাকিয়া যান। লুসী এখন বড় হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে তাহাকে চাকর বাকরদের, এমন কি যয়েশেরও তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাইতে পারি না। অতএব এ কয়টা দিন আপনি থাকুন। তার পর, আমি ফিরিয়া আসিলেও যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন যাইবেন।"

সাগ্রহে ম্যাডাম্ ভাইন্ এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতেন; কিন্তু একেবারে যে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

কাজেই লুসী ও আর্কিকে বুকে করিয়া এই কয়টা দিন হৃদয়-জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার লোভটা তিনি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বার্‌বারা সমুদ্র-বায়ু সেবন করিতে যাইতেছেন।—আজ সেই সুদূর অতীতের কত কথা ইশাবেলের মনে পড়িয়া গেল। তিনি যাইবেন না—স্বাস্থ্য ভাল হইবে বলিয়া কার্‌লাইল্‌ তাহাকে পাঠাইবেনই! কত যত্নে, নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন; যাহাতে প্রবাসের দুঃখ যথাসাধ্য লাঘব হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য চেষ্টার কোনই ত্রুটি হয় নাই। স্বামী বিদায় হইয়া আসিবার সময় 'পিছু ডাকিয়া' তাহার উপর তিনি যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে আজ সে কথাও তাহার মনে পড়িল—"দেখিও যেন আবার বার্‌বারা হেয়ারের সঙ্গে প্রেম করিও না!"—আজ ত' সেই বার্‌বারাই সে হৃদয়ভরা প্রেম, স্নেহও যত্নের ন্যায্য অধিকারী, এবং প্রচুর পরিমাণেই এই সকল উপভোগ করিতেছেন!

—তাহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও যে ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌ ইষ্ট্‌লীনে থাকিতে সম্মত হইলেন না, ইহাতে বার্‌বারা যে আন্তরিক বড় দুঃখিত হইলেন, তাহা নহে। ম্যাডাম্‌ সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর মত নহেন; বিশেষতঃ, লুসীকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষেই তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা জানিয়াই বার্‌বারা ম্যাডামকে রাখিবার জন্য এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নতুবা, আপনার হৃদয়ের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে, ম্যাডাম্‌কে তিনি এক মুহূর্ত্তও ইষ্ট্‌লীনে থাকিতে বলিতেন না। আপনার হৃদয়ের অন্তস্থলে কখনই তিনি শিক্ষয়িত্রীকে পছন্দ করিতে পারেন নাই! অথচ বুঝিতেও পারেন নাই, কেন এমন হয়।—ইশাবেলের প্রতি বার্‌বারার এই যে বিমুখ ভাব, [illegible] কি সংস্কারজ?—খুবই সম্ভব। বনের পাখী, অরণ্যের জন্তু, জলের মাছ, সকলেই

সংস্কারের বশীভূত; মানুষও তাই। লেডি ইশাবেলের সঙ্গে ম্যাডাম্ ভাইনের আকৃতিগত যে একটা দুর্ব্বোধ্য সাদৃশ্য, তাহাই বোধ হয় এই অপছন্দের মূলীভূত। অনেক সময়ই বার্‌বারা ভাবিয়া থাকেন 'কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!'—কিন্তু নাকে, মুখে, চোখে, কি কণ্ঠের স্বরে, কি হাব ভাবে, কোথায় যে এই সাদৃশ্য, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।—"

বার্‌বারার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ইশাবেল্ দেখিলেন, লর্ড ভেন্ 'লুসি কই?' বলিতে বলিতে ও বামে দক্ষিণে, সম্মুখে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, দরদালান দিয়া ত্রস্ত পাদক্ষেপে এই দিকে আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, লুসীকে দিয়া কি প্রয়োজন?"

"আছেই কিছু?"

"পড়িতে বসিয়াছে। এখন সে আসিতে পারিবেনা।—কেন, কি

"প্রয়োজন?—তা'কে আমি চাই-ই চাই। সে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইবে বলিয়াছিল; গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, আমি তাহাকে লইয়া যাইব।"

"ও, বাবা! আমি এরূপ কাজে কিছুতেই সম্মত হইতে পারি না। আপনি শেষে না গাড়ী উল্‌টাইয়া ফেলেন!"

"আমি!—কি কথা! এত গাড়ী চালাইয়া আসিলাম, আর এখন কিনা লুসীকে ফেলিয়া দিব! না, জোরে গাড়ী হাঁকাইব না—তা'র জন্য আমার যথেষ্ট ভাবনা আছে, তা'কে যে আমি বিবাহ করিব।"

এমন সময়ে সমীপবর্ত্তী লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলিয়া লর্ড মাউন্ট্ সেভার্ণ ও মিঃ কার্‌লাইল্ উঁকি মারিলেন। বার্‌বারাও পোষাক পরিবার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

লর্ড মাউন্ট্‌ সেভার্ণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহের কথা কি হইতেছে ?"

প্রশ্নকর্ত্তার দিকে চাহিয়া যুবকের গণ্ডদ্বয় জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মনে তাহার যৌবনের স্ফূর্ত্তি ও সরলতা, হৃদয়ে 'কোন অন্যায় কাজ করিতেছি না' এই বিশ্বাসের নির্ভীকতা ছিল ; কপটতা তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। তাই, পিতার প্রশ্নের উত্তরে সরল অবিচলিত ভাবে করিলেন "বড় হইয়া লুসী কার্‌লাইল্‌কে বিবাহ করিব, এই কথা বলিতেছিলাম। বাস্তবিকই, তুমি যদি আপত্তি না কর, আর মিঃ কার্‌লাইল্‌ যদি তাহাকে আমার হাতে দিতে অসম্মত না হ'ন, বাস্তবিকই তবে তাহাকে আমি বিবাহ করিব।"

শুনিয়া লর্ড মাউন্ট্‌ সেভার্ণ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন ; আর মিঃ কার্‌লাইল্‌ বড় আমোদ অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, সে ত' আজ দশ বৎসর পরের কথা !"

পিতা কহিলেন "লুসী নিতান্ত ছেলে মানুষটি না হইলে, ইহার জন্য তোমাকে আমি খুবই তিরস্কার করিতাম ! লুসীর নাম লইয়া এমন অসঙ্গত পরিহাস করিবার তোমার কোনই অধিকার নাই।"

"পরিহাস করি নাই—আমি ঠিক মনের কথাই বলিয়াছি। দেখিতেই পাইবে। আর, কোন অসম্মানজনক দুষ্কার্য্যের মধ্যেও আমি যাইতেছিনা, যে মিঃ কার্‌লাইল্‌ কোন রকম আপত্তি করিতে পারিবেন। আমি ঠিক করিয়াছি যে আমিও তাঁ'র মত একজন সম্মানিত লোক হইব। আমার অভিপ্রায় যে আপনারা জানিয়া ফেলিলেন, তা' ভালই হইল। মাকেও শীঘ্রই জানাইব।"

শেষের কথাটা শুনিয়া মাউন্ট্‌ সেভার্ণ রুক্ষ হাসি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, তা' হ'লেই দু' জনে কাঁটা কাটি করিয়া মরিতে পার !"

পুত্রও হাসিয়া উঠিলেন "তা' আমি ভাল রকমই জানি। কিন্তু আমিও আগের চাইতে পোক্ত হইয়া উঠিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গ আর অধিক দূর চলিল না। লুসীকে লইয়া গাড়ীতে যাওয়া বার্‌বারা বন্ধ করিয়া দিলেন।

আবার যখন দরদালানে তিনি নিজে ও লর্ড ভেন্ ছাড়া আর কেহ রহিল না, তখন ইশাবেল্ ক্ষুব্ধ যুবকের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন "লুসীকে যে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন, তাহার মা যে তাহার উপর কলঙ্ক দিয়া গিয়াছে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

"তা'র মার কথায় আমার কি কাজ?"

"লর্ড ও লেডি মাউণ্ট্‌সেভার্ণ সে জন্য অসম্মত হইতে পারেন।"

"বাবা কখনই হইবেন না। আর, মার জন্য আমি কোনই ভয় করি না; তাঁ'র সঙ্গে আমি খুব লড়াই করিতে পারিব। যুক্তি দেখাইয়া তাঁ'কে আমি নিশ্চয়ই আমার মতে মত দেওয়াইতে পারিব!"

ম্যাডাম্ ভাইন্ বড় বিচলিত হইয়া পড়িলেন; রুমাল দিয়া মুখ চাপিয়া রহিলেন। লর্ড ভেন্ দেখিলেন, তাহার হাত কাঁপিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ম্যাডাম্ বলিলেন "লুসীকে আমি ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। এই কয় মাস একত্র থাকিয়া সে আমার নিকট কন্যাস্থানীয় হইয়াছে।" তার পর যুবকের স্কন্ধে আবার হাত রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "যে দেশে এই পৃথিবীর পার্থক্য—উচ্চনীচ, ছোট বড়, ভাল মন্দ—নাই, যে দেশে পাপ ও দুঃখের লেশও নাই, শীঘ্রই আমি সে দেশে যাইব। দোহাই আপনার, লুসীকে যদি আপনি বিবাহ করেনই, তবে কখনও যেন তাহার মায়ের পাপের জন্য তাহাকে ইঙ্গিতেও না তিরস্কার করেন!"

মস্তক পশ্চাতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, যুবক কহিলেন "আপনি আমায়

কি মনে করিতেছেন ?” তাহার চক্ষু দিয়া অন্তরের ক্রুদ্ধ জ্বালা যেন ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

লক্ষ্য না করিয়া ইশাবেল্‌ বলিতে লাগিলেন “তা’ হ’লে তা’কে বড়ই অন্যায় ভাবে নির্য্যাতন করা হইবে। তা’র ত’ কোন অপরাধ নাই। হতভাগিনী ইশাবেলের পাপ তাহার নিজস্ব ছিল; ফলও সে একেলাই ভুগিয়া গিয়াছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার অপরাধের কথারও মৃত্যু হয়। কখনও যেন লুসীর নিকট তাহার মায়ের নাম না করেন।”

লর্ড ভেনের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিতেছিল; তাড়াতাড়ি হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া তিনি বলিলেন “করিব, অবশ্যই করিব। বিবাহের পরে মধ্যে মধ্যেই তাহার মায়ের কথা আমি লুসিকে বলিব। লেডি ইশাবেল্‌কে আমি যত ভাল বাসিয়াছি, একমাত্র তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও আমি তত ভাল বাসি নাই বা বাসি না।” তার পর উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন “মায়ের কথা তুলিয়া লুসীকে আমি মন্দ বলিব?—আপনি জানেন না ম্যাডাম, তা’র মায়ের জন্যই তা’কে আমি ভালবাসি।”

তাহার হস্ত পেষণ করিতে করিতে ইশাবেল্‌ বলিলেন “যদি সে আপনারই হয়, তবে বরাবরই যেন তা’কে যত্ন করেন, ভাল বাসেন। মনে রাখিবেন, ইহা আমার মৃত্যুকালের অনুরোধ।”

“প্রতিজ্ঞা করিতেছি, করিব।— কিন্তু এ কি কথা বলিতেছেন ? আপনার শরীর কি বেশি খারাপ বোধ হইতেছে ?”

কোনই উত্তর না করিয়া ম্যাডাম্‌ ভাইন্‌ ক্ষিপ্রপাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

ইহার একটু পরে আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া গায় শাল জড়াইয়াও তিনি শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে ছিলেন। এমন সময় দরজায় ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হইল। লক্ষ্যহীন ভাবে লেডি কহিলেন “এসো।”

মিঃ কার্‌লাইল্ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া, ইশাবেল্ ত্রস্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার ধমনীগুলি সতেজে স্পন্দিত হইতে লাগিল, হৃদ্‌পিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকিল। নিজে এক খানা চেয়ারে বসিয়া, অপর একখানায় তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "আমার স্ত্রীর নিকট শুনিলাম, আপনি এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন; আপনার শরীর নাকি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে?"

ক্ষীণ কণ্ঠে লেডি উত্তর করিলেন "আজ্ঞে, হাঁ।"—কিন্তু কি যে বলিলেন, তাহা তিনি নিজে বুঝিতে পারিলেন না।

"আপনার কি অসুখ হইয়াছে?"

"বোধ হয়—বোধ হয়—দুর্ব্বলতাই প্রধান অসুখ।" মৃত্যুর রজনীতে উইলিয়ামের মুখে যেমন একটা কালিমা পড়িয়াছিল, তাহার মুখেও তেমন পড়িয়াছে। কণ্ঠস্বর কেমন এক রকমের ফাঁকা-ফাঁকা হইয়াছে। কার্‌লাইলের মনে বড় আশঙ্কা হইল, তবে কি উইলিয়ামের ব্যাধিই আবার ইহাকেও পাইয়া বসিল! বলিলেন "উইলিয়ামের ব্যাধি ত' আবার আপনাকে পায় নাই?"

আবেগে আত্মহারা হইয়া ইশাবেল্ বলিয়া উঠিলেন "তাহার ব্যাধি আমাকে পাইবে?—সে-ই বরং—"হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল; বাকী কথা টুকু "আমার নিকট হইতে পাইয়া থাকিবে" আর বলিলেন না। তার পর কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন "অসুখটা আমাদের পরিবারে কিছু বেশিই হইয়া থাকে।"

কার্‌লাইল্ আবার দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন "সে যাই হউক, ইষ্ট্‌লীনে আসিয়া, আমার ছেলেমেয়েদের পরিচর্য্যা করিয়া আপনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহাতে আপনি আবার সুস্থ ও সবল হইয়া উঠেন, এখন

ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাহাই আমাদের দেখা উচিত। অনুরোধ করি, এ বিষয়ে আপনি আর আপত্তি করিবেন না।—আচ্ছা, ডাক্তার দেখাইতে আপনার অমত কেন?"

অনুচ্চ অস্পষ্টকণ্ঠে উত্তর হইল "ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

"না দেখাইলে আর কেমন করিয়া কি করিবে?"

"দেখুন, আমার বিশ্বাস যে ডাক্তাররা আমার কিছুই করিতে পারিবে না— আমাকে সারাণ ত' দূরের কথা, কয়েকটা দিন বেশিও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না।"

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কার্লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি বিশ্বাস যে আপনার অবস্থা এমনই সাংঘাতিক?"

"না, তেমন সাংঘাতিক মনে হয় না। এখনই যে মরিব, এমন নহে— তবে বেশি দিন যে বাঁচিব না, ইহা ঠিক।"

"তবুও ডাক্তার দেখাইবেন না! না, ম্যাডাম্ ভাইন্, আমার বাড়ীতে সে সব কিছু হইবে না। সাংঘাতিক ব্যারাম, অথচ ডাক্তার দেখান নাই! কি আশ্চর্য্য কথা?"

"আমার অসুখ মানসিক— বুক আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ পৃথিবীর ডাক্তার তাহার কি করিবে?"—ইশাবেলের মনের ভাব এই-রূপ; কিন্তু এ কথা ত' আর মিঃ কার্লাইলের নিকট মুখ ফুটিয়া বলিবার নহে। তাই ধীরে ধীরে কহিলেন "আচ্ছা, আপনি যদি সন্তুষ্ট হ'ন, আমি তবে মিঃ ওয়েইন্ রাইট্কে দেখাইতে প্রস্তুত আছি।"

"তাহাকে ত' দেখাইতেই হইবে; আর, তিনি যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে ডাক্তার মার্টিন্কেও দেখাইতে হইবে।"

একটু অদ্ভুত ধরণের হাসি হাসিয়া ইশাবেল্ কহিলেন "আজ্ঞে, মিঃ

ওয়েইন্ রাইট্ই যথেষ্ট হইবেন। আর কোন ডাক্তারের আবশ্যক হইবে না। কাল আমি তাহাকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইব।"

"না, সে কষ্টটা আপনাকে করিতে হইবে না। আমি ওয়েষ্ট্লীনে যাইতেছি, আমিই তাহাকে পাঠাইয়া দিব। আপনি যাহাতে ভাল হইয়া উঠিতে পারেন, তাহার জন্য আমার চাকর বাকরয়া যত্ন চেষ্টার ত্রুটি করিবেনা; আমার বিশেষ অনুরোধ যে আপনি যেন তাহাতে কোন রকম দ্বিধা বোধ বা আপত্তি না করেন। মিসেস্ কার্লাইলের নিকট শুনিলাম যে তাঁহার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আপনার যাওয়া স্থগিত রহিল—"

"আজ্ঞে, তিনি আসিলেই আমি চলিয়া যাইব। তখন আর কেহ আপত্তি করিবেন না, এইরূপ কথা হইয়াছে।"

"হাঁ, তিনিও তহাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমি আশা করি, তত দিনে আপনি এতটা সুস্থ হইয়া উঠিবেন যে, আর আমাদিগকে ফেলিয়া যাইতে চাহিবেন না। আমার মেয়ের জন্যই আমি এ কথা বলিতেছি।" বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ কার্লাইল্ হাত বাড়াইয়া দিলেন। লেডি আর কি করেন? যন্ত্রচালিতার মত তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারিত করিলেন। ব্যগ্র ভাবে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কার্লাইল্ বলিলেন "কেমন করিয়া আপনার উপযুক্ত প্রতিদান দিব? আমার উইলিয়াম্কে আপনি যতটা ভাল বাসিয়াছিলেন, কেমন করিয়া তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব?"

—তাহার চক্ষু দুইটি ইশাবেলের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ; দৃষ্টিতে প্রাণের ঐকান্তিকতা ও কোমলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইশাবেলের দিকে কতকটা আনত হইলেন—তাহার অধরে সহজ মধুর হাসির সঙ্গে কেমন একটু বিষাদের ছায়াও মিলিত হইয়াছে।—হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয়

স্পৃহা মাথা তুলিয়া উঠিল—এই মধুর অধর ত' একদিন তাহারই নিজস্ব ছিল! ইশাবেল্‌ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহার মুখ দিয়া নৈরাশ্যের একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইল। সমগ্র মুখ-মণ্ডলে একটা তীব্রোজ্জ্বল রক্তের আভা ফুটিয়া উঠিল; আর, যে হাতটি বিমুক্ত ছিল, সেই হাতে গাত্রাবরণের প্রান্তভাগ ধরিয়া তিনি মুখ চাপিয়া রহিলেন। কার্‌লাইল্‌ ইহার অর্থ অন্য ভাবে গ্রহণ করিলেন; বলিলেন "না, তাহার জন্য আর শোক করিবেন না। সে এখন শান্তিতে বিশ্রাম করিতেছে। কেমন করিয়া আপনার এই স্নেহের প্রতিদান দিব!" বলিতে বলিতে আর একবার সাগ্রহে কর মর্দ্দন করিয়া তিনি ক্ষিপ্র পদে বাহির হইয়া গেলেন।

টেবিলের উপর ব্যথিত কপাল বিন্যস্ত করিয়া ইশাবেল্‌ ভাবিতে লাগিলেন "আর পারি না! এখন মরিলেই বাঁচি!"

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

——•:*:০——

সেটি হ'চ্চেনা, য়্যাফাই !

মিঃ জিফিনের প্রাণে আনন্দ ধরেনা; তাহার সুসজ্জিত ক্ষুদ্র গৃহটিতেও আনন্দ ধরেনা। য়্যাফাইকে গ্রহণ করিবার জন্য উভয়েই উদ্যত হইয়া রহিয়াছে; আর অল্প কয়েকটি দিন গেলেই য়্যাফাই আসিয়া মিসেস্ জিফিন্ হইয়া বসিবে।

লীন্‌বড়োতে সেই বিচার হইয়া যাওয়া অবধিই জিফিনের সঙ্গে য়্যাফাইর আর সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যা বেলায় সে যাইয়া ইহার বাড়ীতে একবার হানা দিয়াছে; কিন্তু তাহার চক্ষুর উপরে, জানালার ধারে বসিয়া হাওয়া খাইলেও, য়্যাফাই বলিয়া পাঠাইয়াছে, সে বাড়ীতে নাই। ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে, তথাপি জিফিনের হৃদয় প্রশংসায় ভরিয়া গিয়াছে—সে মনে করিয়াছে, বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিতেছে বলিয়াই তাহার প্রণয়িনী লজ্জায় দূরে সরিয়া থাকিতেছে! আর, ক্রোধ ও ঘৃণার সঙ্গে আপনা আপনিই বলিয়া উঠিয়াছে "আর ইহাঁকেই কিনা তা'রা সকলে নিন্দা অপবাদ করিয়া বেড়াইয়াছে!"

এক দিন সন্ধ্যা বেলায় জিফিন্ দোকান-পাট যথাসম্ভব সুসজ্জিত করিয়া গ্রাহকের আশায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইল, তাহার আরাধ্যা দেবতা রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া সগৌরবে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার পোষাকের কি বাহার! সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন

সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ ঠিকড়িয়া পড়িতেছে! মুগ্ধ প্রণয়ী দৌড়াইয়া রাস্তা পার হইয়া গেল!

তাহাকে দেখিয়াই নিতান্ত অপ্রসন্ন ভাবে চাহিয়া য়্যাফাই কহিল "তুমি?" কিন্তু তাহার প্রসারিত হস্ত স্পর্শ করিতে আদৌ সম্মত হইল না, বরং বলিল "বাস্তবিক বলিতেছি, মিঃ জিফিন্‌, এরূপ প্রকাশ্য ও বিরক্তিকর ভাবে যদি তুমি আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না কর, তবেই আমি বেশি সন্তুষ্ট হইব।"

হতভাগ্য জিফিন্‌ একেবারে দমিয়া গেল—"বিরক্তিকর ভাবে'—দেখা সাক্ষাৎ করিব না!— কেন, মিস্‌ য়্যাফাই, আমার উপর তুমি এমন অসন্তুষ্ট হইয়াছ কেন?"

যতটা সম্ভব নির্ল্লজ্জ ধৃষ্টতার সঙ্গে য়্যাফাই উত্তর করিল "দেখ, জিফিন্‌, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি যে এই বিবাহটা আমার—আমাদের কাহারও পক্ষে সুখকর হইত না। তোমাকে এ সম্বন্ধে লিখিব ভাবিয়াছিলাম। যাক্‌, তুমি আসিয়া ভালই করিয়াছ—লিখিবার কষ্টটা আর আমাকে করিতে হইল না।"

গভীর যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যে মিঃ জিফিনের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া বরফ-শীতল ঘর্ম্ম-প্রবাহ ছুটিল; অতি কষ্টে, একটি একটি করিয়া, সে বলিল "তবে—তবে—কি—বাস্তবিকই—তুমি—আমায় ত্যাগ—করিলে—য়্যাফাই?"

যুবতী কহিল "হাঁ, তাই। পরিষ্কার করিয়া বলাই ভাল। আগে মিষ্ট, পাছে তিক্ত ভাল নয়। আজ তোমার সঙ্গে এই শেষ করমর্দ্দন করিয়া যাইতেছি। আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি যে, আমরা দু'জনেই এরূপ সাংঘতিক ভুল করিয়াছিলাম।"

হতভাগ্য জিফিন্‌ তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে কি ভীষণ জ্বালা!—বোধ হয় প্রস্তরবিনির্ম্মিত হৃদয়ও তাহাতে গলিয়া

জল হইয়া যাইত !—শেষে গভীর মর্ম্মাহত স্বরে কহিল "না, য়্যাফাই, কখনই তুমি একথা মনেপ্রাণে বলিতে পার না ! যে লোক তোমার পায়ে তাহার সমস্তটা প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, যে লোক তোমাকে এত খানি বিশ্বাস করিয়াছে, এমন করিয়া কি আর তুমি তাহার হৃদয় মথিত করিতে পারিবে, য়্যাফাই ? সংসারে এমন কাজ নাই, তোমার সন্তুষ্টির জন্য যাহা করিতে আমি প্রস্তুত নই। তুমিই আমার জীবনের আলোক, অস্তিত্বের ধ্রুব তারা।"

যেন ইহার 'জীবনের আলোক' হওয়াটা তাহার ন্যায্য স্বাভাবিক অধিকারের মধ্যেই, এরূপ সগরিম উপেক্ষার সঙ্গে য়্যাফাই কহিল "সে ত' ঠিক কথাই।—কিন্তু এখন আর সে সব কিছু হইবে না। এরূপ বিবাহ আমার পোষাইতে পারে না—কখনই সুখ হইবে না। মাখন-মাংসের ব্যবসায়টা এমনই—এতই—এরূপ সংশ্রবে আমি কখনই আসি নাই। কখনই এরূপ জীবনের সঙ্গে আমি খাপ্ খাইতে পারিতাম না !"

কাতর স্বরে জিফিন্ কহিল "দেখ, আমি দোকানের কাজ এক দম্ ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। কর্ম্মচারী রাখিব, সে সব করিবে, আর আমি সুধু তোমাকে লইয়া গাড়ী করিয়া বেড়াইব। এখনও যদি আমাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হও, তবে তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।—আমি যে বিবাহের আংটি পর্য্যন্ত কিনিয়াছি, মিস্ য়্যাফাই !"

হৃদয়ের দূরত্বব্যঞ্জক স্বরে যুবতী উত্তর করিল "তোমার অভিপ্রায় খুব সাধু সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আর তাহা সফল হইতে পারে না। আমার মন ঠিক হইয়া গিয়াছে। তবে, জিফিন্, চিরদিনের মত বিদায় দাও। আশীর্ব্বাদ করি, অন্যত্র যখন চেষ্টা করিবে, তখন যেন সিদ্ধমনোরথ হইতে পার।" য়্যাফাই আর দেরী করিল না—হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে হতভাগ্য জিফিন্ ভাবিতে

লাগিল, মৃত্যু ভিন্ন তাহার এই যন্ত্রণার আর কিছুতেই অবসান হইতে পারে না।

যাইতে যাইতে য়্যাফাই আপনাআপনি ভাবিতে লাগিল "যা'ক, ঝঞ্ঝাট্ গেল! হ্যাঁঃ, ওকে বিবাহ করা! তা'ও আবার, বিচারের সময় রিচার্ড হেয়ার যা' বলিয়াছে, তা'র পর!—এখন কি আর রিচার্ড ছাড়া আর কাহারও দিকে আমি তাকাইতে পারি? জজের মুখের উপরই, পরিষ্কার ভাবেই ত' সে বলিয়াছে যে আমাকে বিবাহ করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। বরাবরই আমি জানিতাম— সে আমাকে যতটা ভাল বাসিয়াছে, ততটা এ সংসারে সে আর কাহাকেও ভাল বাসে নাই। এখনও নিশ্চয়ই ভাল বাসে, নতুবা কি আর প্রকাশ্য আদালতে অমন্ করিয়া এ কথাটা স্বীকার করিত? বড় ঘরে না জন্মিয়া সৌভাগ্যবতী হইয়া জন্মানই ভাল নয় কি! এখন ওয়েষ্ট্লীন্ আমায় হিংসা করিবে না?—আর য়্যাফাই হ্যালিজন্ নই – এখন আমি "কুঞ্জাধিকারিনী মিসেস্ হেয়ার!" বুড়ো ত' দু'দিন বাদেই মরিবে। তখন রিচার্ডই কর্ত্তা হইয়া বসিবে। বুড়ীকে অন্যত্র 'খোরপোষের' বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কুঞ্জটা আমাদের নিজেদের জন্যই রাখা হইবে। বার্বারা ঠাকুরানী, আর সেই চমৎকারমোহিনী কর্ণি, এখন আমায় চিনিবেন কিনা দেখা যাইবে! —আচ্ছা, রিচার্ডের আয়টা কত হইবে?— বৎসরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকার কম নয়, বোধ হয়। উঃ, বাঁদর ব্যাটা জিফিনের সঙ্গে একবার হাতে হাত বাঁধা হইলেই গিয়াছিলাম আর কি! সংসারের পথে কত যে অদৃষ্ট কাঁটা, কত যে অলক্ষ্য বিপদ্, তা' কি আর বলা যায়!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে য়্যাফাই আসিয়া যাষ্টিশ্ হেয়ারের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন পদক্ষেপটা একটু ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। বিচারের দিন অবধি কতদিনই সে এখানে পাদচারণা

করিয়াছে ! কিন্তু আজ যেন সৌভাগ্য-দেবতা তাহার দিকে একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সে আসিবার একটু পরেই, ইষ্ট্‌লীনের দিক্ হইতে রিচার্ড হেয়ারও আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়াই হাসিয়া নির্ল্লজ্জা কহিয়া উঠিল "সুপ্রভাত, মিঃ রিচার্ড ! একজন পুরাণো বন্ধুকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া যাইতে নাই !" রিচার্ড কহিলেন "আমার এত বন্ধু আছে যে, তাহাদের সঙ্গে একজন একজন করিয়া কথা বলিতে গেলে বোধ হয় আমার সময়েই কুলায় না !"

নিজের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, সরল মধুর হাসি হাসিয়া য়্যাফাই আবার বলিল "কিন্তু আমার জন্য একটু সময় করা উচিত। আগের কথা কি সকলই ভুলিয়া গিয়াছ ?"

"না ভুলি নাই—ভুলিব যে এমন ভরসাও নাই।"

"তা কি আর আমি জানি না ! আমার প্রাণই একথা আমায় বলিয়া দিয়াছে। সেই ভয়ানক রাত্রে যখন তুমি আমায় ফেলিয়া চলিয়া গেলে, তখন তুমি কোথায় গেলে, তোমার কি হইল, জানিতে না পারিয়া যন্ত্রণায় আমার প্রাণ যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছিল ! এই তোমাকে এখন দেখিবার আগে সুখ কাহাকে বলে আমি আর জানি নাই !"

সরল ভাবে রিচার্ড কহিলেন "আর আহাম্মক বলিও না, য়্যাফাই। এক দিন আমার বয়স কম ছিল, আহম্মক ছিলাম। তুমি কি মনে কর যে এখনও আমি তেমনই আছি ? যাও, অতীতের কথা ভুলিয়া যাও। মিঃ জিফিন্ কেমন আছে ?"

য়্যাফাই চিৎকার করিয়া উঠিল "ওঃ, সেই ছুঁচোর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ! সাধারণ লোকে তাহাকে দিয়া আমার যে অপবাদ রটাই-তেছে, তুমি—তুমিও তবে তাহা বিশ্বাস করিয়াছ !—হায় ! হায় ! কিন্তু জানিয়া রাখিও রিচার্ড, আমি অত নীচ নই ! কুৎসা রটান' বই

ওয়েষ্ট্ লীনের ত' আর কাজ নাই! কি আশ্চর্য্য! যে লোকটা পনীর বিক্রয় করে, শূকর-মাংস কাটাই যা'র ব্যবসায়, তা'কে কি না আমি বিবাহ করিতে যাইব! যা'ক্, অন্যের কথায় কিছু আসিয়া যায় না তুমি যে বলিলে, ইহাতেই বড় আশ্চর্য্য হইলাম।"

ধীর গম্ভীর ভাবে রিচার্ড কহিলেন "তাহাকে পাওয়া যে তোমার কতটা সৌভাগ্যের কথা, আমি কিন্তু তাহাই ভাবিতেছিলাম। যা'ক, কাজ তোমার, ফলাফল তুমিই ভোগ করিবে। আমার তাহাতে কি?"

মনভুলান' মৃদু স্বরে য়্যাফাই কহিল "তুমি কি আমাকে অতই নীচ মনে করিতেছ?"

গম্ভীর ভাবে রিচার্ড বলিলেন "শোন য়্যাফাই। কি হাস্যাস্পদ মূর্খতার বশবর্ত্তী হইয়া যে তুমি কাজ করিতেছ, তাহা ভাবিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যত শীঘ্র তুমি ইহা হইতে অব্যাহতি পাও, ততই ভাল। অস্বীকার করিতেছি না যে একদিন আমি খুবই আহাম্মক ছিলাম, কিন্তু ভীষণ ভাবে তুমি আমাকে সেই মূর্খতা হইতে অব্যাহতি দিয়াছ। ক্ষমা কর—কিন্তু জানিয়া রাখিও যে, এখন হইতে তুমি আমার নিকট সম্পূর্ণই অপরিচিত। তোমার পিছনে দৌড়াইয়া আমি আমার যে মর্য্যাদা হারাইয়াছিলাম, তাহা আমি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।"

য়্যাফাইর মুখ শুকাইয়া গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "এমন নিষ্ঠুর কথা কেমন করিয়া বলিতেছ?"

"তুমিই বলাইতেছ। কাল শুনিলাম যে সাজিয়া গুজিয়া য়্যাফাই হ্যালিজন নাকি আবার আমার ঘাড়ে চাপিবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু শুনিয়া রাখ, য়্যাফাই, সেটি আর হচ্চে না!"

হিষ্টেরিয়া-গ্রস্তার মত কাঁপিতে কাঁপিতে য়্যাফাই কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল "উ—উ—উঃ! তোমার বিরহে জ্বলিয়া, এতদিন তোমারই

আশায় একাকিনী থাকিয়া যে কষ্ট করিলাম, এই বুঝি তা'র পুরষ্কার ?"

"পুরষ্কার ? পুরষ্কারের কথা বলিতেছ !—বেশ্, মাকে বলিয়া দিব যে, আমাদের জিনিষপত্র যেন জিফিনের দোকান হইতে আনা হয়।" বলিতে বলিতে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া রিচার্ড ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

য়্যাফাইর আত্মাভিমানে দারুণ আঘাত লাগিল। জীবনে আর কখনো তাহাকে এমন আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই। অতি কষ্টে, অনেক সময় পরে, সে কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া লইল, ও ধীরে ধীরে মিঃ জিফিনের দোকানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দোকানের সম্মুখে আসিয়াই তাহার শরীর বড়ই খারাপ বোধ হইতে লাগিল। কম্পিত ও অস্থির পদে, নিতান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে সে যাইয়া দোকান-গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিয়াই "ওকি! কি হইয়াছে ? কি করিতে হইবে ?" বলিতে বলিতে জিফিন্ দৌড়িয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

অসম্বদ্ধ বাক্যে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে য়্যাফাই কহিল "মূর্চ্ছা হইয়াছিল—ভয়ানক রৌদ্র—বড় বেশি হাটিয়াছিলাম—পাঁচসাত মিনিট বসিয়া যাইতে চাই।"

তখন জিফিন্ তাহাকে পরম যত্নে ধীরে ধীরে বসিবার ঘরে লইয়া গেল। অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে য়্যাফাই একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল—বাঃ, কেমন সুসজ্জিত, কেমন তৃপ্তিকর! দেখিয়া তাহার মূর্চ্ছার লক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া মুখ দিয়া ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল।

জিফিন্ যে কি করিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। নিতান্ত ভীত-ভীত ভাবে কহিল "এখানে নিশ্চিন্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে তুমি সহজেই সারিয়া উঠিতে পারিবে। কোন ভয় নাই—ওয়েষ্টলীনের

লোকেরা জানিতে পারিবে না। আমি যাইয়া দূরে—একেবারে এক কোণে, সরিয়া থাকিব। চাও যদি, একজন ঝিও আনিয়া এখানে রাখিতে পারি।—এক গেলাস মদ আনিয়া দিব কি?”

অঙ্গুলি সংকেতে মদের কোন আবশ্যক নাই জানাইয়া, বসিয়া বসিয়া য়্যাফাই আপনাকে বাতাস করিতে লাগিল। সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ প্রণয়ী তাহাকে দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে য়্যাফাই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার সাহস যতই বাড়িতে লাগিল, জিফিনের ততই কমিতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে কিছু সাহস সংগ্রহ করিয়া য়্যাফাই তাহার প্রতি অধুনা যে নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি মিঠেকড়া কথা শুনাইল।

হো-হো শব্দে য়্যাফাই হাসিয়া উঠিল। তার পরে হাসিতে হাসিতে বলিল “কেন, কাজটা কি চমৎকার হয় নাই? তোমাকে লইয়া একটু পরিহাস করিব ভাবিয়াই আজ বাহির হইয়াছিলাম।”

স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে আছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে ও করে কর পেষণ করিতে করিতে জিফিন্ কহিল “তবে পরিহাস করিয়াছিলে, য়্যাফাই? বল, বল, তবে এখনো আমি তোমাকে আমার বলিতে পারি?”

যুবতী কহিল “নিশ্চয়ই পরিহাস করিয়াছি। কি আহাম্মক তুমি যে, ইহাও বুঝিতে পার নাই! তুমি কি মনে কর যে, একবার বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া, বিবাহের সময়-সময় কালে যুবতীরা মুখ ফিরাইয়া বসে?”

“ওঃ, য়্যাফাই!” বলিয়া জিফিন্ আনন্দাতিশয্যে একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিল; তার পর দৌড়াইয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে লাগিল।

তাহার দিকে আনত হইয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে কুটীলা ভাবিল "কি গাধা !"

—সংসারে এমন গাধার সংখ্যা বড় বিরল নহে।

ইতিমধ্যে রিচার্ড যাইয়া তাহার জননীর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। রুগ্ন স্বামীকে লইয়া তিনি গবাক্ষ সমীপে বসিয়াছিলেন। এ বারের আক্রমণে শরীরের অপেক্ষা যাষ্টিশের মনটাই বেশি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সেই তেজস্বী মনের নষ্ট শক্তি যে ফিরিয়া আসিবে সে সম্ভাবনা বড়ই অল্প। রোগের আক্রমণে আজ তাহার মনের সেই তেজ, সেই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি, কিছুই নাই। আজ যাষ্টিশ্ সম্পূর্ণই পরানুবর্ত্তী।

রিচার্ড যাইয়া মাতৃমুখ চুম্বন করিলেন। মাতা তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিলেন। কে বলিবে এই প্রফুল্লমুখী সুন্দরীই সেই রুগ্না শীর্ণা মিসেস্ হেয়ার ?—তাহার বয়স যেন দশ বৎসর কমিয়া গিয়াছে !"

"মা, বার্‌বারা সমুদ্রতীরে যাওয়াই ঠিক করিয়াছে। আগামী সোমবার মিঃ কার্‌লাইল্ তাহাকে লইয়া যাইবেন।"

মাথা নাড়িয়া যাষ্টিশ্ কহিলেন "হঁা, হঁা, শরীর সারিয়া উঠিবে। সমুদ্রের ধারে ? আমাদের গেলে হয় না ?"

পত্নী কহিলেন হঁা, প্রিয়তম, তোমার গায় একটু জোর হইলেই আমরাও যাইব।

আবার মাথা নাড়িয়া যাষ্টিশ্ বলিলেন "হঁা, হঁা, একটু জোর হইলে। বার্‌বারা কই ?"

রিচার্ড উত্তর করিলেন "সে আগামী সোমবারে যাইবে। মাত্র একপক্ষের জন্য। ইহার পরে শরৎ কালেও নাকি আর একবার যাইবে।"

যেন রিচার্ডের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন ভাবে চাহিয়া পিতা কহিলেন "আমাদের গেলে হয় না ?"

"হাঁ, বাবা, আমরাও যাইব। কার্‌লাইল্‌রা ও আমরা এক সঙ্গেই যাইতে পারি। আগামী সপ্তাহে য়্যান্‌ আসিবে। সে চলিয়া গেলেই আমরা যাইব।"

"হাঁ হাঁ, সকলে একসঙ্গেই যাইব। য়্যান্‌ আসিবে ?"

মিসেস্‌ হেয়ার কহিলেন "কেন, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ ? য়্যান্‌, জামাই ও ছেলে মেয়েরা আসিয়া এখানে মাস খানেক থাকিবে।" তার পর পুত্রের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া ভীত স্বরে কহিলেন "রিচার্ড, তোমার সঙ্গে কে কথা বলিতেছিল ? য়্যাফাই হ্যালিজন্‌ নয় কি ?"

"দেখিয়াছ ?—কি চমৎকার সাজিয়াই না আসিয়াছিল ! কেমন করিয়া এ ভাবে রাস্তায় বাহির হইল ? বাস্তবিকই মা, কেমন করিয়া যে সে লোকসমাজে মুখ দেখায়, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিনা।

এ সব কোন কথার জবাব না দিয়া মৃদু স্বরে জননী কহিলেন "আবার ত' প্রলোভনে পড়িবে না ?"

স্নিগ্ধ কমনীয় সুনীল সুন্দর আয়ত চক্ষু দুইটি জননীর সুন্দর চক্ষুর উপর নিবদ্ধ করিয়া ভর্ৎসনার স্বরে রিচার্ড কহিলেন "মা ! মা আমার, আর আমি কাহারও হইব না, চিরদিন তোমারই থাকিব। ওয়েষ্ট-লীনের লোকেরা ইতিমধ্যেই নানারকমের কানাঘুষা করিতেছে। কেহ বলে, আবার আমি য়্যাফাইর পিছুনেই ঘুরিব, কেহ বলে যে ডোবেদাঁই আমার লক্ষ্য হইবে। কিন্তু মা তুমি ঠিক জানিও যে এবার আমি আমার মায়েরই থাকিব—অন্ততঃ কয়েক বৎসরের মধ্যেও ত' পরের কথা মনে স্থান দিব না।"

আনন্দে বিহ্বল হইয়া জননী পুত্রের হাত বুকে রাখিয়া এতদিনের দগ্ধ প্রাণ শীতল করিলেন।

যুবক আবার বলিতে লাগিলেন "আবার এক সঙ্গে থাকিয়া কয়েক দিন আমরা সুখী হইয়া লই, অতীতের কথা বিস্মৃত হইয়া যাই, তবে ত' অন্য কথা। এতদিনের বিচ্ছেদ তোমার এবং আমার প্রাণে যতটা লাগিয়াছিল, তত আর কাহারও প্রাণে লাগে নাই মা। এসো, এখন আবার আমরা এই বাড়ীতে থাকিয়া পরস্পরের সুখ ও আনন্দ বর্দ্ধন করি, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবারও চিত্তবিনোদন করি।"

প্রফুল্ল ভাবে যাষ্টিশ্ কহিলেন "হাঁ, হাঁ।"

বাস্তবিকই স্বগৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দে রিচার্ডের দিন কাটিতে লাগিল।

—অনেক দিন লেভিসনের সংবাদ লওয়া হয় নাই। চলুন পাঠক, রিচার্ডকে জননী ও পিতার চিত্তবিনোদন কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া একবার আমরা লীনবড়োর হাজতে যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।

আপীলে তাহার ফাঁসির হুকুম রহিত হইয়াছে। হ্যালিজন্‌কে সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক খুন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু রাগের মাথায় কাজটা হইয়া গিয়াছিল; হত্যা করিতেই হইবে, এমন সংকল্প তাহার ছিল না। তাই ফাঁসির পরিবর্ত্তে তাহার উপর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু লেভিসন্ ও তাহার পত্নী উভয়ের নিকটই এই দণ্ড অধিকতর গুরু বলিয়া বিবেচিত হইল। বাস্তবিকই এতদিন লেডি লেভিসনের অন্তরের নিভৃত কোণে আশা ছিল যে, লেভিসনের ফাঁসি হইয়া গেলে সেই সঙ্গে তাহার পাপ জীবনের ইতিহাস ও জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তখন তিনি সন্তানটিকে লইয়া

জগতের কোন এক অজ্ঞাত মনুষ্যপদচিহ্নবর্জ্জিত স্থানে যাইয়া দুঃখের জীবন অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। এখনও তাহারা ইহার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা রহিলেন!—তাহার হৃদয় ঘৃণা, ভয় ও বিদ্রোহের ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আর লেভিসন্‌?—আজ হ্যালিজনের মৃত্যুও তাহার ঈর্ষ্যার বস্তু হইয়াছে। বাঃ, কি চমৎকার ভবিষ্যৎই না তাহার সম্মুখে! সুপুরুষ, বিলাসী স্যার ফ্রান্সিস্‌ লেভিসন্‌ আজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কয়েদীর দলে কয়েদীর জীবন যাপন করিবে। আজ কোথায় তাহার হীরা জহরৎ, কোথায় সুগন্ধে ভরপূর বিলাসোপকরণ, কোথায় তাহার পদমর্য্যাদা, কোথায় চিত্তবিমোহন রসিকতা!—তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, হৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল; কারাকক্ষের মলিন আলোকও তাহার অসহ্য হইয়া পড়িল—সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।—কিন্তু মানস চক্ষুর সম্মুখে ভীষণ ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল, আরও জ্বালাময় হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০০:—

অনন্ত মিলন পর্য্যন্ত বিদায়।

বার্‌বারা সমুদ্রোপকূলে "হাওয়া পরিবর্ত্তন" করিতেছেন। আর ইষ্টলীনে' ইশাবেল্ মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছেন।

আরও কয়েকটা দিন লুসী ও আর্কিবল্ডকে বুকে করিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারিবেন, এই আশায়ই ইশাবেল্ বার্‌বারার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইষ্টলীনে থাকিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এ আশা পূর্ণ হইল না। কার্‌লাইলের অভিপ্রায় অনুসারে ইহারা মিস্ কর্ণির বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাহার আর এক আশা ছিল, মরিবার পূর্ব্বে ইষ্টলীন ছাড়িয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাও পূর্ণ হইল না। দীর্ঘ পাদক্ষেপে, তিনি জানিতে না জানিতেই, যমরাজ আসিয়া তাহার শিয়রে দাঁড়াইলেন। স্থানান্তরে যাওয়ার আশা একেবারেই ত্যাগ করিতে হইল। য়েশ্ তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছে।

বার্‌বারা যে জায়গায় গিয়াছেন, ইষ্টলীন্ হইতে তাহা ঠিক তিন মাইলও ব্যবধান হইবেনা। মিঃ কার্‌লাইল্ প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যা বেলায় সেখানে যা'ন, আবার সকাল বেলায় ফিরিয়া আসিয়া অফিস করেন। কাজেই বাড়ীতে তাহার কদাচিৎই আসা হয়। বার্‌বারা যাইবার পরে দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি শনিবার হইবার হইতে বুধবার পর্য্যন্ত একেবারেই ইষ্টলীনে পদার্পণ করিলেন না। কিন্তু বুধবার লিখিয়া

পাঠাইলেন যে এই দিন তিনি আসিয়া বাড়ীতে থাইবেন ও থাকিবেন। কার্‌লাইলের অনুপস্থিতির এই কয় দিনেই লেডি ইশাবেলের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যয়েশের এখন অর্দ্ধ-উন্মাদের কি প্রায় তাহার কাছাকাছি, অবস্থা। লেডি ইশাবেলের আসন্নকাল সমুপস্থিত। এ সময়ে কি আর সেই ভীষণ রহস্য অপ্রকাশ থাকিবে?—এতদিন জানিয়াশুনিয়াও এ কথা সে প্রকাশ করে নাই দেখিয়া, কর্ত্তা ও কর্ত্রী কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন? এমনও হয়তঃ তাহারা মনে করিতে পারেন যে, প্রথম হইতেই সে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া অন্ততঃ পঞ্চাশ বারও তাহার মনে হইল যে বারবারাকে বাড়ী আনিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিবে।

বুধবার অপরাহ্ণ যাইয়া যতই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, লেডি ইশাবেলের জীবন-নদীতে ততই ভাটা পড়িতে থাকিল। সমস্তটা দিনই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এখন যেন একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। বালিশে হেলান দিয়া তিনি একটু উঠিয়া বসিয়াছেন; গায় একটা সাদা কাশ্মিরী শাল। বাতাস লাগাইবার জন্য মাথার টুপী খোলা রহিয়াছে। ঘরের জানালা-গুলিও সমস্তই খোলা। যয়েশও ঘরে রহিয়াছে; কিন্তু উভয়েই নির্ব্বাক্।

প্রাঙ্গনে পদশব্দ শুনা গেল। ইশাবেলের সকলগুলি ইন্দ্রিয়ই পূর্ব্ববৎ সবল ও কর্ম্মক্ষম; পদশব্দ তাহারও কাণে যাইয়া পঁহুছিল। এই ত' সে প্রিয়তমের আকাঙ্ক্ষিত পদশব্দ! ইশাবেলের রক্তহীন মুখমণ্ডলও আরক্তিম হইয়া উঠিল। যয়েশ্ গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইয়া-ছিল; চাহিয়া দেখিল, মিঃ কারলাইল্ আসিয়াছেন।

তীক্ষ্ণ ব্যগ্র স্বরে ইশাবেল্ ডাকিলেন "যয়েশ?" ফিরিয়া চাহিয়া পরিচারিকা বলিল 'আজ্ঞে, ঠাকুরাণী।"

"একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, বড় শান্তিতে মরিতাম।"

যয়েশ আপনার কর্ণ দুইটিকে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না। সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিল "তাঁহাকে দেখিতে পারিলে! কাহাকে? কর্ত্তাকে? বলেন কি ঠাকুরাণি?"

"কেন, তাহাতে ত' কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি ত একরকম মরিয়াই, গিয়াছি। কঠোর বাস্তব জীবনে কি আর আমি এমন প্রার্থনা করিতাম, না, এমন ইচ্ছাই মনে স্থান দিতাম! আজ কয়েক দিন যাবৎ আমার এই আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে তাহাতেই এখনও আমার মৃত্যু হইতেছে না।"

দৃঢ় স্বরে পরিচারিকা কহিল "না, ঠাকুরাণি, আপনার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে, কখনও হইবে না।"

লেডি ইশাবেল্ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন "এই যন্ত্রণায়ই এখনো আমার মৃত্যু হইতেছে না! পাছে বা আমি আত্ম প্রকাশ করিয়া ফেলি, সেই ভয়ে আমার ছেলে মেয়েদের আমার কাছে আসিতে দিতেছ না! এখন আবার আমার স্বামীকেও আসিতে দিবে না! যয়েশ, দোহাই তোমার, একবার তাঁহাকে দেখিতে দাও।"

হায় হতভাগিনী! এখনও স্বামী বলিয়া ভাবিতেছ! যয়েশের প্রাণে আঘাত লাগিল। কিন্তু সংকল্প হইতে সে এতটুকুও বিচলিত হইল না। তাহার চক্ষুজলে ভরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই মন হইতে দূর হইল না যে, মিঃ কারলাইল্কে আনিয়া যদি সে তাহার পূর্ব্বতন পত্নীর সঙ্গে মিলিত করে, তবে তাহার বর্ত্তমান প্রভুপত্নীর সঙ্গে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আর তাহার ইহাও

বিশ্বাস যে এই মিলনের ফলে সুধু একটা গণ্ডগোল বই আর কিছুই লাভ হইবে না।

এমন সময় দ্বারে একটা আঘাত হইল। যয়েশ কহিল "এসো।"

দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পরিচারিকা স্যারা কহিল "যয়েশ, ভোজন-কক্ষে কর্ত্তা তোমায় ডাকিতেছেন।"

"যাচ্ছি।" বলিয়া যয়েশ যাইয়া মিঃ কার্‌লাইলের সম্মুখে দাঁড়াইল।

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "যয়েশ, ম্যাডাম্ ভাইন্ কেমন আছেন?"

প্রথমটায় যয়েশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাও বুঝিল যে ইশাবেলের আসন্নমৃত্যুর কথা গোপন করিয়া লাভ নাই; কয়েকটি মাত্র ঘণ্টার মধ্যেই ত' সকল শেষ হইয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, অসুখটা বড়ই বেশি হইয়াছে।"

"আগের চাইতে খারাপ?"

"বোধ হয়, সবই ফুরাইয়া আসিয়াছে।" মিঃ কার্‌লাইল্ বড়ই শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন—"বল কি!"

"রাত্রি ভোর হইবে কিনা সন্দেহ!"

অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কার্‌লাইল্ বলিলেন "কেন এমন শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যুটা হইল?"

পরিচারিকা কোন উত্তর করিল না। তাহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, বুদ্ধিশুদ্ধিও যেন লোপ পাইয়াছে।

"ডাক্তার মার্টিন্‌কে আনিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে না, কোনই ফল হইত না।"

ক্রুদ্ধ বিরক্তির সঙ্গে কার্‌লাইল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "কোনই ফল হইত না! এই ভাবেই বুঝি মুমূর্ষু লোকের সুশ্রূষা

ও চিকিৎসা করিতে হয়! ডাক্তার ডাকিয়া যখন কোন ফল হইবেনা, তখন অম্‌নিতেই তা'রা মরুক, না? ম্যাডাম্ ভাইনের অবস্থা যদি এই রকমই দাঁড়াইয়া থাকে, তবে এখনই ডাক্তারের কাছে একটা টেলিগ্রাম করিতে হইবে। যাই, আমিই নিজেই একবার তা'কে দেখিয়া আসি বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

৪য়েশের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার মত হইল। সে যাইয়া দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইল) "আজ্ঞে, না, না, যাইবেন না, যাইবেন না। কাজটা ঠিক হইবেনা। দোহাই আপনার, এ সংকল্প ত্যাগ করুন।"

কার্‌লাইল্ ভাবিলেন ম্যাডামের কাপড় চোপড় ঠিক নাই বলিয়া হয়তঃ যয়েশের মনে এই অসঙ্গত লজ্জার আবেশ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন যাইব না?"

গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল; বাধ-বাধ স্বরে পরিচারিকা কহিল "কর্ত্রী ঠাকুরাণী কাজটা পছন্দ করিবেন না।"

নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া কার্‌লাইল্ কহিলেন "বাঃ, তোমাদের কি চমৎকার বুদ্ধিশুদ্ধি! একজনের ত' যাইয়া পীড়িতাকে দেখিয়া আসা উচিত। মিসেস্ কার্‌লাইল্ বাড়ীতে নাই; অথচ আমি যাইয়া তাহাকে দেখিতে পারিব না! তোমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, যয়েশ! যাও, তাহাকে যাইয়া ঠিক করিয়া রাখ; খাওয়া হইয়া গেলেই আমি দেখিতে যাইব।"

—ধীরে ধীরে যয়েশ্ বাহির হইয়া গেল; কি যে করিবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

—কার্‌লাইল্ ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় মিস্ কর্ণি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতা তাহাকে ম্যাডাম্ ভাইনের অবস্থা জানাইয়া, একবার দেখিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সন্দেহাত্মক বিদ্রূপের স্বরে কর্ণি কহিয়া উঠিলেন "হাঁঃ, মরিতে বসি-

য়াছে না ত' কি! যয়েশ্টা এখন যেন কেমন এক রকম আহাম্মক বনিয়া গিয়াছে! জানি না মাগীটার কি হইয়াছে!" বলিতে বলিতে তিনি যাইয়া লেডি ইশাবেলের কক্ষদ্বারে করাঘাত করিলেন।

দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়াই যয়েশের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভয়ে ও হতবুদ্ধিতায় দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল "না, ঠাকুরাণি, আপনি আসিবেন না।"

ক্ষণ কাল স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া কর্ণি শান্ত কর্ত্তৃত্বের স্বরে বলিলেন "কে আমাকে যাইতে দিবে না? সরিয়া যাও, বলিতেছি। তোমার মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি, যয়েশ? ইহার পরে আরও যে কি করিবে, জানি না!"

যয়েশ বুঝিল, বাধা প্রদান করিবার মত শক্তি কি অধিকার কিছুই তাহার নাই। সে সরিয়া দাঁড়াইল।

আর ত' কিছু অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। ঐ ত' তিনি শুইয়া রহিয়াছেন—চোখে চশ্মা নাই, মাথায় টুপী নাই ছদ্মবেশের কোনই আভরণ নাই। অসম্ভব রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—হউক; কিন্তু মরণ কালের এই মুখ দেখিয়া কে না বলিবে যে ইনি সেই লেডি ইশাবেল্ ভেন্?

—তাহাকে দেখিয়াই "ও ভগবান্ রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে কর্ণি তিন পা পিছাইয়া আসিলেন।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে কর্ণি জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার স্বরে ভর্ৎসনা নহে, কোমলতা ও কাতরতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"কেমন করিয়া তুমি আবার এখানে আসিতে সাহস করিয়াছিলে?"

বুকের উপর অস্থিচর্ম্মসার হাত দুই খানা রাখিয়া অতি অনুচ্চ স্বরে ইশাবেল্ কহিলেন "আমার ছেলেমেয়েরা এখানে ছিল— তাহাদিগকে

ছাড়িয়া থাকিতে পারি নাই। আমার শোচনীয় অবস্থাটা একবার বিবেচনা করুন, মিস্ কার্‌লাইল। আমায় যেন আর ভর্ৎসনা করিবেন না। আমার সকল দুঃখের, সকল পাপের জবাব দিবার জন্য আমি ত' ভগবানের নিকটই চলিয়াছি!"

"আমি তোমায় তিরস্কার করিতেছি না।"

অশ্রু পূর্ণ নয়নে ইশাবেল্ অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন "মরাতে আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি! আপনার মত পুণ্যাত্মাদের জন্য যীশু আসিয়াছিলেন, না, আমার মত পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন? আমি তাঁহারই নির্দেশানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না!"

'আপনার মত পুণ্যাত্মা!'—কথাটা এতই বিনীত দীন ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে যে মিস্ কর্ণির বিবেকের উপর ইহা যাইয়া বড়ই বেসুরাভাবে আঘাত করিল। তাহার মনে হইল যে সমস্তটা জীবন ভরিয়া তিনি যে কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে মৃত্যুশয্যায় তাহার প্রাণে শান্তি আসিবার সম্ভাবনা বড়ই অল্প!

ধীরে ধীরে শয্যার নিকট অগ্রসর হইয়া, মিস্ কর্ণি ইশাবেলের উপর আনত হইয়া কহিলেন "আচ্ছা, দেখ, আমি এমন কোন কাজ করিয়াছিলাম কি, যাহার জন্য তোমাকে ইষ্ট্‌লীন্ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল?

ইশাবেল্ মাথা নাড়িলেন। তার পর আনত চক্ষে মৃদু স্বরে কহিলেন "না, আপনি আমাকে তাড়ান নাই; আপনার কোন ব্যবহারেই আমি চলিয়া যাইবার মত অজুহাত পাইয়াছিলাম না। অবশ্য, আপনার সঙ্গে থাকিয়া আমি বেশি সুখ পাই নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সেটা আমার যাইবার কারণের মধ্যে ছিল না। আমায় ক্ষমা করুন, মিস্ কার্‌লাইল্, আমায় ক্ষমা করুন।"

কর্ণি মনে মনে হাঁফ্‌ ছাড়িলেন "আঃ, ধর্ম্ম !" তার পর মুমূর্ষুর হাত ধরিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "তুমিই বরং আমায় ক্ষমা কর। আমি চেষ্টা করিলে নিজের গৃহে তুমি অনেক বেশি সুখী হইতে পারিতে ; কিন্তু আমি তা' করি নাই। হায়, কেন করিয়াছিলাম না ! তুমি গিয়াছ অবধি প্রতি-নিয়তই এই প্রশ্ন মনে উদিত হইয়া আমায় আকুল করিয়া তুলিয়াছে।"

ইশাবেল্‌ও তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য আবার তিনি অতীতের দিনে ফিরিয়া গেলেন ; অতীতের ভাষা, অতীতের সম্বোধন তাহার মনে আসিল ; বলিলেন "একবার আর্কিবল্ডকে দেখিতে চাই। যয়েশের নিকট কতবার প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে শুনিল না। একটি-মাত্র মিনিটের জন্য—সে আমায় ক্ষমা করিয়াছে, সুধু এই কথাটি শুনিবার জন্য, একবার আমায় দেখিতে দিন। ইহাতে ক্ষতিটাই বা কি ? আমিত' মরিতেই বসিয়াছি।—সুধু আমার প্রাণে একটু শান্তি হইবে, আমি সহজে মরিতে পারিব।"

মুমূর্ষুর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না, কি, প্রার্থনা-কারিণীর মত তাহারও মনে হইল "ইহাতে ক্ষতিটাই বা কি ?'—যে কারণেই হউক্‌, কর্ণি প্রার্থনাটা কাণে তুলিলেন। তিনি উঠিয়া দরজার নিকট গেলেন। দরদালানে চক্ষে হাত দিয়া যয়েশ প্রাচীর গাত্রে ঠেঁস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; দেখিয়া, তাহাকে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আসিলে, জিজ্ঞাসা করিলেন "কত দিন যাবৎ তুমি এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে ?"

"যে রাত্রে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া হৈ চৈ পড়িয়াছিল, সেই রাত্রি হইতে।"

"তোমার কর্ত্তাকে যাইয়া একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে বল।"

প্রতিবাদের স্বরে যয়েশ কহিল "বলেন কি ঠাকুরানি? তাঁহাকে জানান' কি ভাল হইবে?—ইহার সঙ্গে দেখা করান' কি ভাল হইবে?"

পরিষ্কার স্বরে কর্ণি কহিলেন "যাও, তাহাকে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে বল। তুমি কর্ত্তা, না, আমি কর্ত্তা, যয়েশ?"

—তখন নিরুপায় পরিচারিকা যাইয়া প্রভুকে লইয়া আসিল।

কার্‌লাইল্ জিজ্ঞাসা করিলেন ম্যাডাম্ "ভাইন্ কি বেশি খারাপ হইয়া পড়িয়াছেন? আমি একবার দেখিতে পারি কি?"

"তিনিও তোমাকে দেখিতে চা'ন।" বলিতে বলিতে ভ্রাতার প্রবেশের জন্য তিনি দরজা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। তাহাকে আগে আগে যাইবার জন্য কার্‌লাইল্ ইসারা করিলেন। তিনি কহিলেন "না, তোমার একাকী যাওয়াই ভাল।"

কার্‌লাইল্ কক্ষে যাইবেন, এমন সময় যয়েশ যাইয়া তাহার বাহু ধরিয়া বলিল "আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনার প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত।—আপনি বলিয়া দিবেন না কি ঠাকুরানি?"

কার্‌লাইল্ ভগিনী ও পরিচারিকার মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবিলেন, ইহারা উভয়েই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাদিগের দিকে চাহিয়া তিনি যাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাহির হইতে তাহারা দরজা টানিয়া দিলেন।

নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে মিঃ কার্‌লাইল্ শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন "আমার প্রাণে বড়ই লাগিয়াছে, ম্যাডাম্ ভাইন্—"আর বলিতে পারিলেন না, তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। যয়েশের মত তিনিও কি প্রেতাত্মার সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছেন?—সে যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, তাহার ওষ্ঠদ্বয় ও সমগ্র মুখমণ্ডলই মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া পড়িল, এবং দৃঢ়, অবিচলিত মানুষ হইয়াও তিনি কয়েক পদ

পিছাইয়া আসিলেন। শায়িতার আলুলায়িত দোদুল্যমান কুন্তল, সুমোহন বিষাদময় চক্ষু, তাহার আগমন জনিত উত্তেজনায় গণ্ডদ্বয়ে যে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আভা—ইহাতে করিয়া তাহার চিনিতে বাকী রহিল না যে ইনি স্বয়ং লেডি ইশাবেল্ ভেন্।

ইশাবেল ডাকিলেন "আর্কিবল্ড!"—বলিতে বলিতে কম্পিত হস্ত বাড়াইয়া, কার্লাইল্ দূরে সরিয়া যাইতে না যাইতেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে মানুষ যেমন করে, তেমন করিয়া কার্লাইল্ বক্তার মুখের দিকে ও কক্ষের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

অতীত দুষ্কর্ম্মের কথা মনে করিয়া ইশাবেল্ আনত নেত্রে অতিমৃদু স্বরে কহিলেন "তোমার নিকট ক্ষমা না পাইলে আমি মরিতে পারিতেছি না, আর্কিবল্ড! না, আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইও না;—ক্ষুদ্র একটি মুহূর্ত্ত মাত্র আমায় সহিয়া লও। একবার মাত্র বল যে আমায় তুমি ক্ষমা করিয়াছ, তা' হ'লেই আমি শান্তিতে মরিতে পারি।"

কার্লাইল্ কহিলেন "ইশাবেল! তুমি—তুমিই কি ম্যাডাম্ ভাইন্?" —কি যে বলিতেছেন, তাহা তাহার খেয়াল নাই।"

"উঃ, কর, আমায় ক্ষমা কর। সেই দুর্ঘটনায় আমি মরিয়াছিলাম না। কিন্তু তাহাতে আমার দেহে ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটে—কেহই আমাকে চিনিতে পারে না, তাই ম্যাডাম্ ভাইন্ সাজিয়া আমি এখানে সাহস করিয়া আসিয়াছিলাম।—দূরে যে আর থাকিতে পারি নাই! আমায় ক্ষমা কর, আর্কিবল্ড্!"

কার্লাইলের মাথা ঘুরিতে লাগিল, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার মত হইল। কেমন একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণাদায়ক ভাব তাহার মস্তিষ্কে আলোড়িত হইয়া উঠিল "তবে কি আমি দ্বিপত্নীক?"—হতবুদ্ধিতাপ্রসূত তাহার এই মৌন ভাব বুঝিতে পারিয়া ইশাবেল্ বলিতে লাগিলেন "তোমাকে

ছাড়িয়া, আমার ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না!" তার পরে প্রলাপবিহ্বলার মত উত্তেজিত ভাবে কহিলেন "তোমাকে পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়া উঠিল। উন্মাদিনীর মত তোমাকে ছাড়িয়া গিয়া যে ভীষণ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহার পরে আর এক মুহূর্ত্তও শান্তি পাই নাই। পলায়নের পরে একটি মাত্র ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, আমার মনে দারুণ অনুতাপ আরম্ভ হয়। জানিতাম যদি কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিব, তবে তখনই আমি ফিরিয়া আসিয়া পায় ধরিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতাম।" তার পর শুক্ল কেশগুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া, ক্ষীণ মণিবন্ধ দেখাইয়া, কহিলেন "দেখ, অনুতাপে আমার কি অবস্থা হইয়াছে! উঃ, জ্বালা, বড় জ্বালা! কর, আমায় একবার ক্ষমা কর। গুরু পাপ করিয়াছিলাম, গুরুতর সাজাভোগ করিয়াছি। পাপ করিয়া অবধিই জীবন্ত দাহন জ্বালায় অহর্নিশি জ্বলিয়াছি!"

"কেন গিয়াছিলে?"

"তুমি কি জানিতে না?"

"না। কত ভাবিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই।"

"তোমাকে ভাল বাসিতাম বলিয়াই গিয়াছিলাম।"

একটা ঘৃণার ছায়া কারলাইলের ওষ্ঠোপরি প্রকটিত হইয়া উঠিল। তবে কি মৃত্যু শয্যায় শুইয়াও ইশাবেল্ সত্যের অপলাপ করিতেছেন?

ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ইশাবেল্ কহিলেন "না, অমন্ করিয়া চাহিওনা। তুমি বোধ হয় দেখিতেছ যে, আমার শক্তি প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাই বোধ হয়, আমার মনের ভাব আমি পরিস্কার করিয়া বলিতে পারিতেছি না। বড় ভাল বাসিতাম বলিয়াই তোমার উপর আমার সন্দেহ জন্মে। মনে হইয়াছিল, তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা,

প্রবঞ্চনা, করিয়াছ—আমাকে ফেলিয়া আর একজনকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছ। এই ভাবিয়া ভাবিয়া হিংসায় যখন আমি পাগল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন সেই দুষ্ট লোকটা আসিয়া, প্রতিহিংসা লইবার জন্য আমায় প্রলুব্ধ করিল।—কিন্তু শেষে জানিলাম, প্রকৃত পক্ষে তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কি প্রবঞ্চনা, কিছুই কর নাই। কেমন নয় কি?"

—মিঃ কার্‌লাইল্‌ আবার প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন—অন্ততঃ, বাহ্যতঃ। শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বুকের উপর হাতে হাত রাখিয়া, দীর্ঘীকৃত দেহে, তিনি ইশাবেলের দিকে নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

অধিকতর ব্যগ্র উত্তেজনার সঙ্গে ইশাবেল্‌ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন নয় কি?"

"তখন, এবং তাহার পরেও আমায় এত জানিয়া শুনিয়াও তুমি একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? কায়মনোবাক্যে কখনই আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই।"

"হায়, হায়, আর্কিবল্ড্‌ আমি পাগল, নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছিলাম! পাগল না হইলে কি আর এমন কাজ করিতে পারিতাম?—বল, সকল ভুলিয়া যাইয়া তুমি আমায় ক্ষমা করিবে?"

"ক্ষমা অনেক দিনই করিয়াছি—কিন্তু ভুলিতে কখনই পারিব না।"

দরবিগলিত ধারে ইশাবেলের অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল; কার্‌লাইল্‌কে ধরিবার জন্য একখানা ক্ষীণ উষ্ণ হাত বাড়াইয়া দিয়া তিনি কহিলেন "সেই রাত্রি এবং আজিকার মধ্যে যে ভীষণ সময়টা অতিবাহিত হইয়াছে, একবার তাহা ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা কর। বাবার সঙ্গে যখন আমি ইষ্ট্‌-লীনে আসি, যখন আমি ক্ষুদ্র আনন্দময়ী বালিকা মাত্র—যখন তুমি আমায় প্রথম দেখিয়াছিলে, সকল ভুলিয়া যাইয়া একবার সেই সময়ের কথা মনে করিতে চেষ্টা কর। সময়ে সময়ে এ কথা মনে করিয়া মুহূর্ত্তের

জন্য ও আমি বর্ত্তমানের দুঃখযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছি ! মনে পড়ে কি, কেমন করিয়া আমায় ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছিলে—যদিও জানিতে না কেমন করিয়া সে কথা আমায় বলিবে ? বাবা যখন মরেন, তখন আমার প্রতি তুমি কত ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিয়াছিলে, সেই হাজার টাকার নোট্ খানা দিয়াছিলে !—এসব তোমার মনে পড়ে কি ? তুমি কাসেল্ মার্লিং গেলে, আমি তোমায় বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম, এসব কথা মনে আছে কি ? সেই যে সেই প্রথম চুম্বন করিয়াছিলে, তার পরে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমায় কত ভাল যে বাসিয়াছিলে, সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ কি ? পরস্পরের সঙ্গে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা কত সুখেই না দিন কাটাইয়াছিলাম ! মনে পড়ে কি তোমার, লুসী যখন হয়, তখন আমার জীবনের আশা ছিল না ; যখন আমি ভাল হইয়া উঠিলাম, তখন তোমার প্রাণে কত যে আনন্দ হইয়াছিল, ভগবানের নিকট তুমি কত যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলে, সে সব কথা মনে পড়ে কি আর্কিবল্ড !"

মনে পড়ে কি ?—হাঁ, খুবই মনে পড়ে। স্মৃতির উপর জ্বলন্ত অক্ষরে চিরদিনের জন্য খোদিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার ক্ষীণ অঙ্গুলিগুলি ধরিয়া, ঈষৎ আনত হইয়া মৃদু স্বরে কার্লাইল্ কহিলেন "আমাকে মন্দ বলিবার কি তোমার কিছু আছে ?"

"ভগবানের দৃষ্টির নিকটও যে প্রায়-নিষ্কলঙ্ক, যে আমায় এত ভাল বাসিয়াছিল, আমার সুখশান্তি কল্যাণের জন্য যে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত ছিল, সেই তোমাকে মন্দ বলিবার কিছু আছে কি, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? যখনই মনে হয় তুমি কি ছিলে, এখনও কি আছ, আর আমি কি ভাবে তোমার অগাধ প্রেমের প্রতিদান দিয়াছিলাম, তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুতাপে মাটীতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আমার নিজের পাপের আমি নিশ্চয়ই

প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি ; কিন্তু তোমার ও তোমার সন্তানদের উপর যে কলঙ্কের ডালি রাখিয়া গেলাম, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই !”

—বাস্তবিকই নাই। প্রথম মুহূর্ত্তে যেমন, এখনও মিঃ কার্‌লাইল্‌ তেমনি তীব্র ভাবে এই কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলেন ! কিন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না।

ইশাবেল্‌ আবার বলিতে লাগিলেন—তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ; কর্ণ আনত করিয়া তবে কার্‌লাইকে তাহার কথা শুনিতে হইল। তিনি বলিলেন “একবার ভাবিয়া দেখ, আমি কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—অহর্নিশ কি তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়াছি !—তুমি চোখের উপর রহিয়াছ, একটি কথা বলিবার, একটু আত্ম প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না ! আমার চোখের উপর তুমি তোমার স্ত্রীকে ভাল বাসিয়াছ ! যে সোহাগ একদিন আমার প্রাপ্য ছিল তাহা তুমি তাহাকে দিয়াছ—হিংসায় আমার প্রাণ জ্বলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিবার শক্তিও আমার ছিল না ! হারাইবার আগে আর কখন তোমাকে এত ভালবাসি নাই। উইলিয়ামের জীবন-প্রদীপ যখন স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, একবার তখনকার কথাটা মনে কর ! একবার ভাবিয়া দেখ যে, পুত্রের মৃত্যু শয্যায় তোমার সঙ্গে একত্রে বসিয়াও একটিবারও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই, ‘সে শুধু তোমার একার নয়, আমারও উইলিয়াম !’ যখন তাহার মৃত্যু-সংবাদ বাড়ীময় রাষ্ট্র হইল, তখন তুমি তাহাকে—উইলিয়ামের বিমাতাকে—সান্ত্বনা দিতে গেলে, আর আমি—তাহার গর্ভধারিণী—তোমার মুখে একটি সান্ত্বনার কথা শুনিবারও অধিকারী হইলাম না ! একমাত্র ভগবানই জানেন, কি ভাবে মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতেও এই সকল তীব্র যন্ত্রণা আমি নীরবে সহিয়া গিয়াছি !”

“কেন আবার এখানে আসিয়াছিলে ?”

"বলিয়াছি ত' তোমাকে ছাড়িয়া, আমার ছেলেমেয়েদের ছাড়িয়া, আমি থাকিতে পারি নাই।"

"কাজটা অন্যায়—সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইয়াছিল।"

"গর্হিতই হইয়াছিল। কাজটাকে আমি যত মন্দ ভাবিয়াছি, তত বোধ হয় তুমিও ভাবিতে পার না। কিন্তু যত দিন গোপন রাখিয়াছিলাম, তত দিন ইহার ফলাফল ও শাস্তি আমি একাই ভোগ করিয়াছি। কখনও মনে করি নাই যে এখানে থাকিয়া মরিব ; কিন্তু মৃত্যু আসিয়া আচম্বিতে উপস্থিত হইল!"

ইশাবেল্ বিরত হইলেন ; কষ্টে তাহার শ্বাস পড়িতে লাগিল। কিন্তু কার্‌লাইল্ কিছুই বলিলেন না।

অনুতপ্তা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন "অন্যায়, সবই অন্যায় করিয়াছি ; 'তা'র মধ্যে তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আরও অন্যায় হইল। কিন্তু, আমার বিশ্বাস, আপনাকে তুমি যে নূতন বন্ধনে বাঁধিয়াছ, ইহাতে তাহার কোনই ক্ষতি হইবে না—সংসারে আমার অস্তিত্ব নাই ; আর প্রকৃতপক্ষেই আমি যমের দুয়ারে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছি। দেখ, আর্কিবল্ড, এক দিন তুমি আমার স্বামী ছিলে—এই কয়টা দিন তোমার ক্ষমা পাইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমি ছট্‌ফট্ করিয়াছি। হায়! একবার যদি অতীতটা মুছিয়া ফেলিতে পারিতাম! একবার যদি জাগিয়া উঠিয়া মনে করিতে পারিতাম যে আমি একটা বীভৎস স্বপ্নমাত্র দেখিয়াছি—যদি একবার মনে করিতে পারিতাম যে এখনও আমি স্বাস্থ্যে, সুখে, তোমার চিরপ্রিয় দয়িতাই রহিয়াছি!—তোমারও কি এমন ইচ্ছা হয় না?"

যেন এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, এইভাবে মিঃ কার্‌লাইলের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া, ক্ষিপ্র সাগ্রহ কণ্ঠে তিনি এই প্রশ্নটি করিলেন।

"তোমার অনুরোধে, তোমার সুখের জন্য, হয় বটে।"—নিতান্ত ধীর শান্ত ভাবে এই উত্তরটি হইল। শুনিয়া ইশাবেলের চক্ষুর্দ্বয় আবার মুদিয়া আসিল—বক্ষপঞ্জর উন্নত আনত করিয়া একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। তিনি বলিলেন "আমি উইলিয়ামের নিকট চলিলাম; কিন্তু লুসী ও আর্কিবল্ড রহিল। দোহাই তোমার চিরদিনই তাহাদিগকে স্নেহের চোখে দেখিও। মায়ের অপরাধের জন্য তাহাদিগকে অপরাধী করিও না। শেষ পক্ষের সন্তানদের ভালবাসায় তাহাদিগকে ভালবাসিতে ভুলিও না।"

ভর্ৎসনাবিমিশ্র কাতর স্বরে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন—"যাহাতে তোমার মনে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, কখনো কি আমাকে তেমন ব্যবহার করিতে দেখিয়াছ? একদিন তুমি আমার যেমন প্রিয়বস্তু ছিলে, আজ ইহারাও আমার তেমনই।"

"যেমন আমি একদিন ছিলাম!—হাঁ। যেমন আমি থাকিতেও পারিতাম।"

আবেগ ভরে কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "হাঁ, যেমন তুমি থাকিতেও পারিতে।"

"আর্কিবল্ড, আমি প্রায় পরজগতের দ্বারে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছি। ভিতরে যাইবার আগে তুমি কি আমায় একটু আশীর্ব্বাদ করিবেনা, দুটো ভালবাসার কথা বলিবে না? মুহূর্ত্তের জন্য, আমি যে কি, তাহা তোমার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া ফেল; একবার চেষ্টা করিয়া দেখ, আমায় আবার বিবাহের পূর্ব্বের সেই সলজ্জ নিরপরাধ বালিকার মত মনে করিতে পার কিনা।—একটিমাত্র ভালবাসার কথা!—ইহার জন্য বুক আমার ফাটিয়া যাইতেছে।"

তাহার মুখের উপর সনত হইয়া কার্‌লাইল্‌ ললাট-দেশ হইতে ধীরে, সস্নেহে, বিক্ষিপ্ত কেশ রাজি সরাইয়া দিলেন; দরবিগলিত ধারে তাহার অশ্রু

প্রেমার্ত্তার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। মৃদু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন "যখন তুমি আমায় ফেলিয়া গিয়াছিলে ইশাবেল্, তখন আমার বুক্ও ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইয়াছিল! ভগবান্ যেন তোমায় আশীর্ব্বাদ করেন, তোমাকে যেন তাঁহার মঙ্গলময় শান্তির রাজ্যে স্থানদান করেন, আর এখন যেমন আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি, আমায়ও যেন তিনি তেমনই ক্ষমা করেন!" ক্রমেই তাহার মস্তক নামিয়া আসিতে থাকিল—শেষে এমন হইল যে, তাহার নিশ্বাস ইশাবেলের নিশ্বাসের সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার মুখমণ্ডল রক্তজ্যোতিতে ঝলসিয়া উঠিল—তড়িদ্বেগে তিনি মুখ তুলিয়া লইলেন।—তখন কি ইশাবেলের ও তাহার মুখের মাঝখানে লীন্বড়ো জেলের কোন বন্দীর মুখ আসিয়া অন্তরায় হইয়াছিল?—না, কি, অনুপস্থিত অসন্দিগ্ধচিত্ত পত্নীর সজল নেত্র তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল?—বলিতে পারি না।

কাতর কণ্ঠে মহাপ্রস্থানোন্মুখের ফাঁকা-ফাঁকা স্বরে ইশাবেল কহিলেন "তাঁহার মঙ্গলময় শান্তির রাজ্যে!—হাঁ, একথা আমি বিশ্বাস করি। জানি আমি, আমায় তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু কি ভীষণ তুমুল সংগ্রামই করিতে হইয়াছিল! এখানে ফিরিবার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত কেবলই কুভাবনা, দুঃখ, দারুণ আকাঙ্ক্ষা, বিদ্রোহী হৃদয়, লইয়া আমাকে হয়রাণ হইতে হইয়াছে; শেষে ভগবান্ আমার উপর প্রসন্ন হ'ন। তুমি ত' জান, তাঁহার কত দয়া, কত অনুগ্রহ! আবার আর্কিবল্ড্, আমাদের দেখা হইবে—তখন আর ছাড়াছাড়ি হইবে না। এই আশা না থাকিলে বোধ হয় আমি মরিতেও পারিতাম না। উইলিয়াম্ বলিয়াছিল 'মা, আমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন!'—আজ সে-ই আমার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!"

তিনি মিঃ কার্লাইলের দুইখানা হাতই ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এক-

খানা ছাড়াইয়া লইয়া, কার্‌লাইল্‌ রুমালে ইশাবেলের কপালের মরণ-ঘর্ম্ম-বিন্দুগুলি সস্নেহে সযতনে মুছাইয়া দিলেন।

ইশাবেল্‌ আবার বলিতে লাগিলেন "আমি এই যে আশা করিতেছি, তাহাতে বোধ হয় পাপ নাই, আর্কিবল্ড। যীশু ত' বলিয়াছিলেন যে সেখানে 'বিয়ে থাওয়া' নাই। আমার পাপের কথা সেখানে আর কাহারও মনে থাকিবে না—ছেলে পেলেদের লইয়া সেখানে আমরা অনন্ত জীবন সুখে কাটাইতে পারিব। আর্কিবল্ড তোমারই হতভাগিনী, বঞ্চিতা ইশাবেলের জন্য তোমার হৃদয়ের এক কোণে একটু স্থান রাখিও।"

মৃদু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কার্‌লাইল্‌ কহিলেন "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই থাকিবে।"

এমন সময়ে তীব্র যন্ত্রণার স্বরে লেডি ইশাবেল্‌ বলিয়া উঠিলেন "ওকি, আমায় ফেলিয়া চলিলে নাকি ?"

"তুমি যে ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছ। লোক ডাকিয়া আনিতেছি।"

ইশাবেলের চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল ; সজোরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন "তবে বিদায়! অনন্ত মিলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদায়! আমি যে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি, তাহা নহে ; মরণ আসিয়া আমার শিয়রে দাঁড়াইয়াছে।—কিন্তু হায়, কেমন করিয়া তোমায় ছাড়িয়া যাইব!—না, আর না, আর না! আজ আমি তোমার কেহ নই—কিন্তু একদিন তুমি আমার প্রিয়তম স্বামী ছিলে! দাও, আমায় বিদাও দাও!"—উত্তেজনায় তাহার নির্জ্জীব দেহে আবার বলের সঞ্চার হইয়াছে ; উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলিত করিয়া দুই হাতে তিনি পরিত্যক্ত স্বামীর বাহু জড়াইয়া ধরিলেন ; অতর্পনীয় নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় সজল নেত্রে স্বামীর মুখের নিকট মুখ তুলিয়া ধরিলেন। মিঃ কার্‌লাইল্‌ সস্নেহ কোমল হস্তে তাহাকে আবার ধীরে ধীরে শয়ন করাইলেন ; আপনা

হইতেই তাহার ওষ্ঠ যাইয়া ইশাবেলের ওষ্ঠে সংলগ্ন হইল। তিনিও মৃদু স্বরে বলিলেন "অনন্ত মিলন পর্য্যন্ত তবে বিদায়।"

বলিয়াই তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া ইশাবেল্ শেষে প্রাচীরের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সব ফুরাইল! ভগবান্, এখন একমাত্র তুমিই আমার ভরসা!"

সীঁড়ির উর্দ্ধভাগে মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কার্‌লাইল্ আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইলেন। ভগিনী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহাকে ভোজনকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। শেষে বলিলেন "আজ রাত্রিটা কি তুমি তাহার—তাহার নিকট থাকিবে?"

"নিশ্চয় থাকিব।"

লর্ড মাউণ্ট্ সেভার্ণকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য মিঃ কার্‌লাইল তথনই টেলিগ্রাফ্ অফিসে চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া আসিলে কর্ণেলিয়া তাহাকে ইশাবেলের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে লইয়া গেলেন। মিনিট দশেক হইবে যে, ইশাবেল এ জগতের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

——০:*:০——

"ই, মা, ভে,"

জরুরি টেলিগ্রামের কারণ বুঝিতে না পারিয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ ক্ষণ বিলম্ব না করিয়াই ইষ্টলীনে রওনা হইলেন, এবং পরদিবস অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল শুনিয়া তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "এখানে আসিয়াছিল!—কি ভয়ানক পাগলামো!—কেমন করিয়া সকলের চক্ষু এড়াইয়া এত দিন ছিল?"

"ছিল ত'! আমার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে কেমন যেন একটা দুর্ব্বোধ্য সাদৃশ্য আছে; ইহা ব্যতীত আর কোন কথাই কখনও আমার মনে হয় নাই!— আপনি একবার দেখিবেন কি?"

"হাঁ?"

—ধীরে ধীরে তাহারা ইশাবেলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

দিব্য প্রশান্ত ভাবে ইশাবেল্ মহানিদ্রায় নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অবনত হইয়া লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অসুখ হইয়াছিল?"

"সে ত' বলিয়াছিল যে, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

মাউণ্টসেভার্ণ কহিলেন "বটে!—আরও আগে যে ভাঙ্গে নাই, সে-ই আশ্চর্য্য কথা।" তারপর ইশাবেলের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ

কণ্ঠে বলিলেন "হায় হতভাগিনি! নিজের পায় এমনি করিয়া কুড়াল হানিয়াছিলে!—মিঃ কার্‌লাইল্, এই বোধ হয় তোমার বিবাহের অঙ্গুরীয়ক?"

"বোধ হইতেছে।"

"কি আশ্চর্য্য, এটা তার হাতেই ছিল!" মাউণ্টসেভার্ণ বাহির হইয়া গেলেন।

এখন ও মিঃ কার্‌লাইল্ সুখদুঃখের অতীত মূর্ত্তিটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন—ধীরে ধীরে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া তাহার ললাটদেশ মুছাইয়া দিলেন। জানি না, তখন তাহার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। শেষে ধীরে ধীরে আবরণখানা মুখের উপর টানিয়া দিয়া তিনিও বাহির হইয়া আসিলেন।

—বার্‌বারাকে তিনি নিম্ন লিখিতরূপ পত্র লিখিলেন

"প্রিয়তমে,

বলিয়া আসিয়াছিলাম শনিবার অপরাহ্নেই যাইয়া তোমার সঙ্গে মিলিত হইব। কিন্তু তাহা হইল না। তবে সেই দিনই রাত্রির গাড়ীতে রওনা হইব। তাই বলিয়া তুমি আবার আমার জন্য বসিয়া থাকিও না। লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ এখানে আসিয়াছেন, তাঁহার সম্ভাষণ গ্রহণ করিও।

তোমার প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু না জানাইলে নয়, তাই তোমাকে জানাইতেছি—ম্যাডাম্ ভাইন্ বুধবার মারা গিয়াছেন। তুমি যে তখন এখানে ছিলে না, তাহাতে ভালই হইয়াছে।

তোমারই আর্কিবল্ড।"

শনিবার প্রাতে মিঃ কার্‌লাইল ও লর্ড মাউণ্টসেভার্ণ ইশাবেলের মৃতদেহ অনাড়ম্বরে কিন্তু ধীর গম্ভীর ভাবে সমাধিস্থানে লইয়া গেলেন।

একজন শিক্ষায়িত্রীর প্রতি এতটা সমাদর প্রদর্শন করিতে দেখিয়া ওয়েষ্টলীনের লোকেরা তাহাদের সৌজন্য ও সদাশয়তায় মুগ্ধ হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিবার সময় লর্ড বাহাদুর বলিলেন "সমাধির উপর সুধু একখানা সাদা প্রস্তর দিও। তাহাতে সুধু "ই, ভে" এই দুইটি অক্ষরই যেন লেখা থাকে।"

কার্লাইল বলিলেন "না, 'ই, মা, ভে' (ইশাবেল মাউণ্টসেভার্ণ ভেন্) এই কয়েকটি অক্ষর থাকিবে।"

ঠিক এমনই সময়ে অন্য একটি ধর্ম্ম মন্দিরে আনন্দ উল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি সজোরে বাজিয়া উঠিল—জো জিফিনের সঙ্গে য়্যাফাইর বিবাহ হইয়া গেল। জিফিন্ পরম ধন্য হইল।

অপরাহ্ণে লর্ড বাহাদুর চলিয়া গেলেন। একটু পরেই বার্বারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন—"এরূপ খবর পাইয়া আমি কি আর সোমবার পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতাম, আর্কিবল্ড! কি, হইয়া ছিল কি? বড় তাড়াতাড়ি মারা গেল না?"

সুপ্তোত্থিতের মত কার্লাইল উত্তর করিলেন "হাঁ।—মনে মনে তিনি একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রীকে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন, কি, বলিবেন না?—যদি এ রহস্য অন্য কেহ না জানিত, তবে তিনি ইহা আপনার হৃদয়েই গোপন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু আরও তিন জনে ইহা জানেন; কথাপ্রসঙ্গে একদিন না একদিন তাহারা হয়তঃ ইহা বলিয়া ফেলিতে পারেন। তখন মহা গণ্ডগোল বাধিবে। তাই মিঃ কার্লাইল নিজে বলাই সঙ্গত মনে করিলেন।

তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বার্বারা কহিলেন "ওকি, তোমার অসুখ হইয়াছে নাকি?"

তাহার হাত ধরিয়া কার্‌লাইল কহিলেন "তোমাকে একটা কথা বলিবার আছে, বার্‌বারা। বুধবার যখন আমি এখানে আসিলাম, তখন ম্যাডাম্ ভাইনের অবস্থা শুনিয়া একবার তাহাকে দেখা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।"

"ঠিক কাজই করিয়াছিলে।"

"ঘরে যাইয়া দেখিলাম, মরিবার আর বাকী নাই। কিন্তু আরও কিছু দেখিলাম, বারবারা!—ম্যাডাম্ ভাইন্ ম্যাডাম্ ভাইন্ নহেন!"

"কি বল!"

"দেখিলাম—মুমূর্ষু আমার প্রথমা স্ত্রী, ইশাবেল্ ভেন্।"

বার্‌বারার মুখমণ্ডল প্রথমে আরক্তিম শেষে ভস্মবৎ বিবর্ণ হইয়া পড়িল। স্বামীর হাত হইতে তিনি আপনার হাত টানিয়া লইলেন। লক্ষ্য না করিয়া কার্‌লাইল বলিতে লাগিলেন "ছেলে পেলেদের ছাড়িয়া থাকিতে না পারিয়াই নাকি সে আবার এখানে আসিয়াছিল। রেইল্‌ওয়ে দুর্ঘটনায় তাহার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ও যে চশ্‌মা সে চোখে পরিয়া থাকিত, তাহাতেই আমরা কেহ তাহাকে চিনিতে পারি নাই।"

বার্‌বারার হৃদয় বেদনায় একেবারে কাতর হইয়া পড়িল। স্বামীর মুখের দিকে তিনি চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে অস্বচ্ছ স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন "কখনও তোমার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল?"

"বার্‌বারা!—তবে কি আর আমি তাহাকে এখানে থাকিতে দিতাম? অতীতের জন্য এবং এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া সে আমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিল; আমিও তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছি। তাহার বুক নাকি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! আশ্চর্য্যের কথা নহে!"

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব রহিলেন। কার্‌লাইল দেখিলেন, পত্নী যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে আপনার মুখ দেখিতে দিতেছেন না।

আরও কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল! তথাপি বার্‌বারা কোন উত্তরই করিলেন না। তখন কার্‌লাইল সরিয়া দাঁড়াইলেন—দেখিলেন তাহার মুখ যন্ত্রণায় অৰ্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে!

তখন পত্নীর স্কন্ধে হাত দিয়া, জোর করিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া, তিনি কহিলেন "প্রিয়তমে, এ আবার কি?"

আর বাধা মানিল না। প্রাণের রুদ্ধ আবেগ শতমুখে ছুটিয়া বাহির হইল; দর-দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যুক্ত করে বার্‌বারা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "বল, বল, ইহাতে আমার উপর হইতে তোমার ভালবাসা কমিয়া যায় নাই?"

কার্‌লাইল্‌ কোন্‌ উত্তর করিলেন না। এক হাতে পত্নীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে নিজের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইলেন; আর নীরবে, গম্ভীর ভাবে, তাহার চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন। তাহার এই দৃষ্টিতে, তাহার অধরোষ্ঠের এই অভিব্যক্তিতে, সরলতা, সত্যপরায়ণতা ব্যতীত আর কোন ভাব কি কেহ দেখিতে পাইতেন?— বার্‌বারা ত' পাইলেন না।

—কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে চাহিয়া থাকিয়া কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "আমার ধারণা ছিল, আমার স্ত্রী আমাকে সম্পূর্ণই বিশ্বাস করেন।"

ত্রস্ত-কণ্ঠে, মৃদু-স্বরে বার্‌বারা কহিলেন "করি, আমি সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি, আর্কিবল্ড। তুমি কি তা' জান না!"

"তোমাকে কথাটা জানান' আমি উচিত মনে করিয়াছি—ভালবাসি বলিয়াই জানাইয়াছি।"

তাহার বক্ষস্থলে মাথা রাখিয়া সুন্দর অনুতপ্ত মুখখানা তাহার দিকে ফিরাইয়া বার্‌বারা ঘন ঘন অনুচ্চ শ্বাস ফেলিতে লাগিলন। কার্‌লাইল্‌ও তাহাকে আপনার স্নেহ কোমল বুকের আশ্রয়ে টানিয়া লইলেন। "তুমিই আমার স্ত্রী, তুমিই আমার প্রিয়তমা—শুধু এখন নহ, চির-জীবনের মত।"

"আমি আহাম্মক বলিয়া আমার মনে এমন ভাব হইয়াছিল, এখন আর নাই।"

"আর যেন কখনো তোমার মনে এমন ভাব না হয়। আমাদের মধ্যে যেন আর কখনো তা'র নাম না উচ্চারিত হয়। এতদিন যেমন ছিল, এখনও যেন তেমনই তা'র নাম উচ্চারণ আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ থাকে।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা। আমার একান্ত ইচ্ছা, শুধু তোমাকে সুখী করা, তোমার অপরিমেয় প্রেম ও আদরের উপযুক্ত হওয়া।" তার পরে সন্নত চোখে আরক্তিম মুখে, সলজ্জ কণ্ঠে কহিলেন "আজ আমি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। একদিন সে তোমার স্ত্রী ছিল বলিয়া, ইহারা তাহার সন্তান বলিয়া এতদিন আমি তোমার সন্তানদের ভাল বাসিতে পারি নাই—না, বরং একটু হিংসার চোখেই দেখিয়াছি। জানিতাম, কাজটা অন্যায়; যাহাতে মনে এ ভাব না আসে, তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি—এখন বোধ হয় কৃতকার্য্যও হইয়াছি।" তাহার কণ্ঠস্বর আরও নামিয়া আসিল, তিনি কহিলেন "যাহাতে আমার মনে এ ভাব না থাকে, তাহার জন্য সর্ব্বদাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। সময়ে বোধ হয় তাহাদিগকে আমি নিজেরই সন্তানের মত ভাল বাসিতে ও যত্ন করিতে পারিব।"

কার্‌লাইল্‌ বলিলেন "আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সময়ে সকল সাধু

ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। বাব্‌বারা আমার, কখনো এ কথা ভুলিও না—ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবে ন্যায়ের পথে চলিলেই পরিণামে শান্তি লাভ হইতে পারে।”

সমাপ্ত।

Printed by T. N, Halder, Printer,

The Kamala Printing Works. 3, Kashi Mitter's Ghat Street, Bagbazar, Calcutta.

Published by Debendra Nath Bhattacharyya.

OF

Messers Bhattacharyya & Sons,

65, College Street, Calcutta.